সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাবলী— সং ৭০

রসকদম্ব

শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্ এ
ও
শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম্ এ

সাহিত্য-পরিষদ্ গ্রন্থাবলী সং ৭০

রসকদম্ব

কবিবল্লভ

বিরচিত

গৌহাটী কটন কলেজের অধ্যাপক ও
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গৌহাটী-শাখার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি
শ্রীতারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম এ
এবং
গৌহাটী কটন কলেজের অধ্যাপক ও
বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ গৌহাটী শাখার সম্পাদক
শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম এ
কর্ত্তৃক সম্পাদিত

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড,
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে
শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক
প্রকাশিত

বঙ্গাব্দ ১৩৩২

মূল্য—সদস্য পক্ষে ১৲ শাখা সভার সদস্য পক্ষে ১৶০
সাধারণ পক্ষে ১।০

ভূমিকা

মালদহে প্রথম এই পুথি পাওয়া যায়। ১৩০৮ সালে ৺রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী 'প্রদীপ' পত্রিকায় ইহার এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করেন। ১৩০৯ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম এ মহাশয় পুনরায় ইহার বিশেষ বিবরণ প্রকাশ করেন।

কাব্যাংশে ও ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ে গ্রন্থখানি উপাদেয়। অধিকন্তু ইহা প্রাচীন গ্রন্থ। ইহার প্রচার বাঞ্ছনীয়। ডাঃ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন ডি. লিট মহাশয়ের "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" পুস্তকে এই কবির কোন উল্লেখ নাই।* তাঁহার "বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়" গ্রন্থেও এই কাব্যের কোন নিদর্শন উদ্ধৃত হয় নাই। বিশ্বকোষ-কার ১৮শ ভাগের ১২৫ পৃষ্ঠায় এই পুথির অতি সংক্ষিপ্ত এক বিবরণ দিয়াছেন। 'গৌরপদ তরঙ্গিণী'-কার রসকদম্ব গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিয়াছেন (উপক্রমণিকা, পৃঃ ১২০), কিন্তু গ্রন্থ দেখেন নাই; রাধাবল্লভ নামক পদকর্ত্তা ইহার লেখক, এই মাত্র অনুমান করিয়াছেন।

পুথির পরিচয়

এই "রসকদম্ব" সম্পাদনে আমরা তিনখানি পুথির সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। ১ম—আমাদের নিকট একখানি পুথি আছে। ইহাকেই ভিত্তি করিয়া অন্য দুই-খানি পুথির পাঠ সহ মিলাইয়া লইয়াছি। এই পুথিখানি শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্ এ মহাশয় মালদহ জেলায় প্রাপ্ত হন। ইহার অক্ষরগুলি অতি পরিষ্কার। লিপিকার শ্লোক-সংখ্যাগুলি আদ্যোপান্ত ঠিকমত দিয়াছেন। পুথির শেষে হস্তলিপির সময় নিরূপণ আছে। এই পুথি ১৬৫০ শকে অর্থাৎ ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছিল। সুতরাং প্রায় ২০০ বৎসর পূর্ব্বেকার লেখা পুথি। পাঠান্তরে ও অন্যত্র এই পুথিকে প্রথম পুথি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি।

২য়—সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালার পুথি। এই পুথিও শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর বাবু মালদহে সংগ্রহ করেন ও সাহিত্য-পরিষৎকে দান করেন। এই পুথির লিপি তত সুন্দর নহে,

* দীনেশ বাবুর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র চতুর্থ সংস্করণে গ্রন্থের শেষে, গ্রন্থমধ্যে অনুল্লিখিত পুথির এক সংক্ষিপ্ত বিবরণী আছে। এই বিবরণীর ৭ পৃষ্ঠাতে কবিবল্লভের রসকদম্বের উল্লেখ করিয়াছেন। দীনেশ বাবু এই সংক্ষিপ্ত উল্লেখেও দুইটি ভুল করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "নরহরি দাস কবির দীক্ষাগুরু।" কবির গুরুর নাম উদ্ধব দাস। পুনশ্চ "কবির জন্মস্থান আমবাড়া গ্রাম।" গ্রামের নাম অরোড়া বলিয়া কবি উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্লোক-সংখ্যাগুলি লিখিতে অনেক গোল আছে,—খানিক দূর শ্লোক-সংখ্যাগুলি লিখিয়া, পরে লিপিকার যেন হতাশ হইয়া উহা আর লেখেন নাই। এই পুথিতে ৪৩৪—৩৬ ও ৪৬৩—৪৭৫ পর্য্যন্ত শ্লোকগুলি নাই। পুথির শেষে লিপিকাল নির্দ্দিষ্ট আছে—১১৬৪ সাল অর্থাৎ ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ, সুতরাং এই পুথিখানিও পুরাতন, প্রায় ১৭০ বৎসর পূর্ব্বেকার লেখা। সর্ব্বত্র এই পুথিকে দ্বিতীয় পুথি বলিয়া উল্লেখিত করা হইয়াছে।

বগুড়ার প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক উকিল শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন বর্ম্মন্ বি এল্ মহাশয়ের নিকট খণ্ডিত একখানি পুথি ছিল। 'রসকদম্ব' সম্পাদিত হইতেছে শুনিয়া তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহার পুথিখানি সাহিত্য-পরিষদে প্রেরণ করেন। আমাদের কার্য্য অনেক দূর অগ্রসর হইয়া গেলে পর আমরা এই পুথিখানি পাই, সুতরাং ইহার সহিত আদ্যোপান্ত পাঠ মিলাইবার সুযোগ আমাদের হয় নাই। প্রথম দুইখানি পুথির সাহায্যে আমরা যাহা সম্পাদন করিয়াছিলাম, মোটের উপর তাহা যাচাই করিয়া লইবার জন্য পাঠান্তরের স্থানগুলি এই পুথির সঙ্গে মিলাইয়া লইয়াছি। ইহাতে অনেক দুর্ব্বোধ্য পাঠ সুগম হইয়াছে। মোটের উপর দেখা গেল যে, এই তৃতীয় পুথির পাঠ দ্বিতীয় পুথির পাঠের অনুরূপ। এই তৃতীয় পুথিখানি অপেক্ষাকৃত অনেক আধুনিক বলিয়া বোধ হইল, কাগজ ও লিপির নমুনা দেখিয়া ইহাই প্রতীতি হয়। কাগজ সাদা ও আধুনিক, কিন্তু প্রথম দুইখানি পুথির কাগজ প্রাচীন তুলোট কাগজ ও হরিতাল মাখান, তৃতীয় পুথিখানির শেষে লিপিকারের নাম দেওয়া আছে, কিন্তু কোন তারিখ দেওয়া নাই। রসগুলির নাম দেওয়া আছে, কিন্তু শ্লোক বা অধ্যায়ের সংখ্যা দেওয়া নাই; প্রথম অধ্যায়ের মধ্য হইতে পুথির আরম্ভ হইয়াছে ও ১৮শ অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত আছে। ৩১ পত্রে লিপিকার নোট করিতেছেন যে, "মৈধে তিন পত্র নাস্তি ৪৮।৪৯।৫০ এই তিন পত্র।" রসকদম্বের মনোরম অংশ অর্থাৎ হাস্যরস (চতুর্থ অধ্যায়) এই পুথিতে বেমালুম বাদ। গ্রন্থ শেষে লিপিকারের পরিচয় আছে,—

বৈষ্ণবচরণ বন্দি মস্তক উপর।
পঞ্চানন চাকি * লিখে বৈষ্ণব নফর॥

এই সকল ত্রুটি সত্ত্বেও এই পুথিখানিতে আমাদের বিস্তর সাহয্য হইয়াছে সন্দেহ নাই। শুনিয়াছি, রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-শাখায় রসকদম্বের একখানা প্রতিলিপি আছে। আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ সেখানা দেখিবার সুযোগ আমরা পাই নাই।

---

* পুথিতে আছে "চারী"। কিন্তু চাকি হইবে, যেহেতু ৩৭ পত্রে লিপিকারের আর এক ভণিতা দৃষ্ট হয়—

বৈষ্ণবের চরণ ভজি দন্তে করি ঘাস।
লিখিলেক গ্রন্থ চাকি পঞ্চানন দাস॥

পাঠান্তর

মূলে প্রথম পুথির পাঠেরই অনুসরণ করা হইয়াছে। পাদটীকায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুথি হইতে পাঠান্তর দেওয়া হইয়াছে। মূলে যেখানে প্রথম পুথির পাঠ অনুসরণ না করিয়া দ্বিতীয় বা তৃতীয় পুথির পাঠ গ্রহণ করিয়াছি, সেখানে বন্ধনী চিহ্নের প্রয়োগ করিয়াছি। সুতরাং মূলে বন্ধনী চিহ্নমধ্যস্থ অংশ অন্য পুথির পাঠ বলিয়া বুঝিতে হইবে। এরূপ স্থলে পাদটীকায় প্রথম পুথির পাঠও নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। পুথির পাঠ ছাড়া স্বকপোল-কল্পিত পাঠ কোন স্থানে দিই নাই। মাত্র কয়েক স্থলে—যেখানে সকল পুথির পাঠই দুষ্ট অথচ সঠিক পাঠ স্বতঃই বুঝা যায়, আমরা পাঠ শুদ্ধ করিয়া দিতে সাহসী হইয়াছি। উদাহরণ যথা—অঙ্কুরের = অঙ্কুশের ৬০, অন্নত = উন্নত ৬১, পতকা = পতাকা ৬২, অশ্রসার = অস্ত্রসার ৬৩, কটিতটে রতন বসনা = কটিতটে রতন রশনা ৭২, জথন = জঘন ৮৫ ইত্যাদি। এরূপ পাঠেও হস্তক্ষেপ করিতে অতি অল্প স্থানেই সাহসী হইয়াছি, এবং যেখানে এরূপ করিয়াছি, গ্রন্থশেষে টীকায় তাহার উল্লেখ যথাসম্ভব করিয়াছি। সুতরাং পাঠক নিজে বিবেচনা করিতে চাহিলে তাহা করিতে পারিবেন। দুর্ব্বোধ্য অনেক পাঠ রহিয়া গিয়াছে, কোন পুথিই পাঠ ঠিক দিতে পারে নাই। সে সকল স্থানে নিজের কোন পাঠ দিতে প্রযত্ন করি নাই। এরূপ স্থলে "যদৃষ্টং তল্লিখিতম্।" মোটের উপর আমরা যাহা পুথিগুলি হইতে পাইয়াছি, তাহাই পাঠকের নিকট উপস্থিত করিয়াছি।

বানান

প্রাচীন পুথি সম্পাদন করিতে গিয়া বানানের যে সমস্যা দাঁড়ায়, তাহা বড়ই জটিল। আমাদের মনে হয়, চণ্ডীদাসের পদাবলী-সম্পাদক নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয় বানান সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, আমাদের সম্পাদিত এই রসকদম্ব গ্রন্থ সম্বন্ধেও তাহা খাটে। তিনি বলেন, "কোন্ পুথির বানান রাখিব? সবই যে ভিন্ন ভিন্ন। যদি সকল পুথির বানানের অনেকটা সমতা দেখিতে পাইতাম, তবে না হয় বুঝিতাম, পূর্ব্বে ঐরূপ বানানই প্রচলিত ছিল। তাহা যখন দেখিলাম না, তখন কাহারও বানান গ্রহণ করা উচিত নহে। হাঁ, যদি চণ্ডীদাসের স্বহস্ত-লিখিত কোন পুথি পাইতাম, তবে সাদরে তাহার বানান গ্রহণ করিতাম।"

রসকদম্ব গ্রন্থখানি সাধারণের উপভোগ্য গ্রন্থ বলিয়া আমাদিগের বিশ্বাস। এরূপ গ্রন্থ প্রচার করিতে হইলে বিকট বানান দ্বারা পাঠককে বিভীষিকা প্রদর্শন আমরা আদৌ যুক্তিযুক্ত মনে করি না। অধিকন্তু রসকদম্ব গ্রন্থের ভাষা কবিরাজ গোস্বামীর ভাষার মত সাধু ভাষা—ইহাতে সংস্কৃতজ্ঞ শব্দ বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়াছে। সমগ্র গ্রন্থখানি

আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে ইহাই প্রতীতি হইবে। মনে হইবে, অধিকাংশ সংস্কৃতজ শব্দ, তদনুযায়ী রাখাই কবির অভিপ্রায় ছিল। এই ধারণাবশতঃ যে সমস্ত সংস্কৃতজ শব্দের বানান নানা স্থানে নানা আকারে দেওয়া আছে, আমরা সেইগুলিকে সংস্কৃতানুযায়ী সংস্কার করিয়া দিয়াছি।

কিন্তু বানান এইরূপে সংস্কার করিয়া দিলেও ভাষাতত্ত্ব হিসাবে প্রাচীন বিশেষত্ব যাহা কিছু, তাহা রক্ষা করিয়া আসিয়াছি। যে সমস্ত সংস্কৃত বা অসংস্কৃত শব্দের প্রায় সর্ব্বত্র একরূপ বানান প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাদের কোন সংস্কার করি নাই। উহা-দিগকে যথাযথই রাখা হইয়াছে। উদাহরণ যথা—আতি, দিঞা, কেলিতে, আনল, যোলয়, গোপ্ত, অগোর, ইংসা, নৈরাকার, ক্ষেমা, পাত্রে ইত্যাদি। প্রাচীন বাঙ্গালার উচ্চারণ-বিশেষত্ব দেখাইবার জন্য অশুদ্ধ বানানও যথাসম্ভব রাখিয়া দিয়াছি। যথা:—বৌদ্ধ (বুদ্ধ), আলিস্য (আলস্য), জরাসিন্ধু (জরাসন্ধ), বেহার (বিহার), বিম্ব (বিম্ব), নৌতুন (নূতন), অষ্টদশ (অষ্টাদশ), প্রাণপোণে (প্রাণপণে) ইত্যাদি। পুথির বানান সম্বন্ধে টীকাতে কিছু কিছু প্রাচীন নিদর্শন দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। প্রাচীন বানান-পদ্ধতির অনুসন্ধানেচ্ছু পাঠক তথা হইতে কিছু সংবাদ পাইবেন।

বলা বাহুল্য যে, প্রাচীন বাঙ্গালার ব্যাকরণ-বিশেষত্ব ও তদনুরূপ বানান যথাজ্ঞান সর্ব্বত্র অক্ষুণ্ণ রাখা হইয়াছে।

রসকদম্বের সময় নির্ণয়

কবিবল্লভের রসকদম্বের রচনাকাল সম্বন্ধে কোন গোল নাই। কারণ, গ্রন্থশেষে কবি স্বয়ংই তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন,—

ফাল্গুনী ফাল্গুন ফাগু পৌর্ণমাসী দিনে।
বিংশতি অংশক গুরুবার শুভক্ষণে॥
বিংশতি অধিক পঞ্চদশ শত শক।
তখনে রচিল রসকদম্ব পুস্তক॥

শুধু শকের উল্লেখ থাকিলে কিছু সংশয়ের কারণ থাকিত। কিন্তু কবি বার, নক্ষত্র ইত্যাদি যেরূপ স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন, তাহাতে শকাব্দটা ঠিক হইল কি না, তাহা পরীক্ষা করিবার সুবিধা হইয়াছে। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, ১৫২০ শকে বাস্তবিকই 'ফাল্গুনী ফাল্গুন ফাগু পৌর্ণমাসী' মিলিয়াছে। * অতএব গ্রন্থ রচনার কাল ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দ, ইহা নির্ব্বিবাদে ধার্য্য হইল। প্রাচীন গ্রন্থের

* গণনায় পাওয়া যায়—১৫২০ শক, ৩রা চৈত্র, বৃহস্পতিবার—১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দ, ১১ই মার্চ্চ।

রচনাকাল লইয়া নানাপ্রকার গোলযোগ উপস্থিত হয়। এই গ্রন্থে এইরূপ গোলযোগের কোন সম্ভাবনা নাই। ইহা সুখের বিষয়, সন্দেহ নাই।

কৃষ্ণদাস কবিরাজকৃত চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ ১৫৩৭ শকে সমাপ্ত হয়। বর্ত্তমান গ্রন্থখানি তাহার ১৭ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হয়; সুতরাং বৈষ্ণবতত্ত্ব হিসাবে ও প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার নমুনাস্বরূপ ইহার মূল্য অনেক।

কবিবল্লভের পরিচয়

সৌভাগ্যক্রমে কবিবল্লভের কিছু পরিচয় গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট আছে। গ্রন্থশেষে কবি লিখিয়াছেন,—

পিতা রাজবল্লভ বৈষ্ণবী মোর মাত ॥
করতোয়াতীর মহাস্থানের সমীপে।
অরোড়া গ্রামেতে জন্ম বসতি স্বরূপে ॥

এই মহাস্থান বগুড়া জেলার একখানি গ্রাম। এই গ্রামে গিয়া অনুসন্ধান করিলে কবির সম্বন্ধে আরও কিছু পরিচয় ভবিষ্যতে পাওয়া যাইতে পারে- সে অনুসন্ধান করা সময়সাপেক্ষ।

মকুট বা মুকুটরায় নামে কবির এক বন্ধু ছিলেন, যাঁহার প্ররোচনাতেই তিনি এই রসকদম্ব গ্রন্থখানি লিখেন। গ্রন্থের শেষাংশে আছে,—

কৃপার ঠাকুর নরহরিদাস নামে।
সে পদ মকুট রায় ভজিল যতনে ॥
দ্বিজকুলে জন্ম সেই বন্ধু মহাশয়।
অনুরোধে জানাইল প্রবন্ধাতিশয় ॥
তাহার উদ্যোগে কিছু লিখিল কারণ।
যন্ত্রযোগে শব্দ যেন বোলে যান্ত্রগণ ॥

এই নরহরিদাস শ্রীখণ্ডের প্রসিদ্ধ নরহরি দাস বা সরকার ঠাকুর। কবিবল্লভ ইঁহাকে 'প্রেমের ঠাকুর' বলিয়াছেন। নরোত্তম দাস তদীয় প্রার্থনাতে ইঁহাকেই প্রেমের রমণী বলিয়াছেন,——

প্রেমের রমণী ভেল দাস নরহরি।
চৈতন্যের হাটে ফিরে লইয়া গাগরি ॥

এই নরহরিই চৈতন্য-মঙ্গলরচয়িতা লোচন দাসের গুরু। লোচন দাস তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

শ্রীনরহরি মোর প্রেমভক্তি দাতা।

নরহরি নীলাচলে মহাপ্রভুর সহিত অবস্থান করিতেন। প্রসিদ্ধি আছে, ইনিই প্রথমে গৌরলীলার পদ রচনা করেন। ইঁহার গ্রন্থের নাম—ভক্তিচন্দ্রিকাপটল ও ভক্তামৃত অষ্টক। ১৪৬২ শকে অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের ৫ বৎসর পরে ইঁহার তিরোভাব হয়।

কবিবল্লভ নরহরি দাসের মুকুট রায় নামক যে শিষ্যের উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার সম্বন্ধে কোন তথ্য এ পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পাই নাই। যাহা হউক, এই উল্লেখ হইতে বুঝা যায় যে, চৈতন্যদেবের এক পুরুষ পরেই কবিবল্লভ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, যেহেতু শ্রীচৈতন্যের পারিষদের জনৈক শিষ্য কবির বন্ধু বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যদর্শন কবিবল্লভের ভাগ্যে ঘটে নাই। ঘটিলে তাহার উল্লেখ গ্রন্থমধ্যে পাওয়া যাইত। রসকদম্ব লিখিবার সময় তাঁহার বয়স কত ছিল, বলা যায় না। যদি ৫০ বৎসর বয়স ছিল ধরা যায়, তবে তাঁহার জন্মশক ১৪৭০ হয় অর্থাৎ তিনি শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের সময় ১৫ বৎসর-বয়স্ক বালক মাত্র ছিলেন।

গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণ শ্লোকগুলিতে শ্রীচৈতন্যের নাম দেখিতে পাওয়া যায়,—

চৈতন্যে করুক নিত্য চৈতন্য সঞ্চয়।

গ্রন্থের শেষ ভাগে আর একবার চৈতন্যের উল্লেখ আছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, গ্রন্থের আর কুত্রাপি চৈতন্যের কোন উল্লেখ নাই। অথচ চৈতন্য-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের তত্ত্বকথাই রসকদম্বের প্রতিপাদ্য বিষয়।

ঐ মঙ্গলাচরণেই কবিবল্লভ, চৈতন্য-পারিষদের মধ্যে নিত্যানন্দ, অদ্বৈত ও গদাধরের নাম উল্লেখ করিয়াছেন ও অন্যান্য ভক্তগণকে উদ্দেশে নমস্কার করিয়াছেন,—

চৈতন্যের প্রিয় যত বৈষ্ণব সুজনে।
তা সভাতে চিত্ত যেন বহে অনুক্ষণে॥

অতঃপর নিজের গুরুকে বন্দনা করিয়াছেন,—

শ্রীযুত উদ্ধবদাস জ্ঞানচক্ষুদাতা।
সে পদকমলে মন রহুক সর্ব্বথা॥

এই উদ্ধবদাস কে? পদকল্পতরু নামক পদসংগ্রহগ্রন্থে উদ্ধব-দাসের অনেকগুলি পদ আছে। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ১৩১৬ সালের ২য় সংখ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় উদ্ধবদাস সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছেন। তাহাতে দেখিতে পাই যে, পদকল্পতরুতে উদ্ধবদাসের পদের মোট সংখ্যা ৯৭। পরিচয় মাত্র এই যে, তিনি রাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন এই রাধামোহন ঠাকুর মহারাজা নন্দকুমারের গুরু ছিলেন। অতএব তাঁহার শিষ্য উদ্ধবদাস আমাদিগের প্রাচীন উদ্ধবদাস হইতে পারেন না।

কিন্তু সতীশবাবুর প্রবন্ধে উদ্ধৃত উদ্ধব-দাসের একটী পদই আমাদের কবির গুরু উদ্ধব

দাসের সন্ধান দিতেছে বলিয়া মনে হয়। পদকর্ত্তা উদ্ধবদাসের এক পদের শেষাংশ এই, —

শ্রীঠাকুর মহাশয়, তার যত শাখা হয়,
মুখ্য কিছু করিয়ে প্রকাশ।
রামকৃষ্ণ আচার্য্য খ্যাতি, গঙ্গানারাণ চক্রবর্ত্তী
ভক্তিমূর্ত্তি গামিলা নিবাস ॥
রূপ রাধু রায় নাম, গোকুল শ্রীভগবান্
ভক্তিমান্ শ্রী উদ্ধবদাস ॥
শ্রীল রাধাবল্লভ, চাঁদরায় প্রেমার্ণব,
চৌধুরী শ্রীখেতুরী নিবাস।
শ্রীরাধামোহন-পদ, যার ধন সম্পদ,
নাম গায় এ উদ্ধব দাস ॥

সতীশ বাবু সন্দেহ করিয়াছেন যে, পদবর্ণিত "ভক্তিমান্ শ্রীউদ্ধবদাস" ও এই পদকর্ত্তা উদ্ধবদাস এক ব্যক্তি নহেন। আমরাও তাহাই বলি। পদবর্ণিত এই উদ্ধবদাস পদকর্ত্তা উদ্ধবদাসের অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী ও সম্ভবতঃ ইনিই আমাদিগের কবিবল্লভের গুরু।

পদবর্ণিত উদ্ধবদাস "শ্রীঠাকুর" মহাশয়ের শাখাভুক্ত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। এই "ঠাকুর মহাশয়" নরোত্তম ঠাকুরের এক উপাধি। নরোত্তম ঠাকুর ১৫০৪ শকে বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিয়া রাজসাহীর অন্তর্গত খেতুরী নামক গ্রামে বাস করিতেন ("বঙ্গভাষার লেখক" ও "বিশ্বকোষ")। উদ্ধৃত পদেও এই খেতুরীর উল্লেখ আছে। এই খেতুরী উত্তর-বঙ্গে বৈষ্ণবের মহাতীর্থস্থান, এখনও সেখানে বৎসর বৎসর বড় মেলা হয়। আমাদের মনে হয়, 'শ্রীযুত উদ্ধবদাস' নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া উত্তরবঙ্গের বৈষ্ণবগণের নিকট পরিচিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কবিবল্লভ বগুড়া জেলার লোক, দেখিয়াছি। উত্তরবঙ্গবাসীদিগের প্রধান বৈষ্ণব তীর্থ-স্থানেও তিনি যাতায়াত করিতেন ও সম্ভবতঃ তদুপলক্ষ্যেই 'শ্রীযুত উদ্ধবদাসের' সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল ও তাঁহার নিকট তিনি দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পুনশ্চ, চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে এক প্রাচীন উদ্ধবদাসের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইনি গদাধর শাখার অন্তর্ভুক্ত ও উদ্ধবদাস নিজেও এক প্রশাখা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

শ্রীগদাধর পণ্ডিত শাখাতে মহোত্তম।
তাঁর উপশাখা কিছু করিয়ে গণন ॥
শাখাশ্রেষ্ঠ ধ্রুবানন্দ শ্রীধর ব্রহ্মচারী।
ভাগবত আচার্য্য হরিদাস ব্রহ্মচারী ॥

বাণীনাথ ব্রহ্মচারী বড় মহাশয়।
বল্লভ চৈতন্যদাস কৃষ্ণপ্রেমময়॥
শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী আর উদ্ধবদাস।
জিতামিত্র কাষ্ঠকাটা জগন্নাথ দাস॥

*　　　*　　　*

সংক্ষেপে কহিল পণ্ডিত গোসাঞির গণ।
ঐছে আর শাখা-উপশাখার গণন॥
—বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ৪৯। আদি ১২শ।

এই দুই উদ্ধবদাস অভিন্ন ব্যক্তি হইতেও পারেন। গ্রন্থের শেষে আর একটী উল্লেখে দেখিতে পাওয়া যায়,—

বৃন্দাবনে রূপ সনাতন মহাশয়।
বনমালী দাস স্থানে কহিল নিশ্চয়॥
তাহাতে শুনিল নিত্য লীলার আরম্ভ।
পয়ারে লেখিল তত্ত্ব সরসকদম্ব॥

ইহা হইতে মনে হয়, কবিবল্লভের সহিত বনমালী দাসের সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল। এই বনমালী দাস অদ্বৈতশাখার উপশাখা-প্রবর্ত্তক বলিয়া চৈতন্যচরিতামৃতে উল্লেখ আছে,—

শ্রীযদুনন্দনাচার্য্য অদ্বৈতের শাখা।
তাঁর শাখা উপশাখার নাহি হয় লেখা॥

*　　　*　　　*

নন্দিনী আর কামদেব চৈতন্যদাস।
দুর্লভ বিশ্বাস আর বনমালী দাস॥
—বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ৪৮। আদি, ১২শ।

এই সকল উল্লেখ হইতে বুঝা যাইতেছে যে, কবিবল্লভ শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের এক পুরুষ পরেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁর আর কিছু পরিচয় দিতে আমরা অসমর্থ। তিনি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন, তাহা তাঁহার গ্রন্থপাঠে সম্যক্ উপলব্ধি হয়। অন্য কোন গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন কি না, তাহার সংবাদ আমরা পাই নাই। তিনি নিজে কোন বৈষ্ণব শাখা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন কি না, তাহা জানি না। 'কবিবল্লভ' তাঁহার উপাধি, না নাম, তাহাও আমরা সঠিক বলিতে পারিতেছি না। তবে পিতার নাম যখন রাজবল্লভ, তখন কবিবল্লভ নাম হওয়ারই সম্ভব। পূর্ব্বে উদ্ধৃত চৈতন্যচরিতামৃত হইতে যে পদ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে এক 'বল্লভের' উল্লেখ আছে,—

বল্লভ চৈতন্যদাস কৃষ্ণপ্রেমময়।

এই বল্লভ উপশাখা-প্রবর্ত্তয়িতা। আমাদের কবিবল্লভের সহিত ইঁহার কোন সম্বন্ধ আছে কি না, জানি না। অথচ রসকদম্বের ধর্ম্মমত আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, কবিবল্লভ একটু বিশেষ মতাবলম্বী ছিলেন। চৈতন্যের পরবর্ত্তী হইয়াও তিনি যেন কেমন একটু পৃথক্ ভাবাপন্ন ছিলেন। এই রসকদম্ব গ্রন্থে তিনি চৈতন্য-মহিমা একেবারে বর্ণনা করেন নাই, অথচ তিনি চৈতন্যকে নমস্কার করিয়া গ্রন্থারম্ভ করিতেছেন। কৃষ্ণপ্রেমই তাঁহার বক্তব্য বিষয়। গৌরাঙ্গের কোন বর্ণনা তাঁহার গ্রন্থে নাই। অন্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতি উদার ভাব, যদিও বৈষ্ণবকেই প্রধান বলিতেছেন,—

"শাক্ত শৈব সৌর আর বৈষ্ণব প্রধান ॥"

এই সকল দেখিয়া মনে হয়, কবিবল্লভ হয় ত বা একটা স্বতন্ত্র সম্প্রদায় সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা ফলবতী হয় নাই। এই জন্যই বোধ হয়, তাঁহার গ্রন্থের প্রচার হয় নাই।

সাহিত্য-পরিষৎ-প্রকাশিত "পদকল্পতরু" গ্রন্থের ৯৩৭ সং পদ সেই বিখ্যাত—

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরিতি অনু- ভাব বাখানিয়ে
অনুখন নৌতুন হোয় ॥
জনম অবধি হৈতে ও রূপ নেহারলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেলা। ইত্যাদি।

এই পদ বিদ্যাপতির কৃত বলিয়াই সাধারণের বিশ্বাস। কিন্তু পদকল্পতরুতে ভণিতা দেওয়া আছে,—

কহ কবিবল্লভ হৃদয় জুড়াইতে
মিলয়ে কোটিমে একি।

এই কবিবল্লভ কে? আমাদের কবিবল্লভের সহিত কোন সম্বন্ধ আছে কি?

পুনশ্চ, ঐ পদকল্পতরুতেই 'বল্লভ' ভণিতাযুক্ত নিম্নলিখিত-সংখ্যক পদ দেখা যায়,—৯৭ (বল্লভ দাস), ১০০৬ (বল্লভ দাস), ১০০৭ (বল্লভ দাস), ১০১০ (বল্লভ), ১০১১ (বল্লভ), ১০২০ (বল্লভ), ১০২২ (শ্রীবল্লভ), ১০৬০ (বল্লভ)। ইহাঁদের সঙ্গে আমাদের কবির কোন সম্বন্ধ আছে কি? এই পদগুলি সমস্তই কৃষ্ণবিষয়ক, গৌরাঙ্গবিষয়ক নহে। আমাদের কবিবল্লভও গৌরাঙ্গভক্তি বিষয়ে তাঁহার গ্রন্থমধ্যে কোন উক্তি করেন নাই, পূর্ব্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি। পদকল্পতরুর সম্পাদক সতীশবাবু পদকর্ত্তাদিগের ইতিহাস প্রকাশিত করিলে, এই বল্লভ নামধেয় পদকর্ত্তার বার্ত্তা পাওয়া যাইতে পারে, আশা করি। *

---

* চৈতন্যসম্প্রদায়ের অষ্ট কবিরাজের মধ্যে একজন কবিরাজের নাম বল্লভদাস। এই পদগুলি

কবিবল্লভ কি জাতি ছিলেন, তাহারও কোন মীমাংসা করিতে পারিলাম না। পাঠক-দিগের মধ্যে এই পুরাতন কবি সম্বন্ধে কেহ কিছু তত্ত্ব জানাইলে অনুগৃহীত হইব।

গ্রন্থ-পরিচয়

সমগ্র গ্রন্থখানি ২২ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রত্যেক অধ্যায়ের বক্তব্য বিষয়গুলি নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

প্রথম অধ্যায়,—

দুইটী সংস্কৃত শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা করিয়া, কবি কৃষ্ণমহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন।

হেন প্রভুর মহিমা বোলিতে কেবা পারে।
দরিদ্র গৃহস্থ যেন আশা করি মরে॥

অতঃপর অন্যান্য চৈতন্য নিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণকে বন্দনা করিতেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়,—

এই অধ্যায়ের নাম সূত্ররস। আরম্ভে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলা-সকলের উল্লেখ করিয়া, কবি দ্বারকানির্ম্মাণ বর্ণনা করিতেছেন। দ্বারকা ও দ্বারকাবাসীর অতি কবিত্বময় বর্ণনা দ্বারা এই অধ্যায়ের উপসংহার করিয়াছেন।

তৃতীয় অধ্যায়,—

এই অধ্যায়ের নাম বৈভব রস। দ্বারকার ঐশ্বর্য্য বর্ণন। স্থানে স্থানে বর্ণনা অতিশয় কবিত্বময়। দ্বারকার হস্তীর বর্ণনা যথা,—

অতি মত্ত গজগণ অলসে দোলয়ে ঘন
শুণ্ড যেন সুরীত ভুজঙ্গ।
অবিরত ঝরে মদ চালাইতে নারে পদ
কটাক্ষে নেহালে নিজ অঙ্গ॥
চলিতে চরণ-ধূলি নিজ শুণ্ডে লয় তুলি
পেলিতে পেলিতে পুন রাখে।
সতত সমর-রস অঙ্কুশের নহে বশ
চলন রহন নিজ সুখে॥৬০

তাঁহার কৃত হইতে পারে। কিন্তু ইহাও অনুধাবনযোগ্য যে, যেমন একাধিক গোবিন্দদাসের পদ এখন বাছিয়া লওয়া যায় না, অসম্ভব নয় যে, সেইরূপ বিভিন্ন "বল্লভ" নামধেয় পদকর্ত্তাও এক সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছেন। এই সন্দেহ সত্ত্বেও এই পদগুলির কোন একটা যে আমাদের এই কবিবল্লভকৃত, তাহা বলিতে পারি না।

তথা অশ্ব-বর্ণনা,—

স্বরঙ্গ তুরঙ্গ সব   পৃষ্ঠে করি নিজ ধব
নিজ শিরে পতি-শির তাকে।
প্রসারিঞা নাসা ভাতি শিথিল অধর আতি
গদ গদ স্বরে অল্প ডাকে॥
প্রধান চরণ দুই   অল্পে অল্পে ভূমি ছুই
আধপদে পুচ্ছ বক্র করি।
উন্নত শ্রবণ দেখি   সঘন চঞ্চল আখি
নৃত্য করে মনোরথ পুরি॥ ৬১
চমকি চমকি ঘন   চারি দিকে করে মন
চপল চরিত্রে ঘন খেলে।
বুঝিঞা পতির মতি   অনুক্ষণ করে গতি
পবন জিনিতে চাহে হেলে॥ ৬২

এই প্রকারে সরোবর ও তরুকুলের বর্ণনাও সুন্দর কবিত্বময় নিখুঁত চিত্র বলিয়া মনে হইবে। নাগরী বর্ণনায় কবি পূর্ব্বকবিদিগের প্রথা অনুসারে উপমার ছড়াছড়ি করিয়াছেন। সুন্দর ভাষায় সুন্দর উপমা অতীব মধুর বলিয়া বোধ হইবে। উদাহরণ যথা,—

১। বদন মদন ভরে   কনক সদন হয়ে
চান্দ পদ্ম কহন না যায়। ৭০
২। সচল কনক-লতা   অচল তড়িত-ঘটা
কিবা সিত ননীর পুতলি। ৭১
৩। বিধির নির্ম্মাণ সীমা   মদনবিজয়ী বামা
আপন আপনে মন মোহে। ৭৩

দ্বারকার ষোল শত আট পুরে এই প্রকারের সুন্দরী নাগরী বিরাজমানা।

চতুর্থ অধ্যায়,—

এই অধ্যায়ের নাম হাস্যরস। এই অধ্যায়েই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রকৃত আরম্ভ। নায়ক-নায়িকার নিখুঁত ভাব ও ভঙ্গী অঙ্কনে কবিবল্লভের লেখনী অসীম নিপুণতা প্রদর্শন করিয়াছে। আরম্ভে কবি দ্বারকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরীর বর্ণনা দিয়া, নায়িকা রুক্মিণী ও নায়ক শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন,—

আসনে দেখিল পতি রুক্মিণী সুন্দরী।
চামরে ব্যজন করে শত অনুচরী॥
পতিভাবে মহাদেবী সমুখে দাড়াঞা।
সখীহস্ত হৈতে লৈল চামর কাড়িঞা॥৯৭

ও কার্য্যছলে সখীগণকে অন্যত্র পাঠাইয়া দিলেন এবং নিজে পতিসেবায় নিযুক্ত হইলেন। তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের একটু রসিকতা করিবার প্রবৃত্তি হইল। এইখানের হাবভাব কবি বড় সুন্দর ফুটাইয়াছেন,—

নিকটে আনিল দেবী মিষ্ট সম্ভাষণে।
অঞ্চল ধরিঞা করে বসান আসনে॥
বাম উরুদেশে প্রিয়া রাখিঞা শ্রীহরি।
বাম ভুজমূলে অঙ্গ হেলাঞা সুন্দরী॥৯৯
দক্ষিণ শ্রীভুজে তবে বিচুক তুলিঞা।
কহিল মধুর কিছু ঈষৎ হাসিঞা॥১০০

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—"তোমার স্বয়ম্বরকালে কত কত প্রধান নৃপতি আসিয়াছিল, তুমি আমাকে বরণ করিলে কেন? সে সকল নৃপতির সহিত তুলনায় ত তামি নিতান্ত অপদার্থ—

জাতিকুলহীন আমি জানহ বিশেষে।
সমুদ্রে বসতি করি, তা সভার ত্রাসে॥১০৩
নৃপতি নহিয়ে আমি নাহি অধিকার।
নাম যশ কর্ম্ম কেহো না জানে আমার॥১০৪
অবিচারে সে সকল নৃপতি ছাড়িলে।
না জানি কেমন লোভে আমাকে বরিলে॥১০৫

যাহা হউক, তুমি বরণ করিয়াছ যখন, তখন সে কথা আর নাই বলিলাম। কিন্তু অত বড় রাজার কন্যা তুমি, এখন চামর-ব্যজনরূপ হীন কর্ম্ম কেন করিতেছ?

হেন কর্ম্ম যদ্যপি ঘটিল ভাগ্যদোষে।
তবে হীন কর্ম্ম তুমি কর কোন রসে॥
তুমি আমি সিংহাসনে থাকি অহর্নিশি।
পরিচর্য্যা করুক সে সব যত দাসী॥১০৬

পাঠক রুক্মিণী-হরণ ব্যাপার বিশেষ ভাবে অবগত আছেন। শ্রীকৃষ্ণগতপ্রাণা রুক্মিণীর প্রতি এই প্রকার উক্তি পরিহাস-বাক্য হইলেও তাঁহার প্রাণে কিরূপ বাজিয়াছিল বলুন দেখি? কবি সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন,—

কৃষ্ণের রভস কথা শুনিয়া সুন্দরী।
কৃষ্ণমুখ নিরখিল লজ্জা ত্যাগ করি॥১০৮

এই চাহনির অর্থ মর্ম্মজ্ঞ পাঠক বুঝিবেন। রুক্মিণীর প্রাণের ভিতর এই পরিহাস আঘাতে কি ভাব হইয়াছিল, তাহার প্রকৃত বর্ণনা কবি বাদ দেন নাই—

অন্তরে জন্মিল ক্রোধ ভয় অপমান।
নয়ন কটাক্ষে করে কৃষ্ণমুখ ধ্যান॥১০৮

রুক্মিণী আধুনিক দলিতা ফণিনী হইলে নয়ন-কটাক্ষে কৃষ্ণমুখ ধ্যান করিতেন বলিয়া বোধ হয় না। পুনশ্চ,—

সচল নয়ানে জল সঞ্চারিতে না দে।
অধর কাঁপিতে পুন রাখে অনুরোধে॥
দীর্ঘ শ্বাস জন্মে পুন অল্পে অল্পে ছাড়ে।
নানা যুক্তি করে মনে কহিতে না পারে॥১০৯

কোন্ বয়সে কবি এই কাব্য লিখিয়াছিলেন, জানি না। কিন্তু রসজ্ঞানের পরিচয় তিনি বেশ নিপুণভাবেই দিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ পরিহাস মাত্র করিয়াছেন, রুক্মিণী তাহা বুঝিয়াছেন, কিন্তু সতী সাধ্বীর প্রতি এ বড় কঠোর পরিহাস! রুক্মিণী হাসিয়া এই পরিহাস উড়াইয়া দিতে চাহিলেন। কিন্তু তাহা কি পারা যায়?

হাসিতে অধর পুন করে বক্রগতি।
বিষাদ জন্মিতে পুন করে হাস্যমতি॥১১০

কিন্তু দুষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে ত উত্তর দিতে হইবে? অতএব—

হাস্য আর ক্রন্দনে রাখিঞা দুই ভাব।
ধৈর্য্য হঞা কহে কিছু সরস প্রস্তাব॥১১০

কবিবল্লভের রুক্মিণী "সরস প্রস্তাব" করিতেছেন, কিন্তু এই ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রমর কিরূপ প্রস্তাব করিতেন, তাহা পাঠক মীমাংসা করিবেন। রুক্মিণী কৃষ্ণের নিগূঢ় মহিমার উল্লেখ করিয়া আসল উত্তর যাহা দিলেন, তাহা অতি মনোরম—

সংসারী সকলে যাহা যত্ন করি ভজে।
তোমার সেবক তাহা যত্ন করি ত্যজে॥১১৫

শ্রীকৃষ্ণের একান্ত সেবিকার পক্ষে ইহার বাড়া উত্তর আর নাই। আরও কহিলেন,—

অবলা চঞ্চলা-জাতি না বুঝিয়ে রীত।
এ সব নিষ্ঠুর দণ্ড তাহাতে উচিত॥১১৭
যাকে দাসী জ্ঞান করি না জানিয়া মর্ম্ম।
তারা শুদ্ধ প্রেমভাবে করে সেবাকর্ম্ম॥১১৮

এটা অভিমানের সুর; কিন্তু কি মধুর ও দাসীদিগের প্রতি কি উদার ভাবের পরিচায়ক! এই দাসীগুলিকে শ্রীকৃষ্ণ দয়া করিতে চাহেন, আর রুক্মিণীকে সেবাধর্ম্ম হইতে বঞ্চিত করিতে চাহেন? এই দাসীরাই ভাগ্যবতী। ইহারাই শ্রীকৃষ্ণের মর্ম্ম বুঝিয়াছে, তাই তিনি দয়া করিয়াছেন, আর,—

আমি দৈবে ভাগ্যহীন তত্ব না বুঝিঞা।১১৮

রুক্মিণীর হৃদয় বড়ই আলোড়িত হইয়াছে। তিনি বুঝি আর সামলাইতে পারিলেন না। রমণী কি এইরূপ আঘাত সহ্য করিতে পারে?

এইরূপে কহিতে কহিতে রূপবতী।
শিথিল অধর গণ্ড অরুণ দ্যুতি॥
শিথিল দক্ষিণ কর তুলিবারে নারে।
হস্ত হৈতে চামর পড়িলা ক্ষিতিতলে॥১১৯

রুক্মিণী কি ধাতুতে নির্ম্মিত, তাহা পরমরসিক শ্রীকৃষ্ণ ভালই জানিতেন। অপর মহিষী সত্যভামাকে তিনি এরূপ পরিহাস করিয়া নিশ্চয়ই অল্পে নিষ্কৃতি পাইতেন না। রুক্মিণীর প্রেমভাব কত উচ্চ অঙ্গের, তাহা যে সত্যভামার পার্থিব প্রেমের নিকট স্বর্গমন্দাকিনী, তাহা পাঠক জানেন। গ্রন্থের শেষভাগে কবি অভিমানিনী সত্যভামার চিত্রও আঁকিয়াছেন। পাঠক দেখিবেন, তিনি মর্য্যাদায় রুক্মিণীকে অতুলনীয়া করিয়াছেন। রুক্মিণীচরিত্রের অদ্ভুত মহিমা এই যে, পুরাণে ইতিহাসে কোথায়ও এই চরিত্রের কোন হীনতা প্রকাশ পায় নাই। আমাদের কবির বিশ্লেষণে এই চরিত্র আমাদের নিকট আরও মাধুর্য্যময় হইয়া প্রতিভাত হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ অবিলম্বে রুক্মিণীকে সান্ত্বনা করিলেন,—

প্রিয়ার মনের ভাব বুঝিঞা শ্রীহরি।
সম্ভ্রমে বদন দেখি হাসিলা মাধুরী॥
ভুজমূলে ভুজ ধরি হৃদয়ে রাখিঞা।
দৃঢ় আলিঙ্গন দিল অন্তর বুঝিঞা॥ ১২০

অধিকন্তু কহিলেন,—

কেন হে প্রাণের প্রিয়া কর হেন রীত।
গ্রাম্য রমণী হেন না কর চরিত॥ ১২২

শ্রীকৃষ্ণের এ বড় সুন্দর স্তোকবাক্য। নারীত্বে আঘাত লাগিয়াছিল বলিয়াই রুক্মিণী বিচলিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি রাজার কন্যা, দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণের বনিতা, তাঁহার কি সামান্য স্ত্রীলোকের মত অধির হওয়া উচিত? চতুরচূড়ামণির কথাটী সুন্দর বটে, কিন্তু ভাবুক জন বিচার করিবেন—রুক্মিণী যদি গ্রাম্য রমণী হইতেন, শ্রীকৃষ্ণ এরূপ পরিহাস করিয়া কোন্ প্রকার প্রেমের অভিনয় দেখিতে পাইতেন।

এই রুক্মিণী-পরিহাস ব্যাপার কবিবল্লভ শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ, ৬০ অধ্যায় হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। তথাকার বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি,—

কর্হিচিৎ সুখমাসীনং স্বতল্পস্থং জগদ্‌গুরুম্।
পতিং পর্য্যচরদ্ভৈষ্মী ব্যজনেন সখীজনৈঃ॥ ১
পয়ঃফেননিভে শুভ্রে পর্য্যঙ্কে কশিপূত্তমে।
উপতস্থে সুখাসীনং জগতামীশ্বরং পতিম্॥ ৩

বালব্যজনমাদায় রত্নদণ্ডং সখীকরাৎ।
তেন বীজয়তী দেবী উপাসাঞ্চক্র ঈশ্বরম্॥ ৭
তাং রূপিণীং শ্রিয়মনন্যগতিং নিরীক্ষ্য
যা লীলয়া ধৃততনোরনুরূপরূপা।
প্রীতঃ স্ময়ন্নলককুণ্ডলনিষ্ককণ্ঠ-
বক্ত্রোল্লসৎস্মিতসুধাং হরিরাবভাষে॥ ৯

শ্রীভগবানুবাচ।

রাজপুত্রীপ্সিতা ভূপৈর্লোকপালবিভূতিভিঃ।
মহানুভাবৈঃ শ্রীমদ্ভী রূপৌদার্য্যবলোর্জ্জিতৈঃ॥ ১০
তান্ প্রাপ্তানর্থিনো হিত্বা চৈদ্যাদীন্ স্মরদুর্ম্মদান্।
দত্তা ভ্রাত্রা স্বপিত্রা চ কস্মান্নো ববৃষেঽসমান্॥১১
রাজভ্যো বিভ্যতঃ সুভ্রু সমুদ্রং শরণং গতান্।
বলবদ্ভিঃ কৃতদ্বেষান্ প্রায়স্ত্যক্তনৃপাসনান্॥ ১২
অস্পষ্টবর্ত্মনাং পুংসামলোকপথমীয়ুষাম্।
আস্থিতাঃ পদবীং সুভ্রু প্রায়ঃ সীদন্তি যোষিতঃ॥১৩
নিষ্কিঞ্চনা বয়ং শশ্বন্নিষ্কিঞ্চনজনপ্রিয়াঃ।
তস্মাৎ প্রায়েণ ন হ্যাঢ্যা মাং ভজন্তি সুমধ্যমে॥১৪
যয়োরাত্মসমং বিত্তং জন্মৈশ্বর্য্যাকৃতির্ভবঃ।
তয়োর্বিবাহো মৈত্রী চ নোত্তমাধময়োঃ ক্বচিৎ॥১৫
বৈদর্ভ্যেতদবিজ্ঞায় ত্বয়াদীর্ঘসমীক্ষয়া।
বৃতা বয়ং গুণৈর্হীনা ভিক্ষুভিঃ শ্লাঘিতা মুধা॥ ১৬
অথাত্মনোঽনুরূপং বৈ ভজস্ব ক্ষত্রিয়র্ষভম্।
যেন ত্বমাশিষঃ সত্যা ইহামুত্র চ লপ্স্যসে॥ ১৭
চৈদ্যশাল্বজরাসন্ধদন্তবক্ত্রাদয়ো নৃপাঃ।
মম দ্বিষন্তি বামোরু রুক্মী চাপি তবাগ্রজঃ॥ ১৮
তেষাং বীর্য্যমদান্ধানাং দৃপ্তানাং স্ময়নুত্তয়ে।
আনীতাসি ময়া ভদ্রে তেজোপহরতাসতাম্॥ ১৯
উদাসীনা বয়ং নূনং ন স্ত্র্যপত্যার্থকামুকাঃ।
আত্মলব্ধ্যাস্মহে পূর্ণা গেহয়োর্জ্যোতিরক্রিয়াঃ॥ ২০
এতাবদুক্ত্বা ভগবানাত্মানং বল্লভামিব।
মন্যমানামবিশ্লেষাৎ তদ্দর্পঘ্ন উপারমৎ॥ ২১
ইতি ত্রিলোকেশপতেস্তদাত্মনঃ
প্রিয়স্য দেব্যশ্রুতপূর্ব্বমপ্রিয়ম্।

আশ্রুত্য ভীতা হৃদি জাতবেপথু-
শ্চিন্তাং দুরন্তাং রুদতী জগাম হ ॥ ২২
পদা সুজাতেন নখারুণশ্রিয়া
ভুবং লিখন্ত্যশ্রুভিরঞ্জনাসিতৈঃ।
আসিঞ্চতী কুঙ্কুমরুষিতৌ স্তনৌ
তস্থাবধোমুখ্যতিদুঃখরুদ্ধবাক্ ॥ ২৩
তস্যাঃ সুদুঃখভয়শোকবিনষ্টবুদ্ধে-
র্হস্তাৎ শ্লথদ্বলয়তো ব্যজনং পপাত।
দেহশ্চ বিক্লবধিয়ঃ সহসৈব মুহ্যন্
রম্ভেব বায়ুবিহতা প্রবিকীর্য্য কেশান্ ॥ ২৪
তদ্দৃষ্ট্বা ভগবান্ কৃষ্ণঃ প্রিয়ায়াঃ প্রেমবন্ধনম্।
হাস্যপ্রৌঢ়িমজানন্ত্যাঃ করুণঃ সোঽন্বকম্পত ॥ ২৫

ইহার পরে ভাগবতে আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে সান্ত্বনা করিলেন।

প্রমৃজ্যাশ্রুকলে নেত্রে স্তনৌ চোপহতৌ শুচা।
আশ্লিষ্য বাহুনা রাজন্ অনন্যবিষয়াং সতীম্ ॥ ২৭

তৎপর কৃষ্ণের উক্তির এক শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি,—

অয়ং হি পরমো লাভো গৃহেষু গৃহমেধিনাম্।
যন্নর্ম্মৈর্নীয়তে যামঃ প্রিয়য়া ভীরু ভামিনি ॥ ৩১

ইহার উত্তরে রুক্মিণী অনেকগুলি কথা বলিলেন, তাহা উদ্ধৃত করিবার অবসর নাই। ভাবার্থ এই যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, তিনি রাজাদিগের অপেক্ষা কিসে কম প্রতাপান্বিত? আর তিনি অন্য পতি কেন গ্রহণ করিবেন? তবে কাহারা করিবে? "যা তে পদাব্জমকরন্দমজিঘ্রতী স্ত্রী।" তারপর আরও অনেক ভাল ভাল কথা আছে—সতী স্ত্রীর লক্ষণের অনেক বিবৃতি আছে।

ভাগবতের এই বর্ণনার সহিত আমাদের কবির বর্ণনার তুলনা করিলে দেখা যায় যে, তিনি ইহা পাঠ করিয়া ইহারই অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি এই স্থানে ধর্ম্মোপদেষ্টার আসনে না বসিয়া রসিক কবির চক্ষে এই চিত্রটী দেখিয়াছেন ও দেখাইয়াছেন। ভাগবতের পরিহাস বড়ই কঠোর—"অথাত্মনোঽনুরূপং বৈ ভজস্ব ক্ষত্রিয়র্ষভম্।" সতী পত্নীকে এরূপ পরিহাস করা চলে না। তাই কবিবল্লভ স্বয়ম্বরকালেরই উল্লেখ করিয়া পরিহাস রচনা করিয়াছেন,—

অবিচারে সে সকল নৃপতি ছাড়িলে।
না জানি কেমন লোভে আমাকে বরিলে ॥

ইহাতে যে সরস কল্পনা হইয়াছে, তাহা আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য। বস্তুতঃ কবি নায়ক নায়িকা হিসাবে শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণীর স্বাভাবিক মাধুর্য্য রক্ষা করিয়াও তাঁহাদিগকে দেব দেবীরূপে অঙ্কন করিয়াছেন; ইহা দুই বর্ণনা তুলনা করিলেই উপলব্ধি হইবে। আরও অনেক কথার বিশ্লেষণের ভার পাঠকের উপর থাকিল।

এখন এই অধ্যায়ের অবশিষ্টাংশ অনুসরণ করা যাউক। শ্রীকৃষ্ণ পুরুষজাতির দুঃখের বর্ণনা আরম্ভ করিলেন। এই অংশ কবিত্ব হিসাবে অতি মনোরম, পাঠক স্বয়ং পড়িয়া বুঝিবেন। কবি বেশ রসিক পুরুষ ছিলেন সন্দেহ নাই, অনেক স্থানেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। পুরুষ জাতির বৃদ্ধকালের দুঃখের বর্ণনা অতি পরিপাটি—(১৪২ হইতে ১৪৫ শ্লোক দেখ)। বুড়াদিগের প্রতি কবির যেন অতিশয় সহানুভূতি। তিনি কি বুড়া বয়সে এই গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন ও নিজের কথাই লিখিয়াছিলেন? যে কবি পাঠকের এইরূপ সংশয় জন্মাইতে পারেন, তিনি নিপুণ চিত্রকর বটেন। যুবক পাঠকেরা হাসিবেন না, কবি ভয় দেখাইয়াছেন,—

পুত্রগণ কর্ম্ম করে মায়ের বচনে।
তা সভার এই গতি হয় কালক্রমে ॥ ১৪৬ ॥

রুক্মিণী, শ্রীকৃষ্ণের এই বক্তৃতার একটা চমৎকার পাল্টা জবাব দিলেন—কুলজার ধর্ম্ম। এই বক্তৃতা অতি উপাদেয় বস্তু, না পড়িলে বুঝান যাইবে না। দুই চারিটা কথা উদ্ধৃত করিতেছি। কুলজা স্ত্রী—

নায়কের প্রিয় যত জানিঞা সন্ধান।
প্রাণপণে সেবা করে তনয় সমান ॥ ১৬১
যে বা যত বোলে তাহা পতিকে না কহে।
তিরস্কার পুরস্কার সমভাবে সহে ॥
ভূমিগত নয়ান অন্তরগত কথা।
পতিকর্ম্মে চিত্ত তার প্রেমগত ব্যথা ॥ ১৬৩
যুক্তিকালে শুদ্ধ মন্ত্রী করণে কিঙ্করী।
মাতৃমত স্নেহ রতিকালে বেশ্যা নারী ॥
ধর্ম্মযোগে পত্নী সেই কেলিযোগে সখা।
কেবল পতির বশ করে ধর্ম্ম শিক্ষা ॥ ১৬৪
কুলজা রমণীগণ সর্ব্বদুঃখ সহে।
পতির কপটে মাত্র তনুপ্রাণ দহে ॥
সকল ইন্দ্রিয়গণ করিঞা অধীন।
পতিবশ হঞা থাকে ভাবে নহে ভিন্ন ॥ ১৭১
ই বড় প্রমাদ নাথ কহিল তোমারে।
কেবল কুলজাগণ জীয়ন্তে হি মরে ॥ ১৭৩
মরিলে মরণ নহে দুঃখ নাহি মানে।
আসক্তি বিৎসেদে জন মরে ক্ষণে ক্ষণে ॥ ১৭৪

সীতা সাবিত্রীর দেশের আদর্শনারীর চরিত্রের এই অতি সুন্দর বিশ্লেষণ দেখিয়া আমরা

মুগ্ধ হইতে বাধ্য। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পরিহাস করিতে গিয়া, সতীত্বের গর্ব্বে গর্ব্বিতা নারীর এই চরম উত্তর শুনিয়া—"অপরাধ হৈল হেন মানিল বিশেষ।"

এই সরস রুক্মিণী-পরিহাস-প্রসঙ্গ কবির আসল রসকথার ভূমিকাস্বরূপ। ভূমিকায় কবি ভাষায় ও ভাবে যেরূপ কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে গ্রন্থের অন্যত্রও ততোধিক সরসতার আস্বাদন করিবার জন্য পাঠক স্বতঃ লোলুপ হইবেন। আমরা পাঠককে আশ্বাস দিতে পারি, তিনি বঞ্চিত হইবেন না। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—

তোমার প্রসাদে আমি রসলেশ ধার॥
তোমার সরসভাবে আমি রসবান্।
নিত্য নব তোমার রসের উপাদান॥ ১৭৫
যে সব আসক্তি রস কহিলে আপনে।
মনুষ্যশরীরে মাত্র কেহো কেহো জানে॥ ১৭৬

যাঁহারা এই রসে রসিক, তাঁহারা রৈবতক গিরিতে বিরাজ করেন। অমনই রুক্মিণীর কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইল। তিনি তথায় যাইবার জন্য স্বামীকে ধরিয়া বসিলেন।

অশেষ কৌতুক রস আছে ক্ষিতি মাঝে।
পুরুষের মধ্যে কেহো কেহো মাত্র বুঝে॥
বিশেষ অবলাগণ লাজভয়বশ।
দেখিবে কি কাজ তারা নাহি শুনে রস॥ ১৮০
পতির অধীন পত্নী কিছু নাহি জানে।
তবে যত দেখে শুনে সব পতিগুণে॥ ১৮১

আধুনিক পতিগণ রুক্মিণীর এই বাক্য শিরোধার্য্য করিলে ভাল হয়। দারুককে ডাকান হইল, রথ আসিল; শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণী তাহাতে চড়িয়া আকাশে উড্ডীন হইলেন।

পঞ্চম অধ্যায়,—

এই অধ্যায়ের নাম প্রেমরস। শেষ অধ্যায়ে রথাধিরূঢ় শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণীর প্রেমপ্রবণ ভাব—এই অধ্যায়ে স্ফুটীকৃত হইয়াছে। এই চিত্র চিত্রকরের তুলিকার যোগ্য বস্তু। প্রেমময় নায়ক নায়িকা আকাশমার্গে রথে চড়িয়া যাইতেছেন ও পরস্পর পরস্পরের প্রেমভাবে বিভোর হইয়াছেন।

সঘনে বদন চাহে হাসি হাসি কথা কহে
জন্মাইঞা প্রেমের অঙ্কুরে। ১৮৬

রৈবতকে প্রেমরসে মাতোয়ারা স্ত্রীপুরুষের একটা বর্ণনা, রথে যাইতে যাইতে, শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে দিতেছেন ও শুনিয়া রুক্মিণী হর্ষিত হইতেছেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়,—

এই অধ্যায়ের নাম অদ্ভুত রস। আধুনিক পাঠকের নিকটও ইহা অদ্ভুত লাগিবে; কারণ, এখন শ্রীকৃষ্ণ, রুক্মিণীর নিকট পৌরাণিক ভৌগোলিক কাহিনী বিবৃত করিবেন। শত কবিত্ব-শক্তিতেও এরূপ নীরস বস্তু সরস করিবার সম্ভাবনা নাই। তবে কবিবল্লভ যে পণ্ডিত লোক ছিলেন ও সমস্ত পুরাণাদি ভালরূপ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ এই অধ্যায়ে যথেষ্ট পরিমাণে আছে। তাঁহার ভৌগোলিক বিবরণের সংক্ষিপ্ত সার দিতেছি।

শ্রীকৃষ্ণ প্রথমতঃ সৃষ্টিপত্তন কহিতেছেন। এই ব্রহ্মাণ্ড শম্বুকের ডিম্বের মত "শোঁসর গঠন।" সেই ডিম্বের "কঠার" ভিতর অর্দ্ধেকখানি সলিল। সেই সলিলের ভিতর কূর্ম্ম অবতার বিষ্ণু বিরাজ করিতেছেন। সেই কূর্ম্মের উপর অনন্তদেব নিজফণায় বসুমতী ধারণ করিয়া আছেন। সেই ফণার উপর একে একে সাতটী পাতাল—নীচ হইতে উপর পর্য্যন্ত যথাক্রমে ইহাদের নাম—পাতাল, রসাতল, মহাতল, তলাতল, সুতল, বিতল, অতল। এই নামগুলি পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ডে ও ভাগবত ৫।২৪ অধ্যায়ে পাওয়া যায়,—

অতলং বিতলঞ্চৈব সুতলঞ্চ তলাতলম্।
মহাতলঞ্চ বিখ্যাতং ততো জ্ঞেয়ং রসাতলম্।
ততঃ পাতালমিত্যেবং সপ্ত পাতালসংজ্ঞকাঃ॥

বিষ্ণুপুরাণ ২।৫ অধ্যায়ে একটু বিভিন্ন নাম আছে।

অতলং বিতলঞ্চৈব নিতলঞ্চ গভস্তিমৎ।
মহাখ্যং সুতলঞ্চাগ্র্যং পাতালঞ্চাপি সপ্তমম্॥

কবিবল্লভ পদ্মপুরাণকে অনুসরণ করিয়াছেন। নিত্য-বৃন্দাবনের বর্ণনার ঋণও পদ্মপুরাণে বিশেষভাবে দেখা যায়। তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে। এই পাতালের ঊর্দ্ধে—

ভূর্লোক সপ্তমো পুরী নব অধিকার॥*

অর্থাৎ পৃথিবী। তন্মধ্যে সুমেরুপর্ব্বত। ইহার চতুর্দ্দিকে পুনরায় চারি পর্ব্বত—উত্তরে মন্দার (ভাগবত ৫।১৭।১১ অনুসারে মন্দর), পূর্ব্বে মেরুমন্দার (ভাগবতে—মেরুমন্দর), দক্ষিণে কুমুদ, পশ্চিমে সুপার্শ্ব। ইহাদের মধ্যে পুনরায় মন্দারের চারি দিকে চারি গিরি—কুসন্ত (ভাগবত ৫।১৭।২৬ অনুসারে কুসুন্ত), বৈকঙ্ক, কুরঙ্গ ও কুবর (ভা—কুরর)। মন্দারের উপর নদীর নাম অরুণদা (ভা—৫।১৭।১৭) ও বনের নাম নন্দন (ভা—৫।১৭।১৪)। মেরুমন্দারের চারি ধারে চারি পর্ব্বত যথা—ত্রিকূট, ত্রিশিব (ভাগবতে ৫।১৭।২৬ শিশির),

---

* সপ্তলোক যথা—ভূর্ভুবঃ স্বর্মহশ্চৈব জনশ্চ তপ এব চ। সত্যলোকশ্চ সপ্তৈতে লোকাস্ত পরিকীর্ত্তিতাঃ॥ —অগ্নিপুরাণ।

পতঙ্গ ও রুচক। এই মেরুমন্দারের উপর নদীর নাম জম্বু (ভা—৫।১৭।১৯) ও বনের নাম চিত্ররথ (ভা—৫।১৭।১৪)। পুনশ্চ কুমুদের চারি দিকে চারি গিরি—সিতবাস (ভাগবতে শিতিবাস, পদ্মপুরাণে সিতিবাস), কপিল, নিসদ (ভাগবতে নিষধ) ও সঙ্খগিরি। ইহার উপরে যে নদী, তাহার নাম পঞ্চধারা ও বনের নাম বৈভ্রয়ত (ভাগবতে ৫।১৭।১৪ বৈভ্রাজক), সুপার্শ্বের চারি দিকে চারি গিরির নাম—বৈদূর্য্য, জারুনিহংস (ভা ৫।১৭।২৬ মতে জারুধিহংস) ঋষভ ও সুলাভ (ভাগবতে নাগক।) ইহার উপরে নদীর নাম কাম ও বনের নাম সর্ব্বতোভদ্র।

পাঠক দেখিবেন, গ্রন্থকার এই বিবরণ ভাগবত হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। যাহা প্রভেদ আছে, উপরে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

অতঃপর সৃষ্টিকথন। ব্রহ্মার মানস পুত্র স্বায়ম্ভুব মনু ও কন্যা শতরূপা যোগে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ জন্মেন (বিষ্ণুপুরাণ ১ম। ৭অধ্যায় ও ২য়। ১ম অধ্যায়)। প্রিয়ব্রত মর্ত্ত্যলোকে রাজা হন। তিনি যোগবলে রথ ও অশ্ব লাভ করিয়া সূর্য্যের সুমেরু প্রদক্ষিণ পরীক্ষার্থ সাত দিন ভ্রমণ করিলেন ও তাঁহার তেজে দিবা রাত্রির ভেদ থাকিল না। তাঁহার রথচক্র কর্ত্তৃক পৃথ্বী খাদিত হইল ও সেই সপ্ত খাদ সপ্ত দ্বীপ ও সপ্ত সিন্ধুতে পরিণত হইল (ভা ৫।১।৩০—৩১) এই সপ্তদ্বীপ যথা—জম্বু. প্লক্ষ, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, শাম্বলি (ভা ৫।১।৩২ মতে শাল্মলি) ও পুষ্কর। ভাগবতে এই নামাবলীর একটু বিভিন্ন ক্রম দেওয়া আছে। তথাকার ক্রম যথা—জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, পুষ্কর। এই ক্রমের সার্থকতা আছে ; কারণ, কবিবল্লভ ও ভাগবতকার উভয়েই বলিতেছেন যে, যথাক্রমে "দ্বিগুণ দ্বিগুণ করি দ্বীপের বিস্তার।" ভাগবত ৫।২০ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। সপ্ত সিন্ধু যথা—ক্ষীর, ইক্ষু, মদিরা, ঘৃত, দধি, কষায় ও নির্ম্মল জলযুক্ত সমুদ্র। ভাগবত ৫।১।৩৩ অনুসারে লবণ জল (কষায়) প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে ও দুগ্ধ জল ষষ্ঠ স্থানে আছে। এই প্রভেদও উল্লেখযোগ্য ; কারণ, ভাগবত ৫।২০ অধ্যায়ে আছে যে, ঐ সপ্ত সিন্ধু ঐ সপ্ত দ্বীপের পরিখাস্বরূপ। কবিবল্লভ জম্বুদ্বীপকেই লবণ-সমুদ্র-বেষ্টিত বলিয়াছেন (২৩৭)।

অতঃপর "কাঞ্চন ভূমির" বর্ণনা (ভা ৫।২০।৩১) ও লোকালোক পর্ব্বতের স্থিতি (ভা ঐ ও বিষ্ণু ২।৪) নির্দ্দেশানন্তর, প্রিয়ব্রত সপ্ত পুত্রকে সপ্ত দ্বীপ ভাগ করিয়া দিলেন, তাহার উল্লেখ আছে। সপ্ত পুত্র,—অগ্নিধ্র, (ভাগবতে আগ্নীধ্র) ইক্ষুজিহ্বা (ভাগবতে ইধ্মজিহ্ব), যজ্ঞবাহু, হিরণ্যরেতা, অষ্টবাহু (ভাগবতে ঘৃতপৃষ্ঠ), মেধাতিথি ও অবিহোত্র (ভাগবতে বীতিহোত্র) যথাক্রমে জম্বু, প্লক্ষ, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, শাল্মলি, পুষ্করদ্বীপ পাইলেন। বিষ্ণু ২।১ অধ্যায়ে নাম ও বিভাগ একটু ভিন্নরূপ আছে।

অগ্নিধ্র নৃপতি নিজরাজ্য জম্বুদ্বীপকে ৯ভাগ করিয়া ৯ পুত্রকে দান করিলেন। এই ৯ পুত্রের নাম যথা,—ইলাব্রত (ভাগবতে ইলাবৃত), রম্যক, হিরণ্ময়, উত্তরকুরু (ভাগবতে কুরু), ভদ্রাস (ভাগবতে ভদ্রাশ্ব), কেতুমান, হরিবর্ষ, অঞ্জনাভ (ভাগবতে নাভি), কিংপুরুষ। বিষ্ণু ২।১ ও ভা ৫।২ দ্রষ্টব্য। অতঃপর অবশিষ্ট ছয় দ্বীপ বিভাগ বর্ণিত হইতেছে। ইক্ষুজিহ্বা রাজা

প্লক্ষদ্বীপকে সপ্ত ভাগ করিয়া শিব আদি সপ্ত পুত্রকে দান করিলেন। ইঁহারা সূর্য্যদেবকে পূজা করিতেন। পদ্ম, ভূমিখণ্ডে ১৩১ অধ্যায় দ্রষ্টব্য—তথায় শঙ্কর-পূজার কথা লিখিত আছে। এইরূপ অন্যান্য দ্বীপ বিভাগের বর্ণনাতেও অল্পাধিক বিভিন্নতা দৃষ্ট হইবে। যজ্ঞবাহু কুশদ্বীপকে সপ্ত ভাগ করিয়া সুরোচন আদি সপ্ত পুত্রকে দিলেন। ইঁহারা চন্দ্রদেবকে পূজা করিতেন। হিরণ্যরেতা ক্রৌঞ্চদ্বীপকে সপ্ত ভাগ করিয়া বসুদার (পদ্ম—বসুদান) আদি সপ্ত পুত্রকে দিলেন। ইঁহারা অগ্নি দেবকে উপাসনা করিতেন। অষ্টবাহু শাকদ্বীপকে সপ্ত ভাগ করিয়া মধুর কুমারাদি সপ্ত পুত্রকে দিলেন। ইঁহারা বরুণকে পূজা করিতেন। মেধাতিথি শাল্মলি দ্বীপকে সপ্ত ভাগ করিয়া পুরোরবা প্রভৃতি সপ্ত পুত্রকে দিলেন। ইঁহারা বায়ুর সেবা করিতেন। অগ্নিহোত্র পুষ্করদ্বীপকে দুই ভাগ করিয়া ধাতক ও মহামতি (পদ্ম—রমণক) নামক দুই পুত্রকে দিলেন। ইঁহারা ব্রহ্মার সেবা করিতেন। এই বিভাগের ফলে দেখা যায়—"সপ্ত দ্বীপে ষষ্ঠাধিক চল্লিশ কুমার।" ২৬৯।

অতঃপর ক্ষীরোদ সমুদ্রে শ্বেতদ্বীপে অনন্ত-শয়নে বিষ্ণুর ও তাঁহার চরণ-সেবাপরায়ণা কমলার বর্ণনা করিতেছেন। এই শ্বেতদ্বীপের উল্লেখও পদ্মপুরাণানুমত—"স্থানং ভগবতঃ সাক্ষাৎ শ্বেত-দ্বীপ ইতীর্য্যতে।" পদ্ম, ভূমিখণ্ড, ১৩১ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। এইখানে মর্ত্তলোক অথবা ভূলোক বর্ণনা শেষ হইল। এখন অবশিষ্ট ছয় লোকের যথাক্রমে বর্ণনা হইতেছে।

ভুবর্লোক অর্থাৎ অন্তরীক্ষ—এই "ভূর্লোক শূন্য স্থানে" খেচরগণ বাস করে। স্বর্লোক অথবা সুরলোক সুমেরুর উপরিভাগে ব্রহ্মপুর (ব্রহ্মলোক নহে) স্থিত। ইহার অষ্ট দিকে অষ্ট লোকপালের পুরী বর্ত্তমান। বিষ্ণু ২।২ দ্রষ্টব্য—তথায় বিবস্বৎ ও সোম, কবিবল্লভ-কথিত নৈঋত্য ও ঈশান পরিবর্ত্তে উল্লিখিত হইয়াছে। এই সুরপুরে গঙ্গা চারি ধারায় বিভক্ত—সীতা, অলকানন্দা (পদ্ম ও বিষ্ণুতে অলকনন্দা), বঙ্কু (পদ্ম—বক্ষ্ণু, বিষ্ণু—চক্ষু) ও ভদ্রা। এই সুরলোকে আরও তিন লোক আছে, যথা—সপ্তর্ষিলোক, চন্দ্রলোক, ধ্রুবলোক। তদূর্দ্ধে মহর্লোক—এই স্থানে ব্রহ্মভাবে যোগিগণ বাস করেন। তদূর্দ্ধে তপোলোক—তপস্বীরা এই স্থানের অধিকারী। তৎপরে জনলোক—এই স্থানে বৈষ্ণব জন বাস করেন। তদূর্দ্ধে সত্যলোক—এইখানে পঞ্চ স্থান আছে। যথা—ব্রহ্মলোক, বিষ্ণুলোক বা বৈকুণ্ঠ, শিবলোক, দেবীলোক ও সর্ব্বোপরি গোলোক। গোলোকের বর্ণনা অতি চমৎকার। কিছু উদ্ধৃত করিতেছি,—

নব নব সুখ সব শরীরে উদয়।
মানসে বিস্তর ভোগ না বুঝি নির্ণয়॥
রমণী রসিক যাতে অখণ্ড যৌবন।
বিনি পাঠে সর্ব্বশাস্ত্র জানে সর্ব্বজন॥ ৩০৭
গীত ছন্দে কথা যাতে নৃত্য ছন্দে গতি।
সহজ কথনে যাতে বেদের উৎপতি॥

না ভোগিলে সর্ব্বরস ভোগে সর্ব্বজন
না দেখিঞা সর্ব্বরূপ করে নিরীক্ষণ ॥ ৩০৯
না বোলিলে সর্ব্বকথা বুঝে অনুমানে।
না শুনিলে সর্ব্বধ্বনি বুঝে সর্ব্বজনে ॥
না জানিঞা জানে সর্ব্ব না রমিঞা রমে।
মনের সকল কর্ম্ম পূরে বিনি শ্রমে ॥ ৩১০

এইরূপে নীরস সৃষ্টি-পত্তনের বর্ণনার শেষে কবি একটু সরস ভাব আনয়ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। পাঠকের পক্ষে এই নীরস অধ্যায়টি বাদ দিলে কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু আমাদের কবি পূর্ব্বপ্রথা অনুসারে স্বীয় ধর্ম্মতত্ত্ব গ্রন্থে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে একটা অধ্যায় যোগ না করিয়া পারেন না। বাঙ্গালা সাহিত্যের "শূন্যপুরাণ" হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতচন্দ্র পর্য্যন্ত সকলেই গ্রন্থারম্ভে একটা সৃষ্টিতত্ত্ব দিয়া আসিয়াছেন। আমাদের কবির বিশেষত্ব এই যে, তিনি রীতিমত শাস্ত্র আলোচনা করিয়া, খুঁটিনাটি বিষয়ে পূর্ব্বেকার পুরাণেতিহাসের অনুসরণ করিয়া, নিজের পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিবার মহা সুযোগ পাইয়াছিলেন।

সপ্তম অধ্যায়,—

এই অধ্যায়ের নাম শিঙ্গারস। রুক্মিণী দুইটা প্রশ্ন করিলেন, -(১) "কোন জনে সৃষ্টি করে কে করে পালন," (২) "পাপ পুণ্য দুঃখ সুখ ঘটে কি কারণ।" শ্রীকৃষ্ণ এই দুই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে কবিবল্লভ পুরাণের সার সঙ্কলন করিয়াছেন। অনাদি পুরুষের স্বরূপ, তাঁহার সৃষ্টির ইচ্ছা, পঞ্চভূতের সৃষ্টি, জীবসৃষ্টি ইত্যাদি বিষয় বর্ণনা করিতে গ্রন্থকার পুরাণ-সম্মত পথ গ্রহণ করিয়াছেন। ভা ২। ৫, ৬, ও ভা ৩। ২৭ অধ্যায় দেখ। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরেও শাস্ত্রীয় মীমাংসা দেওয়া হইয়াছে। 'জীব যত কর্ম্ম করে সে হয় অদৃষ্ট"; কারণ, "এক কর্ম্ম চিন্তে জীব ঘটে অন্য কর্ম্ম।' সুতরাং "এ সব জানিব পূর্ব্ব অদৃষ্টের ধর্ম্ম।" কিন্তু জীবই ত কর্ত্তা, নতুবা তাহার পাপ হইবে কেন? কর্ত্তাই যদি হয়, "তবে অদৃষ্ট না থাকে।" সুতরাং কবি বলিতেছেন,—

অতএব জীব কর্ত্তা সর্ব্বথা জানিব।
আপন উদ্যোগ কর্ম্মে অদৃষ্ট সাধিব ॥ ৩৪০

কিন্তু জীব কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। তাহার উচিত—"যত কর্ম্ম করে তাতে হৈবে উদাসীন।" পরন্তু—

প্রকৃতি স্বভাব এই বিষ্ণুমায়া মোহে।
অনুরাগ সংসারে বাড়ায় সর্ব্বদেহে ॥ ৩৪২

অতঃপর কবি ভবসূত্রের মায়ামোহের সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ অবশেষে চুম্বক-স্বরূপ রুক্মিণীকে বলিতেছেন,—

দেখিঞা না দেখে জীব জানিঞা না জানে।
এ সব জানিব বিষ্ণুমায়ার কারণে॥
ঈশ্বরচরিত্র প্রিয়া কহন না যায়।
দেখিতে শুনিতে কেহো অন্ত নাহি পায়॥ ৩৪

বিষ্ণুমায়াজড়িত সকল জীবগণ।
তাহা হনে নিত্য জন্মে সৃষ্টের পত্তন॥ ৩৫০

অষ্টম অধ্যায়,—

এই অধ্যায়ের নাম স্তুতিরস। শ্রীকৃষ্ণ-কথিত এই জাগতিক তত্ত্বের ব্যাখ্যার মর্ম্ম এই,—

কর্ম্মসূত্র ছাড়িতে যাহার অভিলাষ।
সে জন বৈরাগ্য মনে করিবে প্রকাশ॥ ৩৪০
যত কর্ম্ম করে তাতে হৈবে উদাসীন।
কায়মন বাক্যে তার ধরে ভক্তি চিহ্ন॥ ৩৪১

কিন্তু এই ঔদাসীন্য ও বৈরাগ্য এবং অদ্বৈত, নির্গুণ, নিরাকার নিরঞ্জন ভগবানের ধারণা যোগেন্দ্র মুনীন্দ্রগণেরই শোভা পায়। সাধারণ লোকে এই "নীরস বৈরাগ্য যোগমতে" চলিবে কি প্রকারে? তাই রুক্মিণী প্রশ্ন করিতেছেন,—

যোগেন্দ্র মুনীন্দ্রগণ ভাবিতে বিভোর মন
নারী হঞা জানিব কেমতে।

সাধারণ লোকও এই প্রশ্ন করিবে। তাই রুক্মিণী "সগুণ" শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া বলিতেছেন,—

সম্প্রতি তোমার নাম রূপ গুণ অনুপাম
সদয় সরস প্রেমযোগে।
স্বভাব অবশ রস তথাচ স্বভাব বশ
সর্ব্বজন ভজে অনুরাগে॥ ৩৫২

শ্রীকৃষ্ণের লীলাগুলি—গোবর্দ্ধন ধারণ, পুরন্দর পরাজয়, ব্রহ্মার মোহন, কালিয়দমন, ইত্যাদি শুধু কি মায়ার খেলা? রুক্মিণী ত তাঁহাকে পতি-বুদ্ধিতে কুমারী অবস্থা হইতে চিত্তদান করিয়া আসিয়াছেন? সহজ পতিজ্ঞানে প্রেমের আরাধনাই রুক্মিণীর হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে, দার্শনিক কূট কথা তাঁহার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিতে চাহে না। তাই তিনি ক্ষুণ্ণভাবে বলিতেছেন,—

তথাপি অধৈর্য্য জাতি নারী হেন অখেয়াতি
তে কারণে এমত চপল॥ ৩৫৮

অমনই ভক্তের প্রেমভাবে ভগবান্ গলিয়া গেলেন এবং দ্বৈততত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া রুক্মিণীকে প্রবোধ দিলেন,—

পুরুষ প্রকৃতি যত কহিল অশেষ মত
তুমি আমি সেই দুই জন।
আমি শিব তুমি শক্তি আমাকে করহ ভক্তি
আপনা পাসর কি কারণ॥
বিরাট শরীরে কত সৃষ্টি করি নানা মত
অশরীরে সুখ নাহি পাই।
তে কারণে প্রেমযোগে দুই অঙ্গ দুই ভাগে
দ্বন্দ্বযোগে আনন্দ বাঢ়াই॥ ৩৬১

এই দ্বৈত লীলাও সত্য। ভগবানের লীলার অন্ত নাই।

সৃষ্টি স্থিতি নাশ কর্ম্ম সহজে আমার ধর্ম্ম
গঠিতে ভাঙ্গিতে করি কেলি।
আমাতে সভার জন্ম না বুঝে আমার কর্ম্ম
রসাবেশে সঘন বিহরি॥ ৩৬৩

রুক্মিণীর সংশয় ঘুচিল। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং,—

কৃষ্ণ শুদ্ধ প্রেমলাভে রুক্মিণী পূরিল ভাবে
হাসিতে আনন্দে ঝুরে নীর॥ ৩৬৫

নবম অধ্যায়,—

এই অধ্যায়ের নাম ভেদরস। ভগবৎতত্ত্বের যে প্রধান প্রশ্ন আমাদের সকলেরই সর্ব্বদা মনে হয়, রুক্মিণী এই বার সেই প্রশ্ন করিলেন।

তোমার সৃজন প্রজা পালহ আপনে।
তবে অনুগ্রহ ছাড়ি দুঃখ দেহ কেনে॥
আপনে করহ কর্ম্ম জীবে দুঃখ ভোগে।
এ সকল কুৎসিৎ সৃজিলে কোন যোগে॥ ৩৬৭

ইহার উত্তর এই যে, জীব ত স্বাধীন, সে যে সকল কর্ম্ম করে, তাহারই ফলে নানাবিধ দুঃখের ভাগী হয়! তাই ভগবান্ বলিতে বাধ্য—"আমার কি দোষ জীব নিজদোষে মরে॥" ৩৬৮

এই প্রসঙ্গে কবি শ্রীকৃষ্ণমুখে, জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত, জীবের কর্ম্মের একটা চিত্র আঁকিয়াছেন। প্রথমতঃ জীবের গর্ভবাস বর্ণনা। ইহা ভা ৩।৩১ অধ্যায় হইতে গৃহীত হইয়াছে। অনেক স্থলে অনুবাদ বলিয়া মনে হয়। তৎপর নরযোনি-প্রাপ্ত জীবের কার্য্যবর্ণনা। কবি মন রাজার দুই পুত্র অহঙ্কার ও বিনয়ের সুন্দর রূপক দিয়া এই প্রসঙ্গ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

দশম অধ্যায়।

এই অধ্যায়ের নাম শৃঙ্গার রস। নিত্যবৃন্দাবনের বর্ণনা এই অধ্যায়ের বিষয়। রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্ন করিলেন—তুমি স্বয়ং ঈশ্বর, তোমাকেই সকলে ধ্যান করিবে। কিন্তু তুমিও তো দেখি, কাহারও যেন ধ্যান কর। ইহ'র অর্থ কি? এই প্রশ্নের উত্তরেই শ্রীকৃষ্ণ নিত্যবৃন্দাবন-তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করিলেন। কবিবল্লভ এই তত্ত্বকথা পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। স্থানে স্থানে পদ্মপুরাণের ভাষা পর্য্যন্ত অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। যথা,—

গুহ্যাতি অধিক গুহ্য নিত্যলীলা কথা।
তোমা হেন প্রেমপাত্রে কহিব সর্ব্বথা॥ ৪১৫

পদ্মপুরাণ, পাতাল খণ্ডে,—

গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং পুণ্যং পরমানন্দকারণম্।
অত্যদ্ভুতং রহঃস্থানং রহস্যং পরমং পদম্॥ ৬৯।৬

পুনশ্চ,—

গীত বিনে বচন না কহে কোন জনে।
নৃত্য গীত বিহনে চলিতে নাহি জানে॥ ৪০৯
হাস্য বিনে বদন নীরস নাহি হয়।
ভঙ্গী বিনে শরীর সহজে নাহি বয়॥ ৪৬০

পদ্মপুরাণ, যথা—

তত্র কৈশোরবয়সং নিত্যমানন্দবিগ্রহঃ।
গতির্নাট্যকথালাপং স্মিতবক্ত্রং নিরন্তরম্॥ ৬৯।৬২

পদ্মপুরাণের বর্ণনার অন্যান্য ঋণ যথাস্থানে প্রদর্শিত হইবে। বরাহসংহিতাতেও নিত্য-বৃন্দাবনের বর্ণনা আছে। ঐ পুথি আমাদের নিকট আছে—অতি ছোট গ্রন্থ। এই গ্রন্থের বর্ণনা হুবহু পদ্মপুরাণের বর্ণনার নকল—শ্লোকগুলি পর্য্যন্ত এক-মাত্র এক আধটা শব্দ বদলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কবিবল্লভ এই পুথি দেখিয়াছিলেন কি না, জানি না; তবে তিনি বরাহসংহিতার নাম অবগত ছিলেন, এইটুকু জানিতে পারা যায়।

রাম ব্রহ্ম বরাহ নারদ রাত্রি কথা।
তাহা হৈতে ব্যক্ত হৈল অনেক সংহিতা॥ ৭৬০

এখন নিত্য-বৃন্দাবনের বর্ণনার অনুসরণ করা যাউক। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, বিষ্ণুর বসতিস্থল যথা তথা বটে, কিন্তু বৈকুণ্ঠাদি তন্মধ্যে প্রধান স্থল। এই বৈকুণ্ঠাদিরও আবির্ভাব তিরোভাব ঘটে—উহাও নিত্য নহে। তবে নিত্য স্থল কি নাই? আছে।

কিন্তু নিত্যস্থান আছে মনের অগম্য।
সাধারণে কি কাজ আমাতে বড় রম্য॥ ৪১৭

হ্রাস বৃদ্ধি নাহি তাতে জরামৃত্যু ভয়।
সাধন ক্রীড়ার হেতু নিত্যরূপে রয়॥ ৪১৮

এই নিত্যস্থলেরই নাম বৃন্দাবন।

যন্ত্রভেদে স্থান কহি নিত্য বৃন্দাবন।
ক্ষণার্দ্ধ না ছাড়ে কৃষ্ণ যে রসকানন॥
অনন্ত শরীরে স্থিতি নিত্যরূপ স্থান।
কেবল তাহাতে প্রভু কৃষ্ণ হেন নাম॥ ৪১৯

শ্রীকৃষ্ণ কোন্‌রূপে এই নিত্যস্থানে বাস করেন, অতঃপর তাহার বর্ণনা আছে।

কিশোর বয়স তথা সর্ব্বকাল ধরে।
শৃঙ্গার-বিগ্রহ বিনে অন্য নাহি করে॥ * ৪২০

এই প্রেমাভিনয়ে নায়িকা শ্রীমতী রাধিকা। পদ্ম, পা, ৭০।২

তাহার প্রেমের প্রিয়া প্রাণের বল্লভা।
রমণীমুকুট-মণি নায়ক-দুর্ল্লভা॥
কিশোরী নাগরী রতি রভসে রসিকা।
কৃষ্ণ অভিলাষে নাম রঙ্গিণী রাধিকা॥ † ৪২৯

শ্রীকবিবল্লভ আর কোথায়ও রাধার উল্লেখ করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকার প্রেমভাব বর্ণন অতি সুন্দর। অতঃপর এই নিত্য-বৃন্দাবনের সংস্থান বর্ণন হইতেছে—ষট্‌কোণ কমল কল্পনা কর। "সমুখের" দলে বৃন্দাদেবী বিরাজমানা। তাহার বামদলে রঙ্গদেবী। ঈশান দিকে সুভদ্রা দেবী। তার বামে ভদ্রাদেবী। তার বামে রত্নরেখা। তার বামে সেব্যাদেবী। এই ছয় শক্তি ছয় কোণে ছয় পদ্মদলের উপর বিরাজ করেন।

ষট্‌কোণে বসতি এই প্রধান নায়িকা।
কৃষ্ণের নিগূঢ় প্রেম আনন্দদায়িকা।

এই ষট্‌কোণ কমলের অধোদেশে বামপাশে "ভূশক্তি সুন্দরী" আছেন ও দক্ষিণ পাশে "শ্রীশক্তি রমণী" বিরাজমানা। "এ দুই আধাররূপে থাকে অনুরাগে।" এই বর্ণনা পদ্মপুরাণে নাই, পরের বর্ণনা আছে। এই ষট্‌কোণের বাহিরে ("তার বাহে") পুনরায় অষ্টদলে যথাক্রমে বিরাজমানা—(১) পশ্চিমে ("সমুখে") ললিতা, (২) বায়ুকোণে শ্যামলা, (৩) উত্তরে শ্রীমতী ধন্যা, (৪) ঈশান কোণে প্রিয়প্রিয়া (পদ্ম—হরিপ্রিয়া), (৫) পূর্ব্বে বিশাখা, (৬) অগ্নিকোণে সেব্যা (পদ্ম—শৈব্যা), (৭) দক্ষিণে পদ্মা, (৮) নৈঋতে ভদ্রা (পদ্ম—এই নাম নাই।৭০।৫-৬)।

* যৌবনোদ্ভিন্নকৈশোরং বয়সাদ্ভুতবিগ্রহম্। পদ্ম, পা, ৬৯।৮৫

† তৎপ্রিয়া প্রকৃতিস্ত্বাদ্যা রাধিকা কৃষ্ণবল্লভা। পদ্ম, পা, ৬৯।১১৮

এই অষ্টদলের উপকোণে পুনরায় অষ্টদল, তাহাতেও অষ্ট রামা বিরাজমানা—চন্দ্রাবলী, চিত্ররেখা, চন্দ্রাবতী (পদ্ম—চন্দ্রা), মদনসুন্দরী, প্রিয়াপ্রিয়া (পদ্ম—প্রিয়া), মধুমতী, শশিরেখা (পদ্ম—চন্দ্ররেখা), হরিপ্রিয়া। পদ্ম—পা, ৭০।৮-৯।

অতএব ষোল দলে ষোল সুন্দরী। ইহাদের প্রত্যেকের সঙ্গে পুনরায় এক এক সহস্র অনুচরী। ("অগ্রেসরাস্তথা চান্যা গোপকন্যাঃ সহস্রশঃ।" পদ্ম, পা, ৭০।১১) এই "ষোলয় সহস্র আদি ষোলয় সুন্দরী" সকলেই কিশোর বয়সী (মনোহরা মুগ্ধবেশাঃ কিশোরী বয়সোজ্জ্বলাঃ—ঐ। ১১) ও "বচন রচনে কৃষ্ণ ক্ষণে ক্ষণে ভজে" (তদ্রূপহৃদয়ারূঢ়াস্তদা-শ্লেষসমুৎসুকাঃ। ঐ—১২)। ইহার পর কনকরচিত চতুষ্কোণ পীঠ। চারি দ্বারে যথাক্রমে বিরাজমানা—১। পূর্ব্বদ্বারে ত্রিপুরাসুন্দরী। তাঁহার দক্ষিণপার্শ্বে আজ্ঞাবর্ত্তিনী "রঙ্গিণীগণ"—"পঞ্চাশ সহস্র নারী সমান বয়সী।" তাঁহার বামপার্শ্বে দুই শ্রেণীর নারী বিরাজমানা—(ক) মণ্ডলিনী—৪০,০০০ নারী, (খ) বোধনি ৬২,০০০ নারী। অতএব ত্রিপুরাসুন্দরীর মোট সঙ্গিনী ১,৫২,০০০। ১। দক্ষিণদ্বারে ভাবিনী শক্তি। ইঁহার সঙ্গিনী ৪০,০০০ শ্রুতিকন্যা। ৩। পশ্চিমদ্বারে শ্যামাশক্তি। ইঁহার সঙ্গিনী ৮৮,০০০ মুনির কুমারী। ৪। উত্তরদ্বারে ভৈরবীশক্তি। ইঁহার সঙ্গিনী ১,২০,০০০ বরাঙ্গনা। সুতরাং এই চারি দ্বারে মোট নারী চারি লক্ষ। "কৃষ্ণের বিলাস অঙ্গ চারি লক্ষ নারী।" ইঁহারা কৃষ্ণপ্রিয়া হইতে অভিন্ন—"কৃষ্ণপ্রিয়া শরীরে সভার সমর্পণ" ও ইঁহারা সকলেই অহৈতুকী ভক্তিযোগে "ঈশ্বর ঈশ্বরী দেখে সরস বিহার।" কবিবল্লভ এইরূপ সঠিক সংখ্যা কোথা হইতে পাইলেন, জানি না। পদ্ম-পুরাণের বর্ণনা তিনি অনুসরণ করিতেছেন, দেখিতেছি। তাহাতে আছে, ৭০ অধ্যায়,—

তদ্বাহ্যে যোগ-পীঠে চ স্বর্ণসিংহাসনাবৃতে ॥ ৩
প্রত্যঙ্গরভসাবেশাঃ প্রধানাঃ কৃষ্ণবল্লভাঃ।
ললিতাদ্যাঃ প্রকৃত্যংশা মূলপ্রকৃতী রাধিকা ॥ ৪

ইহার পর পূর্ব্বোক্ত ষোড়শ সখীদিগের নামগুলির উল্লেখ করিয়া পুনশ্চ—

শ্রুতিকন্যাস্ততো দক্ষে সহস্রাযুতসংযুতাঃ।
জগন্মুগ্ধীকৃতাকারা হৃদ্বর্ত্তিকৃষ্ণলালসাঃ ॥ ১৪
দেবকন্যাস্ততঃ সব্যে দিব্যবেশা রসোজ্জ্বলাঃ।
নানাবৈদগ্ধ্যনিপুণাঃ দিব্যভাবভরান্বিতাঃ ॥ ১৬
সৌন্দর্য্যাতিশয়াঢ্যাশ্চ কটাক্ষাতিমনোহরাঃ।
নির্লজ্জাস্তত্র গোবিন্দে তদঙ্গস্পর্শনোৎসুকাঃ ॥ ১৭
তদ্ভাবমগ্নমনসঃ স্মিতসাচিনিরীক্ষণাঃ ॥ ১৮

এই বর্ণনায় ত্রিপুরাসুন্দরী ইত্যাদির কোন উল্লেখ নাই ও "শ্রুতিকন্যা" ও "দেবকন্যা" ষোড়শ সখীদিগের সহচরী বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছে। পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে, এই সকল রমণীদিগের বর্ণনায় কবিবল্লভ পদ্মপুরাণের ভাষার অনেকটা অবিকল অনুবাদ করিয়াছেন। এই নিত্যবৃন্দাবনে কল্পতরুগণ আছে—"অবিরত স্রবে তাতে অমৃতের ধার"।

অতঃপর এই নিত্যবৃন্দাবনের "আবরণ" কথিত হইতেছে। এই আবরণগুলির সংস্থান দুর্ব্বোধ্য—যথাক্রমে উল্লেখ করিয়া যাইতেছি। এই নিত্যস্থানের চারি দ্বারে চারি সরোবর —পূর্ব্বে প্রদায়ক (সিদ্ধিরসপ্রদায়ক ?), দক্ষিণে "আনন্দরসপ্রদ সরোবর", পশ্চিমে পুষ্কর ("কাম্যক বিশ্রুত নাম"), উত্তরে মলয় নির্ঝর।

তৎপরে "ষোলয় কেশরদলে অষ্টদশ (?) সঙ্গী।" ইহাদিগের নাম যথা—শ্রীদাম, বসুদাম, কিঙ্কর (কিঙ্কিণী), বিশাল, বৃষভ, ওজস্বান (ওজস্বী), অর্জ্জুন, সুবল, দেবপ্রস্ত (স্থ), কলাখ্যত, (কলবিঙ্ক), বরুণ, স্তোককৃষ্ণ, গায়ক, লবঙ্গ, সৈব্য, কুমুদ, জয়ন্ত, ললিত। শ্রীকৃষ্ণের সখাদিগের নাম "শব্দকল্পদ্রুমে" "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু" হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই ফর্দ্দের প্রথম দ্বাদশটী নাম ঐ গ্রন্থে পাওয়া যায়। নামের প্রভেদ বন্ধনীমধ্যে দেখাইয়াছি। অবশিষ্ট ৬টী নাম কোথা হইতে কবি লইয়াছেন, জানি না। পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ডে ৭১ অধ্যায়ে এই প্রসঙ্গে মাত্র ৬জন সখার উল্লেখ আছে—শ্রীদাম, বসুদাম, সুদাম, কিঙ্কিণী, স্তোককৃষ্ণ, অংশুভদ্র (২০—২২ শ্লোক।) ভাগবত ১০ম। ২২ অধ্যায়ে ১০ জন সখার নাম আছে। যথা—স্তোক-কৃষ্ণ, অংশ, শ্রীদাম, সুবল, অর্জ্জুন, বিশাল, বৃষভ, ওজস্বিন, দেবপ্রস্থ, বরূথপ। অধিকন্তু ষোড়শ কেশরদলে ষোল জন সখার উল্লেখ না করিয়া কবি অষ্টাদশ সখা কেন কল্পনা করিয়াছেন, বলিতে পারি না। হয় ত "অষ্টদশ" অনুলিপিকারের ভ্রম।

পূর্ব্বোক্ত চারি দ্বারে দুই দুইটী করিয়া স্বর্গবৃক্ষ আছে যথা,—পূর্ব্বে হরিচন্দন, দক্ষিণে পারিজাত, পশ্চিমে সন্তান ও উত্তরে মন্দার। পদ্মপুরাণে বর্ণিত এই সকল তরুর দিক্ নির্ণয়ের সহিত এ বর্ণনা মিলে না। পদ্ম, পা ৭০। ২৬—৩৯ "তার বাহে" "যুতে যুতে" সবৎসা সুরভি গাভীসকল কৃষ্ণপ্রেমরসে আকুলতনু হইয়া দুগ্ধ ক্ষরণ করিতেছে। পদ্ম, ৭০।২৫। "তার বাহে" দক্ষিণে কালিন্দী নদী প্রবাহিতা। পদ্ম, ৬৯। ৭৪—৭৭। "তার বাহে" অষ্ট দলে অষ্ট পীঠ। কবির বর্ণনায় তৃতীয় পীঠের নাম দেওয়া নাই; অন্যগুলির নাম যথাক্রমে— মহাপীঠ, শ্রীপুর, সম্মদপীঠ, পূর্ণপীঠ, বর্দ্ধনপীঠ, আনন্দপীঠ, রতিশার পীঠ। পদ্ম, পা, ৬৯।২৬-৩৬ শ্লোকে পীঠগুলির অন্য নাম ও সংস্থান প্রদত্ত হইয়াছে।

ইহার পরে পুনরায় "অষ্টদশ" (ষোড়শ ?) দল ও প্রত্যেক দলে এক একটি বন। ষোলটি বনের উল্লেখ আছে, যথা—মধুবন, খদির কানন, অঘের মোচন, কালির দণ্ডন, বৎসচারণ, ছয়বন, বহুলা কানন, তালবন, কুমুদবন, কাম কানন, সেতুবন্ধ পীঠ, ভাণ্ডিরক,

ভদ্রবন, শ্রীবন, লোহবন ও মহাবন। পদ্মপুরাণে ষোড়শ দলের উল্লেখ আছে, কতকগুলি বনের নামও দেওয়া আছে, কবিবল্লভনির্দ্দিষ্ট সকলগুলি নামের সহিত মিলে না। ৬৯।৩৮-৬২ দেখ। ইহার পর কতকগুলি প্রাচীরের উল্লেখ আছে। প্রথম চতুষ্কোণ কনক-প্রাচীরের চারি দ্বারে চারি শক্তি—মূলে এই শক্তিচতুষ্টয়ের নাম পরিষ্কার নহে। "মহামায়া আদি চারি দ্বারে চারি নারী।" ইহারই চারি কোণে যথাক্রমে অবস্থিত চারি দেবতা—গণপতি, পশুপতি, সূর্য্য, প্রজাপতি। অতঃপর দ্বিতীয় প্রাচীর। "সমুখে" অর্থাৎ পূর্ব্বে বাসুদেব অষ্ট বরাঙ্গনা সহিত বিরাজমান; দক্ষিণে বলরাম রেবতী সহিত; পশ্চিমে কামদেব রতি সহ; উত্তরে অনিরুদ্ধ উষা সহ। চারি কোণে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। পদ্ম, পা, ৭০। ২৭-৪৪ দেখ। পদ্মপুরাণে দিক্‌নির্দ্দেশের পার্থক্য আছে। পুনরায় আর এক প্রাচীর। চারি দ্বারে—মহাবিষ্ণু, মহারুদ্র, মহাব্রহ্ম, মহাকাল যথাক্রমে মহালক্ষ্মী, মহারুদ্রী, মহাবেদবতী ও মহাকালী সহ বিরাজমান। চতুর্থ প্রাচীরের চারি দ্বারে—পূর্ব্বে শ্রীরাম জানকী অশোক-কাননে, দক্ষিণে নরসিংহ লক্ষ্মী মাধবী-কাননে, পশ্চিমে বামন কল্পবনে, উত্তরে বরাহ পৃথিবী-সুরদ্রুম-লতাশ্রয়ে। এবং রাম (পরশুরাম ?) মীন, বুদ্ধ ও কল্কিও "চারি দ্বারে" (চারি কোণে ?) স্থিতি করিতেছেন

পঞ্চম প্রাচীরের চারি দ্বারে ও চারি কোণে শুক্ল, রক্ত, নীল ও পীতবর্ণধারী চারি চতুর্ভুজ (বিষ্ণু) ও ঐ চারিবর্ণধারিণী চারি লক্ষ্মী। ষষ্ঠ প্রাচীর স্ফটিক নির্ম্মিত। চারি দ্বারে আছে অণিমা, মহিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, এই চারি সিদ্ধি। অষ্ট সিদ্ধিই প্রসিদ্ধ। কবি চারিটির মাত্র নাম করিয়াছেন। সপ্তম প্রাচীর প্রবাল-নির্ম্মিত। পূর্ব্ব দ্বারে সুরেন্দ্র, শঙ্কর প্রভৃতি সুরগণ; দক্ষিণ দ্বারে মুনীন্দ্রবৃন্দ; পশ্চিম দ্বারে জনকাদি যোগিগণ; উত্তর দ্বারে আত্মারামিগণ।

প্রাচীর-বর্ণনা শেষ হইল। এখন উর্দ্ধে ও অধে কি আছে, তাহার বর্ণনা হইবে। "অগ্র" অন্তরীক্ষে আছেন—গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, জনক, সনক, শুক, নারদ, প্রহ্লাদ ইত্যাদি। ইঁহাদিগের "পুলকে পূরিত তনু সজল লোচন" ও ইঁহারা কৃষ্ণের প্রসাদ ভাবিতেছেন। "উর্দ্ধ" অন্তরীক্ষে বিষ্ণু সর্ব্বেশ্বর বিরাজমান। অধোভাগে অনন্ত বাস করেন। অনন্তের তলে কূর্ম্ম, কূর্ম্মের তলে স্থির বায়ু। সপ্ত প্রাচীর ও উর্দ্ধ এবং অধঃ লইয়া নিত্যবৃন্দাবনের নয়টী আবরণ হইল। লঘুভাগবতামৃত, পৃঃ ১২৭ দেখ।

এই বৃন্দাবনের বর্ণনাতে কবি যথেষ্ট পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন। পদ্মপুরাণে এইরূপ পর পর সুস্পষ্ট বর্ণনা নাই। কবি অন্য কোনও পুরাণের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন, কি নিজ কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন, তাহা বলিতে পারি না। বিশেষজ্ঞেরা তাহার অনুসন্ধান করিবেন। আমরা বর্ণনার বিশ্লেষণ মাত্র করিয়াছি।

এই নিত্যস্থান পার্থিব নহে। পার্থিব বস্তু সৃষ্ট হয় ও বিনষ্ট হয়, ইহার সৃষ্টি ও বিনাশ নাই।

বৈকুণ্ঠাদি যত যত স্থানের প্রধান।
আবির্ভাব তিরোভাব সভাতে বাখান॥
কিন্তু নিত্যস্থান আছে মনের অগম্য।
সাধারণে কি কাজ আমাতে বড় রম্য॥ ৪১৭
হ্রাস বৃদ্ধি নাহি তাতে জরা মৃত্যু ভয়।
সাধন-ক্রীড়ার হেতু নিত্যরূপে বয়॥ ৪১৮

অতএব এই নিত্যস্থান ধ্যান-ধারণার বিষয়। কিন্তু এই নিত্যস্থলকে 'বৃন্দাবন" আখ্যা প্রদান করি কেন? *

নিত্যস্থান প্রমাণ গোকুল বৃন্দাবন॥ ৫২৭

এই প্রমাণ পদ্মপুরাণেরই প্রতিধ্বনি। যথা পাতালখণ্ডে,—

নিত্যং বৃন্দাবনং নাম ব্রহ্মাণ্ডোপরি সংস্থিতম্॥
গোলোকৈশ্বর্য্যং যৎকিঞ্চিৎ গোকুলং তৎ প্রতিষ্ঠিতি।
বৈকুণ্ঠবৈভবং যদ্বৈ দ্বারকায়াং প্রকাশিতম্॥
স্বস্থানমধিকং নাম ধ্যেয়ং মাথুরমণ্ডলম্।
নিগূঢ়ং বিবিধং স্থানং পুর্য্যাভ্যন্তরসংস্থিতম্॥ ৬৯।৮-১৩।

সাধক সাধনাদ্বারা এই নিত্যস্থানে গমন করিতে পারিলেই কৃতার্থ হন। বৈষ্ণবের কৃষ্ণে মতি হইলে তিনি সাধনাদ্বারা ক্রমে ক্রমে উপরে বর্ণিত দ্বারগুলি লঙ্ঘন করিয়া নিত্যস্থানে প্রবেশ লাভ করেন।

* শাস্ত্রতত্ত্বানুসন্ধানেচ্ছু পাঠক নিত্যস্থল-তত্ত্ব ও শ্রীকৃষ্ণের লীলা-তত্ত্বের সবিশেষ বিবরণ লঘুভাগবতামৃতের শেষাংশে পাইবেন। লঘুভা, পদ্মপুরাণ হইতে নিম্নলিখিত বচন উদ্ধৃত করিয়াছে,—

নিত্যং মে মথুরাং বিদ্ধি বনং বৃন্দাবনং তথা।
যমুনাং গোপকন্যাশ্চ তথা গোপালবালকান্॥ পৃঃ ১৭০

বৈষ্ণবগণের বিশ্বাস, পার্থিব বৃন্দাবনও নিত্যবস্তু, শ্রীকৃষ্ণ এখনও তথায় লীলা করিতেছেন। কবিবল্লভ পার্থিব বৃন্দাবনের কথা বলিতেছেন বলিয়া বোধ হয় না। তিনি নিত্যস্থলের বর্ণনা শেষ করিয়া, এইরূপ নিত্যস্থল যে আছে, তাহার প্রমাণস্বরূপ বলিতেছেন যে, "নিত্যস্থান প্রমান গোকুল বৃন্দাবন।" তাঁহার বর্ণিত নিত্যস্থল যে সাধকের মানস-রাজ্যের স্থান, তাহাই বরং জোর করিয়া বলিয়াছেন। পরে উদ্ধৃত মূলের পদগুলিতে তাহাই স্পষ্টীকৃত হইতেছে। তত্ত্বজ্ঞ পাঠক বিচার করিবেন।

তবে ইষ্ট সেবিঞা কৃষ্ণে করে মতি ॥
তবে তারা যন্ত্রভেদে এই স্থানে লেখে।
যে দলে যাহার ইষ্ট সেই দলে রাখে ॥ ৫০৯
সেই স্থানে যন্ত্র করি ইষ্ট পূজা করে।
ধূপ দীপ নৈবেদ্য অশেষ উপহারে ॥
যন্ত্রভেদে যন্ত্র বলে ইষ্টদেব আগে।
প্রণাম করিঞা কৃষ্ণে ভক্তিরস মাগে ॥ ৫১০
এইরূপে করে নিত্য ভক্তির সাধন।
অল্পে অল্পে দ্বারদল করয়ে লঙ্ঘন ॥ ৫১১

ভক্তিযোগ ভিন্ন এই নিত্যস্থানে প্রবেশ অসাধ্য।

নিত্যস্থানে করে কৃষ্ণ নিগূঢ় বিহার।
কোনো যোগে নহে তথা কাহার সঞ্চার ॥ ৫০৭
প্রকৃতি শরীর বিনে কেহ নাহি দেখে।
প্রেম-ভক্তি বিনে কেহ না জানে তাহাকে ॥৫০৮

সুতরাং ব্রজগোপীর ভাব না হইলে কৃষ্ণ লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই।

অহেতুকী আচরণে জানি প্রেম লাভ ॥ ৫২৫

অতএব সাধক এই অহৈতুকী ভক্তি লাভের জন্য—

শক্তিতে আসক্তি করে সখীভাব ধরি।
রতি ভিন্ন, ভিন্ন দ্বারে করে নানা কেলি ॥ ৫২৪
এইরূপে কৃষ্ণরসে আনন্দ বাঢ়ায়।
ভাবিতে ভজিতে কৃষ্ণ অনুরাগ পায় ॥ ৫২৫

তখন অন্য স্ত্রীতে সখীভাবের প্রয়োজন আর থাকে না। সাধক তখন—

মানসে প্রকৃতি হঞা রমায় আপনা।

এবং এইরূপ সাধকেরাই—

কালযোগে হয় তারা দিব্য বরাঙ্গনা ॥ ৫২৬

রুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতি বরাঙ্গনা এই প্রকার সাধনবলেই শ্রীকৃষ্ণসান্নিধ্য লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন।

রুক্মিণী প্রশ্ন করিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ হইয়া দেবার্চ্চার কালে কাহাকে ধ্যান করেন? নিত্যবৃন্দাবনের এই বিবরণ দিয়া এখন তিনি এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন যে, তিনি সেই মধুর মানস রাজ্যেরই ধ্যান করেন।

দেবার্চ্চার কালে আমি সেই স্থল ভাবি।
প্রিয়প্রিয়া বিহার সঘন মনে সেবি ॥ ৫২৬

একাদশ অধ্যায়।

এই অধ্যায়ে প্রেমরস বর্ণিত হইতেছে। রুক্মিণী এইবার শ্রীকৃষ্ণের পার্থিব বৃন্দাবনলীলার বিষয়ে প্রশ্ন করিতেছেন। অধুনা শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকার অধিপতি, তাঁহার ষোল হাজার রাজকন্যা স্ত্রীরূপে বর্ত্তমানা – ইঁহারা সকলেই তাঁহার প্রতি প্রেমপ্রবণা ; অথচ শ্রীকৃষ্ণ ইঁহাদের প্রেম অপেক্ষা বৃন্দাবনের সামান্য গোপীগণের প্রেমের ধ্যান করিয়া এখনও সুখ পান। ইহার অর্থ কি ? বাহ্যচক্ষে বৃন্দাবনের গোপীগণ আমাদের নিকট কিরূপ প্রতিভাত হইতে পারেন, অতঃপর রুক্মিণী তাহারই ইঙ্গিত করিতেছেন। বৃন্দাবনের নারীকুল—

প্রিয় কথা নাহি জানে পতি হেন নাহি মানে
নিরবধি গ্রাম্য কথা কহে।
বৃক্ষমূলে ঘর যার বনপুষ্প অলঙ্কার
সে জন কেমনে তোমা মোহে॥ ৫৩৩

ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণলীলার ভিতরের কথা হৃদয়ঙ্গম না করিয়া আমরা মূর্খ সমালোচকেরাও এই কথা বলি। কিন্তু রুক্মিণী আমাদিগের অপেক্ষা কিছু বেশী বুঝিয়াছেন—তিনি "নিত্যস্থান-কেলি বাণী" শুনিয়া বুঝিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের নিকট এই গোকুল ঐ নিত্যস্থান তুল্য—"তার তুল্য বাসহ গোকুলে"। কিন্তু এই সন্দেহ কি সহজে মেটে ? তাই তিনি বিস্ময় প্রকাশ করিয়া আবার প্রশ্ন করিয়াছেন। এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ "গোপীভাবের" ব্যাখ্যা করিতেছেন।

গোপীর নিগূঢ় ভাব কে বুঝে সে হেন লাভ
সাবধানে শুন সুচরিতা॥
জগতে সম্বন্ধ যত বেদে কহে নানা মত
সে সব জানিব মনে দঢ়।
তাহাতে জানিব লাভ পুরুষ প্রকৃতি ভাব
ইহাধিক নাহি আর বড়॥ ৫৩৫

তারপর গোপীদিগের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঐকান্তিক প্রেমের বর্ণনা অতি সুন্দর। ৫৩৬ ও ৫৩৭।

গোপীদের এই যে নিষ্কাম প্রেম, ইহা ব্যভিচার নহে, নেড়া নেড়ীর সম্বন্ধ নহে। এই প্রেম আরাধ্য দেবতার সহিত ; ইহার মাধুর্য্য বর্ণনা করা যায় না। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—

এ সব সুখের ওর কহিতে শুনিতে মোর
তনুমন প্রাণে দুঃখ ভাব।

এ সব অপূর্ব্ব ভাষা শুনিতে পরম আশা
শুনিলে বাড়য়ে বহু লাভ ॥ ৫৩৮

শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান্ ভাবিয়া গোপীগণ প্রাণ মন ঢালিয়া দিয়াছেন ও শ্রীকৃষ্ণ সেই মন প্রাণ গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি এ হেন প্রেমে মোহিত। কিন্তু নিন্দুকে ভাবিবে, শ্রীকৃষ্ণ লম্পট, তিনি ব্যভিচারকর্ত্তা। তাহা নহে, তিনি কিরূপভাবে গোপীগণের সহিত কেলি করেন, তাহা বলিতেছেন,—

আত্মারাম রূপ ধরি নানারূপ কেলি করি
খণ্ডনে স্থাপনে কর্ত্তা আমি। *
শিবে কি বিষের তেজে আনলে সকল ভুজে
তেজ বলে কিছু না বাখানি ॥

তাই শ্রীকৃষ্ণ অহরহঃ এই অপূর্ব্ব প্রেমের ধ্যান করেন—এ মধু যে একবার আস্বাদন করিয়াছে, সে কি আর উহা ছাড়িতে পারে?

কবিবল্লভ এই প্রশ্ন ও উত্তর ভাগবত হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। ভা ১০।৩৩ দ্রষ্টব্য। স্থানে স্থানে একেবারে ভাগবতের ভাষা অনুবাদ করিয়াছেন। নিম্নে দু একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইল, উহা হইতে পাঠক বুঝিতে পারিবেন। পরীক্ষিতের প্রশ্নে শুকদেব বলিতেছেন,—

ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা ॥ ২৯
নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্‌যথাহরুদ্রোহব্ধিজং বিষম্ ॥ ৩০

দ্বাদশ অধ্যায়।

এই অধ্যায়ের নাম শান্তিরস। কৃষ্ণ প্রেম লাভ করিতে হইলে সাধক কি প্রকার ভজনা করিবে, রুক্মিণী অতঃপর তাহাই জানিতে চাহিলেন।

সাধকদিগের পক্ষে দুই পথ আছে—(১) প্রবর্ত্ত অর্থাৎ প্রবৃত্তি মার্গ—অনুরাগ দ্বারা ভজন। (২) নিবর্ত্ত অর্থাৎ নিবৃত্তি-মার্গ—বৈরাগ্য দ্বারা ভজন। এই দুই পথকে পুনরায় সরস ও নীরস ভাবের সাধনা বলা যাইতে পারে। প্রথমটী প্রকৃতি ভাবে ভজনা, দ্বিতীয়টী পুরুষ ভাবে ভজনা। এই দুই পথে ভজনার অসংখ্য ভাব আছে।—"নানা পথে নদী যেন সমুদ্র প্রবেশে"।

নিবর্ত্ত মার্গের ভক্তের চিত্র অতঃপর দেওয়া হইতেছে। ইহারা প্রথম হইতেই নিজের

* রেমে স ভগবাংস্তাভিরাত্মারামোঽপি লীলয়া। ভা—১০।৩৩।১৯

অন্তরে বৈরাগ্য বাড়ায়, নিজের যত্ন করে না, "শীত বাত রৌদ্র বৃষ্টি সমভাবে সহে", কোনরূপে ব্যাকুলচিত্ত হয় না, স্থান অস্থান জ্ঞান নাই ; যোগী, অবধূত বা সন্ন্যাসী হইয়া "অনিত্য করিঞা জানে জগত বিলাস, সজীব শরীরে করে নির্জ্জীবের ভাব।" মোটের উপর নিবর্ত্ত সাধক সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের কিঙ্কর হইয়া অবশেষে মুক্তিপদ পায় এবং—

সে জন পৃথক নহে ঈশ্বরে যোজন।
ঈশ্বর সমান তার কার্য্য আচরণ॥ ৫৫০

এই সাধন-পথ অতীব কঠিন, কিন্তু ইহাও সঠিক পথ, সন্দেহ নাই। গৃহী জীবের পক্ষে প্রবর্ত্ত-মার্গই অপেক্ষাকৃত সুলভ, কবিবল্লভের মতই তাই। তিনি প্রবর্ত্ত-পথের বর্ণনাই বিশেষ করিয়া দিয়াছেন।

এই পথের সাধক "প্রকৃতি স্বভাব" হয়েন ও "নিরবধি করে তারা অনুরাগ ভাব।" তাঁহার পক্ষে গুরুকরণ অনিবার্য্য। কিন্তু কিরূপ গুরু গ্রহণ করিতে হইবে ?

অকপটে ভাবে গুরু করিবে নির্ণয়॥
সর্ব্বজনসম্মত জানিবে ভাল মতে।
বিশেষে আপন চিত্ত প্রবেশে যাহাতে॥ ৫৫৬

কবিবল্লভের মতে সাধনমার্গে গুরুগ্রহণ অতি সুবিবেচনার কার্য্য। যে গুরুর প্রতি অকপট ভক্তি হইবার সম্ভাবনা, তাহাকেই গুরু করিতে হইবে। এইরূপ গুরু গ্রহণ করিয়া তাঁহার প্রতি কিরূপ আচরণ করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে বিশেষ বর্ণনা আছে। ৫৫৭—৫৬০ দেখ। গুরুর প্রতি এইরূপ ভক্তি সঞ্জাত হইলে পর শিষ্য তাঁহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া সাধন করিবে।

তবে মন্ত্র লঞা কৃষ্ণ ভজে অকপটে।
জনম অবধি থাকে গুরুর নিকটে॥ ৫৬১

এই গুরুপ্রশংসা শাস্ত্রীয় কথা। আধুনিক গুরু ও শিষ্য উভয়েই পতিত। আধুনিক শিক্ষার প্রকোপে পড়িয়া, আমরা 'সাম্যে'র মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিয়া, এই সনাতন সত্য হইতে অপসৃত হইয়াছি। সে গুরুও আর মিলে না, সে শিষ্যও আর নাই অথচ আধ্যাত্মিক সাধনায় গুরু-শিষ্যের এই মধুর 'অসাম্য'ই প্রকৃষ্ট পন্থা ; যাঁহারা ইহার আস্বাদন করিয়াছেন, তাঁহাদের উক্তি ইহাই সমর্থন করিতেছে, শাস্ত্রের বচনও ইহাই উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছে। সে যাহা হউক, কবিবল্লভকে অনুসরণ করা যাউক। এক গুরু গ্রহণ করিয়া পরে সেই গুরু ত্যাগ করা যায় কি না ? এ বিষয়ে কবিবল্লভ শাস্ত্রের উদার মতই অবলম্বন করিয়াছেন।

যগুপি স্বতন্ত্র রস জনমে তাহার।
তভুঁ গুরুস্থানে আজ্ঞা লয় পরিহার॥ ৫৬১
কোনো স্থানে গুরুর আলয় করে সুখে।

অর্থাৎ অন্য গুরুর নিকট যাইয়া সাধন করা যাইতে পারে। পাঠককে বলিয়া দিতে হইবে না যে, গুরুগ্রহণ বা গুর্ব্বন্তর গ্রহণে সাধকের আন্তরিকতা থাকা চাই—সাধন-মার্গে হুজুগে মাতিলে কাজ হয় না, সোরগোল অবশ্য হইতে পারে।

দ্বাদশ প্রকারে কৃষ্ণের ভজনা করা যাইতে পারে। চারি প্রকার আবাহন—সূর্য্য, অগ্নি, জল ও ভূমিরূপে। ছয় প্রকার স্থাপন, যথা—দারু, শিলা, ধাতু, তরু, চিত্র, মৃল। মনন দুই প্রকার—(১) "যথাকার তথা", (২) হৃদয়-কমলে। মোট দ্বাদশ প্রকার। পুনশ্চ, কৃষ্ণের দুই লিঙ্গ ভজনা করা যাইতে পারে—১ম মূর্ত্তি। ২য় বৈষ্ণব-সেবন। মূর্ত্তিপূজার চরমোন্নতি ৫৬৫—৫৬৭ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। বহু ভক্তের জীবনে এই প্রকার মূর্ত্তি ভজনের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে।

কৃষ্ণলিঙ্গের দ্বিতীয় প্রকার পূজা বৈষ্ণব-শরীরে। "বৈষ্ণব-শরীরে আর করয়ে ভজন"। এই পথের পথিক যিনি, তিনি কখনও সংসার ত্যাগ করেন না, বাণিজ্যাদি করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিতে কদাচ বিরত হন না, পরিজন পালনে পরাঙ্মুখ নহেন, সর্ব্বদা লোক-সেবাতে তাঁহার প্রবৃত্তি, তিনি মনে করেন—"ঈশ্বরের সকল," কিন্তু "আপনে উদাসীন," কৃষ্ণ প্রেমী লোক তাঁহার এই ভাব দেখিয়া "আর্ত্তি করি তার ঘরে যায় সর্ব্বজনে।" মোটের উপর তাঁহার চরিত্র এই,—

কৃষ্ণে মন রাখিঞা বাহিরে ভিন্ন ভাব।
অখণ্ড আনন্দ ভাবে বৈষ্ণব স্বভাব॥

গৃহস্থ সাধকের লক্ষণই এই। তাহার শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বৈষ্ণবমাত্রের সেবা—"কৃষ্ণের অভিন্ন দেহ বৈষ্ণবেত মানে।" "কৃষ্ণ-দেহে সাধু-দেহে না করয়ে ভেদ," সুতরাং,—

সর্ব্বকাল দুঃখে যত সঞ্চ করে ধন।
বৈষ্ণব অতিথ পাঞা করে সমর্পণ॥ ৫৮১

এইরূপ নিষ্কাম ভাব হৃদয়ে আনিবার জন্যই গৃহস্থ বৈষ্ণব মহোৎসবাদি করিয়া বৈষ্ণব-সঙ্গ লাভ করেন, তাঁহাদিগের সহিত নাম-সংকীর্ত্তনাদি দ্বারা নিজের প্রেম বৃদ্ধি করেন, ক্রমে তাহার চিত্ত এরূপ নির্ম্মল হয় যে,—

অনুরাগী বৈরাগী ভিক্ষুক দুঃখী সুখী।
তা সভা সেবিতে হয় অধিক কৌতুকী॥ ৫১২
জীব মাত্রে সভাতে জন্মায় প্রেম লাভ।
তবে সে জানিব তার অধীন স্বভাব॥ ৫৮৩

এই গৃহস্থ সাধকেই ভক্তির ও ভজনের শ্রেষ্ঠ সোপানে আরোহণ করিতে পারেন। যাঁহারা নরোত্তম ঠাকুর, নরহরি সরকার পভৃতির জীবনী জানেন, তাঁহারা এই চিত্রের যাথার্থ্য উপলব্ধি করিবেন।

জিজ্ঞাসুর মনে একটা প্রশ্নের উদয় হইতে পারে যে, বৈষ্ণব সাধক এইরূপ সেবাব্রত

অবলম্বন করিয়া বর্ণাশ্রমের ধর্ম্মাদি পালন করিবে কি না। কবিবল্লভ তাহারও মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন—বিশেষতঃ গৃহীর পক্ষে—"অকপটে বৈদিক আচরে প্রাণপণে।" (৫৭৭) ক্রমে এইরূপ সাধক—

প্রকৃতি সমান হঞা করে কার্য্য ত্যাগ ॥ ৫৮৩

অর্থাৎ এখন আর তিনি—

তিরস্কারে পুরস্কারে দুঃখী সুখী নয়।
ধৈর্য্য শান্তি অক্রোধ অক্ষোভ চিত্ত হয় ॥ ৫৮৪

সাধকের এই প্রকৃতি-ভাব তিন প্রকারের হইতে পারে। প্রথম,—

আপনে প্রকৃতি কেহো কৃষ্ণ করে পতি।
দ্বন্দ্বযোগে উপভোগ করে প্রেম রতি ॥ ৫৮৯
মননে বিলাস করে আনন্দ বেহার।
স্বয়ং গোপী হঞা করে রসের বিস্তার ॥ ৫৯০

দ্বিতীয় প্রকারের প্রকৃতিভাব যথা,—

কেহো কেহো ঈশ্বর ঈশ্বরী মনে রাখি।
বিলাসে দ্বিতীয় ভাব হঞা প্রেমাসখী ॥ ৫৯১

তৎপর তৃতীয় প্রকারের প্রকৃতিভাবের কথা। ইহাই কবিবল্লভের মতে শ্রেষ্ঠ। সাধক পৃথিবীর সমস্ত সুন্দর পদার্থ ও সুন্দর ভাব কল্পনার বলে একত্রিত করিয়া, মনের মধ্যে মূর্ত্তি রচনা করিয়া,—

মনোরম নায়ক নায়িকা করে ভাবে।
মানস সন্তোষ-যোগে নিত্যরূপে সেবে ॥ ৫৯৪
দুহাকে একত্র করি বসায় সন্তোষে।
দেখে শুনে কর্ম্ম করে নির্ম্মল মানসে ॥
নায়ক নায়িকা সুখে সুখী করে অঙ্গ।
এই রসে বাড়ে তার আনন্দ তরঙ্গ ॥ ৫৯৬
ভাবিতে ভাবিতে পূর্ণ আনন্দে বিহরে।
অহেতুকী ভাব কিবা শুনিতে আবরে ॥
এই সে তৃতীয় ভাব ভাবের প্রধান।
অল্পভাগ্যে নাহি ঘটে এ ভাব সন্ধান ॥ ৫৯৭

পাঠক লক্ষ্য করিবেন, ভক্ত জয়দেব এই ভাবেই ভাবান্বিত হইয়া গীতগোবিন্দ গাহিয়াছেন। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস এই ভাবেই মোহিত হইয়া রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণনা করিয়াছেন। প্রচলিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের সাধনই এই। শেষ কথা শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার প্রতিধ্বনি,—

যে জন যেমত ভজে সেই মত লাভ ॥ ৫৯৮

"বিশ্বকোষ" গ্রন্থে কবিবল্লভের রসকদম্বের সংক্ষিপ্ত এক বিবরণ আছে। তথায় গ্রন্থপ্রতিপাদ্য বিষয় এইরূপে উল্লেখিত হইয়াছে—"এই গ্রন্থখানি সহজিয়া সম্প্রদায়ের গ্রন্থ।" সম্ভবতঃ বিশ্বকোষকার ১২।১৩ অধ্যায়ের প্রকৃতি ভাবের উপাসনার উপর দৃষ্টি করিয়াই এই কথা বলিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, কবিবল্লভ সহজিয়া ধর্ম্মের আলোচনা-মাত্র করিবার জন্য এই গ্রন্থ লেখেন নাই সহজিয় পন্থার উল্লেখ প্রসঙ্গত করিয়াছেন। "সহজিয়া" বা "সহজ" শব্দ কবিবল্লভের গ্রন্থে কোথাও নাই, তবে প্রকৃতিভাবে সাধনই যদি সহজিয়া ধর্ম্ম হয়, তবে তাহার উল্লেখ এই গ্রন্থে আছে। কিন্তু তাই বলিয়া রসকদম্বকে সহজিয়া গ্রন্থ বলিয়া প্রচার করা সমীচীন নহে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

এই অধ্যায়ের নাম ভাবরস। রুক্মিণী প্রশ্ন করিলেন,—

কতেক প্রকারে হয় ভক্তির লক্ষণ॥
কেমতে আসক্তি জন্মে প্রেমের উদয়।
সকল কহিঞা নাথ ঘুচাহ সংশয়॥ ৬০২

শ্রীকৃষ্ণ তাহারই উত্তর দিতেছেন,—

নবধা প্রকারে ঘটে ভক্তির লক্ষণ॥
শ্রবণ কীর্ত্তন আর স্মরণ সেবন।
অর্চ্চন বন্দন দাস্য সখ্য সমর্পণ॥ ৬০৩

শ্রবণ কীর্ত্তনাদি করিতে করিতে সাধক পরিণামে আত্মসমর্পণ করে।

পরিণামে করে তারা আত্মসমর্পণ॥
আত্মা সমর্পণ যদি করে কৃষ্ণদেহে।
তবে আর স্বতন্ত্র চরিত্র কিছু নহে॥ ৬ ৭

ক্রমে এইরূপ ভাব হয় যে,—

ধর্ম্ম কর্ম্ম সঙ্গতি প্রবেশে কৃষ্ণ অঙ্গে।
নিরবধি ভ্রমে কৃষ্ণ-আনন্দ-তরঙ্গে॥ ৬০৮

এই অবস্থাকে কর্ত্তাকর্ম্মলাভ বলা যাইতে পারে। এই ভাবে প্রণোদিত সাধক তাদাত্মিক ভাবে উপস্থিত হন; যথা,—

কৃষ্ণের চরিত্র লীলা নিজ দেহে ধরে।
মনের আনন্দে কৃষ্ণরস ভোগ করে॥ ৬০৯
যখন যেরূপ ভাবে সেইরূপ হঞা।
হাসে নাচে খেলে গায় আনন্দ বাসিঞা॥ ৬১১

এই ভাব হইলে পর "আসক্তিরস—প্রকৃতি-বিহার" সম্ভব হয়। তাহাও নব প্রকারের ; যথা,—

শ্রুতি, স্মৃতি, মনন, উদ্যোগ, অনুরাগ।
উৎকণ্ঠা, সম্ভোগ, পুন চরিত্র বিলাপ॥
শান্ত আদি নবধা প্রকার প্রীত লেখি।
ক্রমে ক্রমে উপভোগ করে শশিমুখী॥ ৬১৩

শশিমুখী অর্থাৎ প্রকৃতি-ভাবাপন্ন ভক্ত সাধক এই নবধা প্রকারের পীরিতির মধ্য দিয়া শান্তভাবে উপনীত হন ; তখন,—

লভ্য অপচয় হেতু না করে সন্ধান॥
যখন যে ঘটে তারা সুখী সেই রসে।
নিরমলচিত্ত হঞা সকল বিলসে॥ ৬১৯

অতঃপর কবি ইহাদের মধ্যে বিরহের বিশেষ প্রশংসা করিয়া বলিতেছেন,—

অষ্ট রস পূর্ণ করে বিরহতরঙ্গে॥
যাবৎ বিৎসেদ নহে ত্যাগ নহে সঙ্গ।
তাবৎ না বুঝে কেহো আসক্তি প্রসঙ্গ॥ ৬২০

কিন্তু বিরহের জন্য অনুরাগ প্রয়োজন। সুতরাং—

অনুরাগ প্রধান করিঞা সাধুগণ।
সর্ব্বরসে প্রবেশিতে পারে ধীর জন॥ ৬২৫

এই অনুরাগ কাহার প্রতি করিতে হইবে? কোনও পার্থিব নায়ক বা নায়িকার প্রতি নহে। সাধক শ্রীকৃষ্ণ-দেহে অনুরাগের দৃষ্টি রাখিবে। ৬২৭ ও ৬২৮। ইহার পরে প্রকৃতি-লক্ষণ কথিত হইতেছে। প্রকৃতি দুই প্রকারের—রসিকা ও কামুকা অর্থাৎ কুলজা ও কুলটা। এই দুই প্রকার চরিত্রের বিশ্লেষণ কবি সুন্দরভাবে করিয়াছেন, পাঠক গ্রন্থমধ্যে তাহা পাঠ করিবেন। পুরুষেরাও এই প্রকারের প্রকৃতি ভাবাপন্ন হইয়া কৃষ্ণ আরাধনা করিতে পারেন, কবির তাহাই বলা উদ্দেশ্য। যথা কুলটার বর্ণনা শেষ করিয়া বলিতেছেন,—

শ্রীকৃষ্ণ ভজনে যার প্রকৃতির ভাব।
এমত ঘটিলে তবে কুলটা স্বভাব॥ ৬৩৪

কুলজার বর্ণনা শেষ করিয়া কবির উক্তি,—

এইরূপে কৃষ্ণসুখ কারণে বিহরে।
আপনার সুখ দুঃখ মনেত না করে॥
এ সব জানিব শুদ্ধ কুলজার ভাব।
জন্মে জন্মে ভোগে তারা কৃষ্ণ প্রেম লাভ॥ ৬৪৬

পুরুষের এই মত বুঝিল লক্ষণ ।
চরিত্র জানিব তার ভজন কারণ ॥ ৬৪৭

শ্রীচৈতন্যের অবতার এই প্রকৃতিরূপে প্রেম আস্বাদন করিবারই জন্য। চৈতন্যাবতার-কারণ-প্রসঙ্গে চৈতন্য-চরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণ-মুখ-বাক্য যথা,—

আমা হৈতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ।
তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ ॥
নানা যত্ন করি আমি নারি আস্বাদিতে।
সে সুখ-মাধুর্য্য ঘ্রাণে লোভ বাড়ে চিতে ॥
রস আস্বাদিতে আমি কৈল অবতার।
প্রেমরস আস্বাদিল বিবিধ প্রকার ॥
রাগমার্গে ভক্ত ভক্তি করে যে প্রকারে।
তাহা শিখাইল লীলা আচরণ দ্বারে ॥—আদি, ৪র্থ পরিচ্ছেদ।

রাধার প্রেমই "সাধ্য-শিরোমণি"। রামানন্দরায়-সংবাদে শ্রীচৈতন্যদেব তাহাই স্বীকার করিয়াছেন ও নিজের সমস্ত জীবনে তাহাই নিজে আচরণ করিয়াছেন। সুতরাং ভক্তকে প্রকৃতি সাজিতেই চৈতন্যদেব উপদেশ করিয়াছেন। ভক্তিশাস্ত্রে গোপীভাবই প্রশংসিত হইয়াছে। ভগবান্ নারদ ভক্তির সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়া—তদর্পিতাখিলাচারতা তদ্‌বিস্মরণে পরমব্যাকুলতা—গোপীদিগকেই এই শ্রেষ্ঠ ভক্তির উদাহরণস্বরূপ উপস্থিত করিয়াছেন—অস্ত্যেবমেবম্। যথা ব্রজগোপিকানাম্। গোপীদিগের প্রেমকে কাম বলা অনুচিত,—

সহজে গোপীর প্রেম—নহে প্রাকৃত কাম।
কামক্রীড়া-সাম্যে তার কহি কাম নাম ॥ —চৈ চ, মধ্য, ৮ম।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কবিবল্লভ চৈতন্য-প্রোক্ত ধর্ম্মই আদর্শ করিয়া, তাহারই ব্যাখ্যা করিতেছেন।

প্রাকৃত-কামকেও ধর্ম্মের অঙ্গ করা যায়। কবিবল্লভ অধ্যায়-শেষে তাহাই নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন,—

না রমিঞা রমণী রময়ে ভাবযোগে।
কেবল ভাবক সেই সর্ব্বরস ভোগে ॥ ৬৫০
সংসারে থাকিঞা লোক যত সুখ ভুঞ্জে।
তাহাতে ঈশ্বরী লীলা মনেহো না বুঝে ॥ ৬৫১

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

এই অধ্যায়ের নাম ভজন-রস। রুক্মিণী দুইটী প্রশ্ন করিলেন,—(১) অদ্বৈত, অচ্যুত, নির্গুণ, নিরাকার ব্রহ্ম কেন মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করেন—"এ মোর বিস্ময়, ঈশ্বর যে হয়, সে কেনে এমত করে।" (২) এই পরমব্রহ্মের মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া সাধুরা কেন পূজা করেন—"মানসে কেনে না ভজে।" এই দুই প্রশ্নের উত্তরে কবি শাস্ত্রীয় তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন। ভাগবত ২য়। ৫—৭ অধ্যায় ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, ব্রহ্মখণ্ড, ৮ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। এই বর্ণনার চুম্বক এই—ইচ্ছাময় ভগবান্ ইচ্ছাপূর্ব্বক ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিলেন। "তেজ ব্রহ্মগণকে" পৃথক্ সৃষ্টি করিয়া সংসার ধর্ম্ম করিতে পাঠাইলেন। তাহারা কাতর হইয়া বলিল,—

তুমি সুখময় অচ্যুত অব্যয়
তোমাকে ছাড়িব কেনে।
জ্যোতি না দেখিব ধ্বনি না শুনিব
থাকিব কাহার গুণে॥
শূন্যরূপ তুমি স্থূল হৈব আমি
কেমতে চিহ্নিব তোমা।
হেন বুঝি মনে নিজ স্থান হনে
উপেক্ষা করিলে আমা॥ ৬৬৬

ভগবান্ আশ্বাস দিয়া কহিলেন যে, দৈত্যাদিজনিত বিপৎকালে তিনি স্থূলরূপ হইবেন। অতএব ভয় নাই, তেজব্রহ্মগণ নির্ভয়ে সৃষ্টি করিতে থাকুন। সুতরাং ভগবান্ জন্মগ্রহণ করিয়া মনুষ্যকে নিজের মহিমা দেখাইবেন।

যদি অবতার করিব সংসার
জানিবে সকল লোকে।
তবে মূর্ত্তি করি প্রতি-বিম্ব ধরি
পূজিবে অশেষ সুখে॥ ৬৬৯

এইরূপে ভগবান্ মনুষ্যকে নিজের রূপ দেখাইয়া দিয়া, তাহার ভগবদ্‌ভক্তির সুযোগ করিয়া দেন। এই জন্যই ভক্তিপথীয়া মূর্ত্তি-পূজা করে।

ভক্তি-পথী যত তারা প্রেমে রত
স্থূল ভাবে মূর্ত্তিযোগে।
মুক্তি-পথী যেই শূন্য ভাবি সেই
নিরাকার ভাব যোগে॥ ৬৭০

সাকার ও নিরাকার দুই প্রকার উপাসনাই সম্ভব। এবং এই দুই মতেরই প্রয়োজন আছে।

ভক্তি মুক্তিপথ এই দুই মত
স্থূল শূন্য শক্র মিত্র।
বিবাদ কারণ আমার ভাবন
জানিবে তত্ত্ব চরিত্র ॥ ৬৭১

মোটের উপর ভগবান্ আস্থারূপী।

যে পথে যেমন ভাবে অনুক্ষণ
তাহার সেই প্রমাণ ॥
যে জন যাহার সে হয় তাহার
চিত্তেত ভাবিয়া দেখ।
কায় মন বাক্যে আস্থা করি যাকে
অবশ্য পাই তাহাক ॥ ৬৭৭

পঞ্চদশ অধ্যায়।

এই অধ্যায়ের নাম বীভৎস রস। ইহাতে সংসারের ক্লেশ ও শাস্তির বর্ণনা করা হইয়াছে। সংসারী জীব মোহে পতিত হইয়া ভগবান্‌কে বাদ দিয়াই কর্ম্ম করে। তাই রুক্মণী এই আচরণে বিস্মত হইয়া প্রশ্ন করিতেছেন,—

পরম সুগম পথ জানিঞা স্বরূপ।
তবে কেনে সাধন না করে নিত্যরূপ ॥ ৬৮২

সংসারের বশ হইয়া জীব যে সকল আচরণ করে, তাহার বর্ণনা কবি অতি সুন্দর ভাবে করিয়াছেন। সংসারে শত চেষ্টা করিয়াও আমরা কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে পারি না। পত্নী পুত্রও আমাদিগের উপর বিরক্ত। ৬৯০ ও ৬৯১। সংসারী জীব এইরূপে নির্য্যাতিত হইয়াও নিজের অহংভাব ছাড়ে না।

পলে পলে প্রাণ ছাড়ে গোষ্ঠির তাড়নে।
তথাপি ঈশ্বর হেন আপনাকে মানে ॥ ৬৯৪
কুসংসারে করে তার খণ্ড খণ্ড অঙ্গ।
তথাপি ছাড়িতে নারে সংসার তরঙ্গ ॥ ৬৯৫

সংসারী জীবের অবস্থা বুঝাইবার জন্য এই স্থানে সুন্দর একটী রূপক আছে, ৭০০—৭০৩ দেখ। প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই জীব আপনাকে সংসারে জড়াইতেছে। কিন্তু যাহার বুদ্ধি আছে, সে কর্ম্মের মধ্যে থাকিয়াও নিজেকে জড়ায় না।

ইহাতে উত্তম জন কার্য্য উপরোধে।
কর্ম্মমধ্যে থাকিঞা আপন কর্ম্ম সাধে ॥

সংসারে থাকিঞা করে আলগ বেভার।
অথচ না হয় বন্ধ করয়ে সংসার ॥১০৯

ষড়্রিপুর তাড়নায় জীব আপনাকে সংসারে জড়ায়। অতঃপর কবি এই ছয় রিপুর কথা বলিতেছেন। প্রত্যেক রিপুর তিন প্রকার বিকার—উত্তম, মধ্যম ও প্রাকৃত। একটী মাত্র রিপুর এই বিশ্লেষণ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। উত্তম লোভ যথা,—

মনে মনে জন্মে নানা স্বাদু উপহার।
ভক্ষ পরিধান আদি অশেষ বিহার ॥১১১
মনেত জন্মাঞা ভোগ আপনে বিলসে।
এ সব উত্তম লোভ জীবদেহে বসে ॥১১২

মধ্যম লোভ যথা,—

শ্রবণনয়ন যোগে ভোগে সেই জন।
সে সব মধ্যম লোভ জানিব কারণ ॥১১২

প্রাকৃত লোভ যথা,—

আপনেহিঁ সর্ব্বরস ভোগে জিহ্বাযোগে।
এ সব প্রাকৃত লোভ লোভিগণে ভোগে ॥১১৩

অন্যান্য রিপুগণেরও এই প্রকার বিশ্লেষণ আছে, তাহা পাঠক গ্রন্থমধ্যে পাঠ করিবেন। এই রিপুগণকে জয় করিতে পারিলেই সংসারকে জয় করা যায়। ১২৫, ১২৬।

অনাস্থাই সংসারী জীবের প্রধান অন্তরায়। ধর্ম্মজীবনে গুরুর প্রতি আস্থা প্রথম কার্য্য। তাহার অভাবের কথা কবি ১২১—১৩০ শ্লোকে বলিয়াছেন। গুরুতে ভক্তি না থাকিলে সাধন বিষয়ে হীন গতি হয়, কবি পূর্ব্বেও তাহার উল্লেখ করিয়াছেন (১২শ অধ্যায়)। ঈশ্বর ভজন কি প্রকারে করিব? নানা মুনির যে নানা মত? ইহার উত্তরে কবি বলিতেছেন। সত্য বটে যে,—

নানামত ঈশ্বর ভজন অধিকার।
অলৌকিক লৌকিক অশেষ ব্যবহার॥
এক শাস্ত্রে যত ধর্ম্ম করয়ে স্থাপন।
সেই ধর্ম্ম অন্য শাস্ত্রে করয়ে খণ্ডন ॥১৩৮॥

এমত অবস্থায় এরূপ কোন শাস্ত্র গ্রহণ করা উচিত নহে,—

যে মত যে ভেদে স্থাপি খণ্ডাইতে পারি।
অতএব সর্ব্বশাস্ত্র ধর্ম্ম নাহি করি॥ ১৩৯

তবে কি গ্রহণ করিব? কবি বলেন,—

যেরূপ ভজনে চিত্ত প্রবেশে প্রথমে।
সেই ধর্ম্ম আচরণ করিব যতনে॥ ১৩৯

সুতরাং কবিবল্লভের মতে যে ধর্ম্ম প্রাণ স্পর্শ করে না, তাহা গ্রহণ করা বৃথা। কিন্তু প্রচলিত ধর্ম্মমার্গ যাহা আছে, তাহার কি মূল্য নাই, তাহা কি গ্রহণযোগ্য নহে? কবি স্বীকার করেন যে, তাহাদেরও মূল্য আছে, "লৌকিক বৈদিক মত ভজিতে সুগম।" তবে তিনি যে মত অনুমোদন করিয়াছেন অর্থাৎ বৈষ্ণব মত, তাহাও দুর্গম নহে, "অথচ বৈষ্ণব মত না হয় দুর্গম।" সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কবিবল্লভ অন্য ধর্ম্মমতকে হেলা করিতেছেন না। তাঁহার উদার ভাব পাঠক ১২শ অধ্যায়ে দেখিয়াছেন। তবে তিনি বৈষ্ণবমতের প্রশংসা করিতেছেন এই বলিয়া যে, ইহা দুর্গম নহে—বৈষ্ণব মতই যে একমাত্র সত্য ধর্ম্ম, তাহা তিনি কোথাও বলিতেছেন না। পুনশ্চ কবিবল্লভ বৈষ্ণবের কপটতা ও অত্যাচারও স্বীকার করিতেছেন,—

বৈষ্ণবের উপদ্রব বৈষ্ণবে না দেখে।
বৈষ্ণবের উপদ্রবে বৈষ্ণবে সে ঠেকে ॥৭৪৩

আমরা কবিবল্লভের উদারতার প্রশংসা করিতে বাধ্য।

ষোড়শ অধ্যায়।

এই অধ্যায়ের নাম আস্বারস। অধ্যায়ের শেষে শ্রীকৃষ্ণ উপসংহার করিতেছেন—'আস্বারূপ কৃষ্ণপ্রেম জানিহ সুন্দরি।' ৭৯৮

কিন্তু রুক্মিণীর প্রশ্নের উত্তর প্রথম ভাগে দিতেছেন। রুক্মিণী প্রশ্ন করিলেন—(১) শ্রীকৃষ্ণ বেদে অগোচর কেন অর্থাৎ মধুর ভাবে সাধনা বেদে নাই কেন? (২) "নিত্য স্থানে মহাপ্রভু কোন বর্ণ ধরে" অর্থাৎ সাধক উপাস্যকে কোন্ বর্ণী ধ্যান করিবে? প্রথম প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ এক উপন্যাস বলিতেছেন যে, বেদগণ নিজে মধুররস আস্বাদন করিতে না পারিয়া শ্রুতি-কুমারীগণকে এই রস আস্বাদন করিয়া আসিয়া, তাহার তত্ত্ব বলিতে পাঠাইলেন। ইহারা ঐ সাধনা করিয়া আসিলে পর—'যতনে পুছিল তারা কৃষ্ণ-রস-বাণী।' কিন্তু লজ্জায় কন্যাগণ—

রতিরস বিবরণ প্রেমের তরঙ্গ।
না কহিল কেলি কলা আসক্তি প্রসঙ্গ ॥৭৫৬

সুতরাং বেদে কৃষ্ণ অগোচর রহিলেন। ভাগবতে ১০।৮৭।৪-৪১ শ্রুতিগণ কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের এক স্তোত্র আছে— শ্রুতিগণ শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করিতেছেন। চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে এই রাগানুগ মার্গের উল্লেখ করিয়া গোস্বামী বলিতেছেন,—

তাহাতে দৃষ্টান্ত—উপনিষদ্ শ্রুতিগণ।
রাগমার্গে ভজি পাইল ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ মধ্য, ৮ম।

বৈষ্ণব শাস্ত্রে প্রসিদ্ধি আছে যে, এই শ্রুতিগণই গোপীদেহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণোপনিষদে দেখা যায়, মুনিগণ কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিবার জন্য গোপিকা হইয়াছিলেন। ঐ উপনিষদেই দেখা যায় যে, শ্রুতিগণ স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। যথা,—

অষ্টাবষ্টসহস্রে দ্বে শতাধিক্যাঃ স্ত্রিয়স্তথা।

ঋতোপনিষদস্তা বৈ ব্রহ্মরূপা ঋচঃ স্ত্রিয়ঃ॥

সুতরাং দেখা যাইতেছে, কবিবল্লভের উপন্যাস প্রাচীন-পরম্পরা-সম্মত। এই মধুর রস জগতে প্রচার হইল কি করিয়া, তাহা শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—

তবে নারদাদি ভক্ত শক্তিবেশ ধরি।

চিরংকাল দেখিল ভাবিঞা ভক্তি করি॥ ৭৫৮

পুরুষশরীর পুন ধরিল যখনে।

সে সব ছাড়িতে তারা নারিল তখনে॥৭৬০

সুতরাং সাধকের প্রকৃতিরূপে উপাসনা করা প্রচার হইল। অতঃপর কৃষ্ণের বর্ণ সম্বন্ধে কথা হইতেছে। ক্রীড়িতা, মানিনী, বিরহিণী ও অনুরাগিণী ভেদে প্রকৃতিভাবাপন্ন সাধক যথাক্রমে শ্বেত, রক্ত, নীল, পীতরূপে শ্রীকৃষ্ণকে দেখেন। এই বর্ণ-বর্ণনার উপসংহার করিয়া কবি লিখিতেছেন,—

বর্ণভেদ জানি যত ভজন সন্ধানে॥ ৭৭৮

ভাবকের ভাব আর কার্য্য উপরোধে।

অংশে অংশে প্রভু বিলসেন বর্ণভেদে॥

এক বিষ্ণু হৈতে হয় নানা অবতার।

কার্য্যভেদে ধরে নানা রূপের সঞ্চার॥ ৭৭৯

অবতার-ভেদে বর্ণভেদ শাস্ত্রীয় কথা। যথা—ভা। ১০।৮।১৩,—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ।

শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥

এই প্রকৃতিভাবে উপাসনা লোকের নিকট উপহাসের বস্তু। কবি বলিতেছেন,—

রতিনাম শুনি তারা উপহাসে দহে।

পুরুষে প্রকৃতিভাব ইহ সত্য নহে॥ ৭৮৮

কিন্তু কবি নিরপেক্ষ ও উদার—কপট বৈষ্ণবের ব্যবহারেই এই নিন্দা প্রচলিত হইয়াছে, তাহাও তিনি স্বীকার করেন,—

কেহো কেহো বৈষ্ণবের চিহ্ন অঙ্গে ধরে।

বৈষ্ণবে প্রবিষ্ট হঞা সেই কর্ম্ম করে॥ ৭৮৯

এবং ক্রমশঃ এই কপটীরা বৈষ্ণব-সঙ্ঘে প্রবেশ লাভ করিয়া, গোপনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া লোকের নিকট বৈষ্ণব নিন্দা করিয়া বেড়ায়। এই প্রকার মিথ্যাচারীর প্রতি কবির বড়ই ঘৃণা—"সে সব লোকের সুখ নহে কোনো যোগে," "এ সকল লোক হইতে শূকর উত্তম," "কপট পরীক্ষা নিন্দা পাষণ্ডীর চিহ্ন।" এত বড় রূঢ় বাক্য কবিবল্লভ আর কোথায়ও প্রয়োগ করেন

নাই। অতঃপর প্রকৃত বৈষ্ণবের আন্তরিকতার ও অনাসক্তির বর্ণনা করিয়া, কবি উপসংহার করিতেছেন,—"জন্মে জন্মে এই রসে রহে যেন চিত।"

সপ্তদশ অধ্যায়।

এই অধ্যায়ের নাম ভক্তিরস। রুক্মিণীর প্রশ্ন শেষ হইয়াছে, রৈবতক যাত্রাও শেষ হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণী রৈবতকে পৌঁছিলে পর, তত্রত্য সকলে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন এবং—

কৃষ্ণ আগমন শুনি তথাতে নারদ মুনি
উতরিলা অধিক কৌতুকে। ৮০৭

ইহা হইতেই পারিজাত হরণ উপাখ্যানের সূত্রপাত হইল—শেষ এই কয়েক অধ্যায়ের তাহাই বর্ণনীয় বিষয়। নারদের চিত্র অতি সুন্দর।

শ্রীভুজে কচ্ছপী বীণা কেবল সঙ্গীত চিহ্ন
কণ্ঠে নহে স্বরের বিৎসেদ।
তাল সঙ্ক রাগ যত মূর্ত্তিমন্ত অবিরত
মতি গতি করে অতি ভেদ॥ ৮০৮
চলিতে না চলে ঘন রহিতে না রহে পুন
কহিতে কহিতে নাহি পারে।
ক্ষণে গায় ক্ষণে হাসে ক্ষণে গদগদ ভাষে
নয়নে সলিল বহে ধারে॥ ৮০৯

ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণ দেবর্ষি নারদের অসামান্য সম্মান করিলেন।

কর যুগ যোড় করি সম্মুখে দাঁড়ায় হরি
আনন্দে কুশল জিজ্ঞাসিল॥ ৮১১

অতঃপর ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে দুই জনে কথোপকথন হইল, তাহা পাঠক গ্রন্থমধ্যে পড়িবেন। তখন,—

শুনিঞা কৃষ্ণের বাণী বাহু পাসারিলা মুনি
ক্ষণে কান্দে ক্ষণে কহে হাসে।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

এই অধ্যায়ের নাম ভীতরস। দেবর্ষি নারদ সংসারী মনুষ্যের অশেষবিধ পাপ কর্ম্মের বর্ণনা করিতেছেন। ক্রমে এই সকল পাপের শাস্তিরও বর্ণনা করিতেছেন। নরক-বর্ণনায় আছে,—

রেত রক্ত কণ্টক অমেধ্য কুণ্ড আদি।
চৌরাশী সহস্র কুণ্ড ভোগে নিরবধি॥
তার মধ্যে চৌরাশী নরক মুখ্য লেখি। ৫৫৮

ভাগবত ৫।২৬।৭ কেবল্ ২৮ নরকের নাম আছে। ঐ অধ্যায়ের শেষে পুনরায় "সহস্র সহস্র" নরকের উল্লেখ আছে। ব্রহ্মবৈ, প্রকৃতিখণ্ডে ২৭ ও ২৮ অধ্যায়ে নরককুণ্ডের বর্ণনা আছে— উহার সংখ্যা ৮৬। আমাদের কবি ৮৪ সংখ্যা লিখিয়াছেন। নরকের ভীতিপ্রদ বর্ণনার শেষে নারদ বলিতেছেন,—

এ সব ভোগের পাপ ভোগে পাপিগণে।
সেই পাপ ক্ষয় হয় তোমাকে স্মরণে॥

এখন শ্রীকৃষ্ণের নিকট আগমনের কারণ বলিতেছেন,—

সংপ্রতি অমরাবতী গিঞাছিল আমি।
পুরন্দর তুষিল আমার হেন জানি॥

ইন্দ্রদেব পারিজাত পুষ্প দিয়া তুষ্ট করিলেন। নিষ্কাম ঋষি ভোগ বিলাসের এই পুষ্প লইয়া কি করিবেন? তাই—

এমত আশ্চর্য্য পুষ্প অন্যেক না দিনু।
তোমার চরণপদ্ম পূজিতে আনিনু॥

তাহা গ্রহণ করিয়া "সে পুষ্প দিলেন কৃষ্ণ রুক্মিণীর মাথে।" কোন্দলের বীজ বপন হইল।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

এই অধ্যায়ের নাম বিস্ময়রস। সাধারণে জানে যে, ঢেঁকিবাহন দেবর্ষি নারদ কলহ বাধাইতে সিদ্ধহস্ত। কবিও তাহার ব্যত্যয় করেন নাই। তবে মাত্র এই প্রভেদ করিয়াছেন যে, নারদ ইচ্ছা করিয়া কোন্দল বাধাইতেছেন না —কোন্দল বাধিয়া যাইত, তিনি কি করিবেন? শ্রীকৃষ্ণকে পারিজাত উপহার দিয়া নারদ ঋষি নিজেকে এতই কৃতার্থ মনে করিলেন যে, যদিও গমনকালে কৃষ্ণের অনুমতি লইয়া প্রস্থান করিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিতে ভুলিয়া গেলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণদর্শনে পাগল ঋষি যাইতে যাইতে "অকস্মাৎ" দ্বারকার সমীপবর্ত্তী হইলেন। অমনই তাঁহার মনে হইল, শ্রীকৃষ্ণ রৈবতকে। তাঁহার ষোল সহস্র নারী শ্রীকৃষ্ণ-বিচ্ছেদ কেমন করিয়া সহিতেছেন? তাই এই অধ্যায়ের নাম "বিস্ময়রস"। নারদ ভাবিতে লাগিলেন,—

এ সব সুন্দরী রাজার কুমারী
রূপে গুণে পূর্ণদেহা।
পাঞা কৃষ্ণ পতি বাঢ়াঞা আরতি
নিত্য ভোগে নব লেহা॥ ৮৭১
সে সব আনন্দ সঙ্গে সুখানন্দ
রৈবতে গেলা স্বামী।

এখন কি রসে　　　পুরমধ্যে বসে
অবশ্য দেখিব আমি ॥ ৮৭২

অতএব পরীক্ষার জন্য নারদ পুরপ্রবেশ করিলেন। দেখিলেন,—

নৃত্য গীত সুখ　　　অধিক কৌতুক
সভার পীরিতি অঙ্গ।
রোগ শোক ভয়　　　কারো নাহি হয়
সভাতে প্রেমতরঙ্গ ॥ ৮৭৩
পীরিতি আরতি　　　সভাতে উৎপতি
অঙ্গ নহে অবসাদ।
গোবিন্দ কীর্ত্তন　　　গায় অনুক্ষণ
মানিঞা কৃষ্ণপ্রসাদ ॥ ৮৭৪

কৃষ্ণ বিনেও এত প্রেম বর্ত্তমান! নারদ বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন,—

দেখি মহাশয়　　　মানিল বিস্ময়
না বুঝে রসের ভেদ ॥ ৮৭৪

বিংশতি অধ্যায়।

এই অধ্যায়ের নাম করুণ রস। দেবর্ষি সত্যভামার পুরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। অন্য পুরে না গিয়া সত্যভামার পুরে কেন গেলেন, তাহার কোন উল্লেখ নাই। সত্যভামা ঋষিকে অভ্যর্থনা করিলেন ও আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। নারদ দেখিলেন,—

কৃষ্ণ গেলা রয়বতে সত্যভামা এথা।
অন্তরে না দেখি কিছু বিরহের ব্যথা ॥

তখন সত্যভামার প্রেম পরীক্ষা করিতে মুনিবরের ইচ্ছা হইল,—

সহজে কন্দলপ্রিয় নারদ সুমতি।
কন্দলের ছলে বুঝে আসক্তির গতি ॥

অতএব তিনি পারিজাত দান ব্যাপার বিবৃত করিলেন। একটু রসিকতা করিয়া বলিলেন,—

শুক্ল কলেবর ধরি জটাভার শিরে।
সে পুষ্প পহ্নিলে লোকে হাসিবে আমারে ॥

তাই তিনি সে পুষ্প শ্রীকৃষ্ণকে দিলেন ও শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ তাহা রুক্মিণীকে দিলেন। তারপর কোন্দল-বাজ কোন্দল ভাল করিয়া বাধাইবার জন্য বলিলেন,—

ধন্য ধন্য ধরণী বিদর্ভ রাজ্য যাতে।
ধন্য ধন্য বিদর্ভ ভীষ্মক রাজা তাতে ॥ ৮৯০

ধন্য ভীষ্মক যাতে রুক্মিণী উৎপতি।
ধন্য সে রুক্মিণী যার কৃষ্ণ হেন পতি॥
ধন্য সেই পতি যার নিত্য নব ভাব।
ধন্য সেই ভাব যাতে জন্মে প্রেমলাভ॥ ৮৯১
ধন্য সেই কৃষ্ণ যার রুক্মিণী সুন্দরী।
ধন্য ধন্য প্রেম যার বচন মাধুরী॥
ধন্য সেই প্রেম যাতে না হয় বিৎসেদ।
ধন্য বিৎসেদরস যাতে নহে ভেদ॥ ৮৯২

এই বর্ণনার যে ফল প্রত্যাশা করা যায়, তাহাই হইল। সত্যভামার ভাব বর্ণনা অতি চমৎকার।

নারদে কহিলা যদি প্রেমরসকথা।
শুনিতে শুনিতে দেবীর জনমিল ব্যথা।
সতিনীতে পতিপ্রেম শুনিঞা বিশেষে।
অন্তরে জন্মিল কম্প ক্রোধ ভীতরসে॥ ৮৯৩
হাসিতে হাসিতে গণ্ডে কাঁপিল প্রথমে।
অধরে শুষিয়া নীর সঞ্চরে লোচনে॥
নম্রমুখী হঞা ভুজ তাহার শিথিল।
প্রত্যাঙ্গে বসনবন্ধ চরকি পড়িল॥ ৮৯৪
পদনখে ক্ষিতি লেখে ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস।
পাসরিল সর্ব্বকর্ম্ম মনের বিলাস॥ ৮৯৫
অলসে পূরিল তনু রহিতে না পারে।
রহিতে রহিতে পুন ক্ষিতিতলে পড়ে॥ ৮৯৬

কবি গভীর মনস্তত্ত্ববিৎ ছিলেন, রুক্মিণী-পরিহাসব্যাপারে তাহা দেখাইয়াছি। নায়িকার ভাবভঙ্গী বর্ণনে কবি সিদ্ধহস্ত সন্দেহ নাই। এই রসকদম্ব গ্রন্থ কাব্যাংশেও অতি শ্রেষ্ঠ। সত্যভামা মূর্চ্ছিতা হইলে, সুচেতনী নামক সখী এক অদ্ভুত উপায়ে তাঁহার চেতনা সম্পাদন করিলেন—শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা আরম্ভ করিয়া দিলেন।

সভে মেলি কৃষ্ণনিন্দা করহ বিশেষে॥
ক্রোধ হিংসা দম্ভকথা শুনিঞা বৈরাগ।
ছাড়িঞা বিরহব্যথা হৈবে অনুরাগ॥
যাহা প্রতি ক্রোধ হিংসা জনমে অন্তরে।
তার নিন্দা শুনিলেহি আনন্দ আবরে॥ ৯০৭

এই ফন্দির ফল ফলিল। সত্যভামা চেতনা পাইলেন। "কৃষ্ণনিন্দা প্রসঙ্গে রাখিল তার অঙ্গ।" নারদ দেখিলেন, এ কি করিতে কি করিয়া বসিয়াছেন। তিনি প্রমাদ গণিলেন,—

মনে চিন্তে মুনিবর এ বড় প্রমাদ।
কেনে হেন জন্মাইল আসক্তির বাদ॥ ৯১৭

তিনি বিরহের জ্বালা দেখিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার অধিক প্রমাদ উপস্থিত,—

যেমত বিরহ দেখি কৃষ্ণপ্রিয়া-দেহে।
ইহাধিক মরণ অধিক কিছু নহে॥ ৯১৮

তিনি নিজেকে দোষ দিতে লাগিলেন—কেন এ পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন,—

প্রাকৃত চরিত্র ভাবে না বুঝিল মর্ম্ম।
তে কারণে অবিচারে করিল কুকর্ম্ম॥

সত্যভামা গ্রাম্য নায়িকা হইলে ক্রোধাগারে যাইতেন, এরূপ প্রাণ-সঙ্কট মূর্চ্ছায় পড়িতেন না, কবির ইহা বলাই উদ্দেশ্য। সাধারণ রমণী সপত্নী-হিংসায় ক্রোধোন্মত্তা হইয়া যাহা করে, সত্যভামা হিংসার বশবর্ত্তিনী হইলেও ঠিক তাহাই করিলেন না। কবি ইতর-জনোচিত ও ভদ্রজনোচিত ব্যবহারের একটা পার্থক্য দেখাইতে সর্ব্বত্র চেষ্টা করিয়াছেন। সে যাহাই হউক, পাঠক রুক্মিণী সত্যভামার চরিত্রগত পার্থক্য অনুভব করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই। কবির তুলিকায় দুই চিত্রই উজ্জ্বল হইয়াছে স্বীকার করিতে হইবে। পুরাণে যে চিত্র আমরা পাই, তিনি তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, রুক্মিণী সত্যভামাকে প্রেমিকার আদর্শরূপে উপস্থিত করিয়াছেন। সাধারণে সত্যভামাকে যেরূপ অভিমানিনী, কোন্দলপরায়ণা, গ্রাম্যতা-দোষে দুষ্টা মনে করেন, কবি তাহা অপেক্ষা অনেক উদারভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। এই চিত্রাঙ্কনে মনে হয়, যেন আধুনিক কবি নবীন সেনের সত্য-ভামা-চরিত্র এই পুরাতন কবির তুলিকাতেও ফুটিয়া উঠিয়াছে।

তখন নারদ নিজের অপরাধ বুঝিয়া অন্তরীক্ষ-পথে আবার শ্রীকৃষ্ণের নিকট গিয়া সকল কথা নিবেদন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ, রুক্মিণী ও নারদ সহ অবিলম্বে দ্বারকাতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। রুক্মিণীকে নিজ পুরীতে রাখিয়া, সত্যভামার মন্দিরে গিয়া শ্রীকৃষ্ণ "সখীবেশে" চামর লইয়া সত্যভামার সেবা করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণঅঙ্গঘ্রাণ পাঞা দেবী সুচরিতা।
চঞ্চল হইল চিত্ত নেবারিল ব্যথা॥ ৯২৩
চমকি চমকি দেবী চায় চারি দিগে।
নয়ান মেলিতে নারে কৃষ্ণ অনুরাগে॥ ৯২৪

পাঠক সত্যভামার একান্ত প্রেমভাব লক্ষ্য করিবেন। কিন্তু মুখে সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণকে ঠাট্টা করিলেন।

সত্যভামা বোলে সখি কহ সত্য কথা।
রুক্মিণীর পতি কিবা প্রবেশিল এথা॥ ৯২৪

কবির এ ইঙ্গিতটুকুর অর্থ অতি সুন্দর। সত্যভামার যে সপত্নী-হিংসা জন্মিয়াছিল, তাহা তিনি লুকাইতে চাহেন না। এই ক্ষুদ্র কথাটী না থাকিলে যেন সত্যভামার চরিত্র অঙ্কন স্বাভাবিক হইত না। কবি নিপুণ বটেন। শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামাকে ক্রোড়ে লইলেন ও—

অপরাধ ক্ষেমাইল অনেক যতনে।
প্রেম জন্মাইল অতি ভাব আচরণে॥ ৯২৭

শ্রীকৃষ্ণ পারিজাত আনিয়া দিবেন বলিলেন।

এক পুষ্প দিল আমি রুক্মিণীর তরে।
শত পুষ্প দিব আমি তোমার গোচরে॥

পারিজাত-হরণ ব্যাপারের এই প্রকারে সূত্রপাত হইল। ভাগবতের সহিত এই বৃত্তান্তের মিল নাই। ভা ১০।৫৯ অধ্যায়ে উল্লিখিত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামা সহ প্রাগ্‌জ্যোতিষ-পুরে উপস্থিত হইয়া, তথাকার রাজা নরকাসুর ও ভগদত্তকে পরাভূত করিয়া, তাঁহাদিগের দ্বারা অপহৃত ইন্দ্রজননীর দুই কুণ্ডল ও ইন্দ্রের ছত্র উদ্ধার করিলেন ও তাহা প্রত্যর্পণ করিবার জন্য স্বর্গে গমন করিলেন। তথায় পারিজাত বৃক্ষ দেখিয়া সত্যভামার সাধ হইল যে, তিনি নিজপুরীতে উহা রোপণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ ঐ বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া গরুড়ের পৃষ্ঠে স্থাপন করিলেন ও ফলে দেবতাদিগের সহিত তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল ও তাঁহারা পরাস্ত হইলেন। বিষ্ণুপুরাণ ৫ম। ৩০-৩১ অধ্যায়ের বর্ণনাও তাহাই। শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামা সহ কুণ্ডলাদি প্রত্যর্পণ-কালে স্বর্গের পারিজাত হরণ করেন ও দেবতাদিগের সহিত তাঁহার যুদ্ধ উপস্থিত হয়। হরিবংশের উপাখ্যান কিছু পৃথক্‌ ও আমাদের কবি তাহারই অনুসরণ করিয়াছেন। এই বর্ণনা যথা—কুণ্ডলাদি প্রত্যর্পণ জন্য স্বর্গে গমন করিয়া, সেই কার্য্য সাধনান্তর শ্রীকৃষ্ণ পারিজাত বৃক্ষ দেখিয়াই তাহা "উৎপাট্যারোপয়ামাস বিষ্ণুস্তং গরুড়োপরি।" যুদ্ধাদি কিছুই হইল না, ইন্দ্রদেব বরং অনুগৃহীত হইলেন।

শ্রুত্বা বৈ দেবরাজস্তু কর্ম্ম কৃষ্ণস্য তত্তদা।
অনুমেনে মহাবাহুঃ কৃতকর্ম্মেতি চাব্রবীৎ॥ (হরিবংশ, বিষ্ণু ৬৫, অঃ)।

এই ঘটনার পর শ্রীকৃষ্ণ "রুক্মিণ্যা সহিতো দেব্যা যযৌ রৈবতকং নৃপ॥" রুক্মিণীর সহিত রৈবতকে শ্রীকৃষ্ণ বসিয়া আছেন, এমন সময়ে নারদ আসিলেন ও পারিজাত পুষ্প দান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহা পার্শ্বস্থা রুক্মিণী দেবীকে দিলেন। নারদ পারিজাত-মহিমা কীর্ত্তন করিলেন ও রুক্মিণীর সৌভাগ্যের কথা বর্ণনা করিলেন। 'কর্ণাকর্ণি' এই ব্যাপার অবগত হইয়া শ্রীমতী সত্যভামা 'ক্রোধান্বিতা ক্রোধগৃহং বিবিক্তং বিবেশ'। শ্রীকৃষ্ণের সকল মহিষীই রৈবতকে গিয়াছিলেন। আমাদিগের কবি এইটুকু পরিবর্ত্তন করিয়া সত্যভামাকে দ্বারকাতেই রাখিয়াছেন। যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণ রৈবতকে স্থিত সত্যভামার পুরীতে উপস্থিত

হইয়া, মানিনী স্ত্রীর মানাপনোদানার্থ অত্যুক্তিপূর্ণ অনেক বক্তৃতা করিলেন। সত্যভামারও একটা বক্তৃতা আছে। আমাদিগের কবি মধুর রসপ্রদর্শনেচ্ছু; এ সকল অনাবশ্যক বাক্যজাল একেবারে বাদ দিয়া চিত্রটি অধিকতর কবিত্বময় করিয়াছেন। সত্যভামা পারিজাতের কথা বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণ অপরাধ স্বীকার করিলেন ও প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি পারিজাততরু তাঁহার পুরীতে স্থাপন করিয়া দিবেন। অথচ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, পারিজাততরু পূর্ব্বেই শ্রীকৃষ্ণ উৎপাটন করিয়া আনিয়াছিলেন। পুরাণের বর্ণনার সামঞ্জস্য বড়ই কঠিন সমস্যা। (হরি, ঐ, ৬৬-৬৭)।

একবিংশ অধ্যায়।

এই অধ্যায়ের নাম বীররস। শ্রীকৃষ্ণের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধের বর্ণনা। শ্রীকৃষ্ণ, সত্যভামা ও নারদ সহ গরুড়ে চড়িয়া স্বর্গে গমন করিয়া, ইন্দ্রের নিকট নারদকে দূতস্বরূপ পাঠাইয়া দিলেন। হরিবংশেও নারদের এই দৌত্যের উল্লেখ আছে (ঐ ৬৮—৭০ অঃ)। কিন্তু তথায় স্বর্গগমনের পূর্ব্বেই এই দৌত্য সম্পাদিত হইয়াছিল দেখা যায়। নারদ ইন্দ্রের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন ও ইন্দ্রের পূজা লাভ করিয়া মনে ভাবিলেন, ইন্দ্রের একবার পরীক্ষা করা যাউক।

মনে ভাবে মুনিবর, ইন্দ্র সুরপতি।
কৃষ্ণ প্রতি ইহার কেমত আছে মতি॥ ৯৩৩

তৎপরে আগমনের কারণ নিবেদন করিলেন ও কোন্দলটি ভাল করিয়া বাধাইবার জন্য বলিলেন,—

তুমি যেন দিবে তরু ইহা সভে জানে।
তথাপি আইল উপরোধের কারণে॥ ৯৩৯

অবশ্য ইন্দ্রের মহাক্রোধ উপস্থিত হইল ও—

এত বলি শচী সঙ্গে চড়ি ঐরাবতে।
সর্ব্বদেব সঙ্গে চলে অস্ত্র লঞা হাতে॥ ৯৪২

এ রহস্য বড় মন্দ নহে। মহিষী সহিত যুদ্ধে গমন। শ্রীকৃষ্ণ ও ইন্দ্র উভয়েই "শক্তি"বিহীন হইয়া যুদ্ধে যাইতে চাহেন না। নারদ ভাবিলেন, ভাই ত, দেখিতেছি,—

'ইন্দ্র যেন জন হৈলা বিষয়ের বশ। ৯৪৩

এখন দেখি,—

বিষ্ণু অবতার কৃষ্ণ সত্ত্বগুণ ধরে।
জানিব কেমন রস ইহার অন্তরে॥ ৯৪৪

সুতরাং মুনিবর কৃষ্ণের কাছে নিবেদন করিলেন যে, তিনি অনেক করিয়া ইন্দ্রকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। তবুও ইন্দ্র পারিজাতদানে সম্মত হইলেন না, বরং অনেক কটু কথা বলিয়াছেন,—

যদি ভঙ্গ দিঞা তুমি না যাবে সত্বর।
তবে মহাযুদ্ধ সে করিবে পুরন্দর॥
আজি যত রীত আমি দেখিল তাহার।
সে সব বোলিতে নহে উচিত আমার॥ ৯৪৭

শ্রীকৃষ্ণ কুপিত হইলেন ও তৎক্ষণাৎ স্বর্গপ্রবেশ করিলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দেবর্ষি নারদের কার্য্য শেষ হইল, তিনি অন্তর্হিত হইলেন,—

সংগ্রাম আরম্ভ দেখি নারদ সুমতি।
অন্তর্দ্ধান করিঞা চলিলা শীঘ্রগতি॥ ৯৫২

এই কোন্দল সৃষ্টি করিয়া নারদ ঋষি নিজের মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন; যথা,—

মনে চিন্তে নারদ দেহের ভাবরস।
ঈশ্বরের দেহ যোগে হয় কর্ম্মবশ॥
সাক্ষাতেহি ভগবান্ পূর্ণ অবতার।
তথাপিহোঁ দেহযোগে ক্রোধের সঞ্চার॥ ৯৫৩
অতএব এ সকল ঈশ্বর বিলাস।
গুণে বদ্ধ হঞা করে গুণের প্রকাশ॥

যুদ্ধের বর্ণনায় বিশেষত্ব কিছু নাই। কৃত্তিবাস কাশীরামদাস যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, এখানেও তাহাই। একা গরুড়ের তেজেই অমরকুল অস্থির হইলেন। ইন্দ্র হারিয়া পলাইলেন, শ্রীকৃষ্ণ পারিজাততরু উপাড়িয়া আনিয়া দ্বারকাতে সত্যভামার দ্বারে স্থাপন করিলেন।

পারিজাতহরণ উপাখ্যান হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব্ব, ৬৫—৭৫ অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা আছে। কবি এই বর্ণনাকেই উপজীব্য করিয়াছেন সন্দেহ নাই। পরন্তু পারিজাত হরণই গ্রন্থের বিষয় নহে, সুতরাং তিনি ইহার বিস্তার করেন নাই। অনেক স্থলে তিনি নিজের বিশেষত্ব বজায় রাখিবার জন্য কিছু কিছু পার্থক্যও করিয়াছেন। হরিবংশে উল্লেখ আছে যে, যখন নারদের দৌত্য নিষ্ফল হইল, তখন শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকি প্রভৃতি বীরগণ সমভিব্যাহারে স্বর্গে গমন করিলেন—সত্যভামা ও শচীর কোন উল্লেখ নাই। রুক্মিণী ও সত্যভামার প্রেমপরাকাষ্ঠা প্রদর্শনই কবির উদ্দেশ্য, তাই এই পারিজাতহরণ প্রসঙ্গতঃ গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ অনন্তপ্রেমময়, তিনি সকলকেই সমান প্রেম দান করেন, তিনি কাহাকেও ছোট বড় করেন না, যে তাঁহার প্রেমে মাতোয়ারা হইতে পারে, তাহাকেই তিনি সম্পূর্ণ প্রেম দান করেন, শ্রেষ্ঠ দীক্ষা দান করেন, শেষ অধ্যায়ের তাহাই বর্ণনীয় বিষয়।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

দীক্ষারস। এখন সত্যভামা সতী কৃষ্ণের প্রেমের পরীক্ষা করিয়া মতি স্থির করিয়াছেন। এখন আর তাঁহার চিত্তে কোন মলিনতা নাই।

কৃষ্ণস্নেহ লাজ কৃপা বিৎসেদের ভয়।
জানিল মানিল সতী সৌভাগ্য নিশ্চয়॥ ৯৬৫

সত্যভামা রুক্মিণীর নিকট কথিত নিত্যবৃন্দাবনের বিবরণ শুনিতে চাহিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহা বলিলেন ও সত্যভামা রুক্মিণীকে একত্রিত করিয়া,—

বাম উরে রুক্মিণী দক্ষিণে সত্যভামা।
বৃন্দাবন-কথায়ে তুষিল দুই রামা॥
নিত্যস্থলকথা সত্যভামাকে কহিলা।
দুহাকে কিশোররসে মন্ত্র শিখাইলা॥ ৯৬৮

শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবধর্ম্মতত্ত্বকথার চুম্বক করিয়া দিয়া কবি গ্রন্থের উপসংহার করিতেছেন,—

জপ তপ দান ধর্ম্ম ব্রত উপবাস।
তীর্থ মূর্ত্তিসেবা কিবা ভ্রমণ বিলাস॥
জীবে দয়া কৃষ্ণে ভাব বৈষ্ণব সেবন।
ইহাধিক নাহি আর নিদান ভজন॥ ৯৭৬
পত্নী প্রতি যত প্রেম করে কামিগণ।
সেই প্রেম করিলে সে লভে প্রেমধন॥
পুত্র প্রতি যত স্নেহ করয়ে জননী।
সেই স্নেহ কৃষ্ণে হৈলে ভজন বাখানি॥ ৯৭৭
পিতৃতুল্য জানিঞা সতত আজ্ঞা বহে
মাতৃজ্ঞান করিঞা সে ভক্তিরসে রহে॥
রাজতুল্য করিঞা সতত বাসে ভীত।
কৃপণের ধনতুল্য যত্ন করে নিত্য॥ ৯৭৮
চোরতুল্য হঞা করে প্রবেশ সন্ধান।
ধনী তুল্য হঞা করে প্রেম উপাদান॥
এই মত নানা যত্নে ভাব দঢ় করে।
যাটি দণ্ড নিষ্ঠাভাবে তবে সে আবরে॥ ৯৭৯

বৈষ্ণবধর্ম্মের এই সারকথা কবি কোথায় পাইলেন? ইহা তাঁহার স্বকপোল-রচিত নহে, শ্রীচৈতন্যপ্রোক্ত ধর্ম্মই এই। তিনি অন্তরঙ্গ ভক্তদিগকে যে সকল গুপ্ত তথ্য দান করিয়াছিলেন, কবি তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন,—

কলিযুগে চৈতন্য সরস অবতার।
নিজগুণ সঙ্গে কৈল প্রেমের বিস্তার ॥ ৯৮২
আনন্দে পুরিঞা প্রেম বিচার না কৈল।
গোপ্তরস চরিত্র সভাকে জানাইল ॥
তবে সে মহান্তগণ প্রেমে চিত্ত দিঞা।
ঘরে ঘরে বিভজিল যতন করিঞা ॥ ৯৮৩

কবি স্বয়ং এই রস কিরূপে আস্বাদন করিবার সুযোগ পাইলেন, তৎসম্বন্ধে বলিতেছেন,—

বৃন্দাবনে রূপ সনাতন মহাশয়।
বনমালিদাস স্থানে কহিল নিশ্চয় ॥
তাহাতে শুনিল নিত্যলীলার আরম্ভ।
পয়ারে লেখিল তত্ত্ব সরসকদম্ব ॥ ৯৮৪

অতএব কবি শ্রীচৈতন্য কথিত গূঢ় তত্ত্বই উপজীব্য করিয়া তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি চৈতন্যসম্প্রদায়েরই একজন সেবক। পুনরপি বলিতেছেন,—

ঈশ্বর চৈতন্য প্রেমভক্তিরসধাম।
ভবদুঃখ বিমোচনে নিত্যানন্দ নাম ॥ ৯৯০
অদ্বৈত ঠাকুর গদাধর মহাশয়।
জগতে ভাসাঞা দিল প্রেমের নির্ণয় ॥
নিজগুরু ঠাকুর উদ্ধবদাস নাম।
তাহার প্রসাদে হৈল সংসার সুভান ॥ ৯৯০

চৈতন্য-পারিষদেরা সংস্কৃতে গ্রন্থ লিখিয়া বৈষ্ণবতত্ত্ব প্রচার করিয়াছিলেন, চৈতন্যের অন্তর্দ্ধানের পরে ভাষাতে এই সকল তত্ত্ব প্রকাশিত হয়। এই সকল ভাষা-গ্রন্থের মধ্যে বৃন্দাবন-দাসের চৈতন্যভাগবত, কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত ও লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থই সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। ইহাদিগের মধ্যে চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ "রসকদম্বের" পরে রচিত (১৫৩৭ শক।) * কবিবল্লভের গ্রন্থে অপর দুইখানি পুরাতন গ্রন্থের কোন উল্লেখ নাই।

---

* চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের সময় নিরূপণ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। প্রচলিত মত এই যে, ১৫৩৭ শকে গ্রন্থ-সমাপ্তি হয়। গ্রন্থশেষে যে তারিখ-নিরূপণ-শ্লোক আছে, তাহার প্রচলিত পাঠ (যথা বঙ্গবাসী সংস্করণে) এই—"শাকে সিন্ধ্বগ্নিবাণেন্দৌ শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনান্তরে।" ইহা হইতে তারিখ পাওয়া যায় ১৫৩৭। দীনেশ বাবুর "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" (৪র্থ সংস্করণ) এই তারিখই গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু অধুনা ঐ সময়-নিরূপণ-শ্লোকের অন্যবিধ পাঠ আবিষ্কৃত হইয়াছে। "বঙ্গীয় কবি, অম্বষ্ঠ খণ্ড" গ্রন্থে দেখা যায় যে, হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি কর্ত্তৃক বিষ্ণুপুরান্তর্ভুক্ত রাইপুরস্থ গ্রন্থভাণ্ডার হইতে প্রাপ্ত চৈতন্যচরিতামৃত পুথিতে এই সমাপ্তি-শ্লোকের পাঠ—"শাকাগ্নি-বিন্দু-বাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।" এই পাঠ অনুসারে তারিখ পাওয়া যায় ১৫০৩ শক। কথিত আছে যে, কবিরাজ গোস্বামী ১৫০৪ শকে দেহ ত্যাগ করেন। সুতরাং এই ১৫০৩ শক তারিখই গ্রহণ-যোগ্য। এই মতে কবিবল্লভের "রসকদম্ব" গ্রন্থ চৈতন্য-চরিতামৃতের পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ প্রমাণ হয় না। সে যাহা

চৈতন্যভাগবত ১৪৫৭ শকে রচিত হইতে আরম্ভ হয়, এইরূপ শুনা যায়। লোচনদাস তাঁহার গ্রন্থ চৌদ্দ বৎসর বয়সে লিখিতে আরম্ভ করেন। অতএব উহার রচনাকাল ১৪৫৯ শক ধরা যাইতে পারে। কবিবল্লভের গ্রন্থে এই দুই বৈষ্ণব-গ্রন্থের কোন প্রকার ক্ষীণ উল্লেখও নাই। ইহার এক কারণ এই মাত্র হইতে পারে যে, চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যমঙ্গল, এই উভয় গ্রন্থই শ্রীচৈতন্যের জীবনী ও লীলার পরিচায়ক, তত্ত্বগ্রন্থ নহে; সুতরাং কবিবল্লভ এই দুই গ্রন্থ হইতে কিছুই গ্রহণ করেন নাই। ইহাতে সম্ভব যে, কবিবল্লভ যে সময়ে গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হন, সেই সময়ে এই দুই গ্রন্থ সাধারণে তাদৃশ প্রতিপত্তি লাভ করে নাই। পাঠক মনে রাখিবেন যে, "রসকদম্বের" শেষে তারিখ দেওয়া আছে যে, ১৫২০ শকে গ্রন্থসমাপ্তি হইয়াছিল। কবি কবে গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। কবি "ভাষায়" কেন গ্রন্থ লিখিলেন, তাহার মাত্র এই কৈফিয়ৎ দিয়াছেন,—"প্রাকৃতে লেখিল রস সর্ব্বজীব লাগি।" ৯৯২ এই প্রকার কৈফিয়ৎ তুলসীদাসও স্বীয় ভাষা রামায়ণ সম্বন্ধে দিয়াছেন। কবির উপজীব্য গ্রন্থ সম্বন্ধে লিখিতেছেন,—

শ্রীকৃষ্ণসংহিতা তত্ত্ব করিঞা প্রধান।
পুরাণ সংগ্রহ আর করিঞা প্রমাণ॥
সঙ্গোপন রস কেহো কেহো উপভোগী।
প্রাকৃতে লেখিল রস সর্ব্বজীব লাগি॥ ৯৯২

শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ, হরিবংশ প্রভৃতি গ্রন্থের সহিত "রসকদম্বের" কি সম্বন্ধ, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। অধুনা বিবেচ্য এই, শ্রীকৃষ্ণসংহিতা কোন্ গ্রন্থের নাম? শ্রীকৃষ্ণ-সংহিতা নামক প্রাচীন গ্রন্থের কথা জানি না। আধুনিক এক গ্রন্থ আছে— তাহার নাম শ্রীকৃষ্ণ-সংহিতা বটে—হারাধন দত্ত ভক্তিনিধিকর্ত্তৃক রচিত। Catalogus Catalogorum ১৯৫ পৃঃ এক কৃষ্ণসংহিতা পুথির (শ্রীকৃষ্ণসংহিতা নহে) উল্লেখ আছে, কিন্তু সে পুথিতে কি আছে এবং তাহা প্রাচীন কি না, জানিবার কোন সুযোগ হয় নাই। আমাদিগের মনে হয়, কবিবল্লভ ধর্ম্মতত্ত্বমূলক গ্রন্থমাত্রকেই সংহিতা শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। পূর্ব্বোদ্ধৃত এক শ্লোকে আছে,—

রাম ব্রহ্ম বরাহ নারদ রাত্রিকথা।
তাহা হইতে ব্যক্ত হৈল অনেক সংহিতা॥ ৭৬০

এই শ্লোকে সংহিতা শব্দের অর্থ সংগ্রহগ্রন্থ, যেহেতু নারদপঞ্চরাত্র গ্রন্থকে সংহিতা আখ্যায় সাধারণতঃ অভিহিত করা হয় না। * পুনশ্চ সংহিতা ও সংগ্রহ শব্দ একার্থ-

হউক, রসকদম্ব চৈতন্য-চরিতামৃতের প্রায় সমকালবর্ত্তী বলিয়া সিদ্ধ হইতেছে এবং তদনুসারে এই কবির গ্রন্থের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা অসঙ্গত নহে।

* রাম-সংহিতা গ্রন্থ আছে কি? ব্রহ্ম-সংহিতা নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থ আছে—ইহা শ্রীচৈতন্য দাক্ষিণাত্য হইতে

বোধকরূপে উল্লিখিত হইয়াছে ; যথা, —"সংগ্রহ সংহিতা যোগে ভাগকে জানিবে।" ১৭১। সুতরাং দেখা যাইতেছে, কবিবল্লভ সংহিতা শব্দ ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। মনু প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র ও ঋক্ যজু ইত্যাদি বেদসমূহকেই সংহিতা বলার নিয়ম। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ-সংহিতা নামক কোনও প্রাচীন গ্রন্থের অস্তিত্ব উদ্ঘাটিত না হওয়া পর্য্যন্ত, আমরা এই মাত্র বুঝিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে বাধ্য যে, কবিবল্লভ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ববিষয়ক প্রধান প্রধান গ্রন্থসমষ্টিকেই শ্রীকৃষ্ণসংহিতা নামে উল্লেখ করিয়াছেন। লক্ষিত হইবে যে, এই রসকদম্ব গ্রন্থে শ্রীমদ্ভাগবত বা বিষ্ণুপুরাণ বা পদ্মপুরাণের নাম সহ কোথায়ও উল্লেখ নাই, অথচ এই সকল গ্রন্থ হইতেই কবিবল্লভ ভূরি ভূরি মসলা গ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থসমষ্টিই শ্রীকৃষ্ণসংহিতা, এই-রূপই আমাদিগের ধারণা।

রসকদম্ব নামকরণ।

কবিবল্লভ তাঁহার গ্রন্থের নাম রাখিয়াছেন রসকদম্ব অর্থাৎ রসের গুচ্ছ। কিন্তু অলঙ্কার শাস্ত্রে যে নব রসের উল্লেখ আছে, তাহার গুচ্ছ তিনি বাঁধেন নাই। আলঙ্কারিক শৃঙ্গার, বীর, করুণ, অদ্ভুত, রৌদ্র, ভয়ানক, হাস্য, বীভৎস বা শান্তরস উদাহৃত করিবার জন্য তিনি গ্রন্থ লেখেন নাই। তিনি তাঁহার গ্রন্থে দ্বাবিংশ অধ্যায়ে দ্বাবিংশ রসের নাম দিয়া অধ্যায় আরম্ভ করিয়াছেন। এই রসের নামগুলি যথাক্রমে—আদি, সূত্র, বৈভব, হাস্য, প্রেম, অদ্ভুত, শিক্ষা, স্তুতি, ভেদ, শৃঙ্গার, প্রেম, শান্তি, ভাব, বীভৎস, আস্থা ভক্তি, ভীত, বিস্ময়, করুণ, বীর, দীক্ষা। লক্ষিত হইবে যে, আলঙ্কারিক সঞ্চারিভাবগুলির গণনা করিয়াও কবিবল্লভের রসের নামগুলি মিলে না। কবিবল্লভ প্রেমরস দুই অধ্যায়ের শীর্ষে দিয়াছেন। গ্রন্থারম্ভে প্রথম অধ্যায়ের নামকরণ করিয়াছেন আদিরস, অথচ আলঙ্কারিক আদিরসের কোন সম্পর্কই ঐ অধ্যায়ে নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কবিবল্লভ আলঙ্কারিক অর্থে এই রসগুলির নাম ব্যবহার করেন নাই। বস্তুতঃ তিনি অধ্যায়ের বিষয়ের ইঙ্গিত করিবার জন্যই এক একটা নাম ব্যবহার করিয়াছেন ; যথা—যে অধ্যায়ে দ্বারকার বৈভব বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার শীর্ষে লিখিয়াছেন—বৈভবরস। আরম্ভের অধ্যায়ের নাম আরম্ভজ্ঞাপক আদিশব্দ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই প্রকার সর্ব্বত্র বুঝিতে হইবে। উপরের অধ্যায় বিবরণে এইরূপেই নামকরণ ব্যাখ্যা করিয়াছি, পাঠক লক্ষ্য করিবেন।

আনিয়াছিলেন ও শ্রীজীব গোস্বামী ইহার টীকা লিখিয়াছিলেন। বরাহসংহিতাও আছে, পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু রামসংহিতা নামক কোন গ্রন্থের উল্লেখ দেখি নাই। রামতত্ত্ব-বিষয়ক গ্রন্থাবলীই কি রাম-সংহিতা নামে বুঝাইতেছে না—যথা অধ্যাত্ম-রামায়ণান্তর্গত রামগীতা অথবা ঐ প্রকার অন্য গ্রন্থ ?

সুপণ্ডিত কবিবল্লভ এইরূপ অশাস্ত্রীয় ভাবে "রস" শব্দ ব্যবহার কেন করিলেন, তাহা বলিতে পারি না। অধ্যায়ের একটা নামকরণ করিতে হয়, তাই তিনি এই নূতন উপায়ে নামকরণ করিলেন। তাঁহার সাহসের প্রশংসা করিতে হয় বটে।

বিশ্বকোষকার লিখিয়াছেন,—"কবিবল্লভের রসকদম্ব গ্রন্থ বৈষ্ণব-সমাজে যদুনন্দনের বিদগ্ধ-মাধব নাটকের অনুবাদ রসকদম্ব নামধেয় গ্রন্থের ন্যায় সুপরিচিত নহে। কোষকার কবিবল্লভের গ্রন্থের ভিতরের পাতা উল্টান নাই মনে হয়, নতুবা এরূপ কথা লিখিতেন না। যদুনন্দনের গ্রন্থ ও কবিবল্লভের গ্রন্থের নাম মাত্র এক, বিষয়ের কোন সদৃশ্য নাই। কবিবল্লভের গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় বৈষ্ণব ধর্ম্মতত্ত্ব—শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীর কথোপকথনে তাহা বিবৃত করিয়াছেন, অপর পক্ষে যদুনন্দন শ্রীকৃষ্ণের মধুর লীলার বর্ণনা করিয়াছেন. অর্থাৎ কবিবল্লভ লিখিয়াছেন ধর্ম্মশাস্ত্র, যদুনন্দন লিখিয়াছেন গল্প।

উপসংহার।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের আনুকূল্যে এই প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। এই গ্রন্থের সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইয়া আমরা প্রথমে অন্যের অর্থসাহায্যে ইহা প্রকাশ করিতে মনঃস্থ করিয়াছিলাম, কিন্তু আমাদের চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। আমাদের শাখা-পরিষদের অর্থবল নাই, সুতরাং অন্যের কৃপাভিখারী হইতে বাধ্য হইয়াছিলাম। অবশেষে হতাশ হইয়া মূল-পরিষদের শরণাপন্ন হইয়াছিলাম। সৌভাগ্যবশতঃ মূল-পরিষদের উৎসাহী কর্ম্মী শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি মহাশয়গণ এই প্রাচীন গ্রন্থের বিবরণ শুনিয়া, মূল-পরিষৎ হইতেই এই গ্রন্থ প্রকাশ করিবার বন্দোবস্ত করেন। এই জন্য পরিষৎকে ধন্যবাদ দিতেছি।

এই গ্রন্থ সম্পাদনে আমরা অনেকের নিকট সাহায্য পাইয়াছি, তাঁহারা সকলেই আমাদের ধন্যবাদার্হ। বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র. আমাদিগের তিন জন ভূতপূর্ব্ব ছাত্রের উল্লেখ এই স্থানে করা কর্ত্তব্য। শ্রীমান্ রমণীমোহন বসু বি এ গৌহাটী কলেজে ছাত্রাবস্থাতে পুথির পাঠ মিলাইবার কার্য্যে অনেক পরিশ্রম করিয়া আমাদিগকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীমান্ ধীরেন্দ্রমোহন দত্ত এম এ অতিশয় উৎসাহের সহিত এই গ্রন্থের ভাষার টীকা সম্পাদনে সাহায্য করিয়াছেন। বস্তুতঃ কয়েকটী দুর্ব্বোধ্য স্থানের পাঠ-মীমাংসা তাঁহার সংস্কৃত ভাষার জ্ঞানের সাহায্য ব্যতিরেকে আমাদের নির্ণয় করা সুকঠিন হইত। আমাদের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র ও অধুনা সহকর্ম্মী সংস্কৃতের অধ্যাপক শ্রীমান্ শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী এম এ মহাশয়ও ঐ টীকা সম্পাদনে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন—তাঁহার সাহায্য ব্যতিরেকে প্রাকৃতের সহিত তুলনা মূলক টীকা লেখা আমাদের বিদ্যাতে কুলাইত বলিয়া মনে হয় না। তিন জন উৎসাহী যুবক উত্তরোত্তর জ্ঞানমার্গে উন্নতি লাভ করুন, ভগবৎসমীপে এই কামনা করিতেছি।

বঙ্গবাসী সাহিত্যামোদী ও ধর্ম্মতত্ত্বপিপাসু ব্যক্তিবৃন্দের নিকট এই গ্রন্থ সমাদর লাভ করিলেই আমাদের পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। ইতি

গৌহাটী-শাখা-পরিষৎ।
চৈত্র, ১৩৩১ — শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায়

রসকদম্বের বিষয়-সূচি

অধ্যায়	রস	ছন্দ	রাগ	শ্লোকসংখ্যা
১ম	আদি	পয়ার	আহির	১—২৫
২য়	সূত্র	ঐ	ললিত	২৬—৫৫
৩য়	বৈভব	দীর্ঘ	পঠমঞ্জরী	৫৬—৭৫
৪র্থ	হাস্য	পয়ার	রামকেলি	৭৬—১৮৫
৫ম	প্রেম	দীর্ঘ		১৮৬--১৯৫
৬ষ্ঠ	অদ্ভুত	পয়ার	সুহই	১৯৬—৩১৫
৭ম	শিক্ষা	ঐ	মল্লার	৩১৬—৩৫০
৮ম	স্তুতি	দীর্ঘ		৩৫১—৩৬৫
৯ম	ভেদ	পয়ার	বড়ারি	৩৬৬—৪১০
১০ম	শৃঙ্গার	ঐ		৪১১—৫৩০
১১শ	প্রেম	দীর্ঘ	আশোয়ারি	৫৩১—৫৪০
১২শ	শান্তি	পয়ার	পাহাড়িয়া	৫৪১—৬০০
১৩শ	ভাব	ঐ	সারঙ্গ	৬০১—৬৫৫
১৪শ	ভজন	ক্ষুদ্র	বিলোয়ার	৬৫৬—৬৮০
১৫শ	বীভৎস	পয়ার	বসন্ত	৬৮১—৭৪৫
১৬শ	আস্থা	ঐ	নটরাগ	৭৪৬—৮০৪
১৭শ	ভক্তি	দীর্ঘ	গান্ধার	৮০৫—৮১৯
১৮শ	ভীত	পয়ার	ভাটিয়াল	৮২০—৮৬৪
১৯শ	বিস্ময়	ক্ষুদ্র	ওড়ি	৮৬৫—৮৭৪
২০শ	করুণ	পয়ার	কানাড়া	৮৭৫—৯২৯
২১শ	বীর	ঐ	গৌরী	৯৩০—৯৬৪
২২শ	দীক্ষা	ঐ	কেদার	৯৬৫—১০০

দ্রষ্টব্য— গ্রন্থশেষে কবি লিখিতেছেন,—

রচিল সহস্রপদী পুস্তক সুন্দর।

দুই শতাধিক ছয় অযুত অক্ষর॥

উপরের সূচী হইতে দৃষ্ট হইবে যে,—

৭০ দীর্ঘ ছন্দ × ১০৪ অক্ষর = ৭২৮০ অক্ষর

৩৫ ক্ষুদ্র ছন্দ × ৮০ „ = ২৮০০ „

৮৯৫ পয়ার × ৫৬ „ = ৫০১২০ „

মোট— ৬০২০০ „

রসকদম্ব

প্রথম পুথি, প্রথম ও শেষ পৃষ্ঠা।

রসকদম্ব

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রায় নমঃ।

চ্যুতা পুষ্পময়ী শিখণ্ডরুচিরাবয়ংসি চ বিম্বাধরৈ
কৈশোরঞ্চ বঞ্চঞ্চাননয়নো কন্দর্পদৃষ্ট প্রভো।
রম্যাং রত্নময়ং বপুশ্চ বসনং হেমপ্রভং
বৃন্দারণ্যে কলানিধের্ব্বিজয়তে ক্রীড়াসরাসোৎসবঃ॥
শ্রীকৃষ্ণপাদাম্বুজং রম্যাং মধুব্রতং।
নবারসকদম্বাখ্যং করোতি কবিবল্লবং॥[১]

(প্রথমে আদিরস[২])

আহির রাগ

জয় জয় নাগর শেখর রস গুরু।
অজাচক জাচক পুরক[৩] কল্পতরু॥
প্রেমরস ভক্তি[৪]দানে শুদ্ধ মহাশয়।
দোষলেশ নাহি ধরে গুণের আশ্রয়॥ ১ ॥
নিজ নামে অসীম পল্লব[৫] বিস্তারিল।
নিজগুণ কুসুম কীর্ত্তন প্রকাশিল॥
প্রেমনাম ফল দিঞা অখিল তুষিল[৬]।
আতি শান্ত হঞা প্রভু জীব নিস্তারিল[৭] ॥২॥
হেন প্রভুর[৮] রূপ করি নয়ান[৯] পোতলি[১০]।
হৃদয়ে বান্ধিব গুণ প্রেমের পুতলি॥

১। এই মঙ্গলাচরণ "যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতম্"।
২। তৃতীয় পুথির সংজ্ঞা। ১ম পুথিতে আছে "প্রথমে পয়ার ছন্দ"। ৩। পুরুখ। ২য় পুথি। অতঃপর ২য় পুথি বুঝাইলে কোন উল্লেখ থাকিবে না। ৪। প্রেম ভক্তিরস। ৫। নিজনাম অসিমল সব। ৬। তুষিঞা। ৭। জীব নিস্তারিল প্রভু অতি শান্ত হঞা। ৮। প্রভু। ৯। নয়ন। ১০। পুতলি।

রসনা নর্ত্তক করি সে নাম আবেশে[১]
শ্রবণ পূর্ণিত করে সেই নাম[২] যশে ॥৩॥
সে তনু প্রসাদ ঘ্রাণে নাসিকা তুষিব।
প্রণাম কারণে নিজ শির নিজোজিব॥
সে পদ কমলে করি মন মধুকর।
ভুজযুগ করি দিব কর্ম্মের কিঙ্কর॥ ৪ ॥
চরণ করিঞা অশ্ব দেখি তার লোকে[৩]।
নিজ দেহে[৪] নিজোজি[৫] খণ্ডিব ভবশোকে[৬]
যার গুণ ভাবি ভব অজের বৈভব[৭]।
শ্রুতি স্মৃতি সঘনে বাখানে অনুভব॥ ৫ ॥
নারদ তম্বুর গুরু সহস্রবদনে।
জনম গোঙায় এক চরিত্র মোননে[৮]॥

১। আবাস ২। সেহি গুণ। ৩। লোক।
৪। দেহ। ৫। নিজোজিব ১ম ও ২য়।
৬। শোক। ৭। বিভব। ৮। স্তবনে।

হেন প্রভুর[১] মহিমা বোলিতে কেবা পারে[২] ।
দরিদ্র গৃহস্থ[৩] যেন আশা করি মরে[৪] ॥ ৬ ॥
জীবের যোগ্যতা এহি জানিব বিশেষে ।
যেন তেন মতে দিবা রাখে কৃষ্ণরসে ॥
কহিতে শুনিতে মাত্র করিব অভ্যাস ।
ভাগ্যবশে আচরণ যে হয় প্রকাশ ॥৭॥
সুজনসঙ্গতি যদি কৃষ্ণ কথা[৫] কহে ।
কলিমল আনল শীতল রস দহে[৬] ॥
কর্ম্মেত সাহস করি ঈশ্বরের বলে ।
প্রভুর বলে সিন্ধু যেন লংঘিল বানরে ॥ ৮॥
অসাহসে কৃষ্ণকথা না কহিলে দোষ ।
আপনে জল্পিঞা[৭] করে আপন সন্তোষ ॥
তবে যত কৃষ্ণরসে রসিকসকল ।
নানাবেশে বাস করে ধরণীমণ্ডল ॥৯॥
উত্তম মধ্যম যত যে করে জল্পনা[৮] ।
সাধুগণ করে তাতে সরস কল্পনা ॥
সেই সাধুগণ মনে করিঞা ভরোসা ।
বুদ্ধি অনুমানে কহি কৃষ্ণগুণ ভাষা[৯] ॥১০॥
মধুহারী কীট পুষ্পে আসক্তি না করে[১০] ।
যথা যথা মধু পায় তথা তথা হরে[১১] ॥
উত্তম মধ্যম আর প্রাকৃতি শকতি ।
মনুষ্য শরীরে এই বুদ্ধি তিন জাতি[১২] ॥১১॥
উত্তমে না লয় দোষ গুণ মাত্র ভোগে ।
শম্বুক ছাড়িঞা হংস সুখী পদ্মযোগে[১৩] ॥

১। প্রভু। ২। কহিতে কেবা পাএ। ৩। গৃহস্থে। ৪। মাত্র। ৫। সুজন সঙ্গতি কৃষ্ণকথা শুনে কহে। ৬। কলিমল অমল শীতল বনে বহে। ৭। জপিঞা। ৮। করিয়ে রচনা। ৯। সেই সাধুগণ...গুণভাষা। ২য় পুথিতে নাই। ১০। মধুপান করে। ১১। যথা তথা থাকে পুষ্প তাহার উপরে। ১২। উত্তম...জাতি। এই দুই চরণ ২য় পুথিতে নাই। ১৩। উত্তমে...যোগ। ২য় পুথিতে নাই।

দোষ গুণ সমভাব মধ্যম বিচারে ।
সর্ব্বদ্রব্য মূল্য যেন বণিকের ঘরে ॥১২॥
দোষে দুঃখ গুণে সুখ[১] ক্ষণেক প্রকাশে ।
পল্লব ছাড়িঞা উট কণ্টক বিলসে ॥
অতএব ভাবরস[২] সুদৃঢ় জানিব ।
ভাব হৈতে প্রেমযোগে সুকর্ম্ম সাধিব ॥১৩ ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব শক্তি অভিন্নস্বভাব ।
অন্যন্যে সকলে করে সর্ব্বদেহে ভাব ॥
ভাব হৈতে পৃথক বুদ্ধি যেবা জনে করে[৩] ।
মস্তক ভূষিঞা[৪] যেন শরীর প্রহারে ॥১৪॥
শ্রীকৃষ্ণনগরে আছে মহা মহা ধনী ।
পসার সাজিঞা তারা লেয় ভক্তিমণি[৫] ॥
প্রণাম করিঞা কহি পণ্ডিতচরণে ।
কৃষ্ণের প্রসাদ গুণ স্থাপিব যতনে ॥১৫॥
হীনের পরশে গঙ্গা নহে অপবিত্র ।
কবি দোষে দুষী[৬] নহে কৃষ্ণের চরিত্র ॥
শ্রীকৃষ্ণনগরে আছে মহা মহা ধনী ।
ভক্তি মূল্য দিঞা তারা কিনে ভক্তিমণি ॥১৬
দুয়ারে দুয়ারে লঞা সাধুগণ ফিরে ।
আর্ত্তিমূল্য যাচিঞা বিকায় প্রতি ঘরে ॥
দরিদ্র অবল খঞ্জ অন্ধ হীন জনে ।
শ্রদ্ধা পণে সেই[৭] ভক্তি কিনে বিনিধনে ॥১৭॥
তিক্ত মিষ্ট কটু কষা ক্ষার আম্ল নহে[৮] ।
নিত্য নিত্য নব স্বাদ জন্মে নর[৯] দেহে ॥
রাজায়ে নিবারে নারে না পোড়ে আনলে ।
জ্ঞাতিগণে না হিংসয়ে[১০] না দেখে তস্করে[১১] ॥

১। দোষে সুখ গুণে দুখ। ২। ভাব সব। ৩। ইহাতে পৃথক বুদ্ধি যেহি জন করে। ৪। তুষিঞা। ৫। শ্রীকৃষ্ণ..............মণি। ২য় পুথিতে এই দুই চরণ এই স্থানে নাই। ১৬ শ্লোকের শেষ দুই চরণস্বরূপ আছে। ৬। দুষ্ট। ৭। সেহি। ৮। তিক্ত কটু কষা ক্ষার অম্লরস নহে। ৯। নিজ। ১০। নাহি হিংসে। ১১। নালএ তস্করে।

নাড়িতে বহিতে কিছু নহে পরিশ্রম।
বিহ্বলাইতে[1] অক্ষয়[2] ভোগিতে অনুপাম ॥১৮॥
অনায়াসে হেন দ্রব্য পাঞা[3] সর্ব্বজনে।
অচৈতন্য[4] হারায় আলিস্য[5] অভিমানে ॥
চৈতন্যে করুক নিত্য চৈতন্য সঞ্চয়।
নিত্যানন্দ[6] আনন্দ করুক অতিশয় ॥১৯॥
অদ্বৈতে অদ্বৈত[7] যেন করে প্রেম সঙ্গ।
গদাধর ধারা[8] যেন রসের তরঙ্গ ॥
চৈতন্যের প্রিয়[9] যত বৈষ্ণব সুজনে।
তা সভাতে চিত্ত যেন রহে অনুক্ষণে ॥২০ ॥
শ্রীযুত উদ্ধব দাস জ্ঞানচক্ষুদাতা।
সে পদকমলে মন[10] রহুক সর্ব্বথা ॥
জন্মে জন্মে এই[11] মাত্র লভুক প্রসাদ।
যাহা হৈতে[12] খণ্ডে ঘোর সংসারবিষাদ ॥২১॥
শ্রীকৃষ্ণসংহিতা দেখি করিল আরম্ভ।
পয়ারে লেখিল তত্ত্ব সরস[13] কদম্ব ॥
চতুর্দ্দশ অক্ষরে লেখিল ক্ষুদ্র ছন্দ।
ছাব্বিশ বিংশতি দীর্ঘ মধ্যমে নির্ব্বন্ধ[14] ॥২২ ॥
লেখক পাঠক শ্রোতা গাহক[15] সকলে।
ভাব বিচারিবে প্রতি অক্ষরে অক্ষরে ॥
শুনিলে প্রবন্ধ যদি বিচার না করি।
অন্তরে প্রবেশ তবে না হয়ে মাধুরী ॥২৩ ॥
অল্প অক্ষরে অর্থ অনেক সন্ধান।
পূর্ব্বপক্ষ বিচারিতে নহে সমাধান ॥
তে কারণে দঢ়াঞা কহিল নিজ মনে।
• পূর্ব্বপক্ষ যে করে সন্ধান সেই জানে[16] ॥২৪ ॥

গ্রাম্যকথা[1] হেন মতি ছাড় সর্ব্বজনে।
নিরবধি কর প্রেম অমৃত ভোজনে ॥
হাস্য অনুরাগ শান্তি শৃঙ্গার আলাপ।
যে রসে রসিক যেই সেই করে ভাব[2] ॥
ভক্তিরস অবশ্য লভিবে কৃষ্ণগুণে।
শ্রীকবিবল্লভে কহে ধরিঞা চরণে ॥২৫ ॥

প্রথম অধ্যায়

(দ্বিতীয়ে) সূত্ররস

(ললিত রাগ)

জয় জয় বসুদেব সুত নারায়ণ।
হরিতে অবনীভার দ্বাপরে জনম ॥
কৌতুকে করিলা বাস দৈবকীউদরে।
প্রেম বাঢ়াইলা নন্দ যশোদার ঘরে ॥২৬ ॥
পূতনা মারিঞা কৈল শকটভঞ্জন।
তৃণাবর্ত্ত যমল অর্জ্জুন বিমোচন ॥
জননী (বিস্মিত[3]) কৈলা মৃত্তিকাভক্ষণে[4] ।
ধেনুবৎসা রাখিতে[5] শিখিলা দিনে[6] দিনে ॥২৭॥
বক অঘ[7] নিপাতিঞা ব্রহ্মার মোহন।
বৎস ধেনুক দৈত্য প্রলম্ব মরণ[8] ॥
কালি নাগ দমিয়া আনল কৈল পান।
বরুণ আলয়ে কৈলা নন্দ পরিত্রাণ ॥২৮ ॥
গোপীগণ বসন হরিঞা কৈল কেলি।
যজ্ঞপত্নীগণ তোষে অন্ন ভিক্ষা করি ॥
গোবর্দ্ধন ধরিঞা রাখিল গোপ[9] কুল।
অল্পে অল্পে দৈত্যগণ করিলা নির্ম্মূল ॥২৯ ॥

১। বিলাইতে। ২। অব্যয়। ৩। পায়। ৪। অচৈতন্তে। ৫। আলস্যে। ৬। নিত্যানন্দে। ৭। অদ্বৈতে। ৮। গদাধরে ধরে। ৯। ভক্ত। ১০। চিত্ত। ১১। এহি। ১২। তাথে হনে। ১৩। সুরস। ১৪। মধ্যম নিবন্ধ। ১৫। গ্রাহক। ১৬। তে কারণে...জানে। দ্বিতীয় পুথিতে এই দুই চরণ নাই।

১। আদ্য অন্তে। ২। হাস্য...ভাব—দ্বিতীয় পুথিতে নাই। ৩। বিস্মৃত।—১ম পুথি। বিস্মৃতা—৩য় পুথি। ৪। গ্রহণে। ৫। পালিতে। ৬। কথো। ৭। বকা অঘা। ৮। বৎসক প্রলম্বদৈত্য ধেনুক মরণ। ৯। যদুকুল। ২য়। ৩য় পুথির এই স্থানের পাঠ যথা—

গোবর্দ্ধন ধরিয়া রাখিলা ব্রজপুরী।
সকল গোপিগণের প্রাণ নৈলা হরি ॥

নিগূঢ় পরম প্রেম গোপিকার সঙ্গে।
আদিরস বিবরিঞা ভোগে নানা রঙ্গে॥
সুদর্শন শঙ্খচূড় বৃষাসুর কেশি।
ব্যোম আদি খলগণ সকল বিনাশি॥৩০॥
মথুরা প্রবেশ কৈল[১] রাজার আদেশে।
কুবজীর কুজ আর রজক বিনাশে॥
যজ্ঞনাশ ধনুকভঙ্গ পুরী দরশন।
প্রথমে হরিলা[২] কুবলয়ের জীবন॥৩১॥
চাণুর মুষ্টিক আদি মল্লগণ মারি।
মঞ্চেত মারিলা কংস নৃপতি কেশরী॥
বসুদেব দৈবকীর বন্ধ বিমোচন।
উগ্রসেন রাজা করি তোষে নিজগণ॥৩২॥
আশ্বাসবচনে নন্দ পাঠাইলা ঘরে।
যজ্ঞসূত্র লঞা শাস্ত্র পড়িলা বিস্তরে[৩]॥
গুরুপুত্র আনি দিলা যমালয় হনে।
সর্ব্বক্ষণ কৈলা নিজ গুণের পালনে॥৩৩॥
শান্তি বীর করুণ শৃঙ্গার যোগ[৪] রস।
নানা রসে জগজন[৫] পূরিল মানস॥
অস্তি প্রাপ্তি নামে দুই কংসের মহিষী।
জরাসিন্ধু পিতা স্থানে নিবেদিল আসি॥৩৪॥
জরাসিন্ধু সহায় সকল নৃপগণ।
শত্রুভাবে যুঝিয়া মরিল সর্ব্বজন[৬]॥
তেইশ অক্ষোহিনী সেনা যুঝে প্রতিবার।
জরাসিন্ধু বিনে মরে সকল ভূপাল॥৩৫॥
সপ্তদশ বার যদি হারিলে নৃপতি[৭]।
পুনরপি যুদ্ধহেতু[৮] সাজিলা কুমতি[৯]॥
পূর্ব্বদিগে জরাসিন্ধু বেড়িল সমরে।
পশ্চিমে বেড়িল কালযবন প্রথরে॥৩৬॥

১। মথুরা গমন তবে। ২। লইল। ৩। পড়িল সকল। ৪। যোগে। ৫। নানা কর্ম্ম জগজনের। ৬। জনে জনে। ৭। সংগ্রামে। ৮। যুঝিতে ৯। বলরাম।

প্রমাদ দেখিঞা[১] কৃষ্ণ গেলা দ্বারাবতী।
নিজগণ সঙ্গে তথা করিলা বসতি॥
যবন বিনাশ কৈল মুচকুন্দের যোগে।
শ্রীরাম রেবতী বিভা আদি অনুরাগে॥৩৭॥
কৃষ্ণ পাণিগ্রহণ রুক্মিণী জাম্বুবতী।
সত্যভামা কালিন্দী লক্ষ্মণা লগ্নজিতি॥
মিত্রবৃন্দা ভদ্রা এহি অষ্ট বরাঙ্গনা[২]।
রূপগুণ রসবেশ[৩] আতি অনুপামা॥৩৮॥
ষোলয় সহস্র কন্যা পরম সুন্দরী।
নরক মারিঞা বিভা করিলা শ্রীহরি॥
পুত্র[৪] কামদেব রতি তাহার রমণী।
পৌত্র অনিরুদ্ধ উষা তাহার ঘরণী॥৩৯॥
গদশাম্ব আদি পুত্র পৌত্র কত দেখে।
কৃষ্ণগুণ সমরূপ বলবুদ্ধি লেখে॥
উগ্রসেন মাতামহ পাটের[৫] নৃপতি।
অগ্রজ সরণ বলভদ্র মত্তমতি॥৪০॥
অক্রূর সাত্যকি আদি সভার পণ্ডিত[৬]।
প্রিয়সখা অর্জ্জুন অখণ্ড যার প্রীত॥
শতধন্বা কৃতবর্ম্মা আদি বীরগণ।
সত্রাজিত আদি যত কুটুম্ব স্বজন॥৪১॥
গোপ্ত[৭]রসে প্রিয়সখা উদ্ধব সুমতি।
নিগূঢ় প্রেমের রস[৮] যার অঙ্গে স্থিতি।
যদুবংশ বিষ্ণুবংশ বৃদ্ধ গুরুজন।
কত কত নিজ লোক আমাত্য ব্রাহ্মণ॥৪২॥
সুরগণ নিরবধি তাতে[৯] করে স্থিতি।
প্রণত কন্দরে থাকে অহনিশিপতি॥
প্রতি জীব জিহ্বাতে বসতি সরস্বতী।
প্রতি ঘরে মাতৃরূপে লক্ষ্মীর বসতি[১০]॥৪৩॥

১। গনিঞা। ২। মুখ্য অষ্ট রামা। ৩। বশ-রসে। ৪। পুত্রকামদেব...বুদ্ধি লেখে—এই চারি চরণ দ্বিতীয় পুথিতে নাই। তৃতীয় পুথিতে আছে। ৫। রাজ্যের। ৬। মাত্র সুপণ্ডিত। ৭। গুপ্ত। ৮। কথা। ৯। তথা। ১০। দ্বিতীয় পুথিতে তৃতীয় ও চতুর্থ চরণ যথাক্রমে চতুর্থ ও তৃতীয়।

সর্ব্বদেহে কাম বসে মূর্ত্তিমন্ত হঞা।
প্রতি[1] অঙ্গে ক্ষমা শান্তি ধর্ম্ম নীতি দয়া॥
বরুণ পবন বসে কহে বৃহস্পতি।
নারদ তম্বুর গায় নাচে উমাপতি[2] ॥৪৪॥
প্রথম প্রহরে লোক দানধর্ম্মে থাকি।
দ্বিতীয় প্রহরে লোক রাজকার্য্যে[3] সুখী॥
তৃতীয় প্রহরে বেশ বেহার শয়ন।
চতুর্থ প্রহরে পুন রাজদরশন ॥৪৫॥
সন্ধ্যাযোগে অপ্সরী কিন্নরী বিদ্যাধরী।
সুবেশে[4] পঞ্চম গায় করে কামকেলি॥
(রাজনবপুরপথে)[5] নগর প্রান্তরে।
হাসিতে নাচিতে তারা বিচারণা করে ॥৪৬॥
সর্ব্বনিশি রসকলা ক্ষণে ক্ষণে বাঢ়ে।
পরিশ্রমে শ্রম নহে কাহার শরীরে॥
সভার সমান রস সভে রস সহে[6]।
বিনয়[7] পণ্ডিত কেহো অহঙ্কৃত নহে ॥৪৭॥
রূপ গুণ রস[8] বেশ অন্যের বাখানি।
ভিন্ন জন অগ্রেতে অপনাহীন মানি[9] ॥
নিত্য নিত্য বাঢ়ে সুখ রসের অঙ্কুরে।
ক্রোধের জনমভূমি নাহি সেই পুরে ॥৪৮॥
সমুদ্রতরঙ্গগতি অতিশয় নহে।
শীতল সুগন্ধি বিনে বায়ু নাহি বহে॥
কিরণ হরিঞা রবি রহে শান্তি[10] গতি।
পূর্ণিমা সমান সুখ জন্মে প্রতি রাতি ॥৪৯॥
দিবস শীতল নিশি[11] নহে অন্ধকার।
• কেতকী পরাগ তুল্য[12] ধূলির সঞ্চার॥

যাতে দুর্ল্লভ যতেক বস্তু[1] আছে।
দ্বারকা নগরে তাহা কেহ নাহি পুছে ॥৫০॥
কন্দল বিরোধ[2] কথা কেহো নাহি জানে।
কেবল আসক্তিরস বসে সর্ব্বজনে॥
অন্যোন্যে সভার মন সভেহি[3] বিহরে।
কি করে কি ভুঞ্জে কেহ লখিতে[4] না পারে ॥৫১॥
শোক তাপ জরা ব্যাধি নাহি কোনো দেহে।
রাজদণ্ড অকাল মরণ কারো[5] নহে॥
হিংসারস দ্রোহী[6] কর্ম্ম কেহো নাহি জানে।
যাহাতে সম্বন্ধ যেই সেই তাহা মানে[7] ॥৫২॥
এইরূপে[8] দ্বারকার অদ্ভুত চরিত্র।
কহিতে নারেন ব্রহ্মা যার গুণ রীত॥
দ্বারকার বৈভব বর্ণিতে কেবা[9] চায়।
এক অংশ বর্ণিতে হি শত জন্ম যায় ॥৫৩॥
কি আর কহিব কথা বৈষ্ণবসমাজে।
কৃষ্ণের বেহার স্থল[10] অন্য কিবা কাজে॥
বেদব্যাসে শাস্ত্রযোগে বর্ণিল চরিত।
সংহিতা সকলে কিছু[11] করিল বিদিত ॥ ৫৪ ॥
সেই ধ্বনি শুনিঞা কহিল সাধুগণ।
তাহাতে যে শুনিলাও করিল রচন[12] ॥
প্রতিপদ ভাবিঞা ভাবকে ভোগে রস[13]।
শ্রীকবিবল্লভে কহে পুরাহ মানস ॥ ৫৫ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়।

১। সর্ব্ব। ২। শচীপতি। ৩। ধর্ম্মে। ৪। সুরসে। ৫। দ্বিতীয় পুথির পাঠ। বাজন নপুর পথ। ১ম পুথি ও ৩য় পুথি। ৬। সভাঞি সভার রস সভে রস কহে। ৭। বিনএ। ৮। যশ। ৯। আপন হীন জানি। ১০। শান্তগতি। ১১। গতি। ১২। লক্ষে।

১। গুণ। ২। বিবস। ৩। সর্ব্বত্র। ৪। বুঝিতে। ৫। কভো। ৬। সংসারে শত্রুহ। ৭। যাতে যে সমুন্ধ তারা সেইরস মানে। ৮। এহি মত। ৯। যেবা। ১০। ঈশ্বর বিহারস্থান। ১১। কথা। ১২। তাতে যে শুনিল তাহা করিল জল্পন। ১৩। প্রতিপদ ভাবক পুরিয়া পুররস। ২য়। প্রতিপদে ভাব ভাবিয়া সার রস। ৩য়।

(তৃতীয়ে) বৈভব রস

(পঠমঞ্জরী রাগ)

জয় জয় দ্বারাবতী অদ্ভুত চরিত্র অতি
সিন্ধুগর্ভে পুরীর নির্ম্মাণ।
পূর্ব্বে কুশস্থলী নামা ত্রিভুবনে অনুপামা
কেবা জানে তাহার প্রমাণ ॥
শুনিঞা গরুড় মুখে কৃষ্ণ তথা গেলা সুখে
যাতে বিশ্বকর্ম্মা কর্ম্ম শেষ।
রজতে রচিত মহী কাঞ্চনে খচিত তহি
নানা ধাতু চরিত্র[1] বিশেষ ॥ ৫৬ ॥
কত কত অদ্ভুত মরকত মণিযুত
গড়গণ পরশে গগন[2]।
দ্বাদশ যোজন জুড়ি প্রমাণ প্রসর পুরী
ঝলমল ঝলকে কিরণ ॥
(পুরার দুয়ার যত)[3] প্রবাল রতন যুত
সুন্দর সিন্দুর[4] বর শিরে।
মুকুতা প্রবালঝারা ঝরে সিত রক্তধারা
বিরাজিত চঞ্চল চামরে ॥ ৫৭ ॥
মধ্যে কত শত শত রজত রচিত[5] পথ
অগোর চন্দন বহে ধীরে[6]।
ফটিকে[7] রচিত বেদি অমূল্যরতন নিধি
মণিগণ প্রদীপ বিহরে ॥
অমূল্য[8] স্তম্ভের জ্যোতি প্রতিবিম্ব নানা রীতি
শ্বেতরক্ত নীল পীত দেখি।
বিচিত্র সোপান ছটা অলক্ষিত রূপ ঘটা
চাহিতে চমকি চলে আঁখি ॥ ৫৮ ॥

১। জড়িত। ২। গড়গণ গহন গগনে। ২য়। গড় লাগি আছয়ে গগনে। ৩য়। ৩। প্রথম পুথির পাঠ—পুর বিন্দু আর যত। ৩য়—প্রবীণ দুয়ার যত। ৪। শিখর। ৫। রতন- জড়িত। ৬। আগর চন্দনে বহে ধারা। ৭। স্ফটিকে। ৮। অমল।

পট্টবাসে ইন্দ্রজাল চামরে ছাওনি চাল
তাতে শুক ময়ূর বিহরে।
হেমঘট জলে পূরি প্রতি চালে)[1] সারি সারি
ধবল[2] পতাকা ধ্বজ উড়ে ॥
(নব লক্ষ পুর শোভা সুর মুনি মন লোভা)[3]
অধিক অধিক রূপ লেখি।
ইন্দ্র নীল মণি ময় দীপ্ত করে অতিশয়
সূর্য্যের কিরণ নাহি দেখি ॥ ৫৯ ॥
অতি মত্ত গজগণ অলসে দোলয়ে ঘন
শুণ্ড যেন স্বরীত[4] ভুজঙ্গ।
অবিরত ঝরে[5] মদ চালাইতে নায়ে পদ
কটাক্ষে নেহালে নিজ অঙ্গ ॥
চলিতে চরণধূলি[6] নিজ শুণ্ডে লয় তুলি
পেলিতে পেলিতে পুন রাখে।
সতত সমর রস অঙ্কুশের নহে বশ
চলন রঙ্গন নিজ সুখে ॥ ৬০ ॥
সুরঙ্গ তুরঙ্গ সব পৃষ্টে করি নিজ ধব
নিজ শিরে পতিশির ঢাকে।
প্রসারিঞা নাসাভাতি শিথিল অধর আতি
গদ গদ স্বরে অল্প ডাকে
প্রধান চরণ দুই অল্পে অল্পে ভূমি ছুই
আধ পদে পুচ্ছ বঙ্ক করি।
উন্নত শ্রবণ দেখি সঘন চঞ্চল আঁখি
নৃত্য করে মনোরথ পূরি ॥ ৬১ ॥
চমকি চমকি ঘন চারিদিগে করে মন
চপল চরিত্রে ঘন খেলে[7]।

১। ঘরে। প্রথম পুথির পাঠ। চালে—৩য়। ২। তোরণ। ৩। নবলক্ষ পুরশোভে, সুর মুনি ফণি লোভে। প্রথম পুথি। ২য় পুথির পাঠ ও ৩য় পুথির পাঠ এক। ৪। ত্বরিত।—২য়। তুরিত। ৩য়। ৫। স্রবে। ২য়। ধরে। ৩য়। ৬। চরণে চালায় ধূলি। ২য়। চরণে চালায়া ধূলি। ৩য়। ৭। চপল- চরিত গনে ঘনে। ২য়। তৃতীয় পুথির পাঠ প্রথমের ন্যায়।

বুঝিঞা পতির মতি অনুক্ষণ করে গতি
  পবন জিনিতে চাহে হেলে ॥
হয়গজহংসরথ উড়ি পড়ে শত শত
  চামর পতাকা ধ্বজ সাজে।
কণক রতন মণি মুকুতা প্রবাল ধনি[1]
  দশ দিগে স্বরূপ বিরাজে ॥ ৬২ ॥
দিপ্ত করে বীরভাগ নিত্য নব অনুরাগ
  প্রতি অঙ্গে যোগ্য অলঙ্কার।
মদন জিনিঞা[2] গর্ব্ব কেশরী জিনিঞা দর্প
  সাজনি কাচনি অস্ত্র সার ॥
দুন্দুভি মৃদঙ্গ শঙ্খ ঢাক ঢোল ভেরু বঙ্ক
  ডম্ফ করতাল ভাল সাজে।
কুমারী কিশোর যথা রবাব উপাঙ্গ তথা
  পিণাক মুহরি বীণা বাজে ॥ ৬৩ ॥
পাখোআজ মন্দিরা বাঁশি সুস্বর মণ্ডল কাঁসি
  কবিলাস কিন্নর প্রধান।
সরস পঞ্চম মেলি করে কত কামকেলি
  চলিতে রহিতে করে ঠান ॥
সরোবর নিরমল বিমল তরল জল
  আধার পর্য্যন্ত চলে আখি।
ফটিকে রচিত ঘাট চৌদিগে কনকহাট
  কুম্ভযোগে বিহরে সুমুখী ॥ ৬৪ ॥
শীতল সমীর ধীর তরঙ্গ রঞ্জিত নীর
  কুমুদ কমল ঘন দোলে।
হংস চক্রবাক রবে উড়ি পড়ে স্নান করে
  পাখা পসারিঞা ঘন চলে ॥
কেহো ডুবে কেহো ভাসে আগে পাছে যায় রোষে[3]
  তরঙ্গ সঙ্গতি করে মেলি।
পত্নী[4] অঙ্গে পাখাধরি মুদিত নয়ান করি
  চঞ্চুযোগে করে কাম[5] কেলি ॥ ৬৫ ॥

১। কভু নাহি দেখি শুনি। ২য় ও ৩য়। ২। মোহিয়া ৩। ধায় রসে। ২য় ও ৩য়। ৪। পতি। ৫। রস।

চন্দন[1] কদম্বতরু মন্দার সন্তান[2] চারু
  ফলে ফুলে পল্লব দোলিত।
কপোত কোকিল শুক নিজমদে উনমত্ত
  মন্দ মধু বোলে চারি ভিত
মাধবী মালতী জাতি চম্পক লবঙ্গ যুতি
  কত কত কুসুম সুগন্ধ ॥
মাতল ভ্রমর সব ঝঙ্কারে মদনরব
  ভ্রমরী সহিতে করে[3] দ্বন্দ্ব ॥ ৬৬ ॥
নিশি দিশি অবিরত মধুপানে উনমত
  পাখাযুগ পসারিতে নারে।
শরীরে পরাগময় অবশ চরণ ছুই[4]
  পড়িতে পড়িতে নাহি পড়ে ॥
নগরে নাগরীগণ সমবেশী সর্ব্বজন
  যৌবন নাগছাড়ে কার অঙ্গ।
কুটিল সুকৃষ্ণ কেশ ভুবনমোহন বেশ
  অঙ্গে অঙ্গে রসের তরঙ্গ ॥ ৬৭ ॥
শশীসম পদনখ উপরে জাবকরেখ
  অঙ্গুলি সুতনু দীর্ঘ শোভে।
রামরম্ভা উরুগুরু বিপুল নিতম্ব চারু
  জঘন সঘন মন লোভে ॥
সুকটি নটন ক্ষীণ ত্রিবলীবলিত ভিন্ন
  বিনি নীবি বসন খিলসে।
কনককটোর[5] কুচ কপট কঠিন উচ্চ
  (মান যোগে ,[6] চিবুক পরশে ॥ ৬৮ ॥
(উজ্জ্বল)[7] কণ্টকহীন মৃণাল সুবাহু চিহ্ন
  চম্পককলিকা কিবা তাহে।
চলিতে অঙ্গুলিদাম ধরে নানা বর্ণধাম
  উজ্জ্বল কনক বর্ণ দেহে ॥

১। চম্পক। ২। শাস্তিক। ৩। সংহতি তার। ৪। ছুয়। ২য় ও ৩য়। ৫। কঠোর। ৬। মনযোগে। প্রথম পুথি। মানবেগে। ৩য়। ৭। মৃণাল। ১ম ও ৩য়।

নাসিকার অধে যত অঙ্গ দেখি নানা মত
লোমলেশ নাহি (কক্ষ)[১] বিনে।
উধর বালির ভূমে তৃণাঙ্কুর নাহি জানে
সুজন যতনে নাহি চিহ্নে ॥ ৬৯।
বদন মদনভরে কনক সদন হরে
চান্দ পদ্ম কহন না যায়।
অধরে প্রবাল শোভা দশন মুকুতা লোভা[২]
ললিত অলকাবলী ধায় ॥
খঞ্জন গঞ্জন কঞ্জ নয়ন সরসপুঞ্জ
শোঁসরে চাহিতে কেহো নারে।
সুরস মধুর হাসে অমিয়া মধুর ভাষে
হেলায়ে মুনির মন হরে। ৭০ ॥
সচল কনকলতা অচল তড়িত ঘটা
কিবা (সিত)[৩] ননীর পুতলি।
প্রধান (রতন)[৪] মণি কভু নাহি দেখি শুনি
অমল শরীরে ঝলমলি ॥
চিকুরে কুসুম মাল সিন্দুর তিলক ভাল
কজ্জলে উজ্জ্বল দুই আখি।
চন্দন চর্চ্চিত মাঝে কপোলে কুঙ্কুম সাজে
রক্তরাগে অধিক[৬] কৌতুকী ॥৭১॥
নাসাপুটে রত্ন লোভা উপরে মুকুতা শোভা
(কুণ্ডলে শ্রবণ গণ্ড সাজে)[৭]।
কম্বুকণ্ঠে মুক্তাহার বেড়ি বেড়ি কতধার
কুচযুগে অরুণ বিরাজে ॥
কেয়ূর কঙ্কণ শঙ্খ অঙ্গদ অঙ্গুরী বঙ্ক
কটিতটে রতন রশনা।
চরণে মঞ্জীর বাজে সুপট্ট ঘুঘুরী সাজে
দিব্যবাসে বিবিধ রচনা ॥৭২॥
সুগন্ধি অগোর ধূলি কুসুম পরাগ তুলি
কেশরে ধূসরতনু শোহে।
(বিধির নির্ম্মাণসীমা)[১] মদনবিজয়ী বামা
আপন আপনে মন মোহে ॥
কে জানে কেমন রীতি বিচিত্র অদ্ভুত গতি[২]
চলিতে রহিতে[৩] নাহি জানে।
যে দেখে সে ধনিমুখ তাতে যত দুঃখ সুখ
সেইজন তাহাতে প্রধানে[৪] ॥৭৩॥
বেশ বিলসিয়া কাম করেত কুসুম দাম[৫]
নানা কেলি করে ঋতু[৬] সঙ্গে।
বসন্ত আশ্রয় করি ষড় ঋতু অধিকারী
সঘন বিলসে নিজ অঙ্গে[৭] ॥
যখন সে ঋতুভোগ ভোগিতে যাহার যোগ
সেই ঋতু তাহাতে উদয়।
কিবা চন্দ্র সূর্য্যগতি কিবা দিবা কিবা রাতি
কেহো কিছু না বুঝে নির্ণয়[৮] ॥৭৪॥
কৌতুকে দ্বারকাপতি অতিসুখে করে গতি
যোলয় সহস্র অষ্ট পুরে।
সভাকে করিয়া বশ সভাতে সমান রস
সর্ব্বজন মানস বিহরে ॥
রোগ শোক জরা ভয় অকালেত নাহি হয়
কৃষ্ণ ভাবে পূর্ণ নিজ জন[৯]।
শ্রীকবিবল্লভে কয় অখণ্ড আনন্দ ময়
সাবধানে শুন সর্ব্বজন[১০] ॥৭৫॥

তৃতীয় অধ্যায়।

১। বঙ্ক। ১ম। কোন। ৩য়। ২। আভা। ৩। নীল ১ম। পীত। ৩য়। ৪। রজত। ১ম। ৫। অঞ্জনে রঞ্জন। ২য় ও ৩য়। ৬। অধর। ৭। শ্রবণে কুণ্ডল গণ্ডে সাজে ১ম।

১। বিবিধ নির্ম্মাণ সীমা। ১ম ও ৩য়। ২। চরিত্র অদ্ভুত আতি ৩। বুলিতে বুলিতে ৪। প্রমাণ। ৫। বাণ। ৬। রতি। ২য়। পতি। ৩য়। ৭। কতরঙ্গে। ২য়। নিত্যরঙ্গে। ৩য়। ৮। নিশ্চয়। ৯। কৃষ্ণরসে। ১০। সাধুগণ।

চতুর্থে হাস্যরস

(রামকেলি)

জয় জয় কৃষ্ণচন্দ্র দ্বারকার পতি।
ত্রিজগতে রসরাশি ভোগে প্রেমরতি[১] ॥
নবলক্ষ পুরবর বিচিত্র নগরী।
তার মধ্যে ষোলয় সহস্র অষ্ট পুরী ॥ ৭৬ ॥
তাহাতে প্রধান অষ্ট পুরীর নির্ম্মাণ।
তাহাতে রুক্মিণী পুরী সভাতে প্রধান ॥
সেই পুরে কেবল প্রধান এক ঘর।
বিচিত্র নির্ম্মাণ বিধি বুদ্ধি অগোচর ॥ ৭৭ ॥
প্রধান[২] কনক বেদি শোঁসর সুছন্দ।
ফটিকের স্তম্ভ তাহে শত ধারা বন্ধ ॥
রত্ন মণি ধাতুগণ চালের (পত্তন)[৩]।
(প্রবাল)[৪] মুকুতা ঝারা সোপান গঠন ॥৭৮॥
নির্ম্মল[৫] চামরে শোভে চালের ছাওনি।
কনক সলিল (ঘট)[৬] পল্লব দোলনী।
গৃহ মধ্যে রতন আসন অদভুত।
জলফেণতুল্য শুক ফণিমণিযুত ॥ ৭৯ ॥
অনন্তের ফণা তুল্য পরম উজ্জ্বল।
দেখিতে কঠিন বড় পরশে কোমল ॥
বিচিত্র গঠন হেম কনকপুতলি।
চৌদিগে পরম শোভা করে ঝলমলি ॥ ৮০ ॥
দিব্য বাসে আৎসাদিত কুসুমে রচিত।
অগোরচন্দন পঙ্ক পরাগ মণ্ডিত[৭] ॥
বসন্ত মদন যত নিগূঢ় চরিত।
অনুরাগে মূর্ত্তিভেদে সঘন উদিত ॥ ৮১ ॥
সিংহাসনে বিরাজিত কৃষ্ণ (মহাশয়)[৮]।
শত অনুচরী সেবা করে অতিশয় ॥

১। গতি। ২। অমূল্য। ৩। ছাওন। ১ম পুথি। ৪। প্রধান। ১ম পুথি। ৫। শ্বেত। ৬। ঘটে। ১ম পুথি। ৭। রঞ্জিত। ৮। দয়াময়। ১ম পুথি।

রসাবেশে[১] রুক্মিণী পরম রূপবতী।
ত্রিজগতে অনুপামা পতিপ্রতি মতি[২] ॥ ৮২ ॥
নির্ম্মল বদনে শোভে (সু)দীর্ঘ লোচন।
(কপোলে অলকাবলী)[৩] ঝলকে কিরণ ॥
নাসা তিলফুল দন্ত দাড়িম্বের বীজ।
কিঞ্চিৎ মধুর হাসে মোহে মনসিজ ॥ ৮৩ ॥
ভুরু কামচাপ শ্রুতি দুর্লভ উপমা।
বিম্বফল অধর চিবুক দুই সীমা ॥
(কপাল কপোল)[৪] গণ্ড কণ্ঠ পয়োধর।
সুবলিত ললিত দোলিত যুগ কর ॥ ৮৪ ॥
ত্রিবলী বলিত কটি অতিশয় ক্ষীণা।
জঙ্ঘযুগ জঘন সঘন ভিন্ন চিহ্না ॥
পদনখে শোভে কত[৫] চন্দ্র পাতি পাতি।
চরণ চাপিতে যেন অরুণের কান্তি ॥ ৮৫ ॥
পট্টবাসে বিরাজিত[৬] কুসুমে রঞ্জিতা।
নিজরূপে[৭] কত মণি রতনে গঞ্জিতা ॥
সুদীর্ঘ চামর[৮] কেশে মুকুতার ঝারা।
মুকুট (কিরীট)[৯] শোভে বহুমূল্য হীরা[১০] ॥৮৬॥
ঝলমলি ঝলকে কুণ্ডল মণিময়।
সিন্দূর কজ্জলে ভাল নয়ন যুগল[১১] ॥
কেশর কুঙ্কুমে শোভে[১২] গণ্ডে পত্রাবলী।
(কর্পূর তাম্বুলরাগে)[১৩] অধর বান্ধুলি ॥ ৮৭ ॥
শ্রবণে কুণ্ডলমণি কণ্ঠে বিরাজিতা।
বিচিত্র কনক হার[১৪] সঘন দোলিতা ॥
চন্দনে চর্চ্চিত কুচ কুসুমের মালা।
কেয়ূর কঙ্কণ করে করে কত খেলা ॥ ৮৮ ॥

১। রসে বেশে। ২। রূপগুণ গতি। ৩। কপালে অকলাবলী। ১ম পুথি। ৪। কপালে কপাল। ১ম পুথি। ৫। যেন। ৬। বিনিহিতা। ৭। তেজে। ৮। চাঁচর। ৯। কিরীটী। ১ম পুথি। ১০। প্রবালের ধারা। ১১। সিন্দুর অঞ্জনে ভাল নয়নে শুনয়। ১২। সুরঙ্গ কেশরে শোভা। ১৩। কর্পূর তাম্বূলে রাগ। ১ম পুথি। ১৪। কনকমঞ্জরী হার।

রত্নমণি তাতে ঝুরি নিরবধি দোলে।
কটিতটে কনক কিঙ্কিণী ঘন রোলে ॥
শিঞ্জিত মঞ্জীর রঞ্জে কঞ্জ পদযুগে।
করযুগে অঙ্গুরী অঙ্গুলি অনুরাগে ॥ ৮৯ ॥
বেশ বিলসিঞা দেবী মন্দ মধুর হাসে।
মন্থর গমনে গেলা প্রাণপতির পাশে ॥
আসনে দেখিল পতি রাজরাজেশ্বর।
নিন্দিঞা মদন কোটি বদন সুন্দর[1] ॥ ৯০ ॥
কিবা চন্দ্র কিবা লিল (?) মুখপদ্ম[2]রাজে।
চকোরনয়ন কিবা ভ্রমর বিরাজে[3] ॥
ভুরু কামধনু কিবা ভ্রমরের পাথা।
কিবা অলি কিবা (চিত্র)[4] ললিত অলকা ॥৯১॥
কিবা (শুক)[5] চঞ্চু কিবা তিলফুল নাসা।
প্রবাল বান্ধুলি কিবা অধর প্রকাশা ॥
দাড়িম্বের বীজ কিবা দন্তমুক্তাপাতি।
কিবা সুধা কিবা মধু হাস্যের সুগতি ॥ ৯২ ॥
কিবা করিশুণ্ড কিবা সুভুজ মৃণাল।
কিবা অলি সিংহ মাঝা ক্ষীণ কটি সার ॥
রামরম্ভা উরু গুরু স্তম্ভের গঠন।
কিবা নখচন্দ্রপাতি রতনদর্পণ ॥ ৯৩ ॥
কনক নপুর বর চরণে দোলিত।
কটিতটে পীত (পট্ট)[6] বসনে জড়িত ॥
কৌস্তুভভূষণ মণি বনমালা দোলে[7]।
নানা ধাতু রত্নহার[8] হৃদয় বিলোলে ॥ ৯৪ ॥
(অঙ্গুরী অঙ্গদ করে কেয়ূর কঙ্কণ)[9]।
কুণ্ডল মণ্ডিত গণ্ড অতি সুশোভন ॥
অগোর চন্দনগন্ধে অঙ্গ বিভূষিত।
ললাটে তিলক কত ভুবন মোহিত ॥ ৯৫ ॥

১। অঙ্গ মনোহর। ২। পদ্মমুখ। ৩। চকোর ভ্রমর কিবা নয়ন বিরাজে। ৪। চন্দ্র ১ম পুথি। ৫। তাহে। ৬। রাস ১ম পুথি। ৭। গলে। ৮। মণি। ৯। অঙ্গুলে অঙ্গুরী করে কনক কঙ্কণ। ১ম পুথি।

মকুট কিরীট শোভা দিব্য মণিবরে।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শোভে চারি[1] করে ॥
ক্ষণে দুই ক্ষণে চারি ভুজের বিলাস।
নির্ণয় করিতে নারি যে হয় প্রকাশ ॥ ৯৬ ॥
আসনে দেখিল পতি রুক্মিণী সুন্দরী।
চামরে ব্যজন করে শত অনুচরী ॥
পতিভাবে মহাদেবী সমুখে দাড়াঞা।
সখী হস্ত হৈতে[2] লৈল চামর কাড়িয়া ॥ ৯৭ ॥
কার্য্য ছলে পাঠাইলা অনুচরীগণ।
পতিসেবা করে দেবী নিজোজিয়া মন ॥
রুক্মিণীর অধিকার লখিয়া[3] শ্রীপতি।
পরিহাস বাড়াইতে দৃঢ় কৈল মতি ॥ ৯৮ ॥
নিকটে আনিল দেবী মিষ্ট সম্ভাষণে।
অঞ্চল ধরিয়া করে বসান আসনে ॥
বাম উরুদেশে প্রিয়া রাখিঞা শ্রীহরি।
বাম ভুজ মূলে অঙ্গ হেলাঞা সুন্দরী ॥ ৯৯ ॥
দক্ষিণ শ্রীভুজে তবে চিবুক তুলিঞা।
কহিল মধুর কিছু ঈষৎ হাসিঞা ॥
শুন চন্দ্রমুখি কিছু কহিব তোমারে।
বুঝিয়া উত্তর[4] পুন কহিবে আমারে ॥ ১০০ ॥
যে কালে ভীষ্মক রাজা রচিল স্বয়ংবর।
তথনে একত্র কৈলা নৃপতিমণ্ডল ॥
সে সব নৃপতিগণ চিরদিন ধরি।
তোমাকে বাঞ্ছিলে তারা পত্নীবুদ্ধি করি ॥১০১॥
তাহাতে তোমার পিতা ভ্রাতৃবন্ধু[5]গণে।
শিশুপালে বর করি বরিল যতনে ॥
ইন্দ্র চন্দ্র সম নৃপ ছাড়িলা কি দোষে।
আমাকে বরিলে তুমি কোন অভিলাষে ॥১০২॥
সে সব নৃপতি বলবুদ্ধিধনবান।
কোন অংশে নহি আমি তাহার সমান ॥

১। দিব্য। ২। সখী হাতে হনে। বুঝিয়া। ৪ উচিত। ৫। গোষ্ঠী

জাতি কুল হীন আমি জানহ বিশেষে।
সমুদ্রে বসতি করি তা সভার ত্রাসে ॥ ১০৩ ॥
নৃপতি নহিয়ে আমি নাহি অধিকার।
নাম যশ কর্ম্ম কেহো না জানে আমার ॥
(ধনী কে)[১] না ভজে আমা দেখি অকিঞ্চন।
না বুঝিঞা আমাকে বরিলে অকারণ ॥১০৪॥
কুটুম্বিতা ন্যায় যুদ্ধ (মিত্রতা)[২] চরিত।
সমান সমান জনে কর্ত্তব্য উচিত ॥
অবিচারে সে সকল নৃপতি ছাড়িলে।
না জানি কেমন লোভে আমাকে বরিলে ॥১০৫
হেন কর্ম্ম যগুপি ঘটিল ভাগ্যদোষে[৩]।
তবে হীন কর্ম্ম তুমি কর কোন রসে ॥
তুমি আমি সিংহাসনে থাকি অহর্নিশি।
পরিচর্য্যা করুক সে[৪] সব যত দাসী ॥ ১০৬ ॥
উর্ব্বশী মেনকা জিনি তোমার কিঙ্করী।
সর্ব্ব সেবা করুক[৫] সে সব অনুচরী ॥
আপনাকে অল্প জ্ঞান কর কি কারণে।
এ সকল হীন কর্ম্ম ছাড় আজি হনে ॥১০৭॥
কৃষ্ণের রভস কথা শুনিঞা সুন্দরী।
কৃষ্ণমুখ নিরখিল লজ্জা ত্যাগ করি ॥
অন্তরে জন্মিল ক্রোধ ভয় অপমান।
নয়ানকটাক্ষে করে কৃষ্ণমুখ ধ্যান ॥ ১০৮ ॥
সচল[৬] নয়ানে জল সঞ্চারিতে না দে।
অধর কাঁপিতে পুন রাখে অনুরোধে[৭] ॥
দীর্ঘশ্বাস জন্মে পুন অঙ্গে অঙ্গে ছাড়ে।
নানা যুক্তি করে মনে কহিতে না পারে ॥১০৯॥
হাসিতে অধর পুন করে বক্রগতি।
বিষাদ জন্মিতে পুন করে হাস্য মতি ॥
হাস্য আর ক্রন্দন রাখিঞা দুই ভাব।
ধৈর্য্য হঞা কহে কিছু সরস প্রস্তাব ॥ ১১০ ॥

ভাল ভাল প্রভু তুমি কহ প্রিয়[১] কথা।
তুমি যে কহিলে নাথ সে নহে অন্যথা ॥
অল্পজনে কে জানিবে হেন কথার ভেদ।
যেন তেন মতে কহ সেহো ব্রহ্মবেদ ॥ ১১১ ॥
যথন যে কহ তার স্বভাব জানিঞা।
নিরবধি শ্রুতি স্মৃতি থাকে বাথানিঞা ॥
সহস্রেক শাখা বেদ না পার জানিতে।
আমি সে অবলা নারী জানিব কেমতে ॥১১২॥
জাতি কুল করি তোমার কোন বস্তু জ্ঞান।
সমুদ্রের হৃদে কর বসতি সন্ধান ॥
নৃপতি হনেন কেনে জড়িত সংসার।
নাম যশ কর্ম্ম কেবা জানিবে তোমার ॥১১৩॥
ধনী নে (?) লভিবে তোমা কোন ভাগ্য বশে।
অকিঞ্চনের প্রিয় তুমি প্রেম ভক্তিরসে ॥
বিধির বিধাতা তুমি পূজ্যের পূজিত।
সর্ব্বজনপ্রিয় তুমি কর সর্ব্বহিত ॥ ১১৪ ॥
কাহার সমান তুমি কে জানিবে মর্ম্ম।
কুপুরুষে কি জানিবে তোমার যশ[২] কর্ম্ম ॥
সংসারী সকলে যাহা যত্ন করি ভজে।
তোমার সেবক তাহা যত্ন করি ত্যজে[৩] ॥১১৫॥
ভাগ্যবশে ঘটিল তোমার পদলাভ।
না বুঝিঞা তোমা প্রতি করি পতিভাব ॥
আমি সে তোমার যোগ্য হেন বাসি মনে।
তোমার আজ্ঞার হেতু বসি সিংহাসনে ॥১১৬॥
অধিকারে চামর ধরিঞা সেবা করি।
দাসীজ্ঞানে তোমার চরণে মন ধরি
অবলা চঞ্চল[১] জাতি না বুঝিয়ে[৪] রীত।
এ সব নিঠুর দণ্ড তাহাতে উচিত ॥ ১১৭
যাকে দাসী জ্ঞান করি না জানিয়া মর্ম্ম।
তারা শুদ্ধ প্রেমভাবে করে সেবা কর্ম্ম ॥

১। ধনীনে। ১ম পুথি। ২। মৈত্রতা। ১ম পুথি। ৩। দৈববশে। ৪। করিব এ। ৫। করিব। ৬। সজল। ৭। উপরোধে।

১। সত্য। ২। রস ৩। সেই যত্নে ত্যজে। ৪। নাহি জানি।

নির্ম্মল চরিত্র দেখি তাকে কর দয়া
আমি দৈবে ভাগ্যহীন তত্ত্ব না জানিঞা ॥১১৮॥
এইরূপে কহিতে কহিতে রূপবতী।
শিথিল[1] অধর গণ্ড অরুণ সুগতি ॥
শিথিল দক্ষিণ কর তুলিবারে নারে।
হস্ত হৈতে[2] চামর পড়িলা ক্ষিতি তলে ॥১১৯॥
প্রিয়ার মনের ভাব বুঝিঞা শ্রীহরি।
সম্ভ্রমে বদন দেখি হাসিলা মাধুরী ॥
ভুজমূলে ভুজ ধরি হৃদয়ে রাখিঞা।
দৃঢ় আলিঙ্গন দিল অন্তর বুঝিঞা ॥ ১২০ ॥
গণ্ডে গণ্ডে কপোলে কপোলে পরশিল।
নয়ানে নয়ানে ঘন যতনে রমিল ॥
মনোরথে কৈল কামকেলি আচরণ।
সরসে রভসে কৈল মনের মার্জ্জন ॥ ১২১ ॥
নানা মতে গোবিন্দ রচিঞা কামকেলি।
রমণী তুষিয়া কিছু কহে বনমালী ॥
কেনে হে প্রাণের প্রিয়া কর হেন রীত।
গ্রাম্যরমণী হেন না কর চরিত ॥ ১২২ ॥
সহজে পুরুষ জাতি জগতের মাঝে।
অভিমানে জন্ম যায় দুঃখ ভয় লাজে ॥
প্রথমে অজ্ঞান থাকে অনেক দিবস।
বুদ্ধিলেশ জন্মিলে হিঁ জন্মে নারীরস ॥ ১২৩ ॥
অহর্নিশি মনঃকথা বিভার[3] কারণে।
নানা দুঃখে অর্থ সঞ্চয় করে দিনে দিনে[4] ॥
সর্ব্ব কার্য্য[5] ছাড়িঞা বিবাহ করে আগে।
গৃহপুর (পরিষ্কার)[6] করে অনুরাগে ॥ ১২৪ ॥
নবীন রমণীগণ নাহি জানে রস।
ক্ষণমাত্রে কোন যোগে[7] নহে পতিবশ ॥

১। কম্পিত। হাতে হনে। ৩। বিবাহ।
৪। রাত্রিদিনে। । ধর্ম্ম। ৬। পুরস্কার।
১ম পুথি। ৭। অংশে।

সর্ব্বসঙ্গে হাসে খেলে থাকে নানা সুখে।
স্বামীকে[1] দেখিলে মাত্র রহে অধোমুখে ॥১২৫॥
কন্দল পীরিতি কথা সর্ব্বসঙ্গে কহে।
পতি কিছু জিজ্ঞাসিলে মৌন[2] হৈয়া রহে ॥
সহজে পুরুষ নব নারীর কারণে।
দেখিতে শুনিতে বাঞ্ছা করে ক্ষণে ক্ষণে[3] ॥১২৬॥
গৃহ মধ্যে থাকে (পত্নী)[4] ধৈর্য্য কথা কহে।
কোন ছলে তার পতি আঙ্গিনাতে রহে ॥
দেখিতে না পায় তভু চাহে চারি দিগে।
না শুনে বচন তভুঁ কর্ণপাতি থাকে ॥ ১২৭ ॥
(ব্যাজ লক্ষ কার)[5] সঙ্গে দীর্ঘ কথা কহে।
কারণে রহিত তভু নানা ছলে রহে ॥
বৃদ্ধা দাসা শিশু দাস পত্নী সঙ্গে থাকে।
যত্ন করি তার কথা পুছে তা সভাকে ॥১২৮॥
যথা তথা ভাল দ্রব্য পায় কোন মতে।
আপনে না (ভোগে)[6] দেয় তার সখীর হাতে ॥
সখী যদি পতিদ্রব্য হেন তাকে কহে।
হস্তে হোঁ না ছোঁয় তাহা নয়ানে না চাহে ॥১২৯॥
মিষ্ট দ্রব্য তিক্ত মানে[7] কণ্টক কুসুমে।
অন্য স্থলে[8] চলে সখীবচন না মানে[9] ॥
সুখে স্বামী নানা বেশ রচিয়া আপনে।
যেখানে দেখিতে পায় রহে সেই[10] থানে ॥১৩০॥
দৈবযোগে পতি যদি দেখে সেই নারী।
নয়ান পুতলি ঢাকে বিষসম করি[11] ॥
এই মত দিবস পর্য্যন্ত তপা[12] ফিরে।
রজনী হইতে বাঞ্ছা নিরবধি করে ॥ ১৩১ ॥
সন্ধ্যাযোগ বুঝিঞা সত্বরে কিছু ভুঞ্জে।
নিদ্রাছল কারণে আপনে শয্যা রচে ॥

১। পতিকে। ২। মলিন। ৩। রাত্রি দিনে।
৪। পতি। ১ম পুথি। ৫। ব্যাজলক্ষ করে।
৬। থায়। ১ম পুথি। ৭। বাসে। ৮। থানে।
৯। শুনে। ১০। সে হি। ১১। বিষময় করি ঢাকে নয়ানপুতলি। ১২। দুঃখে।

তার নারী প্রবোধিঞা আনে দাসীগণ।
শয্যাতে বসিয়া করে বিমুখে শয়ন ॥ ১৩২ ॥
নিজভুজে শির তার হৃদয় বিলাস।
জাগিতে হৈঁা নিদ্রাছলে ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস ॥
পতি যদি পত্নীঅঙ্গে নিজ (কর)[1] ঢালে।
তার কর ধরি তবে তৃণবৎ পেলে ॥ ১৩৩ ॥
নিজ ভুজ ফিরাইতে যদি ইৎসা করে।
পাষাণ অধিক তবে নাড়িতে না পারে ॥
বসনে শরীর ঢাকে না পন্থে চন্দন।
মুখ মেলি নাহি করে তাম্বুল ভক্ষণ ॥ ১৩৪ ॥
অশ্রু বিনে কান্দে যদি অতিশয় পুছে।
অজল্প জল্পায় যাহা আপনে না বুঝে ॥
মুখ নিরখিতে পুন চাপে দুই আঁখি।
পরিহাস কথা শুনি হয় বক্রমুখী ॥ ১৩৫ ॥
ভাব বুঝি পতি যদি[2] দূর হঞা রয়।
উঠিঞা পলাবে হেন মনে করে ভয় ॥
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে কখন শয়ন।
অল্প মাত্র নিদ্রা সর্ব্বরাত্রি জাগরণ ॥ ১৩৬ ॥
এই দুঃখে চিরদিন করে নানা রীতি।
কাল পাঞা নানা যোগে জন্মায় সুরতি ॥
যৌবন অঙ্কুর দেখি নায়ক সকলে।
রতিরস সকল শিখায় তার তরে[3] ॥ ১৩৭ ॥
বক্রকথা হাস্যগতি লোচন ইঙ্গিত।
পতিতে শিখিঞা হয় আপনে পণ্ডিত ॥
জানিলে অধিক তার শতগুণ রচে।
পাছে সেই পতি তার মরম না বুঝে ॥ ১৩৮ ॥
এক কহে আর (করে)[4] আর থাকে মনে।
নায়কের চিত্তে শঙ্কা বাড়ে দিনে দিনে ॥
তবে পতিব্রতা ধর্ম্ম শিখায় তাহাকে।
হৃদয়ে হৃদয়ে থাকে[5] রসে রতি সুখে ॥ ১৩৯ ॥

১। অঙ্গ। ১ম পুথি। ২। কিছু। ৩। জানায় তা সবারে। ৪। শুনে। ১ম পুথি। ১। লঞা।

(গোপ্ত)[1] রূপে গৃহ করে বিরল সন্ধান।
আপ্তগণ স্থানে করে নিত্য (সাবধান)[2] ॥
মনে মনে চিন্তে তবে[3] অপত্য সঞ্চয়।
অপত্যে অধিক তার যৌবনের ক্ষয় ॥ ১৪০ ॥
অপত্য জন্মিলে হয় স্বতন্ত্র গৃহিণী।
অহঙ্কারে নিত্যরূপে বোলে কটুবাণী ॥
শিশুহেতু[4] স্নেহ করে পতিকে নিরসে।
যত ইৎসা করে[5] তাহা স্বতন্ত্র বিলসে ॥ ১৪১ ॥
তার পতি নিত্য ধন[6] উপার্জ্জন করে।
নানা সুখে যুবতী পালিঞা থাকে ঘরে ॥
বৃদ্ধ হৈলে পতি তার হয় অভাজন।
নিরবধি সহে পত্নী পুত্রের তর্জ্জন[7] ॥ ১৪২ ॥
ধান্যের বায়স (খেদে)[8] গাভীর সেবা করে।
শিশুপুত্র (দৌহিত্র)[9] পালিঞা থাকে ঘরে ॥
পত্নীপুত্রে বোলে বৃদ্ধ জীয়ে অকারণ।
সকলে বাঞ্ছয়ে সদা বৃদ্ধের মরণ[10] ॥ ১৪৩ ॥
অসুস্থ অবল দেখি সভে মন্দ বোলে।
না মরে কারণ (সভে নিত্য তিরস্করে)[11] ॥
সুরীতে না হয় তার ভক্ষণ[12] শয়ন।
মরণ অধিক দুঃখ বৃদ্ধের জীবন ॥ ১৪৪ ॥
বৃদ্ধ মৈলে তার নারী[13] বোলে পুত্রস্থানে।
অল্প ব্যয়ে তার কর্ম্ম[14] কর সমাধানে ॥
সে মৈল তাহার হেতু ছাড় উপবাস।
ক্রন্দন অসুখ না করিহ ধন[15] নাশ ॥ ১৪৫ ॥
পুত্রগণ কর্ম্ম করে মায়ের বচনে।
তা সভার এই গতি[16] হয় কালক্রমে ॥

১। গোপ। ১ম পুথি। ২। সমাধান। ১ম পুথি। ৩। তার। ৪। ভাবে। ৫। যত মনে পড়ে। ৬। অর্থ। ৭। অহনিশি সহে পুত্র পত্নীর গঞ্জন। ৮। রাখে। ১ম পুথি। ৯। দুহিতা। ১০। সকলে মেলি বাঞ্ছে তাহার মরণ। ১১। তবে সভে তিরস্করে। ১ম
১২। ভোজন। ১৩। পত্নী। ১৪। অর্থে মৃত কার্য্য। ১৫। অর্থ। ১৬। রূপ।

এই মত সর্ব্ব কাল পুরুষের দুঃখ।
ক্ষণে ক্ষণে চিন্তা বিনে কভু নহে সুখ।
সুনায়ক নাগরের এই সুবিলাস।
প্রেমযোগে কথা ছলে করে পরিহাস॥
পরিহাস কথা কভু প্রেম বিনে নহে।
প্রেম জনমিলে পুন সংসার না দহে॥ ১৪৭॥
সংসার যন্ত্রণা যদি না ঠেকে শরীরে।
তবে ধর্ম্ম কর্ম্ম পথ পারে জানিবারে॥
ধর্ম্ম জানিলে জন্মে নির্ম্মল ব্যবহার।
জন্ম মৃত্যু হেতু তবে ক্ষতি নহে তার॥ ১৪৮॥
জন্ম মৃত্যু হেতু যদি সঙ্কোচ না বাঢ়ে।
তবে সে ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবারে পারে॥
পরিহাস হেতু প্রিয়া কহিল তোমারে।
প্রেমযোগে এত দুঃখ বলিলে আমারে॥ ১৪৯
তোমার আলাপে আমি (বাসি বড়)[১] লাভ
না বুঝিঞা আমাকে করিলে ভিন্ন ভাব॥
কৃষ্ণের বিস্তার কথা শুনিয়া রুক্মিণী।
সুদৃঢ় করিয়া অঙ্গ কহে প্রিয় বাণী॥ ১৫০॥
শুন হে জীবননাথ মোর নিবেদন[২]।
সর্ব্ব রস কলাতত্ত্ব তুমি পরায়ণ[৩]॥
পুরুষের দুঃখ আর নারী অনুযোগে।
সংসারী গৃহস্থগণ এইরূপে ভোগে॥ ১৫১॥
কিন্তু তাতে রসিক (নায়ক)[৪] সুপুরুষে।
অঙ্কুর জন্মিলে মাত্র সিঞ্চে প্রেমরসে॥
অকুমারী নারী সুনায়ক কথা শুনি।
মনে মনে আপনা আপনে ধন্য মানি॥ ১৫২॥
পতিকথা শুনি অন্যমনা হঞা থাকে[৫]।
বালিকা সংহতি খেলে কর্ণ সেই দিকে॥
পতি হেতু দেবপূজা করে নিরন্তর।
যে দেব যখন দেখে তাতে চাহে বর॥ ১৫৩॥

বিভা হৈলে মাত্র চিত্ত পতিতে সঞ্চরে।
সমুখে না দেখে রূপ নিরখে অন্তরে[১]॥
আতি যত্নে দিন কত না বোলে বচন।
কর্ণপাতি শুনে তার মধুর ভাষণ॥ ১৫৪॥
নম্রমুখী সুচরিতা জন্মে কিছু হাস[২]।
মনে মনে চাহে নব[৩] পতির সম্ভাষ॥
সুনায়কে যখন অঞ্চল ধরি আনে।
ইৎসায়ে না আইসে কর পরশ কারণে॥ ১৫৫॥
করে ধরি পতি যদি বসায় আসনে।
(আসনে না আসে উরে বসিবার মনে[৪])॥
উরে বসাইয়া[৫] যদি কিছু পুছে ছলে।
নিরীক্ষণ হেতু তবে কিছুই না বোলে॥ ১৫৬॥
চিবুক ধরিঞা যদি হাস্য হেতু ভাষে[৬]।
চুম্বন কারণে তবে কিছু নাই হাসে[৭]॥
বদন চুম্বিঞা যদি করে কামকেলি।
আলিঙ্গন হেতু তবে ধরয়ে কাচুলি॥ ১৫৭॥
কাচুলি খসাঞা যদি করে আলিঙ্গন।
রতি উপরোধে উরু চাপে ঘনে ঘন॥
নাগরেক উপরোধ জন্মাঞা কুমারী।
ক্রমে ক্রমে বোলে কিছু বচন মাধুরী॥১৫৮
চুম্ব আলিঙ্গন রতি সুরস বেহারে।
নিজ অঙ্গ সমর্পিয়া পতিসেবা করে॥
যৌবন জন্মিলে মাত্র করে যত কর্ম্ম।
কেবল নায়কহেতু কুলজার ধর্ম্ম॥১৫৯॥
অঙ্গের মার্জ্জন করে পন্থে অলঙ্কার।
নানা গন্ধ মাল্যে রচে রূপের পসার॥
স্বামীকে যোজিঞা[৮] করে তাহার সন্তোষ।
পতি বিনে এ সকল মানে মহাদোষ॥১৬০॥

১। বড় বাসি। ১ম পুথি। ২। রসিকশেখর। ৩। তোমাতে গোচর। ৪। নাগর। ১ম পুথি। ৫। কাণো দূর গিয়া থাকে।

১। কটাক্ষে নেহারে। ২। চন্দ্রমুখী সচকিতা উপজে হাস। ৩। নারী। ৪। আসনে না উঠে তবে বসিবার মনে। ১ম পুথি। ৫। উরেত বসায়। ৬। রহে। ৭। কিছুই না কহে। ৮। পুজিয়া।

নায়কের প্রিয় যত জানিঞা সন্ধান।
প্রাণপোণে[১] সেবা করে তনয়[২] সমান ॥
শিষ্ট দুষ্ট দাস দাসী সবে প্রাণপোণে।
জলপান না করে দেখিলে গুরুজনে ॥ ১৬১ ॥
চণ্ডকথা নাহি কহে স্বতন্ত্রে[৩] নাহি বসে।
চলিতে চরণশব্দ না করে বিশেষে ॥
কঙ্কণ নূপুর শব্দ যত্ন করি রাখে।
(নাটগীত রূপ কিছু মনেহ না দেখে)[৪] ॥১৬২॥
যেবা যত বোলে তাহা পতিকে না কহে।
তিরস্কার পুরস্কার সমভাব সহে ॥
ভুমিগত নয়ান অন্তরগত কথা।
পতিকর্ম্মে চিত্ত তার প্রেমগত ব্যথা ॥ ১৬৩॥
যুক্তিকালে শুদ্ধ মন্ত্রী করণে[৫] কিঙ্করী।
মাতৃমত স্নেহ রতিকালে বেশ্যানারী[৬]।
ধর্ম্মযোগে পত্নী সেই কেলিযোগে সখা[৭]।
কেবল পতির বশ করে ধর্ম্ম শিক্ষা ॥১৬৪॥
হাস্তরস প্রেমকথা নিরবধি কহে।
অন্তরে পরশ রস হেতু তনু দহে ॥
না কহে অধৈর্য্য[৮] কথা না হয় বিদিত।
ভাবে মাত্র ব্যক্ত করে সহজ চরিত ॥১৬৫॥
রতি উপরোধ নাহি পরশে অধীন।
এ সব জানিব সব কুলজার চিহ্ন ॥
সকল ইন্দ্রিয় ভোগ করে নানা ভেদে।
তারমধ্যে রতি রস (আসক্তি)[৯] বিরোধে ॥১৬৬॥
পূর্ব্বপ্রেম থাকে যদি রতির[১০] অন্তরে।
হাস্তরস অনুরাগ লেশ নাহি[১১] ছাড়ে ॥

সর্ব্বত্র রাখিঞা ভাব ভোগ করে রতি।
তবে সে জানিব তার নির্ম্মল (আসক্তি)[১] ॥১৬৭॥
নহে যদি রতি হেতু নানা যোগ[২] কহে।
(ব হে)[৩] হো অধৈর্য্যতনু অন্তরে হো দহে ॥
যেন তেন মতে তার চিত্ত আবরিঞা।
রতিভোগ করে মন মদনে মোহিঞা ॥ ১৬৮ ॥
রতিশেষে তাহার আলস্য আগমন।
তবে ভুজ শিথিলিল অধর কম্পন[৪] ॥
তবে রস আর্ত্তিকথা সকল পাসরে।
নিদ্রার কারণে তবে নানাভঙ্গী করে[৫] ॥ ১৬৯
কোন ছলে করে তবে বিমুখে শয়ন।
এ সকল প্রীত কার্য্য কারণ ভজন ॥
নির্ম্মল আসক্তি যার সেই ভাগ্যবান্।
সেই জন জানে সর্ব্বরসের সন্ধান ॥১৭০॥
কুলজা রমণীগণ সর্ব্ব দুঃখ সহে।
পতির কপটে মাত্র তনু প্রাণ দহে ॥
সকল ইন্দ্রিয়গণ করিঞা অধীন।
পতিরবশ হঞা থাকে ভাবে নহে ভিন্ন ॥১৭১॥
তিরস্কার প্রহার নায়কে যত করে।
কার্য্য বিচারিঞা সব সহিবারে পারে ॥
কিন্তু হাস্যরস ভঙ্গ চিহ্ন নাহি দেখি।
তথাচ অন্তরে ছাড়ে বাহ্যে করে সুখী ॥ ১৭২ ॥
অধিক আদর করে কহে প্রিয়বাণী।
বৃক্ষমূল কাটিঞা পল্লবে সিঞ্চে পানি।
ই বড় প্রমাদ নাথ কহিল তোমারে।
কেবল কুলজাগণ জীয়ন্তে হিঁ মরে ॥ ১৭৩॥
মরিলে মরণ নহে দুঃখ নাহি[৬] মানে।
আসক্তি[৭] বিৎসেদ জন মরে ক্ষণে ক্ষণে ॥

১। শয্যা বিনে। ২। নায়ক। ৩। সম্মুখে। ৪। নাট্য গীত রূপ রঙ্গ নয়নে না দেখে। ১ম পুথি। ৫। কার্য্যকালে শুদ্ধমতি কারণে। ৬। মাতৃসম স্নেহ রীতি। ৭। ধর্ম্মকালে পত্নী সে হি প্রেমযোগে সখা। ৮। অধর্ম্ম। ৯। আসক্তি। ১০। সম্ভোগ। ১১। ধরে।

১। আসক্তি ১ম পুথি। ২। কর্ম্মে। ৩। কার্য্যে। ৪। তবে ভুজ শিথিল অবশ আলিঙ্গন। ৫। গলা-ভঙ্গ ধরে। ৬। সহি। ৭। আসক্তি ১ম পুথি।

রুক্মিণীর বচন শুনিঞা হৃষীকেশ।
অপরাধ হৈল হেন মানিল বিশেষ॥ ১৭৪॥
কৃষ্ণ বোলে কি কহিব প্রাণের (ঈশ্বরী)[১]
তোমার প্রসাদে আমি রস লেশ ধরি॥
তোমার সরসভাবে আমি রসবান্।
নিত্য নব তোমার রসের উপাদান॥ ১৭৫॥
যে সব আসক্তি রস কহিলে আপনে,।
মনুষ্যশরীরে মাত্র কেহো কেহো জানে।
অনুরাগ অনুযায়ী যাহার ভজন।
নির্ম্মল আসক্তি ভাব বুঝে সেইজন॥ ১৭৬॥
রয়বতনামে গিরি উত্তরে প্রধান।
ভুবনমোহন সেই অদ্ভুত নির্ম্মাণ॥
রসিক অমরগণ তাতে করে স্থিতি।
তাহাতে প্রচার মাত্র নির্ম্মল আসক্তি॥ ১৭৭॥
সে সব কৌতুক কথা কহিতে না পারি।
সাধারণ জন নহে তার অধিকারী॥
কৃষ্ণ মুখ বচনে রুক্মিণী হরষিতা।
উপরোধ জন্মাঞা কহিল সুচরিতা॥ ১৭৮॥
শুন শুন প্রাণনাথ রসিকশেখর।
কেমনে দেখিব সেই গিরি মনোহর॥
শরীরের কার্য্য এই[২] নিত্য দেখি শুনি।
স্বামীর প্রসাদে মাত্র শুদ্ধ প্রেম জানি॥১৭৯॥
অশেষ কৌতুকরস আছে ক্ষিতিমাঝে।
পুরুষের মধ্যে কেহো[৩] কেহো মাত্র বুঝে।
বিশেষ অবলাগণ লাজ ভয়ে বশ।
দেখিবে কি কাজ[৪] তারা নাহি শুনে রস॥১৮০
পতির অধীন পত্নী কিছু নাহি জানে।
তবে যত দেখে শুনে সব পতির গুণে॥
রুক্মিণীর অনুরাগে প্রভু ভগবান্।
আদেশিয়া দারুকে আনিল রথখান॥ ১৮১॥

মেঘপুষ্প বলাহক শৈব্য সুগ্রীবে।
গরুড়াঙ্কন রথ চারি অশ্বে শোভে[১]॥
তার মধ্যে রত্নমণি মন্দির সুন্দর।
উপরে সঘন উড়ে পতাকা চামর॥ ১৮২॥
রুক্মিণী সহিত কৃষ্ণ রথেত চড়িলা।
মণিময় সিংহাসনে আনন্দে বসিলা॥
রসাবেশে চর চর সজল নয়ান।
দুহে দুহা নিরীক্ষণ করয়ে সঘন[২]॥ ১৮৩॥
কিছুই না বুঝে কেহো আসক্তির ভাবে[৩]।
যে অঙ্গ পরশ করে সেই অঙ্গ দ্রবে॥
কৃষ্ণ আজ্ঞা লৈঞা তবে দারুক সুমতি।
উত্তরে চলায় রথ অতি শীঘ্রগতি॥ ১৮৪
দ্বারকা ছাড়িঞা রথ উঠিলা[৪] আকাশে।
সমুদ্র লংঘিঞা চলে[৫] ধরণী উদ্দেশে।
হেন কৃষ্ণকথা রস মধুর ভাবন।
কহে কবিবল্লভ শুন সর্ব্বজন॥ ১৮৫॥

চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চমে প্রেমরস

দীর্ঘ ছন্দ।

জয় জয় হৃষীকেশ কেবল রসিকবেশ
রুক্মিণী রাখিয়া বাম উরে।
সঘনে বদন চাহে হাসি হাসি কথা কহে
জন্মাইঞা প্রেমের অঙ্কুরে॥

১। সুন্দরী। ২। এ হি পুরুষ্যত অনেকেত ৪। দেখিব কিরূপে।

১। দ্বিতীয় পুথিতেও পাঠ দুষ্ট—যথা,
গরুড় নহেন কর চারি অশ্বে শোভে।
তৃতীয় পুথির পাঠ ১ম পুথির ন্যায়।
২। দুহে দুহা অবিরত করে নিরীক্ষণ। ৩। আসক্তি সভাবে ৪। উড়িল ৫। উড়ে

তুমি প্রিয়া প্রাণেশ্বরী রূপগুণ অধিকারী
প্রেমরসে শরীর জড়িতা।
যাতে নাহি অনুরাগ সে কি বুঝে অনুরাগ
মিথ্যা ভোগে সে জন মোহিতা ॥ ১৮৬ ॥
তোমাকে সংহতি করি চলিব প্রধান গিরি
যাতে প্রেম রসের জনম।
অপ্সর কিন্নর যত চারণ খেচর ভূত
কেলি করে জানিঞা মরম ॥
সিদ্ধ বিদ্যাধর যক্ষ গুহ্যক গন্ধর্ব্ব দক্ষ
বিরলে অমরগণ বসে।
পুরুষে রমণগতি রমণী পুরুষভাতি
মদন উন্মত্ত সেই রসে ॥ ১৮৭ ॥
যতনে[১] রমণীকুলে কুণ্ডল বান্ধিঞা ভালে
তাহে শোভে নানা পুষ্পমালা।
মুকুতা প্রবাল ঝুরি শোভা করে সারি সারি
অঙ্গে যেন সৌদামিনী[২] খেলা ॥
ঝলকে অলকাপাতি বিচিত্র কপাল ভাতি
চন্দন তিলক দীর্ঘ[৩] সাজে।
নাসা তিলফুল তুল, দশন মুকুতামুল
হাস্যরসে পীযূষ বিভজে ॥ ১৮৮ ॥
কেশরে কপোলভাগ তাম্বুলে অধররাগ
কণ্ঠে মণি ধাতু রত্নহার।
অঙ্গদ বলয়া করে অঙ্গুলে অঙ্গুরী ধরে
কটিতটে বসন বিহার ॥
মুখর নূপুর পদে গতি করে অতি মদে
ক্ষীণ কটি বসনে আটনি[৭]।
সকল পুরুষ বালা পয়োধর ভিন্ন চিহ্ন
তাহে দিব্য বাসে শুবক্ষণি[৮] (?) ॥ ১৮৯ ॥
সরসে অলস তনু বাম করে ফুলধনু
দক্ষিণে কুসুমশর বাণ।
গলে নানা ফুলমালা অগোর চন্দন ধূলা
মাখিঞা সঘন করে ঠান ॥
পুরুষ করিয়া বশ তাহে করে পতিরস
কেশ আধ আধ করি বান্ধে।
কপালে সেন্দুর দেখি উজ্জ্বল কজ্জলে আখি[১]
বিম্ব জিনি অধর (সুছান্দে)[২] ॥ ১৯০ ॥
সুকণ্ঠে কনকহার করেত কঙ্কণ সার
কটিতটে পট্টবস্ত্র[৩] সাজে।
বলিত কিঙ্কিণী সব মন্দ মন্দ করে রব
চরণে মঞ্জীর ধীর বাজে ॥
কনক কটোর দুই হৃদয় উপব থুই
কুচ বুদ্ধি করি আৎসাদিঞা।
বসনে শরীর ঢাকে নম্রমুখী হঞা থাকে
গতি অতি মন্দ সচকিঞা ॥১৯১॥
কুসুম গেণ্ডুয়া করে কেহো বা চামর ধরে
হাস্যরস রমণী অপার[৪]।
পতিকে করিঞা বশ সাধিল ভর্তৃকারস
সুখে করে অশেষ বেহার ॥
এ সব চরিত্র কথা দেখিবে শুনিবে তথা
তরুকুলে নানা ফুল ধরে।
স্বরূপ কুসুমগন্ধ অবিরত মকরন্দ
পান করে মত্ত মধুকরে ॥ ১৯২ ॥
লতায়ে জড়িত মধু পান করে সুরবধু
নৃত্য গীত আতি বিলসিতা।
সকল রমণী মেলি সুরস পঞ্চম কেলি
যন্ত্রনাদে সঘন[৫] মোহিতা ॥
শুনিঞা কৃষ্ণের কথা রুক্মিণী হরিষচিত্তা
আনন্দে[৬] কহেন প্রিয় বাণী।

১। যতেক। ২য় ও ৩য়। ২। তড়িতের। ৩। ভালে। ৪। আটন। ৫। সুরকুন। ২য়। সুবন্ধন। ৩য়।

১। নয়ন অঞ্জনে লিখি। ২। সুচান্দে। ১ম পুথি। ৩। পাটপট্ট। ৪। আকার। ২য়। সবার। ৩য়। ৫। *চন্দ্রনাদে সকল। ৬। ব্যাকুলে।

এমত কৌতুক রীত শুনিঞা (ভুলিল)[১] চিত
সত্বরে দেখিলে সুখ মানি ॥ ১৯৩ ॥
যেখানে[২] তোমার প্রীত সে দেহে[৩] সভার হিত
সেইরূপ গুণ সুখ সামা।
সেহ দ্রব্য সেই গন্ধ সেই সে সভার রম্য
কেবা জানে তাহার মহিমা ॥
রুক্মিণীর বুঝি রীতি কৃষ্ণ দিলা অনুমতি
দারুকে ডাকায় রথখান।
চঞ্চল চপল বাজি আপন বিক্রমে সাজি
নৃত্যাবেশে করিল পয়ান ॥ ১৯৪ ॥
চমকে প্রফুল্ল আঁখি কর্ণযুগ উর্দ্ধ দেখি
অতি শীঘ্রগতি পদ পেলে।
পবন জিনিঞা রঙ্গে সারথির মতি সঙ্গে
সমুদ্র তরিল অতি হেলে ॥
হেন সুখে রথমাঝে রুক্মিণী গোবিন্দ সাজে
নানা কথা রভস বিহরে।
শ্রীকবিবল্লভে কয় সুকৃতি রসিকচয়
কৃষ্ণরসে পূরহ অন্তরে ॥ ১৯৫ ॥
পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠে অদ্ভুত রস

। সুহই রাগ।

জয় জয় ব্রহ্মাণ্ডনায়ক দামোদর।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় অখণ্ডকলেবর ॥
সমুদ্র ধরণী দেখি রুক্মিণী সুন্দরী।
কৃষ্ণেকে পুছিলা কিছু বচনমাধুরী ॥ ১৯৬ ॥
শুন শুন প্রাণনাথ মোর নিবেদন।
পর্ব্বত ধরণী সিন্ধু কতেক গণন[৪] ॥
উর্দ্ধে অধে কত লোক বসে কত জাতি।
কাহার উপরে এই ধরণীর স্থিতি ॥ ১৯৭ ॥
জলস্থল কতদূর ধরণীপ্রমাণ।
কহিবে সকল তত্ত্ব প্রভু ভগবান ॥
রুক্মিণীর বচন শুনিঞা নারায়ণ।
কহিব সকল প্রিয়া তাতে দেহ মন ॥ ১৯৮ ॥
বেদ হনে মুনিগণ ধ্বনি জানে মাত্র।
তা সভার কথাতে জন্মিল স্মৃতিশাস্ত্র ॥
সুর নর ফণি সেই শাস্ত্র ধর্ম্ম করে।
তাতে যে শুনিল তাহা কহিব তোমারে ॥১৯৯॥
চিরদিনে কহিতে না পারি এই কথা।
সংক্ষেপে কহিব কিছু শুন সুচরিতা ॥
শম্বুকের ডিম্ব যেন ব্রহ্মাণ্ড রচন।
দীর্ঘ পরিসরে অণ্ড শোঁসর গঠন ॥ ২০০ ॥
কঠার ভিতরে আধ সলিল আধার।
তাহার উপরে বিষ্ণু কূর্ম্ম অবতার ॥
তাহার উপরে শোভা অনন্ত মূরুতি।
নিজ ফণা আধারে রাখিল বসুমতী[১] ॥ ২০১ ॥
অষ্ট গজ দশনে অনন্ত দণ্ড ধরে।
সপ্তম পাতাল সেই ফণার উপরে ॥
ষষ্ঠে রসাতল নাম পঞ্চমে মহাতল।
তলাতল চতুর্থে তৃতীয়ে সুতল ॥ ২০২ ॥
দ্বিতীয়ে বিতল নাম অতল প্রথম।
এই সপ্ত পাতালে বসতি ভুজঙ্গম ॥
নাগলোক বৈসে তথা দিব্য রূপধারী[২]।
স্বর্গের অধিক পুরী কি বর্ণিতে পারি ॥ ২০৩
ভূর্লোক সপ্তমো পুর নর অধিকার।
পৃথিবী তাহার নাম মনুষ্য প্রচার ॥
স্থির বায়ু আধারে সকল লোক বসে।
অনুপাম সুখ ভোগ পৃথিবী বিলসে ॥ ২০৪

১। ভুলল। ১ম। ২। সে খোলে। ৩। সে দৈবে। ২য় ও ৩য়। ৪। গগন।

১। সব ক্ষিতি। ২। মূর্ত্তিধরি। ২য়। এইস্থানে ৩য় পুথির পাঠে সুসঙ্গত অর্থ হয়,—
নানা লোক বৈসে তথা দিব্যমূর্ত্তি ধরি।
স্বর্গের অধিক সুখ কি বর্ণিতে পারি ॥

তার মধ্যে সুমেরু পর্ব্বত মনোহরে।
কাঞ্চনে নির্ম্মিত গিরি অতি শোভা করে॥
চৌরাশি সহস্র ঊর্দ্ধ প্রহরপ্রমাণ।
মন বুদ্ধি অগোচর গিরির নির্ম্মাণ॥ ২০৫ ॥
ষোলয় সহস্র দণ্ড ধরণী ভিতর।
অষ্টাদশ সহস্র প্রহর পরিসর॥
বত্রিশ সহস্র শিরে প্রহর বিস্তার।
ধুস্তুর কুসুম যেন অতি শোভাকার॥ ২০৬ ॥
উত্তরে মন্দার মেরু মন্দার পূরবে।
দক্ষিণে কুমুদ নাম পর্ব্বত স্বরূপে॥
পশ্চিমে সুপার্শ্ব[১] গিরি অতি রম্য দেখি।
দশ দশ প্রহর প্রহর দীর্ঘ লেখি ॥২০৭ ॥
সে চারি পর্ব্বত ধরে সুমেরু কাঁকালি।
সুমেরু ঠেকনা হঞা আছে চারি গিরি॥
মন্দার পর্ব্বত বেঢ়ি চারি মহীধর।
কুসম্ভ বৈকঙ্ক আর কুরঙ্গ কুবর[২] ॥২০৮ ॥
দুই দুই সহস্র প্রহর দীর্ঘ লেখি।
মন্দার পর্ব্বত ধরে অতি শক্তি দেখি[৩] ॥
মন্দার উপরে বৃক্ষ আম্র মনোহর।
দীর্ঘে একাদশ শত পথ পরিসর[৪] ॥২০৯॥
আম্ররসে অরুণদা নামে নদী বহে।
বৃক্ষের সমীপে দুগ্ধ সরোবর রহে॥
চৌদিগে নন্দনবন অতি শোভা করে।
ভুবনদুর্ল্লভ সেই মন্দার সুন্দরে ॥২১০॥
পূর্ব্বে মেরু মন্দার (পর্ব্বত মনোহর[৫])
উত্তরের ক্রমে সেই দীর্ঘ পরিসর॥
ত্রিকুট ত্রিশির আর পতঙ্গরুচকে।
এ চারি পর্ব্বত মেরু ধরিল মস্তকে॥ ২১১ ॥

জম্বুনামে বৃক্ষ মেরু মন্দার উত্তরে।
যার নামে জম্বুদ্বীপ বিদিত সংসারে॥
গজপ্রায় ফলরসে জম্বুনদী বহে।
কর্দ্দমে কাঞ্চন যার সুবর্ণের দহে[১] ॥২১২॥
মধু সরোবর তাতে চিত্ররথ বন।
আর যত যত আছে কি তার গণন॥
দক্ষিণে কুমুদ কটি চারিজনে ধরি।
সিতবাস কপিল নিসদ সন্ধ্যাগিরি[৩] ॥২১৩॥
কুমুদে কদম্বতরু পঞ্চধারা নদী।
বৈভ্রয়ত বনে ইক্ষুসরোবর নিধি॥
পশ্চিমে সুপার্শ্ব তলে[৪] চারি গিরি শোভে।
বৈডুর্য্যা জারুণি হংস ঋষভ সুলাভে ॥২১৪॥
বটতরু কামনদ স্বাদু সরোবর।
বিখ্যাত সর্ব্বতোভদ্র বন মনোহর॥
এইরূপে পৃথিবীর অনাদি গঠন।
তবে আর কহিব পূর্ব্বের বিবরণ ॥২১৫॥
পূর্ব্বকালে কৈল ব্রহ্মা সৃষ্টির পত্তন।
জন্মাইলা মানসে অনেক পুত্রগণ॥
যত যত ব্রহ্মার মানসপুত্র হয়।
জন্মিয়ে সংসারকর্ম্ম কিছুই না লয় ॥২১৬॥
ইন্দ্রিয় অধীন নহে মুক্ত হঞা বুলে।
ব্রহ্মার আজ্ঞায়ে কেহো সৃষ্টি নাহি করে॥
সৃষ্টি কর্ম্ম দেখি তারা বন্দী হেন বাসে।
না হয় ব্রহ্মার বশ স্বতন্ত্র বিলাসে ॥২১৭॥
মানসে জন্মাঞা সৃষ্টি সুখ নাহি মানে।
তবে শক্তি প্রকাশিল সৃষ্টির কারণে॥
স্বায়ম্ভুব মনু হৈল ব্রহ্মার কুমার।
শতরূপা কন্যা হৈল মানসী প্রচার ॥২১৮॥
স্বায়ম্ভুব মনু যদি প্রকৃতি দেখিল।
সেইক্ষণে প্রকৃতিতে চিত্ত আবারিল॥

১। সুপর্ণা। ২। বর। ২য়। তুরঙ্গবর। ৩য়। ৩। শীঘ্র করি। ৪। একাদশ শত পথ প্রহর দীঘল। ৫। উত্তম শোভা করে। ১ম পুথি।

১। উপরে। ২। সুরাসুর দেহে। ৩। এই শ্লোক ২য় পুথিতে নাই। ৪। সুবর্ণ তাল।

ব্রহ্মার আজ্ঞায়ে তবে শতরূপা সহে।
করিল মৈথুনসৃষ্টি পরম উৎসাহে ॥২১৯॥
শিবশক্তি মৈথুনে জন্মিল সৃষ্টিভার।
শতরূপা যোনিযোগে গর্ভের সঞ্চার ॥
প্রিয়ব্রত, কনিষ্ঠ উত্তানপাদ নামে।
স্বায়ম্ভুব দুই পুত্র জন্মিল প্রথমে ॥২২০॥
তার পাছে পুত্র কন্যা কত কত হৈল।
নানা মত জীব কত শরীরে জন্মিল ॥
মর্ত্তালোকে অধিকার[১] প্রিয়ব্রত রাজা।
যার বলে অমর অসুরে করে পূজা ॥২২১॥
মহাতেজ দণ্ড ধরে নৃপতি প্রচণ্ড।
তপস্যার ফলে ভোগ কৈল রাজাখণ্ড ॥
সুমেরু বেড়িঞা সূর্য্য করে প্রদক্ষিণ।
সপ্তঘোড়া এক চাকা ভ্রমে রাত্রিদিন ॥২২২॥
যে দিগে সূর্য্যের গতি দিবা সেই দিগে।
সূর্য্য বিনে রাত্রি হয় অন্ধকার যোগে ॥
তবে প্রিয়ব্রত রাজা চিন্তিল অন্তরে।
রাত্রি বিনে দিবা কেনে না হয় সংসারে ॥২২ ॥
সূর্য্যের সমান রাজা মহাতেজ ধরে।
সে কারণে রথ ঘোড়া কৈল যোগবলে[২] ॥
ধরণীতে চাকা রাখি রথ খেদাইল।
সুমেরু দক্ষিণে রাখি রথ ফিরাইল ॥২২৪॥
সুমেরুর দুই দিগে দুই তেজ ফিরে।
রাত্রি দিবা হঞা তবে সংসার বিহরে ॥
প্রিয়ব্রত তেজবলে শীঘ্রগতি ভরে।
চাকা তল গেল পৃথ্বী টল মল করে ॥২২৫॥
তবে পুন রথচক্র দূরেত রাখিল[৩]।
তাহার দ্বিতীয় তবে তথাতে জন্মিল[৪] ॥

দিবসেক সেইখানে চাকা নহি চলে।
তথা হৈতে চাকা তুলি পেলাইল দূরে ॥২২৬॥
দুলক্ষ প্রহর গর্ত্ত সেখানে হইল।
তাহার দ্বিগুণ তবে তৃতীয়ে জন্মিল ॥
এইরূপে সপ্ত দিন ভ্রমিল নৃপতি।
যার তেজে কেহো না জানিল দিবারাতি ॥২২৭॥
দিবারাতি ভেদ বিনে প্রমাণ না হয়।
তাহা দেখি সুরগণ চিন্তে অতিশয় ॥
তবে দেবগণ গেলা প্রিয়ব্রত পাশে।
কহিল অনেক মত মনের বিলাসে ॥২২৮॥
তুমি রাজা মহাবল ব্রহ্মতেজ ধর।
তুমি কেনে অল্পভ্রমে[১] হেন কর্ম্ম কর ॥
রাত্রি দিবা ভেদ বিনে প্রমাণ না হয়।
অধিকার হ্রাস বৃদ্ধি না বুঝি নির্ণয় ॥২২৯॥
দেবের বিশ্রাম নহে না জন্মে অদৃষ্ট।
বিশেষ না জন্মে এই সংসারের সৃষ্ট ॥
পৃথিবী সহিতে নারে এ সকল ভার।
দুই তেজে নষ্ট হৈল অখণ্ড সংসার ॥২৩০॥
সাতদিনে অর্দ্ধেক ধরণী গেল নাশ।
কোথাতে রাখিঞা রথ করিবে প্রকাশ ॥
সকল করিতে পার নিজ বল তেজে[২]।
ব্রহ্মার নির্ব্বন্ধ কেনে আপনে হরিবে[৩] ॥২৩১
জ্বলায়ে[৪] দহিলে লোক বীজ নাহি জন্মে।
সত্বরে করহ ধৈর্য্য হেন চণ্ড কর্ম্মে ॥
সুরগণ বচনে নৃপতি শান্ত হৈল।
তুষ্ট হঞা দেবগণে আশীর্ব্বাদ কৈল ॥২৩২॥
গোলোকের সুরভি (স্তবিঞা)[৫] নিল তথা।
সপ্তধারে সপ্তরস প্রসবিল মাতা ॥

১। মর্ত্ত্যলোক অধিকারী ২। রথচাকা কৈল নিজবলে। ২য় ও ৩য়। ৩। সেই চক্র দূরে ফিরাইল। ৪। লক্ষক প্রহর গর্ত্ত সেখানে জন্মিল।

১। তবে কেনে অপভ্রমে। ২। তেজশক্তি-গুণে। ২য় ও ৩য়। ৩। হরিবে আপনে। ৪। জ্বালায়। ২য় ও ৩য়। ৫। তরিয়া। ১ম পুথি। স্তুতিয়ে। ৩য়।

প্রথম হ্রদেত মাতা দিলা স্তনধার।
ক্ষীররসে পূর্ণ কৈলা প্রথম আধার ॥২৩৩॥
দ্বিতীয়ে পূর্ণিত কৈল মিষ্ট ইক্ষুরসে।
তৃতীয়ে মদিরা রসে[1] পূরিল হরিষে ॥
চতুর্থ আধার তবে ঘৃতে[2] পূর্ণ কৈল।
পঞ্চমেত আম্ল দধি খন্দক পূরিল[3] ॥২৩৪॥
ষষ্ঠেত কষায় দুগ্ধে করিল পূর্ণিত।
সপ্তমে নির্ম্মল জল রাখিল নিশ্চিত ॥
এইরূপে সপ্ত হ্রদ পরিপূর্ণ কৈল।
সুরগণে সিন্ধু হেন নাম নিয়োজিল ॥২৩৫॥
রাজা নেবারিঞা সুরগণ গেলা ঘরে।
ভূমণ্ডলে রাজ্য করে ধর্ম্ম নৃপবরে ॥
সপ্তচাকা আঘাতে সমুদ্র সপ্ত হৈল।
তার মধ্যে মধ্যে সপ্ত দ্বীপ নিবসিল ॥২৩৬॥
সুমেরু সম্প্রতি[৪] সঙ্গে জম্বু দ্বীপ দেখি।
লক্ষেক প্রহর দ্বীপ[৫] অধিকার দেখি ॥
মণ্ডল আকার দ্বীপ পরম শোভিত।
লবণ সমুদ্র তার চৌদিগে বেষ্টিত ॥২৩৭॥
দ্বিগুণ দ্বিগুণ করি দ্বীপের বিস্তার।
দ্বিতীয়েত প্লক্ষদ্বীপ বলয়া আকার ॥
তৃতীয়েত কুশদ্বীপ জগতে বিখ্যাতি।
ক্রৌঞ্চ নামে দ্বীপ এসে চতুর্থে সুভাতি[৬] ॥২৩৮॥
পঞ্চমেত শাকদ্বীপ পরমসুন্দর।
ষষ্ঠেত শাল্মলী দ্বীপ সপ্তমে পুষ্কর ॥
এই সপ্ত দ্বীপ শোভে ধরণী প্রসার।
সিন্ধু মধ্যে মধ্যে যেন বলয়া আকার ॥২৩৯॥
সপ্ত দ্বীপে সমুদ্রে যতেক ভূমি লেখি।
তাহার সমান ভূমি কাঞ্চনের দেখি ॥

চৌদিগে কাঞ্চনভূমি মহাতেজ ধরে।
যথা গেলে আপনা চিহ্নিতে কেহো নারে॥ ২৪০॥
শ্বেত রক্ত নীল আদি নানা বর্ণ রাখি।
তেজে প্রবেশিঞা সব পীত মাত্র দেখি ॥
শব্দ মাত্র জানি সর্ব্ব প্রাণীর নির্ণয়।
কেবল অমরগণ ক্রীড়ার আলয় ॥২৪১॥
বাহ্যেত মানসোত্তর নাম মহীধর।
বলয়া আকার উচ্চ লক্ষেক প্রহর ॥
পূর্ব্বদিকে ইন্দ্রপুরী নামে দেবধানী।
দক্ষিণে যমের পুরী নাম সঞ্চামিনী ॥২৪২
পশ্চিমে বরুণ পুরী[1] লোচনী নগরী।
উত্তরে চন্দ্রের পুরী নামে বিভাবরী ॥
চারিদিগে পুরী সেই মহীধর[2] শিরে।
সূর্য্যের তুরঙ্গ চাকা সে পর্ব্বতে ফিরে ॥২৪৩॥
তার বাহ্যে লোকালোক নামে মহীধর।
বলয়া আকার সেই[3] চৌদিকে প্রসর ॥
ভুবনের চতুর্থেক তার অধিকার।
উর্দ্ধে ত্রয়োদশ কোটি পথের বিস্তার ॥২৪৪॥
সূর্য্য অগ্নি কিরণে উজ্জল কভু নয়[4]।
ঘোর অন্ধকার বিনে দীপ্ত নাহি হয়[5] ॥
তার বাহ্যে অন্ধকূটা[6] পর্ব্বত সংহতি।
বিষ্ণুশক্র[7] বিনে তথা কারো নাহি গতি ॥২৪৫॥
মর্ত্ত্যলোকে বাস করে মনুষ্য সকলে।
প্রহর পঞ্চাশকোটি দীর্ঘ পরিসরে ॥
সপ্তদ্বীপ পৃথিবীতে প্রিয়ব্রত রাজা।
(জনম)[8] পর্য্যন্ত তেহো কৈল বিষ্ণুপূজা ॥২৪৬॥
অন্তকালে স্বর্গলোকে করিলা বসতি।
তার বংশে সপ্তপুত্র হৈলা দ্বীপপতি ॥

১। কটু। ২য় ও ৩য়। ২। চতুর্থ আধারে তিক্ত ঘৃত। ৩। অম্লরসে পঞ্চম খন্দক আবরিল। ৪। সম্পত্তি। ৫। গর্ত্ত। ৬। সুভাতি।

১। বরুণপুরী নিত্য। ২। মহীধর। ৩। সেহো। ৪। লয়। ১ম পুথি। কভো উজ্জ্বল নহে। ২য় পুথি। ৫। মুক্ত কভো নহে। ৬। অন্ধকটা। ২য়। অন্ধ কটা। ৩য়। ৭। নন্দী। ৮। আজন্ম। ১ম পুথি।

অগ্নিধ্রু[1] প্রধান পুত্র জম্বুদ্বীপে রাজা ।
প্লক্ষদ্বীপে ইক্ষুজিহ্বা কৈল ব্রহ্মপূজা ॥২৪৭॥
কুশদ্বীপে যজ্ঞবাহু করে অধিকার ।
ক্রৌঞ্চে হিরণ্যরেতা ধর্ম্ম (অবতার[2]) ॥
শাকদ্বীপে অষ্টবাহু[3] পরম সুমতি ।
প্রধান (শাল্মলী[4]) দ্বীপে রাজা মেধাতিথি ॥২৪৮
সপ্তমে পুষ্কর দ্বীপে অবিহোত্র[5] রাজা ।
ক্ষীরোদ সাগর যোগে কৈল বিষ্ণুপূজা ॥
চিরংকাল রাজ্য কৈল[6] সে সব নৃপতি ।
পুত্রগণে বিবর্ত্তিঞা দিল সব ক্ষিতি ॥২৪৯॥
জম্বুদ্বীপে অগ্নিধ্রু[7] নৃপতি মহাশয় ।
তার বংশে জনমিল শতেক তনয় ॥
নবপুত্র হৈল তার মহাযোগেশ্বর ।
একাশি তনয় হৈল ধর্ম্মেত[8] তৎপর ॥২৫০॥
এক পুত্র হৈল তার সর্ব্বগুণে[9] রতি ।
আর নব জন হৈল নবভাগপতি ॥
বৃদ্ধ রাজা জম্বুদ্বীপ নব ভাগ কৈল।
মর্য্যাদা[10] পর্ব্বত তার মধ্যে নিযোজিল[11] ॥২৫১॥
সুমেরু উত্তর ভাগে কৈল নীল[12] গিরি ।
দুই দিগে সমুদ্র পর্য্যন্ত সীমা করি ॥
প্রহর সহস্র দশ উচ্চ মহীধর ।
শ্বেত নামে গিরি কৈল তাহার উত্তর ॥২৫২॥
তাহার উত্তরে শৃঙ্গবান্ মহাগিরি ।
দীর্ঘ আকার সেই সমুদ্র সীমা করি ॥
সুমেরু দক্ষিণ ভাগে নিষধ পর্ব্বত ।
তাহার দক্ষিণে হেমকূটের মহত্ত্ব ॥২৫৩॥

১। অগ্নিধ্র। ২। অবধার। ১ম পুথি ৩। প্রিষ্টবাহু। ৪। শাম্বলি। ১ম পুথি। ৫। আবিহোত্র। ৬। চিরকাল ভোগ করে। ৭। অগ্নিধ্র। ৮। কর্ম্মেত। ৯। সত্ত্বগুণে। ১০। মর্যাদা। ১ম পুথি। মর্জ্যাদা ২য় পুথি মধ্য।। ৩য় ১১। আরোপিল। ১২। নিল। ১ম পুথি

তাহার দক্ষিণে সীমা হিমালয় গিরি ।
উত্তর প্রমাণ সেহো পরিমাণ করি ॥
সুমেরু পশ্চিমে মাল্যবানের মহিমা ।
নীল আর নিষধ পর্য্যন্ত তার সীমা ॥২৫৪॥
সুমেরুর পূর্ব্বে গন্ধমাদন সুসার ।
মাল্যবান প্রমাণে সীমানা[1] করি তার ॥
সীমারূপে ভিন্ন ভিন্ন অনুমানে লেখি ।
তথাচ শোঁসর পথ প্রতি অংশে[2] দেখি ॥২৫৫॥
এইরূপে জম্বুদ্বীপ নবভাগ কৈল ।
ইলাব্রত নামে পুত্র মধ্যভাগে দিল ॥
তাহার উত্তর ভাগে রম্যক নৃপতি ।
তাহার উত্তরে হিরণ্ময় মহামতি ॥২৫৬॥
উত্তরে উত্তরকুরু সিন্ধুতীরে বাস ।
সুমেরু পশ্চিম ভাগে বসতি ভদ্রাস[3] ॥
মেরুপূর্ব্ব অংশ কেতুমান মহামতি ।
সুমেরু দক্ষিণভাগে হরিবর্ষ[4] পতি ॥২৫৭॥
তাহার দক্ষিণে অজনাভের সমাজ ।
তাহার দক্ষিণ ভাগে কিংপুরুষরাজ ॥
হিমালয় সীমা করি সমুদ্র পরীক্ষা ।
ভারতভূমি করি জগতে যার আখ্যা ॥২৫৮॥
এই নব পুত্র তার পালে নব ভাগ ।
বিষ্ণুদেব পূজিতে সভার অনুরাগ ॥
তবে প্লক্ষদ্বীপে ছিল ইক্ষুজিহ্বা রাজা ।
তেহো সপ্তভাগ করি বাটি[5] দিল প্রজা ॥২৫৯॥
ক্ষীরসিন্ধু ইক্ষুসিন্ধু পর্য্যন্ত প্রমাণ ।
সীমারূপে (কৈল সাত পুরীর নির্ম্মাণ[6]) ॥
পর্ব্বত নৃপতি নাম যতেক আছিল ।
পুস্তক বিস্তার[7] হয় তাহা না লিখিল ॥২৬০॥

১। প্রমাণ। ২। অংশে প্রতিভাগে। ৩। ভদ্রাখ। ৪। হরিবৃষ। ৫। শত পুত্র আনিয়া বাটিয়া। ৬। দিল সবে পর্ব্বত স্থান। ১ম পুথি। ৭। বাহুল্য

মণিকূট আদি করি সপ্ত মহীধর।
পূর্ব্বক্রমে উচ্চ দশ সহস্র প্রহর ॥
শিব আদি সপ্তপুত্রে সপ্ত অংশ[১] ভোগে।
সূর্যদেব সেবে তারা নানা অনুরাগে[২] ॥২৬১॥
তবে কুশদ্বীপে ছিল যজ্ঞবাহু রাজা।
তেহো সপ্ত ভাগ[৩] কৈল আপনার প্রজা ॥
সুরস[৪] পর্ব্বত আদি কৈল সাত গিরি।
ইক্ষু সুরা পর্য্যন্ত প্রমাণ তাহা করি ॥২৬২॥
সুরোচন আদি সপ্ত কুমার সবলে।
চন্দ্রদেব সেবি সপ্তভাগ ভোগ করে ॥
ক্রৌঞ্চ দ্বীপে আছিল হিরণ্যরেতা নামে।
তেহো সপ্তঅংশ কৈলা আপন ভুবনে ॥২৬৩॥
বভ্রু[৫]-আদি সপ্তগিরি সুন্দর মহিমা।
সুরা সর্পি সমুদ্র পর্য্যন্ত তার সীমা ॥
বসু[৬]দার-আদি সপ্ত প্রচণ্ড কুমার।
অগ্নিদেব সেবিঞা তাহার অধিকার ॥২৬৪॥
শাকদ্বীপে (অষ্টবাহু)[৭] সপ্ত গিরি দিল।
ঘৃত দধি সমুদ্র পর্য্যন্ত বিরচিল ॥
বর্দ্ধমান[৮] আদি কৈল সপ্ত মহীধর।
মধুর কুমার আদি সপ্ত নরবর ॥২৬৫॥
সপ্ত নরপতি এই[৯] ভোগে সপ্ত অংশ।
বরুণ সেবিঞা থাকে নৃপতির বংশ ॥
প্রধান (শাল্মলী)[১০] দ্বীপে গরুড়ের স্থিতি।
মেধাতিথি রাজা কৈল সপ্ত অংশ ক্ষিতি ॥২৬৬
ঈশান পর্ব্বত আদি কৈল সপ্ত গিরি।
দধি দুগ্ধ সমুদ্র পর্য্যন্ত সীমা করি ॥
পুরোরবা আদি সপ্ত অংশে সপ্ত রাজা[১১]।
বায়ুদেব সেবিঞা পালিল সর্ব্বপ্রজা ॥২৬৭॥

১। ভাগ। ২। কর্ম্মযোগে। ৩। অংশ। ৪। সুবল। ৫। বজ্র। ৬। বসুদান। ৭। ঘৃতপৃষ্ঠে। ১ম পুথি। পৃষ্ঠবাহ। ২য়। ৮। গন্ধমালা। ৯। তারা। ১০। শাম্বলি। ১ম পুথি। ১১। পুজব করিয়া দিল সপ্ত অংশে রাজা।

সপ্তমে পুষ্করদ্বীপে অবিহোত্র[১] পতি।
তার পুত্র দুই মাত্র জন্মিল সুমতি ॥
দ্বীপ মধ্যে গিরি দিল বলয়া আকার।
পর্ব্বত মানস নাম বিদিত[২] তাহার ॥২৬৮॥
দুগ্ধসিন্ধু কূলে কৈল ধাতক নৃপতি।
জলসিন্ধু কূলে বাস কৈল মহামতি[৩] ॥
ব্রহ্মা দেব সেবিঞা তাহার অধিকার।
সপ্তদ্বীপে ষষ্ঠাধিক চল্লিশ কুমার ॥২৬৯॥
পুত্রসব রাজা করি বৃদ্ধ নৃপগণ।
স্বর্গে বাস কৈল তারা তেজিঞা ভুবন ॥
ক্ষীরোদ সমুদ্রে শ্বেতদ্বীপের মহিমা।
কহিতে কহন নহে তার রূপসীমা[৪] ॥২৭০
রত্নমণিমণ্ডপ অধিক ধরে ধাম।
বিষ্ণু অংশ আপনে অনন্ত ধরে নাম ॥
নিজদেহে বিষ্ণুশয্যা রচিত সুন্দর।
সহস্র মস্তকে ফণা ধরণী উপর[৫] ॥২৭১
প্রতি ফণা উপরে মুকুট[৬] এক মণি।
সূর্য্য অগ্নি অধিক তাহার তেজখানি[৭] ॥
অনন্ত শরীরে[৮] শয্যা বিষ্ণুর শয়ন।
নবীন নীরদ শ্যাম রূপ সুশোভন ॥২৭২॥
মুকুট কিরীটী[৯] মালা কুণ্ডল শোভিত।
দিব্য দিব্য রত্নমণি মাণিকে রচিত[১০] ॥
কপোল উপরে শোভে অলকার পাঁতি[১১]।
প্রসন্ন কপালে দীর্ঘ তিলক সুভাঁতি ॥২৭৩॥
চিত্রসম ভুরুযুগ মুদিত নয়ান।
বিচিত্র নাসিকা রক্ত অধর শোভন ॥

১। আবিহোত্র। ২। বিখ্যাতি। ৩। দধিসিন্ধু কূলে দিল রমণক মহামতি। ৪। রূপগুণ সীমা। ৫। সহস্র বদনে ফণা ধরিল উপর। ৬। মকুট। ১ম পুথি। মকুটে। ২য় পুথি। ৭। তেজ তাহার বাখানি। ৮। বীরের। ৯। কিরিট। ১০। অঙ্গ বিরচিত। ১১। কপাল উপরে শোভা মুক্তার পাঁতি।

অল্প অল্প শ্বাসে[১] গণ্ড মন্দ মন্দ দোলে।
মুদিত নয়ান শোভে রচিত কপালে[২] ॥২৭৪॥
দুই অংস চিবুক দেখিতে সুললিত।
কর্ণযুগে মকর কুণ্ডল সুশোভিত[৩]।
দীর্ঘগ্রীবে বিরাজিত অনুপাম হার।
উচ্চবক্ষে সুন্দর কৌস্তুভ মণি সার ॥২৭৫॥
অজানুলম্বিত ভুজ চারি মনোহর[৪]।
অঙ্গদ বলয়া কত রত্ন মণিবর[৫] ॥
বামভুজে শির পুন কর বক্ষ দেশে।
দক্ষিণ যুগল[৬] জানু পর্য্যন্ত বিশেষে ॥২৭৬॥
কটি সূত্রে ব্রহ্মসূত্র দিব্য পীতবাস।
বিচিত্রনূপুর[৭] বর চরণে বিলাস[৮] ॥
নাভিপদ্মে চতুর্ম্মুখ যোগরূপে বসে।
আত্মারূপে মহেশ্বর হৃদয়ে বিলসে ॥২৭৭॥
চন্দ্রসূর্য্য স্থিতি করে এ দুই লোচনে।
নিদ্রারূপে মহামায়া বসে আবরণে ॥
সেখানে কমলা পদ্ম[৯] আসন উপরে।
নিজ উরু মধ্যে[১০] বিষ্ণুপদযুগ ধরে ॥২৭৮॥
(পতি)[১১] বাম জানুতে রাখিঞা বাম করে
দক্ষিণ শ্রীভুজ রাখে অঙ্গুলি উপরে ॥
তপ্তহেম জিনি দেবী প্রথম যৌবনী।
নানা আভরণ[১২] যুত বিচিত্র ভূষণী ॥২৭৯
পতি গতি মতি প্রাণে আনন্দে বিহ্বলা[১৩]।
নিদ্রিত শরীরে করে জাগরণ খেলা ॥
লক্ষ্মী নারায়ণ সেই শ্বেতদ্বীপে বসে।
ধরণীর রক্ষা হেতু আনন্দে বিলসে ॥২৮০॥

যখন অসুররণে দহে সুরগণে।
তখন সেখানে সুরে করে আরাধনে ॥
এইরূপে মর্ত্ত্যলোকে সৃষ্টের মহিমা[১]।
আর কত কহিব অনন্তরূপ[২] সীমা ॥২৮১॥
ভূর্লোক[৩] শূন্য স্থানে প্রেতলোক বসে।
কেবল খেচরগণ তাহাতে বিলসে ॥
সুরলোক সুমেরু পরি[৪] ব্রহ্মার নগর।
দীর্ঘ পরিসরে দশ সহস্র প্রহর ॥২৮২॥
ব্রহ্মপুরের কি কহিব মহিমা বিস্তার।
অষ্টদিগে বাস করে অষ্ট লোকপাল ॥
পূর্ব্বদিগে নগরী অমরাবতী নাম।
ইন্দ্রের বসতি বন নন্দন সুধাম ॥২৮৩॥
অগ্নিকোণে অগ্নি বসে শমন দক্ষিণে।
নৈর্ঋতে নৈর্ঋত[৫] বসে বরুণ পশ্চিমে ॥
বায়ুকোণে বায়ু বসে কুবের উত্তরে।
ঐশান্যে ঈশানপুরী অতি মনোহরে ॥২৮৪॥
বৈকুণ্ঠ হইতে[৬] গঙ্গা পড়ে সুরপুরে[৭]।
চারিদিগে চারি নাম নদী হঞা বুলে ॥
পূর্ব্বে সীতা দক্ষিণে অলকানন্দা নাম।
পশ্চিমে উত্তরে বক্ষুভদ্রা[৮] অনুপাম ॥২৮৫॥
সুমেরুর শৃঙ্গ মাঝে শৃঙ্গ নাহি অন্ত।
সর্ব্বদেব বসে তথা যত ভাগ্যমন্ত[৯] ॥
সুরলোক ভিতরে তিন (লোকের[১০]) বসতি।
সপ্তঋষি লোক আর চন্দ্রলোক স্থিতি ॥২৮৬॥
তাহার উপরে ধ্রুব লোকের সঞ্চার।
এই তিন জানিব সুরলোক অধিকার ॥
তবে মহর্লোক ব্রহ্মভাবন বিহার[১১]।
ব্রহ্মভাবে যোগিগণ তাহাতে সঞ্চার ॥২৮৭॥

১। হাসে। ২। মুদিত বদনে শোভে বলিত কপোলে। ৩। বিলোলিত। ৪। চারি ভুজ অদভুত। ৫। করে রত্ন মণিযুত। ৬। শ্রীভুজ। ৭। নপুর। ১ম পুথি। ৮। যুগ চরণে বিসাল। ৯। পদ্মা। ১০। দেশে। ১১। পত্নী। ১ম পুথি। ১২। আভরণ। ১ম পুথি। ১৩। বিভোলা।

১। এহি রূপে শ্বেতদ্বীপে অনন্ত মহিমা। ২। বিস্তারিব রূপগুণ। ৩। সুরলোক। ৪। গিরি। ৫। নৈরত। ২য়। নৈঋত্য। ১ম। ৬। হনে। ৭। ব্রহ্মপুরে। ৮। বক্ষভদ্রা। ৯। জগত ভাগ্যবন্ত। ১০। পিলের (?) ১ম পুথি। ১১। বেহার। ১ম ও ২য় পুথি।

তপলোকে সকল তপস্বী অধিকারী।
কর্ম্মঠ সকল বৈসে সেই কর্ম্মপুরী[১] ॥
জনলোকে সকল বৈষ্ণব জন[২] বসে।
ভক্তির সাধন করি কৌতুকে বিলসে ॥২৮৮॥
সত্যলোকে অন্তর্গত আছে পঞ্চ স্থান।
তাহাতে জানিব নিত্য সুখের নিদান ॥
ব্রহ্মলোকে বসতি ব্রহ্মার নিজপুরী।
তার পরে বিষ্ণুলোক[৩]বৈকুণ্ঠনগরী ॥২৮৯॥
বৈকুণ্ঠের অধে যত যত লোক আছে[৪]।
বৈকুণ্ঠ অধীন হঞা সকল বিলসে ॥
রত্নমণিনির্ম্মিত নগর মনোহর।
সুগন্ধি (শীতল)[৫] জলে পূর্ণ [৬] সরোবর ॥২৯০॥
রাত্রি দিন ভেদ নাই (সকল)[৭] প্রকাশ।
হংস চক্রবাক করে অশেষ বিলাস ॥
স্বাদু জলে অবিরত বহে সর্ব্ব নদী।
মৃগগণ চতুর্ভুজ পক্ষ চতুষ্পদী ॥২৯১॥
বিষ্ণুময় সর্ব্বলোক চতুর্ভুজ ধরে।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধরে চারি করে[৮]।
মণিময় মুকুট কিরীট বিরাজিত [৯]।
মকর কুণ্ডল গণ্ডে[১০]সভাব দোলিত ॥২৯২॥
রাজীবলোচনযুগ শ্যামকলেবর [১১]।
তথাতে অচিহ্ন দেখি ঈশ্বরকিঙ্কর ॥
বাঞ্ছাকল্পতরু তথা পুষ্প অম্লান ॥
অবিরত সুগন্ধি আমোদ রাত্রিদিন ॥ ২৯৩ ॥
কোকিল গায়ন তথা করে[১২]নানা গতি।
ভ্রমরে সঞ্চরে তথা[১৩]তাল সঞ্চরিতি ॥

শারী শুক শ্লোক পঢ়ে পুষ্পতরু কুলে[১]।
অনুক্ষণ নৃত্য করে ময়ূর[২]সকলে ॥২৯৪॥
দ্বারী জয় বিজয় সনক আদি মুনি।
স্বরস্বতী কথা কহে নানা রসধ্বনি[৩] ॥
রোগ শোক জরা ব্যাধি[৪] দুঃখ তাপহীন।
অখণ্ড (আনন্দে)[৫] ভেদ নাহি রাত্রিদিন ॥২৯৫॥
বৈকুণ্ঠনগরে সুখ কেবল বিচিত্র।
দেখিলে প্রতীত মাত্র সে সব চরিত্র ॥
রসিক পরমানন্দ বিষ্ণু অধিকারী।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম[৬] চতুর্ভুজধারী ॥২৯৬॥
মুকুট কুণ্ডল হার কৌস্তুভ ভূষণ।
গলে বনমালা বক্ষে শ্রীবৎসলক্ষণ ॥
অঙ্গদ বলয়া করে কেয়ূর শোভিত।
কটিতটে ব্রহ্মসূত্র[৭] বাস ধরে পীত ॥২৯৭॥
কটিতে (রশনা)[৮] পদে নূপুরযুগলে।
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশচিহ্ন চরণের তলে[৯] ॥
রত্নসিংহাসনে বিষ্ণু আনন্দে (বিহরে)[১০]।
বাম অংশে লক্ষ্মী দেবী তিলেক না ছাড়ে ॥২৯৮
মুকুট কিরীট হার কঙ্কণ কিঙ্কিণী[১১]।
বিষ্ণু (সম বেশ ধরে)[১২]আতি(সুভাগিনী)[১৩] ॥
অঙ্গে অঙ্গে আসক্তি বিভজে ক্ষণে ক্ষণে।
কিবা কাল অকাল একো হি না জানে ॥২৯৯॥
ধ্বজ (ছত্র)[১৪] চামর পতাকা প্রতি ঘরে।
রত্নমণি মুক্তা হীরাধিক শোভা করে[১৫] ॥

১। কর্ম্ম যশ করে তথা বসে দিব্য পুরী। ২। গণ। ৩। পুরী। ৪। বসে। ৫। কারুণ্য। ১ম পুথি। ৬। স্বাদু। ৭। কমল। ১ম পুথি। ৮। শোভে দিব্য করে। ৯। মণিময় মস্তকে বিরাজিত। ১০। কর্ণে। ১১। মনোহর। ১২। যাতে কহে। ২য়। গায় নানা গীত। ৩য়। ১৩। শুদ্ধ। ২য়। ভ্রমরা ঝঙ্কারে সুগন্ধ সঞ্চারিত। ৩য়।

১। আল পুষ্পকুলে। ২। মধুর। ৩। স্বরস্বতী কহে তথা নানা গুণ ধ্বনি। ৪। ক্রোধ ভয় জম শ্রম। ৫। আখণ্ড। ১ম পুথি ৬। শ্যাম মনোহর রূপ। ৭। ত্রিবলীবলিত কটি। ৮। বসন। ৯। ধ্বজবজ্র আদি চিহ্ন ধরে পদতলে। ১০। বেহারে। ১ম পুথি। ১১। মুকুট কুণ্ডল হার কনককিঙ্কিনী। ১২। রূপে সমবেশ। ১৩। সৌভাগিনী। ১ম পুথি। ও তৃতীয় পুথি। ১৪। চত্র। ১ম পুথি। ১৫। রত্ন মণি [illegible] বিচিত্র তেজ ধরে

(দিব্য জীব শব্দ কাল)[১] সব্ব মূর্ত্তিমান্ ।
কেবল বিষ্ণুর তথা বৈভব নিদান ॥৩০০॥
যতেক আছয়ে সুখ বৈকুণ্ঠ মাঝারে ।
কহিতে কহন নহে সে সব বিস্তারে ॥
বৈকুণ্ঠ উপরে শিবলোকের নিম্মাণ ।
মহেশের কেলিকলা যাতে উপাদান ॥৩০১॥
শৈবলোক বৈসে তথা শব্দতেজরূপে ।
মূর্ত্তি[২] রূপে দেহ ধরে আনন্দস্বরূপে ॥
তাহার উপরে দেবী[৩] লোকের মহত্ব ।
প্রকৃতির বেহার নিদান রসতত্ব ॥ ৩০২ ॥
শাক্ত লোক বৈসে[৫] তথা প্রকৃতির বেশে ।
শক্তিকে প্রধান[৬] করি শিব অঙ্গে বসে ॥
সর্ব্বোপরি গোলোক (সুরতি)[৭] অধিকারী ।
গোলোকের রূপ গুণ কি বর্ণিতে পারি ॥৩০৩॥
রত্নমণি[৭] ভূমি তাতে[৮] ধূলি[৯] চিন্তামণি ;
পরশে রচিত বেদি পথ[১০] অনুমানি ॥
মণিময় গৃহ শুদ্ধ কাঞ্চনে রচিত ।
সর্ব্বধাতু কোমল সুগন্ধি নানা রীত ॥৩০৪॥
সরোবরের নীর সব অমৃত -[১] সমান ।
মধু পরিপূর্ণ হঞা নদীর নিম্মাণ ॥
জলযোগে সঘন বিহরে দেবহংস ।
সর্ব্বসুখ মূর্ত্তিমান্ ভোগে[১২] নানা অংশ ॥৩০৫॥
সর্ব্ববৃক্ষ কল্পদ্রুম নানা গুণ ধরে ।
ফল ফুল মকরন্দ গন্ধে শোভা করে ॥
অযাচক যাচক কাহাক[১৩] নাহি জানে ।
বাঞ্ছা বিনে পূর্ণ করে নানা রস দানে ॥৩০৬॥

নব নব সুখ সব শরীরে উদয় ।
মানসে বিস্তর[১] ভোগ না বুঝি নির্ণয় ॥
রমণী রসিক যাতে[২] অখণ্ড যৌবন ।
বিনি পাঠে সর্ব্বশাস্ত্র[৩] জানে সর্ব্বজন ॥৩০৭॥
প্রেমরস সুখরস মূর্ত্তিমন্ত[৪] দেখি ।
অখণ্ড আনন্দ সর্ব্বজীব মহাসুখী ॥
কার্য্য বিনে করণ[৫] সর্ব্বত্র উপাদান ।
স্বাদুগন্ধ রূপবতী[৬] সর্ব্বমূর্ত্তিমান্ ॥ ৩০৮॥
গীতছন্দে কথা যাতে নৃত্যছন্দে গতি ।
সহজকথনে যাতে বেদের উৎপত্তি ॥
না ভোগিলে সব্ব রস ভোগে সর্ব্বজন ।
না দেখিঞা[৭] সব্ব রূপ করে নিরীক্ষণ ॥৩০৯॥
না বোলিলে সর্ব্ব কথা বুঝে অনুমানে ।
না শুনিলে সব্দ ধ্বনি বুঝে[৮] সব্ব জনে ॥
না জানিঞা জানে সর্ব্ব না রমিঞা রমে ।
মনের সকল কম্ম পূরে বিনি শ্রমে ॥৩১০॥
গোলোকের রীতি অতি[৯] অসীম উপমা ।
কোটি কোটি অনন্তে কহিতে নারে সীমা ॥
অধে রসাতল আর গোলোক উপরে ।
প্রহর পঞ্চাশ-[১০]কোটি উদ্ধ পথ ধরে ॥ ৩১১ ॥
সত্য আদি চারি যুগে এক যুগ লেখি ।
হেন একাত্তরি যুগ ইন্দ্রভোগ দেখি ॥
চৌদ্দ ইন্দ্রের পাত হয়[১১] ব্রহ্মার দিবসে ।
তবে ব্রহ্মা নিদ্রা গেলে সৃষ্টির বিনাশে ॥ ৩১২॥
ব্রহ্মার চৈতন্য হয় দশ শত যুগে ।
পুনরপি সৃষ্টি হয়[১২] ব্রহ্মা অনুরাগে ॥

১। ধ্রুব জীব স্থল আদি। ১ম পুঁথি। দিব্য জীব সর্ব্বকাল। (৩য়)। ২। মুক্ত। ` দেব। ৪। শক্তিলোক গতি। ৫। প্রকাশ। ৬। ,। ১ম। ৭। রত্নময়। ৮। নাতে। ৯। বু ০। পদ্ম। ১১। ক্ষীরের। ২। মূর্ত্তিমন্ত ভোগ। কাহাকো।

১। বিস্তর। ২। রমণী রসিকা তাতে। ৩। তত্ত্ব। ৪। সব মুর্ত্তিময়। ৫। কারণ। ৬। স্বাদ গন্ধ রূপ রতি। ৭। দেখিয়া তো। ৮। শুনে। ৯। যত। ১০। দশ। ১১। চতুর্দ্দশ ইন্দ্রপাত। ১২। জন্মে।

এই[১] রূপে তিন শত ষাটি দিন হয়।
তবে সে বৎসর হেন জানিব[২] নির্ণয় ॥ ৩১৩
শতেক বৎসর থাকে ব্রহ্মার প্রকাশ।
ব্রহ্মার নিপাতে হয় ব্রহ্মাণ্ড বিনাশ ॥
সত্ব রজ তম তিন গুণ হয় শেষে।
সর্ব্ব মুক্ত হঞা কবে ঈশ্বর প্রবেশে ॥ ৩১৪ ॥
এ সব অনেক কথা ব্রহ্মাণ্ডের গতি।
সংক্ষেপে কহিল শুন পতিব্রতা সতি[৩] ॥
কৃষ্ণের বচনে সুখী রুক্মিণী সুন্দরী।
শ্রীকবিবল্লভে কহে চরিত্রমাধুরী ॥ ৩১৫ ॥
ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তমে শিক্ষারস

(মল্লার রাগ) ॥

জয় জয় কৃষ্ণপ্রিয়া পরম রমণী।
পুনরপি কৃষ্ণস্থানে জিজ্ঞাসিল ধনী ॥
কহ কহ প্রাণনাথ ই[৪] বড় বিস্ময়।
এমত ব্রহ্মাণ্ডখণ্ড কাহা হৈতে[৫] হয় ॥ ৩১৬ ॥
কোন জনে সৃষ্টি করে কে করে পালন।
পুনরপি সৃষ্টি নাশ[৬] হয় কি কারণ ॥
যখন জনমে জীব আদিসৃষ্টিকালে।
তখন জন্মিঞা কর্ম্ম করে কার বলে ॥৩১৭॥
পাপ পুণ্য দুঃখ সুখ ঘটে কি কারণ।
কৃপা করি কহ নাথ সব বিবরণ ॥
পূর্ব্বে নাহি পাপ পুণ্য অদৃষ্ট না ধরে।
তবে কেনে দুঃখ সুখ জীবকে আবরে[৭] ॥৩১৮॥

রুক্মিণীর প্রিয় বাক্য শুনিঞা শ্রীপতি।
পুনরপি কহেন আনন্দ পাঞা মতি ॥
অনাদি পুরুষ বসে[১] আদি নারায়ণ।
মূর্ত্তিমাত্র জ্যোতিরূপে জানিল কারণ ॥ ৩১৯ ॥
কারণস্বরূপ ধনি আব্রহ্ম পর্য্যন্ত।
বিষয় লইতে পারে রূপ শব্দ অন্ত[২] ॥
নিরঞ্জন রূপেত স্বরূপ[৩] ব্যবহার।
লইতে না পারি তেজ বোলি নৈরাকার[৪] ॥৩২০॥
আকার[৫] স্বরূপ সূর্য্য সুন্দর[৬]মূরতি।
তেজ যোগে দেখি যেন মণ্ডল আকৃতি ॥
সদ্‌গুণ[৭] নির্গুণ দুই জানিব[৮] তাহাতে।
শিব শক্তি ভিন্ন চিহ্ন না পারি জানিতে ॥৩২১॥
লিঙ্গরূপ শিব যোনি প্রকৃতিস্বরূপা।
তেজময় পুরুষ প্রকৃতি শব্দরূপা ॥
অখণ্ড অদ্বৈত সেই[৯] নিত্য অবতার।
তাকে কে জানিবে সেই[১০] সভার আধার ॥৩২২॥
আদি অন্ত নাহি যার জানি সূক্ষ্মরূপে।
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড যাহার লোমকূপে ॥
সৃষ্টি করিবারে ইৎসা[১১] করে যেই ক্ষণে।
সেই ক্ষণে প্রকৃতি পৃথক তাহা[১২] হনে ॥৩২৩॥
প্রকৃতি পৃথক হৈলে আদি শিব জন্মে।
মাতৃবুদ্ধি করি তেঁহো[১৩] জিহ্বা যোগে বসে ॥
তবে সত্ব রজ তম গুণের উৎপত্তি।
সেই সেই রূপে তিন সঞ্চরে প্রকৃতি ॥৩২৪॥
রজ গুণে ব্রহ্মা নামে[১৪] রক্তবর্ণ ধরে।
জনমিঞা চারি মুখে নিত্য স্তুতি করে ॥

১। এহি। ২। করিব।
৩। ইসব অনেক কথা কহিল সংক্ষেপে।
বিস্তার করিতে কত কহিব স্বরূপে ॥
৪। এ। ৫। কাথে হনে। ৬। নষ্ট।
৭। ২য় পুথিতে শেষ দুই চরণ প্রথম দুই চরণ ও প্রথম দুই চরণ শেষ দুই চরণ-রূপে লিখিত আছে।

১। স্বরূপে রসে।
২। আকার স্বরূপধ্বনি আব্রহ্ম পতঙ্গ।
বিষএ লইতে নারে রূপ শব্দ অঙ্গ।
৩। শিবরূপে পুরুষ। ৪। নিরাকার। ৫। আকারে।
৬। রূপে। ৭। সগুণ। ৮। বসতি। ৯। আনন্দ দেহি। ১০। তাহাকে কে জানিব সেহি। ১১। শক্তি।
১২। তাথে। ১৩। তাতে। ১৪। ব্রহ্মানাম।

ব্রহ্মাণী স্বরূপ[১] তথা শক্তির সঞ্চার।
তাহা হনে সৃষ্টি জন্মে অশেষ প্রকার॥ ৩২৫ ॥
পঞ্চভূতে ঈশ্বরের ব্রহ্মাণ্ড রচিত।
পৃথ্বী জল তেজ বায়ু আকাশ নির্ম্মিত॥
চর্ম্মরক্ত মাংস বসে[২] অস্থি মজ্জা বীর্য্যে।
ব্রহ্মার ইৎসায়ে জীব বসে গুণ তেজে[৩] ॥৩২৬॥
জলস্থল জীবজন্তু আকাশ সঞ্চরে।
অজ্ঞান সজ্ঞান কত রূপ কলেবরে॥
চতুষ্পদ অপদ দ্বিপদ বহুপদে।
সভাতে সমান রস ইন্দ্রিয় সম্পদে॥ ৩২৭ ॥
আহার মৈথুন নিদ্রা লোভ মোহ ভয়।
সমভাবে করে সর্ব্ব শরীরে উদয়॥
সর্ব্বদেহে পুরুষ প্রকৃতি করে রতি।
তাহা হনে[৪] নিত্য নিত্য জীবের উৎপতি॥৩২৮
সত্বগুণে শ্যামবর্ণ[৫] বিষ্ণু অবতার।
লক্ষ্মীমূর্ত্তি হঞা শক্তি সেবা[৬] করে তার॥
চতুর্ভুজে করে নিত্য প্রজার পালন।
নানা রসে জীবের সন্তোষ করে মন॥ ৩২৯ ॥
তিক্ত মিষ্ট কটু কষা ক্ষার আম্ল[৭] যোগে।
প্রথমে জীবের সুখ[৮] এই ছয় ভোগে॥
রূপ গন্ধ ধ্বনি হাস্য পরম সন্তোষে।
দ্বিতীয়ে পরম সুখ[৯] এ সকল রসে॥ ৩৩০ ॥
পত্নী পুত্র গৃহ পুর অর্থ অধিকারে।
তৃতীয়ে পরম সুখ এ সব[১০] প্রকারে॥
জন্ম মাত্রে জানে জীব মরণ না জানে।
এ সব সন্তোষ জীব[১১] করে সত্বগুণে॥৩৩১॥

১। ব্রহ্মা বিষ্ণুরূপে। ২য়। ব্রহ্মাণীরূপে। ৩য়।
২। রস। ৩। জন্মে সপ্ত ধাতু তেজে।
৪। তাতে হনে। ৫। রূপে। ৬। ভক্তি। ৭। অম্ল।
৮। ভোগ। ৯। তুষ্ট। ১০। সন্তোষ জীব সে
সব। ১১। দেহে।

তমগুণে শুক্লরূপ[১] রুদ্র পঞ্চানন।
দুর্গারূপে শক্তি তথা বসে অনুক্ষণ॥
শোক তাপ দুঃখ দিঞা জীব প্রাণ হরে।
হিংসার[২] কারণে রুদ্র অবতার করে[৩] ॥৩৩২॥
এইরূপে ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে সৃষ্টি বসে।
প্রধান অমর নর ফণি লোক শেষে॥
অমরার পতি ইন্দ্র স্বর্গে অধিকার।
কুবের বরুণ আদি অষ্ট লোকপাল॥৩৩৩॥
চন্দ্রসূর্য্য গমনে দিবস রাত্রি হয়।
মুনি ঋষি যোগী সিদ্ধা অশেষ নির্ণয়॥
ঈশ্বর ইৎসায়ে সৃষ্টি জন্মে নানা ভেদ।
ত্রাণহেতু নানা ধর্ম্ম নিয়োজিল বেদ॥৩৩৪॥
জাতি ধর্ম্ম[৪] নানাধর্ম্ম বেদে আরোপিত[৫]।
মনুষ্যশরীরে ধর্ম্ম এ সব উচিত[৬]॥
জপ তপ ত্যাগ শৌচ শান্তি দয়া ধর্ম্ম।
পরস্নেহ গুরুভক্তি অকপট কর্ম্ম॥৩৩৫॥
অদ্রোহী অক্রোধ করে আশ্রিতপালন।
ঈশ্বর আজ্ঞায়ে ধর্ম্ম বেদের স্থাপন[৭]॥
পরহিংসা পরদার ধনে[৮] লোভ করে।
অন্যায় বিক্রয়[৯] ক্রোধ নিরবধি ধরে॥ ৩৩৬॥
অতিথি না সেবে প্রিয় বচন না কহে।
দেব পিতৃ[১০] না সেবে গুরুতে বশ নহে॥
বেদপথ ছাড়িঞা আপনে স্থাপে ধর্ম্ম।
এ সকল নানামত[১১] পাতকীর কর্ম্ম॥৩৩৭॥
অহঙ্কারে কর্ত্তা হঞা জীবে কর্ম্ম করে[১২]।
ঈশ্বরে না ঠেকে কিছু দুঃখ পায় মূঢ়ে॥
বেদপথে ঈশ্বর বুঝায় সব সৃষ্ট।
জীবে যত কর্ম্ম করে সে হয় অদৃষ্ট॥৩৩৮॥

১। বর্ণ। ২। সংহার। ৩। ধরে। ৪। ভেদে।
৫। আরোপিল। ৬। রচিল। ৭। ধর্ম্মপরায়ণ। ৮। পর
নিন্দা পরধন দারে। ৯। বিক্রিয়া। ১০। দ্বিজ। ১১।
এইরূপে নানা মতে। ১২। হয় জীবেক আবরে।

এক কর্ম্ম চিন্তে জীব ঘটে অন্য কর্ম্ম।
এ সব জানিব পূর্ব্ব অদৃষ্টের ধর্ম্ম।
আপনে নহিলে কর্ত্তা পাপ নাহি ঠেকে।
কর্ত্তা হঞা থাকে তবে অদৃষ্ট না থাকে ॥৩৩৯॥
অতএব জীব কর্ত্তা সর্ব্বথা[১] জানিব।
আপন উদ্যোগ কর্ম্মে অদৃষ্ট সাধিব ॥
কর্ম্মসূত্র ছাড়িতে [২] যাহার অভিলাষ।
সে জন বৈরাগ্য মনে করিবে প্রকাশ ॥৩৪০॥
যত কর্ম্ম করে তাতে হৈবে উদাসীন।
কায়মনবাক্যে তার[৩] ধরে ভক্তিচিহ্ন ॥
কিন্তু পাপ পুণ্য বিনে জীব মুক্ত নয় [৪]।
তবে সৃষ্টের চরিত্র কিছুই না লয় [৫] ॥৩৪১॥
সর্ব্বদেহে [৬] আত্মারূপে ঈশ্বর বিলসে।
গঠে ভাঙ্গে নিত্যরূপে মনের হরিষে ॥
প্রকৃতি স্বভাব এই বিষ্ণুমায়া মোহে।
অনুরাগ সংসারে [৭]বাঢ়ায় সর্ব্বদেহে ॥ ৩৪২॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ অভিমানে।
আপনাকে আপনে[৮] অধীন হেন জানে ॥
যথাতে বসতি তাকে বোলে নিজপুরী।
যাহাকে রমণ করে তাকে বোলে নারী ॥৩৪৩॥
যাতে অন্ন[৯] পায় তাকে বোলয়ে ঈশ্বর।
যাকে অন্ন দেয় তাকে বোলয়ে কিঙ্কর ॥
গোপ্তে পাপ কৈলে বোলে কেহো না জানিল।
গ্রামান্তরে গেলে বোলে সঙ্কট তরিল ॥ ৩৪৪॥
অদৃষ্টে ঘটিলে কর্ম্ম আপনা প্রশংসে।
দৈবযোগে ধন পাঞা ধনী হেন বাসে ॥
বীর্য্য হনে জনমে[১০]তাহাকে বোলে পুত্র।
এইরূপে সংসারী বাঢ়ায় ভবসূত্র ॥৩৪৫॥

১। অবশ্য। ২। চিন্তিতে। ৩। তারা। ৪। মুক্তময়। ৫। কিছুই নাহি হয়। ৬। সর্ব্বজীবে। ৭। অনুরাগে সংসার। ৮। ভিন্ন দেহে আপন। ৯। অর্থ। ১০। যে জন্মে।

মায়া মোহে আবরিঞা না বুঝে মরম।
মিথ্যা কার্য্যে সত্য বোলে [১] কেবল ভরম।
জানিঞা ঈশ্বর ভক্তি [২] কেহো নাহি করে।
প্রাণ যদি যায় তভুঁ ভবস্নেহে মরে[৩] ॥ ৩৪৬॥
প্রথমে না থাকে গৃহ ধন পত্নী পুত্র।
আপন উদ্যোগে ঘটে [৪] এই ভবসূত্র ॥
কাল পাঞা ধন পত্নী পুত্রের বিনাশ।
শোকে মাত্র জীর্ণ হয় মূর্খ মতি নাশ ॥৩৪৭ ॥
পিতৃ পিতামহ পূর্ব্বে কোটি[৫]পিতৃগণে।
জন্মিয়া জীবন তারা দিলে কালক্রমে ॥
এই মত বুদ্ধিমানে পরেহো জানিবে।
পুত্র পৌত্র আদি পরে অনেক[৬] মরিবে ॥৩৪৮॥
দেখিঞা না দেখে জীব জানিঞা না জানে।
এ সব জানিব বিষ্ণুমায়ার কারণে ॥
ঈশ্বরচরিত্র প্রিয়া কহন না যায়।
দেখিতে শুনিতে কেহো অন্ত নাহি পায় ॥৩৪৯।
বিষ্ণুমায়া জড়িত সকল জীবগণ[৭]।
তাহা হনে নিত্য জন্মে [৮] সৃষ্টের পত্তন ॥
সংক্ষেপে কহিল সতি বেদমুখে শুনি।
শ্রীকবিবল্লভে কহে চরিত্র সুধ্বনি ॥৩৫০॥

সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টমে স্তুতিরস

জয় জয় প্রাণনাথ রুক্মিণী জুড়িয়া হাত
কহে নিজ (প্রিয়)[১০]বিদ্যমানে ॥
ঈশ্বরচরিত্র যত কহিলে অশেষ মত
তাহে চিত্ত[১১]নহে সমাধানে ॥

১। বাসে। ২। কর্ম্ম। ৩। প্রাণে ছাড়ি তভু বৈভব-স্নেহে মরে। ৪। জন্মে। ৫। আদি পূর্ব্ব। ৬। অসংখ্য। ৭। মায়ায় মোহিত হঞা থাকে জীবগণ। ৮। হয় সব। ৯। বোলে মধুরসবাণী। ১০। প্রিয়া। ১ম পুথি। প্রভু। ৩য়। ১১। মোর।

অদ্বৈত নির্গুণ মন   নৈরাকার [১]নিরঞ্জন
বেদমুখে ইহ [২]কথা শুনি।
এ সব[৩] লইতে ভেদ   মনেত উপজে খেদ
আপনা চঞ্চল হেন মানি ॥৩৫১॥
অদৃষ্ট অশ্রুত কথা   দেখিতে শুনিতে ব্যথা
নিরস বৈরাগ্যযোগ মতে।
যোগেন্দ্র মুনীন্দ্রগণ   ভাবিতে বিভোর[৪] মন
নারী হঞা জানিব কেমনে॥
সম্প্রতি তোমার নাম   রূপগুণ অনুপাম
সদয় সরস প্রেম যোগে [৫]।
স্বভাব (অবশ) [৬]রস   তথাচ স্বভাব বশ
সর্ব্বজন ভজে অনুরাগে ॥৩৫২॥
গোবর্দ্ধন ধর হেলে[৭]   দৈত্যগণ[৮] বিনাশিলে
যদি বোলো এই দেহশক্তি।
তবে কেনে গর্গ মুনি   পুরন্দর সুরমণি
জানিঞা করিল নানা[৯] ভক্তি॥
ব্রহ্মার মোহনকালে   কতকোটিমূর্ত্তি[১০] হৈলে
যদি বোলো কুহক বেহার[১১]।
তবে কেনে চতুর্ম্মুখ   নিবেদিঞা নিজদুঃখ
অপরাধ মানিল অপার ॥৩৫৩॥
দমিলে পন্নগ কালি   দাবানল পান করি
যদি বোলো মন্ত্রের সাধন।
তবে কেনে[১২]নাগনারী স্তব কৈলে কোপছাড়ি
পদচিহ্ন ধরে কি কারণ॥
লক্ষে লক্ষে[১৩]ব্রজবালা সঙ্গে কৈলে নানাখেলা[১৪]
যদি বোলো দেবের প্রসাদে।
তবে কেনে ব্রহ্ম ঋষি   অমর আকাশে আসি[১৫]
পত্নী সঙ্গে ছিলা অতি সাধে॥ ৩৫৪॥

১। নিরাকার। ২। বেদপথে যেহ। ৩। সে সব। ৪। ভাবিয়া বিরল। ৫। সদায় সরস প্রেম জাগে। ৬। অবেশ। ১ম পুথি। ৭। গিরি লৈলে। ৮। কত দৈত্য। ৯। কত। ১০। কোটি কোটি। ১১। ব্যবহার। ১২। সুর। ১৩। কোটি কোটি। ১৪। কামকলা। ১৫। বসি।

কিন্তু তাথে নারদাদি   ভক্তগণ নিরবধি
তোমার নির্ম্মল যশ গায়।
সকল তপস্বী মেলি   জপ তপ যোগ ছাড়ি
প্রেমরস সঘনে ধিয়ায়॥
আপন সহজ যশ[১]   কহিতে নিগূঢ় রস
যদি মোকে দাসীবুদ্ধি ধর॥
কে তুমি কোথাতে স্থিতি কোন ভাবে সুখ[২] মতি
কপট ভাঙ্গিয়া স্থির কর ॥৩৫৫॥
কুমারিকা কাল হনে   ভাব কৈলু প্রাণপোণে
বিপ্র দিঞা পত্র পাঠাইনু।
কুলজা[৩] স্বভাব ধরি পতি হেন মতি[৪] করি।
আজ্ঞা বিনে রথেত চড়িনু॥
যুদ্ধে মৈল বীরগণ[৫]   সহোদর বিড়ম্বন
তাতে মোর না জন্মিল খেদ।
না জানিঞা[৬] কাল ব্যথা যাচিঞা কহিনু কথা
কোন দোষে কর মোকে ভেদ॥ ৩৫৬॥
যদি বোলো নারী কর্ম্ম   সহজে[৭] কুলজা ধর্ম্ম
কোন যোগে তাহা না করিলে।
সে সব তোমার গুণে   আহার্য্য[৮] না কৈলু মনে
অনুরাগে সকল হরিলে॥
ইন্দ্রিয় প্রধান মন   হরিলে সে হেন ধন
আজ্ঞা বিনে[৯] কি করিতে পারি।
কুলটা কুলজা রীতি না বুঝিঞা কোনো[১০]গতি
তোমার ইৎসায়ে কর্ম্ম করি॥ ৩৫৭॥
কি আমি কহিব কত   সর্ব্বভাবে তুমি রত
অন্তর্য্যামী জানিবে সকল।
তথাপি অধৈর্য্য জাতি   নারী হেন অখেয়াতি
তে কারণে এমত চপল॥

১। রস। ২। শুভ। ৩। কুলটা। ৪। স্নেহ মনে। ৫। নিজগণ। ৬। মানিঞা। ৭। সহজ। ৮। আহোর্য্য। ৯। যোগে। ১০। কোহি।

শুনিঞা রুক্মিণী[১] বাণী হাসিঞা[২] পুরুষমণি
পুন পুন প্রাণপ্রিয়া চাহে।
সরস মধুর বোলে মন সহে অঙ্গ[৩] দোলে
প্রাণ পোড়ে অনুরাগদাহে ॥ ৩৫৮ ॥
চুম্ব আলিঙ্গন দান দিতে বাসি অল্প জ্ঞান
পদ পরশিতে করি[৪] সাধ।
শরীর জীবন মন কৈল সর্ব্ব সমর্পণ
তথাপি হোঁ না বাসে প্রসাদ ॥
সজল লোচনপাশে শিথিল অধর হাসে
ভাবে[৫] ঢর ঢর শ্যাম অঙ্গ।
কহিব করিব যত পাসরিল[৬] বুদ্ধি কত
উথলিল রসের তরঙ্গ ॥ ৩৫৯ ॥
প্রেম লজ্জা অনুরাগে ভয় ভক্তি সমভাবে[৭]
অপরাধ বাসিঞা আপনে।
দেখিতে দেখিল লয়[৮] শুনিতে পরম ভয়
হাস্যযোগে তুষিল বচনে ॥
কৃষ্ণ বোলে শুন ধনি যে কিছু কহিলে তুমি
সেই কথা কহিব তোমারে।
তুমি লক্ষ্মীরূপা হেন আপনাকে নাহি জ্ঞান
তবে কেনে দোষহ আমারে ॥ ৩৬০ ॥
পুরুষ প্রকৃতি যত কহিল অশেষ মত
তুমি আমি সেই দুইজন।
আমি শিব তুমি শক্তি আমাকে করহ ভক্তি
আপনা পাসর[৯] কি কারণ ॥
বিরাট শরীরে কত[১০] সৃষ্টি করি নানা মত
অশরীরে সুখ নাহি পাই।
তে কারণে প্রেমযোগে দুই অঙ্গ দুই ভাগে
দ্বন্দ্ব যোগে আনন্দ বাঢ়াই ॥ ৩৬১ ॥

১। সুন্দরী। ২। হসিত। ৩। মন সনে তনু। ৪ করে ৫। রসে। ৬। বিস্মরিল। ৭। ভাগে। ৮। দেখিলে দেখিল নয়। ৯। আপনা না চিহ্ন। ১০। যত।

বৈকুণ্ঠবসতি আমি লক্ষ্মীরূপা তথা তুমি
শ্বেতদ্বীপে কমলা শ্রীহরি।
রাম সীতারূপ ধরি বিরহ বিস্তার করি
নিদানে আসক্তি কেলি করি ॥
যথাতে আমার স্থিতি তথাতে তোমার গতি
অজ ভব পুরন্দর ঘরে[১]।
শশধর দিনকর অমর অসুর নর
তুমি আমি সর্ব্ব কলেবরে ॥ ৩৬২ ॥
অপ্সর কিন্নর নর সিদ্ধ মুনি ফণিধর
স্থাবর জঙ্গম যত দেখি।
হয় নয় স্থূল শূন্য রোগ শোক পাপপুণ্য
আমা বিনে সত্য নাহি লেখি[২] ॥
সৃষ্টি স্থিতি নাশ কর্ম্ম সহজে আমার ধর্ম্ম[৩]
গঠিতে ভাঙ্গিতে করি কেলি।
আমাতে সভার জন্ম না বুঝে আমার মর্ম্ম
রসাবেশে সঘন বিহরি ॥ ৩৬৩ ॥
মৎস্য কূর্ম্ম আদি করি নানা নাম[৪] অঙ্গ ধরি
যুগভেদে বেদ প্রকাশিঞা।
সাধু (পরিত্রাণ)[৫] করি দুষ্কৃতির পাপ হরি
সুখে থাকি (ধর্ম্ম নিরূপিঞা)[৬] ॥
যোগেন্দ্র মুনীন্দ্র যত অহর্নিশি ভাবে কত
জানিঞা না জানে বেদ চারি।
নাম গুণ সঙ্কীর্ত্তন যত যত করি কর্ম্ম
আমি হো করিতে তাহা নারি[৭] ॥ ৩৬৪ ॥
এইরূপে কহি হরি প্রিয়াভুজ ভুজে ধরি
বক্ষে তুলি দিলা আলিঙ্গন।
কপালে কপোল দণ্ড চিবুক অধর গণ্ড
চুম্বিঞা করিলা শান্তি[৮] মন ॥

১। বরে। ২। দেখি। ৩। আমার সহজ ধর্ম্ম। ৪। রূপে। ৫। প্রতিকার। ১ম পুথি। ৬। বেদ প্রকাশিঞা। ১ম পুথি। ৭। কহিতে নাহি পারি। ৮। শান্ত।

কৃষ্ণশুদ্ধ প্রেমলাভে রুক্মিণী (পুরিল)[১] ভাবে
হাসিতে (আনন্দ ঝুরে নীর)[২] ।
শ্রীকবিবল্লভে কহে এক তনু দুই দেহে
অন্যোন্যে দুহার মন স্থির ॥ ৩৬৫ ॥

অষ্টম অধ্যায় ।

নবমে ভেদরস

(বড়ারী রাগ)

জয় জয় কৃষ্ণপ্রিয়া ভীষ্মকদুহিতা ।
অকপটে পতিস্থানে কহে সুচরিতা ॥
কৃপা করি সকল (কহিবে)[৩] মহাশয় ।
পুনরপি জিজ্ঞাসিব উচিত যে হয় ॥ ৩৬৬ ॥
তোমার সৃজন প্রজা পালহ আপনে ।
তবে অনুগ্রহ ছাড়ি দুঃখ দেহ কেনে ॥
আপনে করহ কর্ম্ম জীবে দুঃখ ভোগে ।
এ সকল কুৎসিৎ[৪] সৃজিলে কোন যোগে ॥ ৩৬৩
রুক্মিণীর বচন শুনিঞা দামোদর[৫] ।
হাসিঞা কহিল কিছু মধুর উত্তর ॥
শুনহে প্রাণের প্রিয়া কহিব তোমারে ।
আমার কি দোষ জীব নিজ দোষে মরে[৬] ॥৩৬৮॥
শক্তিযোনি যোগে জীব উর্ম্মের (?) বিকাশে ।
শিবযোগে বীর্য্য করে তাহাতে প্রবেশে ॥
(রেত)[৭] রক্ত একত্র স্খলন[৮] রূপ লেখি ।
পঞ্চ রাত্রি বহি কিছু বৃদ্ধ হেন দেখি ॥ ৩৬৯ ॥

১। পুরল। ১ম পুথি। ২। আনন্দ ঝরে নীর। ১ম পুথি। ৩। কহিলে। ১ম পুথি। ৪। কুরীত। ৫। বচনে পুন কহিল ঈশ্বরে। ৬। দ্বিতীয় পুথিতে দ্বিতীয় তৃতীয় চরণ নাই। ৭। শ্বেত। ১ম পুথি। তৃতীয় পুথিতে এই পঙ্‌ক্তির পাঠ যথা,—

"রেত রক্তে এক এক নানারূপ দেখি।"

৮। কল্প

দশ দিনে হয় পুন বদরীপ্রমাণ[১] ।
ত্রিদশ[২] দিবসে হয় দীর্ঘ নিরমাণ ॥
তিন মাস বহি হয়[৩] জীবের আকার ।
ক্রমে ক্রমে নখ লোম জনমে তাহার ॥ ৩৭০
ষটচক্র কমল ভেদ শরীরে জনমে[৪] ।
শ্বেত[৫] পীত ধূম্র রক্ত শুক্ল কৃষ্ণ বর্ণে ॥
(ক) বেদ বিত্ত দীগ (?) সূর্য্য ষোড়শ দ্বিদলে
গুহ্য লিঙ্গ নাভি বক্ষ কণ্ঠ ভুজ[৬] স্থলে ॥ ৩৭১ ॥
অধে কুণ্ডলিনী বসে উর্দ্ধে সদাশিবে[৭] ।
সুষুম্না নাড়িতে গাথা কহিল সংক্ষেপে ॥
ব্রহ্মরন্ধ্রে চিন্ময়ী সহস্রদলে বসে ।
শুক্লবর্ণে আত্মারূপে হৃদয়ে[৮] বিলসে ॥ ৩৭২ ॥
বাহান্তরি সহস্র নাড়ি শরীরে নির্ম্মাণ ।
তার মধ্যে দশ নাড়ি জানিব প্রধান ॥
ইঙ্গলা পিঙ্গলা সুষুম্নার[৯] সঙ্গে বসে ।
দশ দ্বারে মন প্রাণ সঞ্চরে বাতাসে ॥ ৩৭৩ ॥
প্রাণের সঞ্চার দেহে হয় পঞ্চ মাসে ।
অধোমুখে দশ মাস উদরেত বসে ॥
জননী ভোজন রস নাড়িতে সঞ্চরে ।
সেই রসে জীয়ে জীব[১০] সমুদ্রজঠরে ॥ ৩৭৪ ॥
শত শত জন্মকথা পড়ে নিজ মনে ।
যুগশত[১১] এক পল আপনাকে মানে[১২] ॥
যতেক যন্ত্রণা আছে জগতমাঝার ।
গর্ভবাস অধিক যন্ত্রণা নাহি আর ॥ ৩৭৫ ॥

১। বদর সমান। ২। ত্রিংশতি। ৩। ত্রিমাস রহিলে দেখি। ৪। ষষ্ঠচক্র কমল শরীরেত জন্মে। ৫। হেম। ২য় ও তৃতীয়। ৬। ভুরু। ৭। উর্দ্ধে সদাশিব বরে (রূপে ?) (ক) ৩য় পুথির পাঠ—

"বেদরিতু দিগ সূর্য্য ষোড়শাদি দলে।"

৮। আনন্দে। ৯। ইড়া আর পিঙ্গলা সুষুম্না। ১০। দুঃখ। ১১। যুগসম। ১২। জানে।

গর্ভে থাকি নানা দুঃখ উপভোগ করে।
মনে আর্ত্তনাদ করি পলে পলে মরে॥
ভূমিগত হয় দশ মাসের অন্তরে।
সংসার দেখিলে দুঃখ সকল পাসরে॥ ৩৭৬॥
তবে মহামায়া জীবের চিত্ত আরোপিঞা[১]।
উনবিংশ অংশে দেয় অঙ্গ বিবর্জিঞা[২]॥
তিক্ত মিষ্ট কটু কষা ক্ষার আম্ল যোগে।
জিহ্বা বদ্ধ করে সেই ষড়রস ভোগে॥ ৩৭৭॥
সুদৃষ্টে কুদৃষ্টে করে নয়ান চঞ্চল।
সুঘ্রাণে কুঘ্রাণে করে নাসিকা বিকল॥
তিরস্কারে পুরস্কারে শ্রবণ নিপাতে।
(সুপরশে কুপরশে)[৩] চর্ম্মকে আঘাতে॥ ৩৭৮॥
রতিদুঃখে সুখে করে লিঙ্গের তাড়ন।
কফ বাত পিত্তে করে কণ্ঠ আভরণ॥
সঙ্গ[৪] ভেদে বুদ্ধি জন্মে সঙ্গি[৫]ধর্ম্ম করে।
বেদে যে কহিল তাহা কিছুই না ধরে॥৩৭৯॥
লোভ হেতু পতঙ্গ প্রদীপে ছাড়ে প্রাণ।
শাবকের মোহে পক্ষি পাশে নহে ত্রাণ॥
কামভোগে মত্ত হস্তী বন্দী কারাগারে।
ক্রোধহেতু চণ্ডসিংহ[৬] কূপে পশি মরে॥৩৮০॥
অহঙ্কারে নির্জ্জন কূপেত পড়ে মীন।
হিংসায়ে কুকুর যুদ্ধ[৭] করে রাত্রিদিন॥
এ সকল অনর্থ বসতি জীব সঙ্গে।
নিত্য নিত্য করে তারা কুরীত তরঙ্গে॥৩৮১॥
জীবের শরীরে এই লেখি রাজ্যখণ্ড।
মন নামে রাজা তাতে চঞ্চল প্রচণ্ড॥
রাজ্যে থাকি করে নানা দেশেত সঞ্চার।
কোনো কার্য্য সাধিতে অসাধ্য নাহি তার॥৩৮২॥

সর্ব্বস্থানে গতি করে চরিত্র[১] অদ্ভুত।
অহঙ্কার বিনয় তাহার দুই সুত॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র অহঙ্কার সবল তরঙ্গী।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ তার সঙ্গী॥৩৮৩॥
কনিষ্ঠ (বিনয়)[২] নাম অবল কুমার।
শান্তি দয়া ক্ষমা ধর্ম্ম সঙ্গতি[৩] তাহার॥
পিতৃভূমি লইতে দুহার অভিলাষ।
নিত্য নিত্য করে দুহে বিবাদ প্রকাশ॥৩৮৪॥
কেহো কারো বশ নহে অন্যোন্য কন্দলে।
পিতার দুর্ল্লভ দুহে কাকো না নিবারে॥
দুই সহোদরে যুদ্ধ দেখে দুইগণে।
সেনাপতি সেনাপতি যুঝে দুই[৪] জনে॥৩৮৫॥
অহঙ্কারের সৈন্য লোভ পরম সবল।
তাহার সঙ্গতি নিত্য ত্যাগের কন্দল॥
মোহ সঙ্গে বৈরাগ্যের সঘন বিবাদ।
কামে ধর্ম্মে[৫] হিংসারস নাহি অবসাদ॥৩৮৬॥
শান্তিগণে সতত আঘাতে মহাক্রোধ।
সমতা[৬] হিংসায়ে করে পরম বিরোধ॥
মদ সঙ্গে ধৈর্য্যগণে নিত্য করে রণ।
দম্ভ সঙ্গে মহাযুদ্ধ করে স্নেহগণ[৭]॥৩৮৭॥
এইমত অন্যোন্যে বাড়ায় যুদ্ধকার্য্য।
যেজন প্রবল হয় সেই লয় রাজ্য॥
যদ্যপি বিনয় জিনে চণ্ড অহঙ্কারে।
আপন সমান তবে[৮] না দেখে সংসারে॥৩৮৮॥
লোভ মোহ কাম ক্রোধ আপ্ত পাত্রগণ।
তা সবার চিত্ত রক্ষা করে সর্ব্বক্ষণ॥
পরবিত্ত দার ভূমি হিংসে অতিশয়।
অশেষ অবিধি[৯] করে মনে নাহি ভয়॥৩৮৯॥

১। আবরিঞা। ২। বিভজিয়া। ৩। সুপুরুষে কুপুরুষে। ১ম পুথি ও ৩য় পুথি। ৪। অঙ্গ। ৫। অঙ্গি। ৬। শিবা। ৭। বুদ্ধি।

১। নৃপতি। ২। তনয়। ১ম পুথি। বিনয়। ৩য়। ৩। সংহতি। ৪। জনে। ৫। কামধনে। ৬। সুমতি। ৭। শান্তিগণ। ৮। কাকো। ৯। অবধি।

অন্যের নির্ম্মল কর্ম্ম নিরবধি হিংসে।
আপনে অবিধি কৈলে আপনা প্রশংসে ॥
পিতামাতা অনাদর অন্নবস্ত্র দানে।
বেদে পূর্ব্বপক্ষ করে বিস্তার কারণে ॥৩৯০॥
আশ্রম বিনাশ করে মন্ত্রণার ছলে।
আশ্রিত না পালে নিজ অধিকার বলে ॥
নিজবুদ্ধি প্রকাশিঞা[১] গুরুকে আঘাতে।
শিখাইলে না শিখে সঞ্চরে ভিন্নপথে ॥৩৯১॥
অলৌকিক দেখিঞা[২] বৈষ্ণবগণ হিংসে।
ধন জন যৌবন অন্যের[৩] উপহাসে ॥
বিধির নিষেধ যত[৪] কিছুই না মানে।
যত্ন কর্ম্ম করে তাহা আপনে বাখানে[৫] ॥৩৯২॥
অন্যভাব[৬] অন্যায় করিতে মাত্র চিত্ত।
এইরূপে (অশিষ্ট)[৭] চরিত্র করে নিত্য ॥
তার অন্নভোগিগণ[৮] প্রশংসে তাহাকে।
তবে আর অতিরেক[৯] পাপকর্ম্মে থাকে ॥৩৯৩॥
প্রথমে পালিঞা পশু[১০] মাংস সঞ্চ করে।
সে পশু কাটিঞা খায় দৈব যজ্ঞ ছলে ॥
পরম সন্তোষ পায়[১১] একাকী ভোজনে।
মিষ্ট দ্রব্যে অধিক জঞ্জাল নাহি মানে[১২] ॥৩৯৪॥
সুজনের গতি দেখি নানা ভঙ্গী[১৩] করে।
দুঃখিত অতিথ পাঞা পরিহাসে মারে ॥
তার পরিবার গৃহ ধন কথা পুছে।
উত্তরে উত্তর দিলে ক্রোধ করে পাছে ॥৩৯৫॥
নিজগুণ পরদোষ নিত্য কহে শুনে।
অজস্র জল্পাঞা[১৪] সভা হাসায় যতনে ॥
এইরূপে সংসারী ছাড়িঞা পরিণাম।
অল্প অধিকারে করে নির্ব্বুদ্ধের[১৫] কাম ॥৩৯৬॥

১। প্রকটিঞা। ২। কারণে। ৩। ধনরূপ যৌবনে অন্যেক। ৪। কথা। ৫। শুদ্ধ হেন জানে। ৬। অব্যভার। ৭। কনিষ্ঠ। ১ম পুথি। ৮। ভোজিগণ। ৯। তার অতিরেক আর। ১০। জন্তু। ১১। কেবল সন্তোষ থাকে। ১২। আনে। ১৩। ভঙ্গ। ১৪। জল্পিয়া। ১৫। অবুধের। ২য়। কুবুদ্ধির ৩য়।

অহঙ্কারে আপনাকে মানে[১] অধিকারী।
আপন প্রশংসাহেতু আপনা পাসরি ॥
অর্থ সঞ্চ করে রাজদণ্ডের কারণে।
রূপ সঞ্চ করে পরনারীর মোহনে[২] ॥৩৯৭॥
গুণ সঞ্চ করে ভিন্ন জনকে জিনিতে।
শাস্ত্রেত অভ্যাস করে ধন উপার্জ্জিতে ॥
(দেবকর্ম্ম)[৩] করে সব প্রতিষ্ঠা কারণে।
অপযশ ভয়হেতু পোষে গুরুজনে ॥৩৯৮॥
সিংহ সম সর্ব্বকর্ম্মে হয় অধিকারী।
মুখে বোলে ঈশ্বর ইছায়ে[৪] কর্ম্ম করি ॥
ভাল কর্ম্ম কৈলে বোলে আপন পৌরষ।
মন্দ[৫] কর্ম্মে বোলে আমি ঈশ্বরের বশ ॥৩৯৯॥
এই কর্ম্মে পাপ জন্মে জীবের শরীরে।
যে কিছু জন্মায় জীব সেই ভোগ করে ॥
সংসার তরিতে পারে যে শুদ্ধ শরীরে।
হেন গুণ নষ্ট করে (চণ্ড)[৬] অহঙ্কারে ॥৪০০॥
অহঙ্কারের বশ হয় যেই যেই জন।
অবশ্য তাহাকে[৭] ঘটে প্রমাদ লক্ষণ ॥
অহঙ্কার নির্জ্জিঞা[৮] বিনয় যদি বসে।
তবে দেহ পূর্ণ করে নানা ধর্ম্মরসে[৯] ॥৪০১॥
অর্থশক্তি বিনে হো সভাকে বশ করে।
বিনয়ে সকল কর্ম্ম সাধিবারে পারে ॥
শান্তরসে[১০] হয় তার শরীর[১১] কোমল।
নিজদোষ পরগুণ দেখে নিরন্তর ॥৪০২॥
সভার শরীরে করে নির্ম্মল আসক্তি।
সম্বন্ধ জন্মাঞা করে সভাতে[১২] পীরিতি ॥

১। বাসে। ২। রমণে। ৩। বেদকর্ম্ম। ১ম। দেবকার্য্য। ৩য়। ৪। ইৎসায়ে। ৫। পাপ। ৬। অষ্ট। ১ম পুথি। ৭। তাহাতে। ৮। জিনিয়া। ৯। ইহার পর ২য় পুথিতে অতিরিক্ত দুই পংক্তি আছে,—
প্রথমে হি দেখে সর্ব্ব জনেকে প্রবীণ।
তবে সে আপনে হয় সভার অধীন ॥
তৃতীয় পুথিতেও এই দুই পংক্তি আছে। ১০। শান্তি-রসে। ১১। অন্তর। ১২। নির্ম্মল।

নিজদ্রব্যে পরদ্রব্যে হয় পরিচয়।
সুকর্ম্ম বিকর্ম্ম বুঝে লভ্য অপচয় ॥৪০৩॥
দানধর্ম্ম বিষ্ণু[১]পূজা বৈষ্ণব সেবন।
অশেষ প্রকারে করে ভক্তি উপার্জ্জন ॥
সর্ব্বত্রে আলগ হঞা বসয়ে সংসারে।
লীলায়ে সকল কর্ম্ম সাধিবারে পারে[২] ॥৪০৪
দেহ রাজ্য মন রাজা বৃদ্ধ কলেবরে।
যে পুত্র সবল হয় তার সঙ্গে চলে ॥
না করে নিষেধ আজ্ঞা করে সম দয়া।
আপনে হিঁ করে কার্য্য পুত্র আজ্ঞা[৩]লঞা॥৪০৫
আপন উদ্যোগে জীব মন বশ করে।
মন বশ কৈলে[৪] সর্ব্ব ইন্দ্রিয় নিবারে ॥
সকল ইন্দ্রিয় যোগে দুঃখ সুখ ভোগে।
সুখে আমি দেখি শুনি থাকি আত্মাযোগে ॥৪০৬॥
আমি যদি সর্ব্বকর্ম্মে[৫] সভাকে নিবারি।
তবে আর সৃষ্টি আমি[৬] করিতে না পারি ॥
আমা হৈতে[৭] হয় সর্ব্ব জীবের জনম।
তথাপি আমার কেহ না জানে মরম ॥৪০৭॥
আগুণে আগুণ শিখা যেন না মিলায়।
আমা হৈতে নিঃসরিলে প্রবেশ না পায় ॥
আমার ইৎসায়ে হয় সভার (নিঃসার)[৮]।
আপনার সাধনে প্রবেশে পুনর্ব্বার ॥৪০৮॥
কৃষ্ণকর্ম্ম সাধিতে না দেখি আদি অন্ত।
শক্তি অনুমানে[৯] সাধে কার্য্য বুদ্ধিমন্ত ॥
আকাশে উড়য়ে পক্ষ অনন্ত প্রচুর[১০]।
যার যত শক্তি তারা উঠে ততদূর ॥৪০৯॥
এইরূপে শক্তিক্রমে নিজ কর্ম্ম করে[১১]।
মনের প্রবোধ তারা পায়[১২] যত দূরে ॥

১। বিপ্র। ২য়। বিষ্ণু। ৩য়। ২। ধর্ম্ম ছাড়িবার পারে। ২য়। লীলায় সংসার কর্ম্ম জিনিবারে পারে। ৩য়। ৩। গণ। ৪। হৈলে। ৫। ধর্ম্মে। ৬। কর্ম্ম। ৭। আজ্ঞা হনে। ৮। নিস্তার। ১মপুথি। ৯। অনুরূপে। ১০। অনন্ত আকাশে পক্ষী উড়য়ে প্রচুর। ২য় ও ৩য়। ১১। এহিরূপে সৃজনে আপনে কর্ম্ম করে। ১২। তার জন্মে।

যত জিজ্ঞাসিলে ধনি সকল কহিল।
শ্রীকবিবল্লভে কিছু সংক্ষেপে রচিল ॥৪১০ ॥
নবম অধ্যায় ॥

দশমে শৃঙ্গাররস

জয় জয় কৃষ্ণপ্রিয়া রুক্মিণী সুন্দরী।
পুনরপি পতি প্রতি কহিলা মাধুরী ॥
শুন প্রাণনাথ আজি পরম (বিবরণ)[১]।
নিগূঢ় চরিত্রতত্ত্ব করিবে গোচর ॥৪১১॥
যতেক কহিলে নাথ সভার চরিত্র[২]।
এ সকল সাধুগণে অবশ্য বিদিত ॥
তুমি সে ঈশ্বর সর্ব্বজনের আধার।
তোমার সমান কিছু সাধ্য নাহি আর ॥৪১২॥
তাতে মোর মনেত বিস্ময় এক বড়।
(দেবার্চ্চার ছলে তুমি কাকে ধ্যান কর)[৩] ॥
দেব দেবেশ্বর নিত্য ভাবয়ে তোমারে।
হেন তুমি ভাবহ অর্চ্চহ কার তরে ॥৪১৩॥
তোমা জিজ্ঞাসিতে চাহো চিরদিন ধরি।
এ মোর বিস্ময় প্রভু ছিড়[৪] কৃপা করি ॥
রুক্মিণীর কথা শুনি রসিকশেখর।
রসাবেশে অবশ সরস কলেবর ॥৪১৪॥
নিগূঢ় প্রেমের কথা পড়িল সোঁরণ।
অজ ভব পাসরিঞা কহে বিবরণ ॥
কৃষ্ণ বোলেন প্রিয়া তোমার প্রসাদে।
কহিব পরম তত্ত্ব প্রেম উপরোধে ॥৪১৫॥
গুহ্যাতি অধিক গুহ্য নিত্যলীলা কথা।
তোমা হেন প্রেমপাত্রে কহিব সর্ব্বথা ॥
বিষ্ণুর বসতিস্থল যথা তথা[৫] জানি।
কালান্তরে সকল প্রলয় হেন মানি ॥৪১৬॥

১। বিরল। ১ম পুথি। ২। স্বভাব চরিত্র। ১ম ও ২য়। ৩য় পুথির পাঠ গৃহীত হইয়াছে। ৩। ১ম পুথিতে "দেব চৌর" আছে। ৩য় পুথি—দেবার্চ্চন কালেত কাহাকে ধ্যান কর। ৪। ছিণ্ড। ৫। যত্র যত।

বৈকুণ্ঠাদি যত যত স্থানের প্রধান।
আবির্ভাব তিরোভাব সভাতে বাখান॥
কিন্তু নিত্য স্থান আছে মনের আগম্য।
সাধারণে কি কাজ আমাতে বড়[১] রম্য॥৪১৭॥
হ্রাস বৃদ্ধি নাহি তাতে জরা মৃত্যুভয়।
সাধন ক্রীড়ার হেতু নিত্য রূপে রয়॥
এসব নিগূঢ় কথা গুণ কর্ম্ম ভেদ।
সর্ব্বকাল সেবা করি না বুঝিল বেদ[২]॥৪১৮॥
যন্ত্রভেদে স্থান কহি নিত্য বৃন্দাবন।
ক্ষণার্দ্ধ না ছাড়ে কৃষ্ণ যে রসকানন[৩]॥
অনন্ত শরীরে স্থিতি নিত্য রূপ[৪] স্থান।
কেবল তাহাতে প্রভু[৫] কৃষ্ণ হেন নাম॥৪১৯॥
কিশোর বয়েস তথা সর্ব্বকাল ধরে।
শৃঙ্গার বিগ্রহ বিনে অন্য নাহি করে॥
কুটিল কুণ্ডল আধ ললাটে বন্ধন।
কদম্বকুসুম মালে[৬] চূড়ার সাজন॥৪২০॥
তাহাতে ময়ূরপুচ্ছ করে ঝলমলি।
চৌদিগে চঞ্চল দোলে লবঙ্গের[৭] ঝুরি॥
ঝলকে[৮] তিলক দীর্ঘ অলকা কপালে[৯]।
ভুরুতলে সজলনয়ানে[১০] নৃত্য করে॥৪২১॥
সঘন (হসিত) [১১]মুখ চমকে দশন।
সুরঙ্গ অধর ওষ্ঠ নাসিকা মোহন॥
কর্ণে নব মঞ্জরী বিচিত্র ঘন দোলে।
উচ্চবক্ষে শোভা করে মালতীর মালে॥৪২২॥
শ্বেত রক্ত নীল পীত যোগে অষ্ট বর্ণ।
বৈজয়ন্তী নামে মালা শোভে জানুসম॥
দীর্ঘগ্রীবে কেতকী পরাগ সুরাঞ্জিত।
সুরঙ্গ লবঙ্গ[১২] থোপা পৃষ্ঠে সুদোলিত[১৩]॥৫২৩

আজানুলম্বিত ভুজে পুষ্প অলঙ্কার।
নাগেশ্বর কেশরে বলয়াযুগ সার॥
কটিতটে পীতবাস চম্পক রশনা।
ধটির অঞ্চল পদ উপরে দোলনা॥৪২৪॥
রাতুল চরণোপরি সুমঞ্জীর দোলে।
করতলে (মুরলী)[১] সঙ্গীত সার বোলে॥
সুগন্ধি চন্দনে অঙ্গ বিরাজিত চারু।
নটবর নাগর শেখর রস[২] গুরু॥৪২৫॥
তাহার প্রেমের প্রিয়া প্রাণের বল্লভা[৩]।
রমণী মুকুটমণি নায়ক দুর্ল্লভা॥
কিশোরী নাগরী রতি রভসে রসিকা।
কৃষ্ণ অভিলাষে নাম রঙ্গিনী রাধিকা॥৪২৬॥
শুদ্ধ হেম তনু কিবা কনক কেতকী।
নাগেশ্বর কেশরে অধিক শোভা দেখি॥
পরশে নবনী কিবা শিরীষ মালতী।
অলখিত[৪] রূপ নহে নয়ানের গতি॥৫২৭॥
কুঞ্চিত সুবেশ কেশ কপালে টালনি[৫]।
তাহার উপরে শিখী শিখণ্ড সাজনি॥
গুলাল লালতী মালা বেড়ি বেড়ি সাজে।
অরুণ তিলক ভাল চন্দনের মাঝে॥৪২৮॥
ভুরু পরে অপরে কেশর ভুরু ভাল।
অঞ্জনে রঞ্জন কঞ্জ খঞ্জন নয়ান॥
শ্রবণে[৬] সুপত্রাবলী বিচিত্র লেখন।
নিরুপম নাসা গণ্ড বলিত গঠন॥৪২৯॥
দাড়িম্ব কুসুম কিবা অধর প্রবাল।
দশন মুকুতা কিবা তড়িতের মাল॥
শ্রুতিযুগে কুসুমস্তবক লবাঙ্কুরে।
কণ্ঠে মালতীর দাম[৭] বনমালা দোলে॥৪৩০॥
কেয়ূর কঙ্কণ করে কুসুমে রচিত।
পুষ্পমালা জাদ[৮] থোপা সঘন দোলিত॥

১। প্রতি। ২। সর্ব্বকাল স্তুতি করি সেবা করে বেদ। ৩। যে সব কারণ। ৪। ব্রহ্মরূপে। ৫। জানি। ৬। দলে। ৭। রঙ্গণের। ৮। কনকে। ৯। অলকার মালে। ১০। নয়ান। ১১। হাসিত। ১ম পুথি। ১২। পাটের। ১৩। পৃষ্ঠেত দোলিত।

১। মুরুরী। ১ম পুথি: করে বেণু গুনি। ৩য়। ২। রতি। ৩। দুর্ল্লভা। ৪। ১ম পুথি—অলকিত। ২য় পুথি।—অলখিন। ৫। আর ভুরু ভাল। ইহার পরে ২য় পুথিতে চারি পংক্তি নাই। ৩য় পুথিতে আছে। পাঠভেদ যথা—গুলাব...তিলক সুভা...কেশররূপ। ৬। কপোলে। ৭। মালা। ৮। পুষ্পজাদহার।

নিতম্ব রঞ্জিত নীল পট্ট[১] পরিধান।
মুখর নূপুর রব চরণে প্রধান ॥৪৩১॥
সরাগ পরাগ তনু ধূসর কেশরে।
অঙ্গে অঙ্গে অনঙ্গ তরঙ্গ রঙ্গ ধরে॥
করে ধরি মুরলী অধরতলে রাখি।
সরস পঞ্চম ধ্বনি বোলায় সুমুখী ॥৪৩২॥
বেশ রস বয়েস শোঁসর দুই অঙ্গ।
গতি মতি পীরিতি আরতি সম অঙ্গ[২] ॥
ত্রিভঙ্গ দুহার অঙ্গ[৩] দুহে বংশী পুরে।
নৃত্য গীতামোদে দুহে দুহা লাগি ঝুরে ॥৪৩৩॥
শব্দ রস পরিরম্ভ অলস চুম্বন।
প্রত্যঙ্গে দুহার তনু দুঁহাতে যোজন ॥
কনক কিঞ্জল্ক যেন[৪] মধ্যের আসন।
নির্ম্মল ফটিকে যেন বর্ণ সুশোভন ॥৪৩৪॥
তথা দুই রূপে রসে রভসে বিহরে।
সেখানে জানিব মোক্ষ পশ্চিম দুয়ারে ॥
কেশ বেশ ষট্‌কোণে সেই কমলের দলে।
রমণী পুরুষে[৫] তারা কৃষ্ণ সেবা করে ॥৪৩৫॥
সমুখের দলে বসে বৃন্দা দেবী রামা[৬]।
শব্দরূপা মূর্ত্তি রতি আতি কৃষ্ণপ্রেমা ॥
তার বামে রঙ্গদেবী পরমসুন্দরী।
ঐশান্যে সুভদ্রাদেবী রূপঅধিকারী ॥৪৩৬॥
তার বামে ভদ্রাদেবী রসমূর্ত্তিবতী।
তার বামে রত্নরেখা গন্ধময়ী সতী ॥
তার বামে সেব্যা[৭]দেবী ভোগিনী[৮] সুন্দরী।
মূর্ত্তিময়ী ছয় শক্তি রূপ[৯] অধিকারী ॥৪৩৭॥
ষট্‌কোণে বসতি এই প্রধান নায়িকা।
কৃষ্ণের নিগূঢ় প্রেম আনন্দদায়িকা ॥

১। পীত পাট। ২। রঙ্গ। ৩। তনু। ৪। হেম। ২য় ও ৩য়। ৫। স্বরূপে। ৬। বৃন্দাবতী নামা। ৭। সত্যা। ৮। ভগিনী। ৯। গুণ।

তার তলে বাম পাশে ভূশক্তি সুন্দরী।
স্নিগ্ধ[১] দুর্ব্বাদলশ্যামা দিব্যবেশধারী ॥৪৩৮॥
কৃষ্ণগীত[২] রস গানে বীণাযন্ত্র ধরে।
সর্ব্বাঙ্গ শিথিল কৃষ্ণপ্রেম রস[৩] ভরে ॥
শব্দাদি বিষয় চিত্ত[৪] কৃষ্ণেতে আর্পিতা।
কৃষ্ণের বল্লভা[৫] ধৈর্য্য চরিত্রে পণ্ডিতা ॥৪৩৯॥
ষট্‌কোণে দক্ষিণভাগে শ্রীশক্তি রমণী।
দিব্যবেশ বাস আতি নৌতুন[৬] যৌবনী ॥
কুচের অঙ্কুর তনু ননীর পুতলি।
ক্ষীণ কটি উরু গুরু বিচিত্র ত্রিবলী ॥৪৪০॥
শুদ্ধ হেম জিনি তনু দিব্য রূপ শোভা।
কায়মনবচনে সঘনে করে সেবা ॥
এ দুই আধাররূপে থাকে অনুরাগে।
তার বাহে[৭] অষ্টদল শোভা অষ্টভাগে ॥৪৪১॥
সমুখে ললিতা (দেবী)[৮] শ্যামলা বায়ব্যে।
উত্তরে শ্রীমতী ধন্যা অনুক্ষণ সেবে ॥
প্রিয়প্রিয়া ঐশান্যে বিশাখা পূর্ব্বদিগে।
অগ্নিকোণে সেব্যা[৯]পদ্মা সুদক্ষিণ ভাগে ॥৪৪২॥
নৈর্ঋতে বসতি ভদ্রা সেবে প্রাণপতি।
কৃষ্ণ অঙ্গে ইন্দ্রিয় যোজিয়া করে স্থিতি।
(উপকোণে)[১০] অষ্টদলে শোভে অষ্ট রামা।
চারু চন্দ্রাবলী আর চিত্ররেখা নামা ॥৪৪৩॥
চন্দ্রাবতী মদনসুন্দরী প্রিয়া শ্রিয়া[১১]।
মধুবতী শশীরেখা শোভে হরিপ্রিয়া ॥
ষোলয় দলেতে শোভে ষোলয় সুন্দরী।
একো[১২]জন সঙ্গতি সহস্র অনুচরী ॥৪৪৪॥
প্রিয় গোপী ষোলয় সহস্র পতি রঙ্গে।
কাঞ্চন গঞ্জন কারো রূপ তেজপুঞ্জে ॥

১। সিদ্ধ। ২। গুণ। ৩। কথা। ৪। সব। ৫। দুর্লভা। ৬। নৌতুন। ৭। রাজ্যে (?)। ৮। দেব্যা। ১ম পুথি। ৯। সৈব্যা। ১০। তপ কোণে। ১ম পুথি। ১১। পুন শ্রিয়া। ১২। এথো।

কিশোর বয়েসী রূপে কোটি কাম জিনে।
রত্ন মণি মুক্তামালা ভূষিত চন্দনে ॥৪৪৫॥
নয়ন উৎপলে কৃষ্ণ (পাদপদ্ম পূজে)[১]।
বচন রচনে কৃষ্ণ ক্ষণে ক্ষণে ভজে ॥
নানা শব্দে করে তারা সুরের মণ্ডল।
সরস সুধ্বনি যোগে মগ্ন কলেবর ॥৪৪৬॥
সিদ্ধাগণ মনরসে প্রকৃতি শরীরে।
সভার মানসপূর্ণ রাধিকা বিহরে ॥
প্রধান সমান বেশ বয়েস সভার।
অনুচরী যোগে করে প্রেমের বেহার[২] ॥৪৪৭॥
রসিক রসিকা রস দেখিঞা কৌতুক।
বিনি পরশনে তারা বাসে[৩] সব সুখ ॥
কৃষ্ণের সিদ্ধান্ত এই নিগূঢ় বেহার।
হ্রাস বৃদ্ধ নাহি তাতে নিত্য অবতার ॥৪৪৮॥
ষোলয় সহস্র আদি ষোলয় সুন্দরী।
অংশে অংশে কৃষ্ণক্রীড়া থাকে[৪] মূর্ত্তি ধরি ॥
কেলি বিনে নহে কোন রসের সঞ্চার।
তবে আর কহিব বিলাস অঙ্গ সার ॥৪৪৯॥
বাহ্যে চতুষ্কোণ পীঠে কনকে রচিত।
চারিদিগে মধ্যে বেদি কনকে খচিত ॥
পূর্ব্বদ্বারে[৫] রত্নপীঠে ত্রিপুরা[৬] সুন্দরী।
কৃষ্ণপ্রেমে ডগার আনন্দ অধিকারী ॥৪৫০॥
সুবেশ বয়েস রসে তার অধিকার।
তার আজ্ঞা বিনে নহে কাহার সঞ্চার ॥
দক্ষিণে[৭] রঙ্গিণীগণ নিত্য[৮] অভিলাষী।
পঞ্চাশ সহস্র নারী সমান বয়েসী ॥৪৫১॥
বামদিগে মণ্ডলী বোধনি দুইজন[৯]।
গীতরঙ্গ[১০]আনন্দ বাঢ়ায় অনুক্ষণ ॥

১। পাদপদ্মাগ্রজে। ১ম পুথি। ২। প্রেম ব্যবহার। ৩। ভোগে। ৪। ভোগে। ৫। দিগে। ৬। বসতি। ৭। ডাহিনে। ৮। নৃত্য। ৯। রোধিনি দুইগণ। ১০। বাদ্যে।

চল্লিশ সহস্র নারী নামে মণ্ডলিনী।
অশেষ মধুর[১] গানে আনন্দ[২]দায়িনী ॥৪৫২॥
বাষট্টি সহস্র নারী বোধনি[৩] বিহরে।
তন্ত্রযোগে যন্ত্রনাদে নানা বাদ্য করে ॥
একলক্ষ (বায়ান্ন)[৪] সহস্র বরাঙ্গনা।
বিবিধ আনন্দরসে পাসরে আপনা ॥৪৫৩॥
দক্ষিণে ভাবিনী শক্তি ভক্তি প্রেমরঙ্গে।
শ্রুতিকন্যা চল্লিশ সহস্র তার সঙ্গে ॥
শ্রবণ নয়নযোগে কৃষ্ণরস ভোগে।
নৃত্যগীত বাদ্যকলা করে নানা যোগে ॥৪৫৪॥
ফুৎকার সুধ্বনি সূক্ষ্ম যত যন্ত্র দেখি।
সেই যন্ত্রে[৫] বিহরে সে সব চন্দ্রমুখী[৬] ॥
শ্যামা[৭]নামে পশ্চিম দুয়ারে অধিকারী।
আঠাশি সহস্র সঙ্গী মুনির কুমারী ॥৪৫৫॥
মধুর আলাপ হাস রসের তরঙ্গে।
কৃষ্ণ সেবা করে তারা শুদ্ধসত্ত্ব সঙ্গে[৮] ॥
ধাতুযোগে মিষ্টধ্বনি যন্ত্র সঙ্গী যত।
সে সব বিস্তার (হেতু)[৯] নিত্য তারা রত ॥৪৫৬॥
উত্তরে ভৈরবী নামা কুসুম আসনে।
সকল সাধনে সিদ্ধা কিশোরী[১০]সেখানে ॥
এক লক্ষ বিংশতি সহস্র বরাঙ্গনা।
চর্ম্মজ সুধ্বনি করে মধুর রচনা ॥৪৫৭॥
যন্ত্রজ ফুৎকার আর কাংস্যজ চর্ম্মজে।
কণ্ঠ আদি পঞ্চম তরঙ্গে কৃষ্ণ ভজে ॥

১। সুধ্বনি। ২। আমোদ। ৩। রোধনি। ৪। বায়ন। ১ম পুথি। ৫। বাদ্যে। ৬। শশীমুখী। ৭। শ্যামলা। ৮। শুদ্ধ সত্ত্ব অঙ্গে। ৯। ধ্বনি। ১ম পুথি। ১০। বসতি।

রূপ গুণ রস বেশে সমান চাতুরী[১]।
কৃষ্ণের বিলসে অঙ্গ চারি লক্ষ নারী[২] ॥৪৫৮॥
ঈশ্বর ঈশ্বরী দেখে সরস বেহার।
পরশ অধিক সুখ বাঢ়ে তা সভার ॥
গীত বিনে বচন না কহে কোনো জনে।
নৃত্য গীত[৩] বিহনে চলিতে নাহি জানে ॥৪৫৯॥
হাস্য বিনে বদন নীরস নাহি হয়।
ভঙ্গী বিনে শরীর সহজে নাহি রয়[৪] ॥
ভক্ষ্য বিনে স্বাদ জন্মে দ্রব্য বিনে গন্ধ।
পরশ বিহনে [৫]বাঢ়ে রভস আনন্দ ॥৪৬০॥
ধ্বনি বিনে শ্রবণের নাহি অধিকার।
রূপ বিনে নয়ানের না হয় সঞ্চার ॥
কুসুম নিস্তেজ নহে অমল বসন।
অঙ্গের বৃদ্ধত্ব নহে অখণ্ড যৌবন[৬] ॥৪৬১॥
ইন্দ্রিয় বিষয় মন বুদ্ধি সুচেতন।
কৃষ্ণপ্রিয়া শরীরে সভার সমর্পণ ॥
অহেতুকী ভক্তি তারা নিরবধি করে।
গুণযোগে নিগুর্ণ ভজয়ে নিরন্তরে ॥৪৬২॥
ফলবাঞ্ছা না করে না ধরে ভিন্ন যোগে।
অথচ সকল রস করে উপভোগে ॥
বাঞ্ছা[৭] কল্পতরুগণ নানাগুণ ধরে।
রূপময় পত্র তার চক্ষু পাপ হরে ॥৪৬৩॥
অস্থি চর্ম্ম বিনে তনু নবনী আকার।
অবিরত স্রবে তাতে অমৃতের ধার ॥
গন্ধময় পুষ্প তার না হয় মলিন।
স্বাদময় ফল বীজ বাকলবিহীন ॥৪৬৪॥
নিত্য বৃন্দাবন এহি কহিল কথন।
আর যত সকল তাহার আবরণ ॥
তার বাহ্যে চারি দ্বার চারি সরোবর।
অমৃত সমান তার বারি মনোহর ॥৪৬৫॥
পূর্ব্বদ্বারে সিদ্ধি বসে প্রদায়ক নামে।
রত্ন মণি হেমময় তাহার সোপানে ॥
অশোককাননে লতা কুঞ্জক্রমে শোভা।
ভ্রমর ঝঙ্কার তাতে মধুপানে লোভা ॥৪৬৬॥
কৈরব কানন জলে দোলে ইন্দীবর।
সুগন্ধি পবনগতি শীতল মন্থর ॥
যত্ন যোগে সাধিঞা যতেক ভক্ত যায়।
সে জল পরশ বিনে কৃষ্ণ নাহি পায় ॥৪৬৭॥
দক্ষিণে আনন্দরসপ্রদ সরোবর।
রতন সোপান বন নিকুঞ্জ সুন্দর ॥
নলিনী দোলনী শোভে ললিত লহরী।
উড়ে পড়ে মধু পিয়ে মাতল ভ্রমরী ॥৪৬৮॥
মন্দ মন্দ বায়ু বহে শীতল সুগন্ধ।
অবিরত কুসুমে ঝরয়ে মকরন্দ ॥
কাল পাঞা সে জল পরশে সাধুগণ।
তবে তার হয় কৃষ্ণ আনন্দ ভাজন ॥৪৬৯॥
কাম্যক বিশ্রুত নাম পশ্চিমে পুষ্কর।
কহ্লার কুমুদ দোলে রক্ত নীলোৎপল ॥
বিচিত্র সোপান নীর পূর্ণ নানারসে।
দিব্য রূপ ধরে সাধু সে জল পরশে ॥৪৭০॥
উত্তরে শোভন সব মলয় নির্ঝর।
বসন্ত উৎসব তাতে কুসুম সুন্দর ॥
মধু সম নীর সব পদ্মগণ দোলে।
সে জল পরশে সাধু দিব্য চক্ষু ধরে ॥৪৭১॥

*১। এই পংক্তি ২য় পুথিতে নাই।
২। ইহার পর ২য় পুথিতে নিম্নলিখিত পংক্তি আছে—,
এথো এথো জন সঙ্গে লক্ষ অনুচরী।
৩। গতি। ৪। ভঙ্গ বিনে শরীর সহজ নাহি হয়।
৫। রহিত। ৬। ভূষণ। ৭। রাজ্যে (?)। ১ম পুথি। দ্বিতীয় পুথি—রাঙ্গা (?)

চারিদিগে চারি সরোবরের নির্ম্মাণ।
মণ্ডল আকারে বেদি বাহিরে সোপান॥
ষোলয় কেশর দলে অষ্টদশ সঙ্গী।
কৃষ্ণপ্রেমরসে তারা নিরবধি রঙ্গী॥৪৭২॥
প্রিয়সখা শ্রীদাম সেবায়ে নম্রভাবে। (ক)
শুদ্ধভাবে বসুদাম নিরবধি সেবে॥
মৌনভাবে কিঙ্কর সে সুহৃদে বিশাল[১]।
বৃষভে মধুরভাবে পরম রসাল॥৪৭৩॥
ওজ স্বান কোম(?) অর্জ্জুন সুবিলসে।(খ)
সুবলে আনন্দ ভাব অখণ্ড প্রকাশে॥
দেবপ্রস্থ নিত্যরূপ সঙ্গোপন ভাবে।
কলাঋত বরুণ সঘন কৃষ্ণ সেবে॥৪৭৪॥
স্তোককৃষ্ণ গায়ক লবঙ্গ সৈবা(?) দেখি। (গ)
হাস্যভাবে কুমুদ[২] অন্তরে মহাসুখী॥
অন্তর্য্যামী জয়ন্ত ললিত সপ্ত[৩] সেবে।
এই সে ষোলয় সখা সর্ব্বদেহ ভাবে॥৪৭৫॥
একো সখা সংহতি সহস্র যোগ্য সঙ্গী।
গোকুল ঈশ্বর সেবে কৃষ্ণপ্রেমে রঙ্গী॥
চারিদ্বারে দুই দুই বৃক্ষের বিখ্যাত।
পূর্ব্বে হরিশ্চন্দন দক্ষিণে পারিজাত॥৪৭৬॥
সন্তান পশ্চিমে শোভে মন্দার উত্তরে।
নানাবর্ণে ফলফুল মকরন্দ ঝরে॥
তার বাহ্যে[৪] বৎসক সুরভি যুতে যুতে।
আনন্দনয়নী নীর দুগ্ধ পড়ে স্রোতে॥৪৭৭॥

১। ত্রিশাল (?)। ১ম পুথি। ৩য় পুথির পাঠ—স্বভাব কিঙ্কিনী শেষ হৃদয়ে বিশাল। (ক) বড় সখা শ্রীদাম মর্ম্মরসভাবে। ৩য়। ২। কুমদ। ১ম পুথি। ৩। হস্ত। ২য়। হস্তা। ৩য়। ৪। "রাজ্যেও" পড়া যায়। ১ম পুথি। (খ) ভুজবান কমল অর্জ্জুনে সুবিলাস। ৩য়। (গ) কৃষ্ণস্তুতি গায় রঙ্গ প্রেমরস দেখি।

পুলকে আকুল[১] তনু কৃষ্ণপ্রেমরসে।
তার বাহ্যে দক্ষিণে[২] কালিন্দী বিলসে॥
আসন কমলে যেন মকরন্দ রহে।
তাহা হৈতে শুদ্ধ রসে পূর্ণ নদী বহে॥৪৭৮॥
দুই কুলে রত্ন তটী অমৃতবাহিনী।
কৃষ্ণপ্রেমে পূর্ণভক্তি[৩]আনন্দদায়িনী॥
এই পঞ্চ আবরণে কৃষ্ণের নয়াঙ্গ।
হেতুকী সম্বন্ধ তার [৪] নামে হয় সাঙ্গ॥৪৭৯॥
তার বাহ্যে অষ্টদল পদ্মের প্রকাশ।
নানারসে করে কৃষ্ণ অশেষ[৫] বিলাস॥
পূর্ব্ব পত্রে মহাপীঠ কাম কোটি নামে।
এক গোপী এক কৃষ্ণ বসে[৬] সেই স্থানে॥৪৮০॥
শ্রীপুর আনল কোণে কমলের দলে।
এক কৃষ্ণ মহারাস গোপিকার মেলে॥
দক্ষিণে অনেক কৃষ্ণ গোপী পূর্ণ রাসে।
নৈর্ঋতে সম্মদ পীঠে সঙ্কেত বিলসে॥৪৮১॥
পূর্ণ পীঠে পশ্চিমে গোবিন্দ অভিষেকি।
সুবায়ু বর্দ্ধন পীঠে গিরিধর লেখি॥
উত্তরে আনন্দ পৃষ্ঠে রামকৃষ্ণ বসে।
(রতি শার পীঠে)[৭] যজ্ঞপত্নীর উল্লাসে॥৪৮২॥
এ সব যৌবন লীলা কৃষ্ণরস স্থান।
তার বাহ্যে অষ্টদশ দলের নির্ম্মাণ॥
পূর্ব্বে মধুবন তবে খদির কানন।
অঘের মোচন তাতে[৮]কালির দণ্ডন॥ ৪৮৩॥
তবে বৎস চারণ যষ্ঠেত ছয় বন।
বহুলা কানন তাল বনের যোজন॥

১। পূরিত। ২। প্রদক্ষিণে। ৩। ভক্তিশক্তি। ৪। যার। ৫। সরস। ৬। রাস। ৭। রতি-শের পৃষ্ঠে। ১ম পুথি। ৮। অঘার নির্ব্বাণ পীঠ।

নবমে কুমুদ কাম কানন দশমে।
সেতুবন্ধ পীঠে পুন ভাণ্ডিরক নামে ॥ ৪৮৪ ॥
তবে ভদ্রবন তবে শ্রীবন বিশেষে।
পঞ্চদশে লোহ মহাকানন ষোড়শে ॥
ভিন্ন ভিন্ন রসে কৃষ্ণ করে নানা কেলি।
কৃষ্ণের লীলাঙ্গ এহি গুহ্য রসস্থলী ॥ ৪৮৫ ॥
তার বাহ্যে চতুষ্কোণ কনকপ্রাচীর।
চারি দ্বারে চারি শক্তি ভক্তির শরীর ॥
(ত্রিপুরারি একাংশী)[১] ভুবন ঈশ্বরী।
মহামায়া[২] আদি চারি দ্বারে চারি নারী[৩] ॥৪৮৬
গণপতি পশু[৪]পতি সূর্য্য প্রজাপতি।
বায়ব্যাদি চারিকোণে যথাক্রমে স্থিতি[৫] ॥
দ্বিতীয় প্রাচীরে রত্ন কোটি সূর্য্যসম।
সমুখে কনকপীঠে পরিজাত ক্রম ॥ ৪৮৭ ॥
পুষ্পবন মধ্যে শোভে রত্নসিংহাসনে।
বাসুদেব জগদ্‌গুরু বসে সেই স্থানে ॥
ইন্দ্রনীল শ্যামতনু চতুর্ভুজ ধরে।
বনমালা[৬] পীতবাস ভূষণে বিহরে ॥ ৪৮৮ ॥
রুক্মিণী সুন্দরী আদি অষ্ট বরাঙ্গনা।
দ্বারকা বৈভব লঞা বসে[৭] সব রামা ॥
দক্ষিণে রেবতী সঙ্গে বসে বলরাম।
চন্দনকাননে নিত্য করে মধু পান ॥ ৪৮৯ ॥
পশ্চিমে সন্তানবনে রতি কামদেবে।
উত্তরে শ্রীমতী উষা অনিরুদ্ধ সেবে ॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ সেবে[৮] চারি কোণে।
তার বাহ্যে হেমময় প্রাচীর শোভনে ॥ ৪৯০ ॥

মহাবিষ্ণু মহারুদ্র মহাব্রহ্মরূপে।
মহাকাল আদি চারি দ্বারের সমীপে ॥
মহালক্ষ্মী মহারুদ্রী মহাবেদবতী।
মহাকালী আদি চারি দ্বারেত[১] বসতি ॥৪৯১ ॥
চতুর্থে বিচিত্র ইন্দ্রনীলের সোপান।
অশোক কাননে রমে[২] জানকী শ্রীরাম ॥
লক্ষ্মী[৩] সঙ্গে নরসিংহ মাধবীকাননে।
কল্পবনে বামন রতন সিংহাসনে ॥ ৪৯২ ॥
সুরদ্রুম লতাশ্রয়ে বরাহ পৃথিবী।
পূর্ব্ব আদি চারিদ্বারে যথাক্রমে সেবি ॥
রাম মীন বুদ্ধ[৪] কল্কি চারিদ্বারে স্থিতি।
নিজ নিজ অবতারে সভার বসতি ॥ ৪৯৩ ॥
পঞ্চমে বিক্রম দ্বারে চারি চতুর্ভুজে।
শুক্ল রক্ত নীল পীত চারি চারি তেজে ॥
চারিকোণে চারি লক্ষ্মী এই চারি বর্ণে।
ষষ্ঠে[৫] শুদ্ধ স্ফটিক প্রাচীর সুশোভনে ॥ ৪৯৪॥
অণিমা মহিমা আর ঈষত লঘিমা[৬]।
চারিদ্বারে করে তারা কৃষ্ণভক্তি সীমা ॥
রসিক প্রকাশ্য ভক্তি প্রাপ্তি চারি নিধি।
চারি দ্বারে যথাক্রমে দেব[৭]সর্ব্বসিদ্ধি ॥৪৯৫ ॥
প্রবাল প্রাচীর শোভা কেবল সপ্তমে।
সর্ব্বত্র উজ্জ্বল[৮] করে যাহার কিরণে ॥
পূর্ব্বদ্বারে সুরেন্দ্র শঙ্কর সুরগণে।
দক্ষিণে মুণীন্দ্রবৃন্দ শুদ্ধ সত্বনামে[৯] ॥ ৪৯৬ ॥
জনকাদি মোক্ষ[১০] যোগী পশ্চিম দুয়ারে।
আত্মারামীগণে সেবে কেবল উত্তরে ॥

১। ১ম পুথির পাঠ বুঝা যায় না। ২য় পুথির পাঠ দেওয়া হইল। ৩য় পুথির পাঠ—
শ্রীপুরবাসিনী আর জগতী সুন্দরী।
২। মায়ারতি (মায়াবতী ?) ২য়। মায়াবতী। ৩য়। ৩। দ্বারী। ৪। সুর। ৫। বায়ব্যাদি কোণে আবরণরূপে স্থিতি। ৬। বলরাম। ৭। সেবে। ৮। বসে।

১। কোণেত। ২। বসে। ৩। নন্দী। ৪। বৌদ্ধ। ১ম পুথি। বোদ্ধ। ২য় পুথি। ৫। অষ্টে। ৬। লংঘিমা। ১ম ও ২য় পুথি। ৭। সেবে। ৮। আলো। ৯। সত্যে মন। ১০। মুক্ত্য।

গন্ধর্ব্ব অপ্সর সিদ্ধ যত বিদ্যাধর[১]।
পত্নী সঙ্গে নৃত্য গীত আমোদে তৎপর ॥ ৪৯৭
জনক সনক[২] শুক নারদ প্রহ্লাদ।
অগ্রে অন্তরীক্ষে ভাবে কৃষ্ণের প্রসাদ ॥
পুলকে (পুরিত)[৩] তনু সজললোচন।
ভক্তিভাবে করে নাম গুণের কীর্ত্তন ॥ ৪৯৮ ॥
ঊর্দ্ধে অন্তরীক্ষে দৃষ্টি[৪] বিষ্ণু সর্ব্বেশ্বর।
অনাদি অচ্যুত পূর্ণ ত্রিগুণের পর ॥
অক্ষয় অব্যয় নীতশে (?) ব্রহ্মস্বরূপ[৫]।
আশ্রয় আশ্রিতহীন চিদানন্দরূপ ॥ ৪৯৯ ॥
মৎস্য আদি অবতার জ্যোতিরূপে বসে।
কালযোগে ভিন্ন হঞা কখন বিলসে ॥
নিত্য বৃন্দাবন অধে অনন্ত বসতি।
সহস্র মস্তকোপরে নিত্যস্থান[৬] স্থিতি ॥৫০০ ॥
মণির মণ্ডপ মধ্যে রত্নসিংহাসনে।
অনন্ত বসতি তথা ভক্তির সাধনে ॥
তার তলে কূর্ম্ম বসে অনন্ত আধার।
তার তলে স্থির বায়ু অচল সঞ্চার ॥ ৫০১ ॥
এই নব আবরণে ভোগাঙ্গ বিলাস।
সভার দুর্ল্লভ এই চরিত্র প্রকাশ ॥
নিত্য স্থল জল তেজ[৭] জ্যোতির উৎপতি।
পঞ্চম সুতান ধ্বনি জন্মে নানা রীতি ॥৫০২॥
এই দুই জড়িত হঞা দশ দিগ ফিরে[৮]।
সেই সে বিরাট দেহ সূক্ষ্মরূপ ধরে ॥
অথচ নির্গুণ দেহ সদ্‌গুণ[৯] বাখানি।
শব্দরূপা প্রকৃতি পুরুষ তেজ জানি ॥ ৫০৩ ॥
সেই ব্রহ্মে হয় পুন জ্যোতির[১০] উৎপতি।
তাহাতে জানিব মোক্ষরূপা আদ্যাশক্তি ॥

১। যক্ষ সিদ্ধ বিদ্যাধর। ২। সকনক সুনন্দ। ৩। পুরল। ১ম পুথি। ৪। দীপ্ত। ৫। অক্ষয় অব্যয় ব্রহ্ম অক্ষরস্বরূপ। ৬। রূপে। ৭। প্রকৃতিগণ কহে ব্রহ্ম। ৮। পুরে। ৯। সগুণ। ১০। শব্দের।

তেজযোগে ভিন্ন হঞা শিবের প্রকাশ।
জিহ্বায়ে রমিয়া করে ত্রিগুণ বিলাস[১] ॥ ৫০৪॥
সত্ব রজ তম তিন গুণের বিকারে।
পঞ্চভূতে অণ্ড হঞা সৃষ্টি লীলা করে ॥
কোটি কোটি রূপ[২] হঞা ব্রহ্মাণ্ড বিলসে।
নৈরাকার[৩] অঙ্গে যেন রেণু হঞা বসে ॥৫০৫॥
নিত্য স্থানে যত আছে সৃষ্টির পত্তন।
তার অংশে ব্রহ্ম দেহে বিলাস কারণ[৪] ॥
ব্রহ্মদেহে যত যত সূক্ষ্ম[৫] রূপে বসে।
অংশে অংশে ভিন্ন হঞা ব্রহ্মাণ্ড বিলসে ॥৫০৬॥
ব্রহ্মাণ্ডের অধিকারে যে গুণ প্রকাশ।
তার অংশে প্রতি জীব শরীরে বিলাস ॥
নিত্য স্থানে করে কৃষ্ণ নিগূঢ় বেহার[৬]।
কোনো যোগে নহে তথা[৭] কাহার সঞ্চার ॥৫০৭॥
প্রকৃতি শরীর বিনে কেহ নাহি দেখে।
প্রেম ভক্তি বিনে কেহ না জানে তাহাকে ॥
চারি জাতি (সাধক)[৮] জগতে উপাদান।
শাক্ত শৈব সৌর আর বৈষ্ণব প্রধান ॥ ৫০৮॥
অন্য দেব সাধিতে[৯] বৈষ্ণব ভাবে মতি।
তবে ইষ্ট সেবিঞা কৃষ্ণে করে মতি[১০] ॥
তবে তারা যন্ত্রভেদে[১১] এই স্থানে লেখে।
যে দলে যাহার ইষ্ট সেই দলে রাখে ॥৫০৯॥
সেই স্থানে যন্ত্র করি ইষ্টপূজা করে।
ধূপ দীপ নৈবেদ্য অশেষ উপহারে ॥
যন্ত্রভেদে[১২] মন্ত্রবলে ইষ্টদেব আগে।
প্রণাম করিঞা কৃষ্ণে ভক্তিরস মাগে ॥ ৫১০

১। বিনাশ। ২। অণ্ড। ৩। নিরাকার। ৪। ব্রহ্ম প্রবেশিল বিনাশ (?) কারণ ॥ ৫। ব্রহ্ম। ৬। নিত্য ব্যবহার। ৭। তাতে। ৮। সাধন। ১ম। ৯। সেবিয়া। ১০। তবে ইষ্ট ভজিয়া কৃষ্ণেত করে গতি। ১১। যন্ত্রবন্ধে। ১২। যন্ত্রমধ্যে।

এইরূপে করে নিত্য ভক্তির সাধন[১] ।
অয়ে অয়ে দ্বারদল করয়ে লঙ্ঘন ॥
ভোগাঙ্গ লীলাঙ্গ তবে নয়াঙ্গ ছাড়িঞা ।
কথো কালে সরোবরে মজে ভক্তি পাঞা ॥৫১১
প্রকৃতি শরীর ধরি বিলাসাঙ্গে থাকি ।
কৃষ্ণের সিদ্ধাঙ্গ দেখে হঞা শশীমুখী ॥
ধর্ম্ম জ্ঞান ভক্তি প্রেম রস পঞ্চ অঙ্গ ।
এই পঞ্চ পথে লভে নিদানপ্রসঙ্গ ॥৫১২ ॥
বিনে শক্তি বশে নহে কৃষ্ণরস পান ।
নারদাদি ভক্তগণ তাহাতে প্রমাণ ॥
কৃষ্ণরসে রসিক বৈষ্ণব তিন জাতি ।
ভক্ত আর বিরক্ত অবোধি মহামতি[২] ॥৫১৩ ॥
ভক্তজনে ধরে মালা তিলক সুবাস ।
সাধুচিহ্ন ধরি করে ভক্তির প্রকাশ ॥
বিরক্তের চিহ্ন এই বৈরাগ্যলক্ষণ ।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ হিংসে অনুক্ষণ ॥৫১৪
ভগবৎ প্রবোধিগণে[৩] হিংসা নাহি ধরে ।
তাহার চরিত্র কেহ লখিতে না পারে ॥
সেজন কৃষ্ণের আদিরসে অনুরাগী ।
প্রথমেহিঁ কৃষ্ণক্রীড়া প্রেমে হয় ভাগী ॥৫১৫॥
কঠোর তপস্যা শুনে তথাচ না করে ।
আপন শরীর (মার্জ্জে)[৪] বাহ্য অভ্যন্তরে ॥
অমল শরীর করে পরে ধৌতবাস ।
পরিৎসেদ দিব কুকর্ম্ম[৫] সঘন প্রকাশ ॥৫১৬॥
অকপট অক্রোধ অভয় অনুরাগী ।
দুঃখ সুখ জান্মলে না হয় উপভোগী ॥

প্রেমভাবে[১] সভাতে সরস কথা কহে ।
সংসারে আসক্তি করে কাতো[২]লিপ্ত নহে ॥৫১৭॥
ব্যবহার কর্ম্মে মহাজড় হেন দেখি ।
অথচ সংসার গেলে তাতে[৩] নহে দুঃখী ॥
গৃহপুর পত্নী-পুত্র ধন সঞ্চ করে ।
সংসারী সকলে কেহ লখিতে[৪] না পারে ॥৫১৮॥
উত্তম মধ্যম কার্য্য সর্ব্বত্র সন্ধান ।
যখন যে করে তাতে বড় বুদ্ধিমান ॥
লোভ রাখে কৃষ্ণকথা অমৃত ভোজনে ।
মোহ রাখে নির্ম্মল[৫] বৈষ্ণবগণ সনে ॥৫১৯ ॥
কাম ভোগে নিজ পত্নী কৃষ্ণকর্ম্ম[৬] লাগি ।
সাধুদ্বেষী দেখি মনে ক্রোধ অনুরাগী ॥
অহঙ্কার করি[৭] কৃষ্ণ চরিত্র স্থাপনে ।
অবিদ্যার সঙ্গে হিংসা করে রাত্রিদিনে ॥৫২০॥
সতত অভয় থাকে শ্রীকৃষ্ণ ভজনে ।
ভয় করে ভক্ত সহে[৮] বিৎসেদ কারণে ॥
দুঃখ পায় কেবল সুজনে[৯] নিন্দা শুনি ।
সাধু আগমনে[১০]আতি সুখ হেন মানি[১১]॥৫২১॥
শুনিঞা উত্তম ধ্বনি বাঢ়ায় উল্লাস ।
স্বাদ যোগে করে কৃষ্ণ স্মরণে[১২] অভ্যাস ॥৫২২॥
দেখিলে উত্তমরূপ (কৃষ্ণকে নিযোজে)[১৩] ।
গন্ধ পত্র উৎপলে[১৪] মানসে কৃষ্ণ পূজে ॥
সুবেশ বয়েস গীত যন্ত্র সূক্ষ্ম নাদ ।
কৃষ্ণ সম্পদ হেন মনে করে সাধ ॥৫২৩॥
বেদেত নিরুদ্ধ[১৫] নহে যাতে জন্মে সুখ ।
এসব জানিব মনে কৃষ্ণের কৌতুক ॥

১। নিত্যরূপে এহি করে উত্তম সাধন। ২। ক্ষমাসার বিরক্তি প্রবোধি মহামতি। 'প্রবোধি' পাঠই সঙ্গত। নিম্নে তাহাই আছে। ৩য় পুঁথিতেও 'প্রবোধি মহামতি' আছে। ৩। ভকত প্রবোধি জন। ৪। মজে। ১ম। ৫। পরিচ্ছেদ বন্ধ কর্ম্ম। ৩য়।

১। স্নেহবশে। ২। কাথো। ৩। মনে। ৪। লক্ষিতে। ৫। মোহ করে অমল। ৬। প্রেম। ৭। অহঙ্কারে করে। ৮। গণ। ৯। সুকর্ম্ম। ১০। আপমন (অপমান ?) ১১। দুঃখ অনুমানি। ১২। রসের। ১৩। কৃষ্ণ কেলিযোগে। ১ম পুথি ১৪। পুষ্প নব পল্লবে। ১৫। বিরুদ্ধ।

শক্তিতে আসক্তি করে সখীভাব করি।
রতি ভিন্ন ভিন্ন দ্বারে করে নানা কেলি[১] ॥৫২৪
অর্থ মন্ত্র স্তুতি বিনে দেখি[২] ভিন্ন ভাব।
অহেতুকী আচরণে জানি প্রেম লাভ ॥
এইরূপে কৃষ্ণরসে আনন্দ বাঢ়ায়।
ভাবিতে ভজিতে কৃষ্ণ অনুরাগ পায় ॥৫২৫॥
মানসে প্রকৃতি হঞা রমায় আপনা।
কালযোগে হয় তারা দিব্য বরাঙ্গনা ॥
দেবার্চ্চার কালে আমি সেই স্থল ভাবি।
প্রিয় প্রিয়া বিহার সখন মনে সেবি ॥৫২৬॥
নিত্যস্থান প্রমাণ গোকুল বৃন্দাবন।
সে সব নাগরী এহি ব্রজবধূগণ ॥
তা সভা সম্ভাষা আমি করি ধ্যানযোগে।
মন প্রাণ তুষ্ট[৩] করি গোপী প্রেম ভাবে[৪] ॥৫২৭
মানসে[৫] সে রস ভোগ করি প্রতিদিন।
তাহা বিনে আমার সকল কর্ম্ম হীন ॥
সে সব চরিত্র প্রিয়া কহিতে না পারি।
দেখিলে প্রতীত জম্মে শুন হে সুন্দরি ॥৫২৮
তোমাকে কহিল প্রিয়া প্রেমের কারণ।
পাষণ্ডের সাক্ষাতে[৬] করিহ সঙ্গোপন ॥
নিগূঢ় চরিত্র প্রিয়া কহিল তোমারে।
ইহা ভিন্ন সাধ্য কিছু নহে[৭] কলেবরে ॥৫২৯॥
শুনিঞা কৃষ্ণের কথা রুক্মিণী সুন্দরী।
অধিক অধিক সুখ মানিলা মাধুরী ॥
কৃষ্ণ রুক্মিণীর গোপ্ত রভস দুর্ল্লভ।
সংক্ষেপে রচিল কিছু শ্রীকবিবল্লভ ॥৫৩০॥

দশম অধ্যায়

—:০:—

একাদশে প্রেমরস

(আশোয়ারী)

জয় জয় প্রেমা[১] মণি রুক্মিণী রমণী ধনী
শুনিঞা নিগূঢ় রসকথা।
পুলকে পুরল[২] দেহা দ্বিগুণ বাঢ়িল লেহা
পুনরপি পুছে সুচরিতা ॥
শুনহে প্রাণের পতি মোর বোলে কর মতি[৩]
তুমি সে পণ্ডিত প্রেমরসে।
গোপী সনে[৪] বৃন্দাবনে কেলি কৈলে রাত্রি দিনে
গোপনারী রমিলে[৫] সন্তোষে ॥৫৩১॥
সম্প্রতি দ্বারকাপুরী ষোলয় সহস্র নারী
রাজকন্যা পরম পণ্ডিতা।
কুল শীল রূপ গুণে অনুপামা সর্ব্ব[৬]জনে
সরস রভসে সুচরিতা ॥
নয়ানকমল পথে রাখিলে[৭] আপন চিত্তে
মতি গতি সর্ব্ব কর্ম্ম করে।
তিলেক না দেখে যদি না শুনে বচন নিধি
অনুরাগে প্রাণদাহে মরে ॥৫৩২॥
হেন অনুরাগে ছাড়ি কপট দেবার্চ্চা করি
ধ্যানযোগে থাক তুমি বনে।
সহজে সে ভিন্ন নারী সেহো বন অনুচরী
যতনে ভজহ কি কারণে ॥
প্রিয় কথা নাহি জানে পতি হেন নাহি মানে
নিরবধি গ্রাম্য কথা কহে।
বৃক্ষ মূলে ঘর যার বনপুষ্প অলঙ্কার
সে জন কেমনে তোমা মোহে ॥৫৩৩॥

১। রতি বিনে ভিন্ন দারে করি প্রেম কেলি। ২। বলে দেখি। ৩। কৃষ্ণ। ৪। ভোগে। ৫। মননে। ৬। অগ্রেত। ৭। নাহি।

১। প্রেম। ২। পূরিত। ৩। গতি। ৪। গোপকুলে। ৫। গোপকন্যা রমণী। ৬। একো। ৭। রাখিঞা।

কেলি যার কুঞ্জতল   শয্যা যার তরুতল[১]
পরিহাস কন্দল সমান।
রচিতে না জানে রতি   গুরুকুলে[২] ঘন মতি
তাতে কেনে এমত সন্ধান॥
নিত্যস্থান কেলি বাণী   শুনিতে অপূর্ব্ব মানি
তার তুল্য বাসহ গোকুলে।
(এ মোর বিস্ময় বড়   অনন্তে জানিলে দঢ়
বুঝিয়া কহিবে নিরাকুলে)[৩] ॥৫৩৪॥
রুক্মিণীর বচন শুনি   হর্ষিত[৪] নাগরমণি
পুন পুন কহে প্রেম-কথা।
গোপীর নিগূঢ় ভাব কে বুঝে সে হেন লাভ
সাবধানে শুন সুচরিতা॥
জগতে সম্বন্ধ যত   বেদে কহে নানা মত
সে সব জানিব মনে দঢ়।
তাহাতে জানিব লাভ   পুরুষ প্রকৃতি ভাব
ইহাধিক নাহি আর বড়[৫] ॥৫৩৫
তার মধ্যে গোপ্ত রস   কেবল প্রেমের বশ
সর্ব্বলোকে করে সঙ্গোপন।
ছাড়িঞা মন্দিরপুরী   গুরুকুলে করে চুরি
বিরলে বাঢ়ায় প্রেম-ধন॥
সহজে সে[৬] গ্রাম্য জাতি সহজ চরিত্র আতি
চাতুরী আহার্য্য নাহি জানে।
তাহাতে কুলজা ধর্ম্ম   বিরলে বিলসে কর্ম্ম
পতি অহঙ্কার নাহি মানে ॥৫৩৬॥
তাতে রহে অনুরাগ   মনে সহে দুঃখ ভাগ
প্রেমশয্যা তরুতলে সীমা।
রূপে করে অহঙ্কার[৭]   যৌবনে কিরূপ ভার
প্রেম নহে যৌবন গরিমা॥

১। বনের কুসুমদল। ২। গুণে। ৩। বন্ধনী-মধ্যস্থিত পংক্তি দুইটী ১ম পুথিতে নাই। ৪। হসিত। ৫। তাহা বিনে অন্য নাহি বড়। ৬। হি। ৭। অলঙ্কার।

গৃহ কর্ম্মে বাহ্য দেহা   মনে ভোগে নব লেহা
কন্দলের ছলে দুঃখ কহে।
সহজে (প্রকট)[১] রসে   রসিকের নহে তোষে
গোপ্ত প্রেমে প্রাণ মন মোহে[২]॥৫৩৭॥
নিকুঞ্জ মন্দির[৩] পাঞা   তাহাতে বিরল ছায়া
কুসুমসৌরভে বায়ু দোলে।
কোকিলে পঞ্চম গায়   মাতল ভ্রমরে ধায়[৪]
সচকিতে প্রীত[৫] লাগি বুলে॥
এ সব সুখের ওর   কহিতে শুনিতে মোর
তনুমনপ্রাণে দুঃখ ভাব।
এ সব অপূর্ব্ব ভাষা   শুনিতে পরম আশা
শুনিলে বাঢ়য়ে বহু লাভ[৬] ॥৫৩৮॥
আত্মারামরূপ ধরি   নানারূপ কেলি করি
খণ্ডনে স্থাপনে কর্ত্তা আমি[৭]।
শিবে কি বিষের তেজে   আনলে সকল ভুঞ্জে
তেজ বলে(ক) কিছু না বাখানি॥
উত্তম মধ্যম যত   যে জন যে কার্য্যে রত
তাহা কেহ ছাড়িতে না পারে।
হেলাতে[৮] আনন্দধাম   কেলি বৃন্দাবন নাম
তার ভাবে পূরিল অন্তরে ॥৫৩৯॥
গোপীগণ প্রেমখানি   স্মরিতে নরিল মানি
প্রেমপুঞ্জ বাঢ়ে আর্ত্তিযোগে।
মনে কর অনুমান   যে করে অমৃত পান
অন্য মধু তারা নাহি ভোগে॥

১। প্রাগট। ১ম। ২। দাহে। ৩। কুটীর।
৪। মাতল ভ্রমর সব   ঝঙ্করে মদন রব।
৫। প্রেম। ৬। এই দুই পংক্তি ২য় পুথিতে নাই।
৭। ২য় পুথিতে এই স্থানে পাঠ যথা—
আত্মারামরূপ ধরি   সভাতে বিলাস করি
না বুঝিঞা কহ ভিন্ন দার।
মোর কর্ম্ম গুণ সিদ্ধি   তাতে কি নিষেধ বিধি
খণ্ডন স্থাপনে কর্ত্তা আমি।
(ক) তৃতীয় পুথির পাঠ। ১ম পুথি—তেজবান।
৮। হেন ত।

পীরিতি আরতি রতি সম্ভোগ বিয়োগ গতি
তোমাকে কহিল আদিরসে।
কৃষ্ণের প্রবোধ বোলে রুক্মিণী পড়িলা ভোলে
শ্রীকবিবল্লভ কিছু ভাষে ॥৫৪০॥

একাদশ অধ্যায়।

দ্বাদশে শান্তিরস

(পাহাড়িয়া রাগ)

জয় জয় কৃষ্ণপ্রিয়া আনন্দভাজনী।
প্রভু[1] বিদ্যমানে কিছু[2] বোলে প্রিয়বাণী ॥
কহ কহ প্রাণনাথ নির্ম্মলস্বভাব।
কেমত ভজনে হয় কৃষ্ণপ্রেম লাভ ॥৫৪১॥
নাগর কিশোরী ভাব[3] সরস প্রস্তাবে।
বিনে কায়ক্লেশে লোক ভজে কোন ভাবে ॥
কোন কর্ম্মে কর্ম্মনাশ সুসাধকে করে।
কৃপা করি এ সব নাথ কহিবে আমারে ॥৫৪২
রুক্মিণীর বাক্যে কহে দ্বারকার পতি।
কহিব সকল শুন পতিব্রতা সতী ॥
প্রবর্ত্ত নিবর্ত্ত দুই[4] পথ নিরূপণ।
অনুরাগ[5] বৈরাগ্য তাহাতে নিযোজন ॥৫৪৩॥
সরস নীরস তাতে আরোপিল বেদ।
প্রকৃতি পুরুষ দুই ভজনের ভেদ ॥
কিঙ্কর কিঙ্করী ভাব ভাবে সাধুগণে।
তার অনুযায়ী পথ না যায় গণনে ॥৫৪৪॥
কোটি কোটি পথে ভক্ত সেবে ভক্তিরসে।
নানা পথে নদী যেন সমুদ্রে প্রবেশে ॥
নিবর্ত্ত ভকতে নিত্য বাঢ়াঞা বৈরাগ্য।
কোনো যোগে জগতে না সহে[6] সত্যভাগ ॥৫৪৫
জন্মিলেহিঁ দেখে তারা সম্মুখে মরণ।
স্বপ্নবৎ দেখে পূর্ব্ব দিবা আচরণ ॥
প্রথমে আপন দেহে যতন না করে।
তবে তার আসক্তি না জন্মে গৃহপুরে ॥৫৪৬॥
শত্রু মিত্র না জানে সমান বুদ্ধি ধরে।
পুরীষ চন্দন গন্ধে সমভাব করে ॥
তিরস্কার পুরস্কারে সুখী দুঃখী নহে।
শীত বাত রৌদ্র বৃষ্টি সমভাবে সহে[1] ॥৫৪৭॥
তিক্ত মিষ্ট কটু আম্ল মনে হো না কহে।
ক্ষুধা তৃষ্ণা জন্মিলে ব্যাকুলচিত্ত নহে ॥
যোগী অবধূত হয় কেহ বা সন্ন্যাসী।
ভস্মকুণ্ড ধরে কেহো কেহো বনবাসী ॥৫৪৮॥
আশ্রম না করে কেহো জড়বেশে ভ্রমে।
পর্ব্বতপ্রান্তরে ভ্রমে[2] বিনিপরিশ্রমে ॥
শুনিলে না শুনে কিছু দেখিলে না দেখে।
কোনো দেব না পূজে আচার নাহি রাখে ॥৫৪৯
সংসারচরিত্র দেখি বাসে উপহাস।
অনিত্য করিঞা জানে[3] জগত বিলাস ॥
সজীব শরীরে করে নির্জ্জীবের ভাব।
অস্থিগণ দেখি করে সজীব স্বভাব ॥৫৫০॥
বালকের অঙ্গে দেখি যৌবনের লীলা।
যৌবনশরীরে দেখে বৃদ্ধরস খেলা ॥
গৃহপুর দেখে যেন শূন্যের আকার।
শূন্য স্থানে দেখে গৃহ পুরের সঞ্চার ॥৫৫১
আসক্তি বিরোধ দেখি মনে মনে হাসে।
সংসারে আলগ হঞা নির্ভয়ে বিলসে ॥
নিরবধি মনে করে গোবিন্দভজন।
নিমিষের আধ আধ না ছাড়ে চরণ ॥৫৫২॥

১। প্রিয়। ২। পুন। ৩। কিশোর বেশ। ৪। পূর্ব্বনিবর্ত্তনী বৃত্ত। ৫। অনুপাম। ৬। দেখে।

১। এই পংক্তি ২য় পুথিতে পরের পংক্তিরূপে আছে ও পরপংক্তি প্রথম পংক্তিরূপে আছে। ২। ফিরে। ৩। মানে।

সে জন কিঙ্কর দেহে মুক্তিপদ পায়।
জ্যোতির্ম্ময়ে চিত্ত দিঞা সূক্ষ্ম[১] অনুভায় ॥
সারূপ্য সাযুজ্য আর সালোক্য নির্ব্বাণ।
ভাব অনুমানে[২] চারি মুক্তির নির্ম্মাণ ॥৫৫৩॥
সে জন পৃথক নহে ঈশ্বরে যোজন।
ঈশ্বর সমান তার কার্য্য আচরণ ॥
এ সব নিবৃত্ত[৩] ভাব কহিল সংক্ষেপে।
প্রবর্ত্তচরিত্র কিছু[৪] শুনহ স্বরূপে ॥৫৫৪॥
প্রবর্ত্তজনের হয় প্রকৃতিস্বভাব।
নিরবধি করে তারা অনুরাগ ভাব ॥
প্রথমেহি জন্মে[৫] তারা সত্য হেন মানে।
কৃষ্ণের চরিত্র[৬] কথা যাহা হৈতে জানে ॥৫৫৫
প্রথমেহি করে[৭] গৃহী গুরু মহাশয়।
অকপটে ভাবে গুরু করিবে নির্ণয় ॥
সর্ব্বজন সম্মত জানিবে ভাল মতে।
বিশেষে আপন চিত্ত প্রবেশে যাহাতে ॥৫৫৬॥
তাহাতে করিবে জীব শিক্ষা[৮] উপদেশ।
প্রাণপোণে গুরু আজ্ঞা পালিবে বিশেষ ॥
পরীক্ষা না করে তাতে না করে প্রলাপ।
কায়মনবাক্যে তার না জন্মায় তাপ ॥৫৫৭॥
গুরুর চরিত্র আজ্ঞা না করে বিচার।
কৃষ্ণের সাক্ষাতে[৯] পূজা করিবে তাহার ॥
নিজ পতি জানিঞা ভজিবে অকপটে।
সেবিঞা শিখিবে[১০] ধর্ম্ম গুরুর নিকটে ॥৫৫৮॥
ভাল মন্দ নাহি জানে[১১] আজ্ঞা মাত্র বহে।
কৃষ্ণ ভিন্ন গুরু ভিন্ন মনে হো না কহে ॥

১। সুখ। ২। অনুরূপ। ৩। নিবর্ত্ত। ৪। প্রিয়া। ৫। জন্ম। ৬। সরস। ৭। যতনে করিব। ৮। দীক্ষা। ৯। সন্মুখে। ১০। সখীর। ১১। না বিচারে।

ক্ষণে ক্ষণে দণ্ডে দণ্ডে বাঢ়ায় সন্তোষ।
প্রাণপোণে নিত্য ভোগে গুরুর আদেশ[১] ॥৫৫৯॥
সেবিঞা খণ্ডায় নিজ শরীরের দোষ।
যত্ন করি পলে পলে শিখে উপদেশ ॥
হীন কর্ম্ম করিতে না বাসে অবসাদ।
গুরুর তাড়না মনে জানিবে প্রসাদ ॥৫৬০॥
তবে মন্ত্র লঞা কৃষ্ণ ভজে অকপটে।
জনম অবধি থাকে গুরুর নিকটে[২] ॥
যগুপি স্বতন্ত্র রস জনমে তাহার[৩]।
তভুঁ গুরুস্থানে আজ্ঞা লয় পরিহার[৪] ॥৫৬১॥
কোনো স্থানে গুরুর আলয় করে সুখে।
দ্বাদশ প্রকারে কৃষ্ণ ভজয়ে কৌতুকে ॥
চারি মত আবাহন[৫] করে বুধগণ।
সূর্য্য অগ্নি জল ভূমি তাহার আসন ॥৫৬২॥
স্থাপন প্রকার ছয় বুধগণে[৬] লয়।
দারু শিলা ধাতু তরু চিত্র মূলময়[৭] ॥
মনন প্রকার দুই বুধগণে করে।
যথাকার তথা আর হৃদয়কমলে ॥৫৬৩॥
এইরূপে নিত্য করে সেবার আরম্ভ।
অল্পে অল্পে ক্ষয় করে সংসারের দম্ভ ॥
কৃষ্ণের উভয় লিঙ্গ ধীরগণে[৮] ভজে।
বৈষ্ণব সেবন কিবা[৯] মূর্ত্তি করি পুজে ॥৫৬৪॥
মূর্ত্তিকে সজীব জ্ঞান যার চিত্তে ধরে।
সেই জন মূর্ত্তি সেবা চিরংকাল[১০] করে ॥

১। এই স্থান হইতে তিন পংক্তি ২য় পুথিতে এই প্রকার—
শিথায় খণ্ডায় নিজ শরীরের দোষ ॥
যত্ন করি প্রাণপণে শিখে উপদেশ।
ভক্তিভাবে নিত্য ভোগে গুরু অবশেষ ॥
২। সেবিঞা খণ্ডায় দোষ গুরুর নিকটে। ৩। রসে আবরে তাহারে। ৪। পরিহারে। ৫। আরাধন; ৬। সুসাধকে। ৭। মনোময়। ৮। সাধুগণে। ৯। আর। ১০। অচিরাতে।

প্রাণপোণে[১]সেবা করে সজীব স্বভাব।
গুণ দোষ জন্মায় প্রসাদ শাস্তি লাভ ॥৪৬৫॥
প্রসাদের গুণে সুখ জন্মে[১] কলেবরে।
দোষযোগে শাস্তি দুঃখ জন্মায় শরীরে॥
দণ্ডে দণ্ডে ক্ষণে ক্ষণে করে সেবা কর্ম্ম।
তিলেক না ছাড়ে শুদ্ধ সেবকের[২] ধর্ম্ম ॥৫৬৬॥
মূর্ত্তিপ্রতি যদ্যপি এমত হয় জ্ঞান।
তবে সে জানিব মূর্ত্তি[৩] ভজন সন্ধান॥
কৃষ্ণ মূর্ত্তি লিঙ্গ এই ভজে সাধুগণ।
বৈষ্ণবশরীরে আর করয়ে ভজন ॥৫৬৭॥
প্রথমেহি গৃহপুর করে (পরিষ্কার)[৪]।
তাহাতে প্রকাশ করে কৃষ্ণের বেহার॥
ধূপ দীপ নৈবেদ্য অশেষ উপহারে।
নামগুণকীর্ত্তন আবেশে[৫] সেবা করে ॥৫৬৮॥
বাণিজ্য মনুষ্যসেবা করে কৃষিকর্ম্ম।
শীত বাত নানামত করে রীত জন্ম[৬]॥
পরম কৃপণ হঞা অর্থ সঞ্চ করে।
কৃষ্ণের মঙ্গল কর্ম্মে সে ধন আচরে ॥৫৬৯॥
মূলরক্ষা করে পুন অর্থ জন্মাইতে।
জন্মাঞা নিম্মল কর্ম্ম করে সুচরিতে[৭]॥
মূলব্যয় করিলে বৈরাগ্য ভাব ধরে।
অতএব সুবিত্ত[৮] জন্মাঞা ব্যয় করে ॥৫৭০॥
নিজ পরিজন হেতু না হৈবে[৯] অধীন।
ঈশ্বরের সকল আপনে উদাসীন॥
পত্নী পুত্রে দিবে মাত্র অন্ন আৎসাদন।
কৃষ্ণকর্ম্ম না করিলে করিবে তাড়ন[১০] ॥৫৭১॥

কৃষ্ণসেবা করেন সকল সাধুগণে।
আর্ত্তি করি তার ঘরে যায় সর্ব্বজনে॥
দিনে দিনে এই কর্ম্ম করে নিরন্তর।
তবে সে বৈষ্ণবহেতু জনমে আদির[১] ॥৫৭২॥
সহজে বৈষ্ণবগণ মত্ত কৃষ্ণরসে।
সজললোচন যুগ অলসে বিলসে॥
অনুক্ষণ ঢর ঢর হর্ষিত[২] বদন।
সর্ব্বজন সঙ্গে করে[৩] মিষ্ট সম্ভাষণ ॥৫৭৩॥
অলৌকিক দেখিঞা সে[৪] চপল সমান।
অভব্য চরিত্র হেন (সভার[১](ক) সন্ধান॥
প্রতি অঙ্গ অধর সুঊর্দ্ধ লোমাবলী।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে ভ্রমে কুতূহলী ॥৫৭৪॥
কটির আটনি বাস ক্ষণে ক্ষণে খসে।
যেবা দেখে শুনে তারা স্বতন্ত্র বিলসে[৫]॥
গ্রাম্য কথা কৃষ্ণকথা যত দেখে শুনে।
সমান সন্তোষ তারা বাসে নিজ মনে ॥৫৭৫॥
কৃষ্ণে মন রাখিঞা বাহিরে ভিন্ন ভাব।
অখণ্ড আনন্দ ভাবে বৈষ্ণব স্বভাব॥
সে সব বৈষ্ণব দেখি গৃহস্থ সাধকে।
প্রণাম আসন ভক্তি নিযোজে তাহাকে ॥৫৭৬॥
কৃষ্ণের অভিন্ন দেহ[৬] বৈষ্ণবে ত মানে।
অকপট বৈদিক আচরে প্রাণপোণে॥
বৈষ্ণব দেখিলে আগে বাঢ়ায় আনন্দ।
অনাহার্য্য[৭] অঙ্গ করে ঢর ঢর বন্ধ ॥৫৭৭॥
চিত্তের প্রবেশ করে প্রীত ব্যবহার।
আলিঙ্গন মিষ্ট কথা প্রেম নমস্কার॥

১। ভুঞ্জে। ২। সাধকের। ৩। তার। ৪। পুরস্কার। ১ম পুথি। ৫। সহজ। ৬। তাতে হনে নানা মতে করে বিত্ত জন্ম। ২য় পুথি। তাথে হনে নানা মতে করে নিত্য কর্ম্ম। ৩য় পুথি। এই দুই পাঠই সুসঙ্গত। ৭। সুখচিত্তে। ৮। প্রবর্ত্ত। ৯। হয়। ১০। দণ্ডন।

১। ২য় পুথিতে শেষ দুই চরণ প্রথমে ও প্রথম দুই চরণ শেষে আছে। ২। হসিত। ৩। সর্ব্বজনে করে তারা। ৪। কথা কহে। (ক) ৩য় পুথির পাঠ। ১ম পুথিতে—স্বভাব। ৫। যে দেখে যে শুনে তাতে আনন্দে বিলসে। ৬। ভাব। ৭। অনাহার্য্যে।

পদ পাখালিঞা পুন বসায় আসনে।
ভক্ষ উপহারে তোষে[1] বিনয় বচনে ॥ ৫৭৮ ॥
কৃষ্ণকথা কহে শুনে বাঢ়ায় আনন্দ।
ক্ষণে ক্ষণে বৃদ্ধ করে আসক্তি সম্বন্ধ ॥
প্রথম দরশ আর গমন পর্য্যন্ত।
নিরবধি প্রেমকথা আনন্দ অত্যন্ত[2] ॥ ৫৭৯ ॥
আগমনে সুখ বাঢ়ে[3] গমনে বিৎসেদ।
কৃষ্ণদেহে সাধুদেহে না করয়ে ভেদ ॥
তবে সে নির্ম্মল হেন জানি তার ভাব।
ক্রমে ক্রমে জন্মে তার কৃষ্ণপ্রেম লাভ ॥৫৮০॥
সংসারযন্ত্রণা কিছু না ঘটে তাহাকে[4]।
সে জন কৃষ্ণের প্রেমপাত্র হঞা থাকে[5] ॥
সর্ব্বকাল দুখে যত সঞ্চ করে ধন।
বৈষ্ণব অতিথ পাঞা করে সমর্পণ ॥ ৫৮১ ॥
এ সব সুসিদ্ধ[6] শুনি সর্ব্বজনমুখে।
নানা বেশে বৈষ্ণব তথাতে যায় সুখে ॥
অনুরাগী বৈরাগী ভিক্ষুক দুঃখী সুখী।
তা সভা সেবিতে হয় অধিক কৌতুকী ॥৫৮২॥
জীবমাত্রে সভাতে জন্মায় প্রেম লাভ।
তবে সে জানিব তার অধীন স্বভাব ॥
সর্ব্বজন বশ হঞা বাঢ়ে অনুরাগ।
প্রকৃতি সমান হঞা করে কার্য্যভাগ[7] ॥৫৮৩॥
তিরস্কারে পুরস্কারে দুঃখী সুখী নয়[8]।
ধৈর্য্য শান্তি অক্রোধ অক্ষোভ চিত্ত হয় ॥
তবে জীব[9] গতি চলে কহে সুমধুর।
পলে পলে প্রেমানন্দ বাঢ়ায় প্রচুর ॥ ৫৮৪ ॥
বালকের বাল্য খেলা পৌগণ্ডের গতি।
কিশোরের শুদ্ধ বেশ যৌবনের রতি ॥

১। পুজে। ২। প্রেম বিনে কখন না করে রসভঙ্গ। ৩। বাসে। ৪। যদি না ঠেকে শরীরে। ৫। তবে সে কৃষ্ণের ভক্তি জানিবারে পারে। ৬। সুরীত। ৭। কার্য্য ত্যাগ। ৮। বাসে সুখময়। ৯। স্থির। ২য় ও ৩য় পুথি।

বৃদ্ধের প্রাচীন[1] কথা যত দেখে শুনে।
সভাতে আনন্দ ভোগে ভজনের গুণে ॥ ৫৮৫ ॥
প্রিয়জনবচনে ঈশ্বর কথা মানে।
সভার অধীন হেন আপনাকে জানে ॥
সদীশ্বর গুরু প্রতি[2] সকল বাখানি।
শিষ্যপত্নী ভৃত্য কোটি মধ্যে এক প্রাণী ॥৫৮৬॥
সকল ঈশ্বর হেন আপনার মনে।
সেবক হইতে নারে অল্প পরিশ্রমে ॥
যে জন অধীন হঞা স্থির করে চিত।
তাহার প্রকৃতি ভাব লাভ সুনিশ্চিত ॥ ৫৮৭ ॥
নিদ্রা জাগরণ কালে যখন যে করে।
প্রেমানন্দে থাকে সদা শুদ্ধ কলেবরে ॥
কালান্তরে প্রকৃতি শরীর ধরে ভাবে।
কৃষ্ণের বিলাস[3] স্থানে কৃষ্ণমূর্ত্তি সেবে ॥ ৫৮৮ ॥
দুই মত প্রকৃতি জানিব ভাব রসে[4]।
যে রস সাধন যার বিহরে সে রসে[5] ॥
আপনে প্রকৃতি কেহো কৃষ্ণ করে পতি।
দ্বন্দ্বযোগে উপভোগ করে প্রেম রতি ॥ ৫৮৯ ॥
মনসে বিলাস করে[6] আনন্দ বেহার।
স্বয়ং গোপী হঞা করে রসের বিস্তার ॥
এ সব পরম ভাব পরম ভজন[7]।
রসপুষ্টি হইলে[8] সে লভে প্রেম[9] ধন ॥ ৫৯০ ॥
কেহো কেহো ঈশ্বর ঈশ্বরী মনে রাখি।
বিলসে দ্বিতীয় ভাব হঞা প্রেমা সখী ॥
কেবল তৃতীয় ভাব ভগবৎ[10] প্রবোধি।
বিলাস দেখিতে মাত্র তারা অনুরোধী[11] ॥৫৯১॥
পৃথিবীতে দুর্ল্লভ যতেক দেখে শুনে।
সকল হরিঞা তারা আনে ভাব[12] গুণে ॥

১। প্রাচীন। ১ম ও ২য়। তৃতীয় পুথির পাঠ—প্রাচীন। ২। পত্নী। ৩। লীলার। ৪। বলে। ৫। যে রসে রসিক সেহি বিহরে। ৬। মনের বিলাস এহি। ৭। স্বতন্ত্র ভজন। ৮। রসপুঞ্জ জন্মিলে। ৯। হেন। ১০। ভকত। ১১। উপরোধী। ১২ প্রেম।

(কর ওষ্ঠ[1]) অধর নাসিকা শ্রুতি দন্ত।
কপালে কপোল গণ্ড কুন্তল সীমন্ত[2] ॥ ৫৯২॥
কণ্ঠ কর বক্ষ কটি নিতম্ব চরণ।
হাস্য গতি শব্দলীলা প্রেমনিরীক্ষণ ॥
সন্তোষ[3] চাতুরী কেলি আলাপ চরিত্র।
রূপ রস গন্ধ স্বাদ পরম[4] বিচিত্র ॥ ৫৯৩ ॥
স্নেহ অনুরাগ আদি যতেক শরীর।
সকল একত্র করি মূর্ত্তি করি[5] স্থির ॥
মনোময় নায়ক নায়িকা করে ভাবে।
মানস সন্তোষ যোগে নিত্যরূপে সেবে ॥ ৫৯৪
পুষ্প নব পল্লব চন্দন দিব্য বাস।
শীত তাপ হিম বায়ু যত্ত সুবিলাস ॥
কানন কুটীর কিবা দিব্য গৃহ পুরী।
মোননে যে জন করে আতি প্রেম করি ॥৫৯৫॥
দুহাকে একত্র করি বসায়[6] সন্তোষে।
দেখে শুনে কর্ম্ম করে নির্ম্মল মানসে[7] ॥
নায়ক নায়িকা সুখে সুখী করে অঙ্গ।
এই রসে বাঢ়ে তার আনন্দ তরঙ্গ ॥ ৫৯৬ ॥
ভাবিতে ভাবিতে পূর্ণ[8] আনন্দে বিহরে।
অহেতুকী ভাব কিবা শুনিতে[9] আবরে ॥
এই সে তৃতীয় ভাব ভাবের প্রধান।
অল্প ভাগ্যে নাহি ঘটে এ ভাব[10] সন্ধান ॥৫৯৭॥
যত্ন করি সাধুগণে করে সুবিলাস[11]।
ইহাধিক প্রকৃতি লক্ষণ নাহি তার [12] ॥
নায়ক নায়িকা যত শুদ্ধ সুখ ভুঞ্জে।
সে সব নিগূঢ় রস রসিকে সে বুঝে ॥ ৫৯৮ ॥

১। কারো চক্ষু। ১ম। ২। লোচন শ্রীমন্ত। ৩। সন্তাষা। ৪। পরশ। ৫। করে। ৬। রমায়। ৭। মনের বিলাসে। ৮। নিত্য। ৯। করি সুরীতে। ১০। ইহাধিকে নাহি আর ভজন। ১১। সুসাধন। ২য় ও ৩য় পুথি। ১২। এহি সে জানিব শুদ্ধ প্রকৃতি লক্ষণ॥ ২য় ও ৩য় পুথি।

দ্বিতীয় তৃতীয় বিনে নাহি ভক্তি[1] ভাব।
যে জন যেমত ভজে সেই মত লাভ ॥
এই মত সুসাধকে করে কৃষ্ণকর্ম্ম।
আপন স্বভাবে তারা সাধে শুদ্ধধর্ম্ম ॥ ৫৯৯ ॥
কহিল সংক্ষেপে[2] প্রিয়া স্বভাব নিদান।
ইহাধিক নাহি আর ভজন সন্ধান[3] ॥
কৃষ্ণকথা শুনিঞা রুক্মিণী আনন্দিতা।
কহে কবিবল্লভ দুর্ল্লভ কৃষ্ণকথা ॥ ৬০০ ॥

দ্বাদশ অধ্যায়।

ত্রয়োদশে ভাবরস

(সরঙ্গ রাগ)

জয় জয় ভক্তনাথ রসিকশেখর।
রুক্মিণী কহেন পুন প্রভুর গোচর ॥
শুন শুন প্রাণনাথ[4] মোর নিবেদন।
কতেক প্রকারে হয় ভক্তির লক্ষণ ॥ ৬০১ ॥
কেমতে আসক্তি জন্মে প্রেমের উদয়।
সকল কহিঞা নাথ ঘুচাহ[5] সংশয় ॥
কৃষ্ণ বোলে শুন ধনি কহিব কারণ।
নবধা প্রকারে ঘটে[6] ভক্তির লক্ষণ ॥ ৬০২ ॥
শ্রবণ কীর্ত্তন আর স্মরণ সেবন।
অর্চ্চন বন্দন দাস্য সখ্য সমর্পণ ॥
প্রথমেহি শুনে জীব কৃষ্ণের চরিত্র।
তাহাতে শ্রবণ ভক্তি[7] লভে সুনিশ্চিত ॥৬০৩॥
শুনিতে শুনিতে নিত্য কৃষ্ণকথা কহে।
কহিতে কীর্ত্তন ভক্তি জন্মে জীবদেহে ॥
কহিতে[8] কহিতে নিত্য করয়ে স্মরণ।
হৃদয়ে জন্মিলে হয় স্মরণ ভজন ॥ ৬০৪ ॥

১। শক্তি। ২। সকল। ৩। দঢ়ায়ে জানিব এহি সাধন প্রমাণ। ৪। মহাপ্রভু। ৫। খণ্ডাহ। ৬। হয়। ৭। রস। ৮। কীর্ত্তন।

স্মরিতে স্মরিতে করে চরণ সেবন।
তবে সিদ্ধ হয় পদে সেবন ভজন॥
তবে সে অর্চ্চনরসে হয় অধিকার।
তবে অঙ্গে ধরে কৃষ্ণ বন্দন সঞ্চার[১] ॥৬০৫॥
তবে দাস্যভাবে করে[২] নানা বিধি কর্ম্ম[৩]।
তবে সে জানিতে পারে সখ্যভাব ধর্ম্ম॥
এইরূপে ক্রমে ধরে ভক্তির লক্ষণ।
পরিণামে করে তারা আত্মসমর্পণ॥৬০৬॥
আত্মা[৪] সমর্পণ যদি করে কৃষ্ণদেহে।
তবে আর স্বতন্ত্র চরিত্র কিছু নহে[৫]॥
নবধা প্রকারে করে[৬] ভক্তির নিদান।
সমর্পণ বিহনে না[৭] জন্মে বাহ্য জ্ঞান॥৬০৭॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম সঙ্গতি প্রবেশে কৃষ্ণ অঙ্গে।
নিরবধি ভ্রমে কৃষ্ণ আনন্দতরঙ্গে॥
ইহাকে কহিয়ে প্রিয়া কর্ত্তাকর্ম্মলাভ।
কোনো কোনো জনে করে তদাত্মিক ভাব॥৬০৮॥
কৃষ্ণের চরিত্র লীলা নিজ দেহে ধরে।
মনের আনন্দে কৃষ্ণরস ভোগ করে॥
এমত চরিত্র যার হৃদয়ে প্রকাশে।
সেই ভাব নিজদেহে সতত বিলসে॥৬০৯॥
বাল্য পৌগণ্ডলীলা কিশোর[৮] যৌবন।
শৃঙ্গার করুণ হাস্য যত রসায়ন॥
দ্বিতীয় তৃতীয় যত ভাবের বিকাশ।
আপনার অঙ্গে করে আপন প্রকাশ[৯]॥৬১০॥
সাধ্য দেহে সাধকে করায় নিযোজন।
অহনিশি করে কৃষ্ণ চরিত্র মনন॥

১। বিহার। ২। ভাব ধরে। ৩। ধর্ম্ম। ৪। আত্ম। ৫। চরিত্র তার নহে। ৬। ঘটে। ৭। না করিলে। ৮। কৈশোর। ৯। সব করায় প্রকাশ।

যখন যেরূপ ভাবে সেইরূপ হঞা।
হাসে নাচে খেলে গায় আনন্দ বাসিঞা॥৬১১॥
ক্রমে ক্রমে উঠে তার রসের তরঙ্গ।
এইরূপ তদাত্মিক[১] ভজন প্রসঙ্গ॥
তবেত আসক্তিরস প্রকৃতি বেহার।
সে সব চরিত্র হয় নবধা প্রকার॥৬১২॥
শ্রুতি স্মৃতি মনন উদ্যোগ অনুরাগ।
উৎকণ্ঠা সম্ভোগ পুন[২] চরিত্র বিলাপ॥
শান্ত[৩] আদি নবধা প্রকার প্রীত লেখি।
ক্রমে ক্রমে উপভোগ করে শশিমুখী॥৬১৩॥
প্রথমে শ্রবণরস তবে জন্মে দৃষ্টি।
তাহাতে জনমে পূর্ব্ব আসক্তির সৃষ্টি॥
অন্তরে প্রবেশে যদি রূপ গুণ কর্ম্ম।
তবে সে বিহরে তারা মননের ধর্ম্ম॥৬১৪॥
ভাব কিবা সাক্ষাতে করায় মূর্ত্তি স্থির।
নিজ মন বশ করে আসক্তি শরীর॥
কহিতে শুনিতে কিবা জাগিতে স্বপনে।
নিরবধি[৪] থাকে তারা মূর্ত্তির সন্ধানে॥৬১৫॥
তবে সন্ধি[৫] হেতু করে সতত উদ্যোগ।
কথো দিন[৬] সেই রস করে উপভোগ॥
তবে সে নিবিড়[৭] রসে করে অনুরাগ।
প্রবেশ কারণে করে নানা রসভাগ॥৬১৬॥
রূপ গুণ রসলীলা যত দেখে শুনে।
তাহাতে নিযোজে রস আপনার গুণে[৮]॥
তার পাছে উৎকণ্ঠা রসের উপাদান।
লভে কি না লভে[৯] হেন না বুঝে সন্ধান॥৬১৭॥
তবে সে সাক্ষাৎ রস সঙ্গম বিহার॥
ক্ষণে ক্ষণে করে নানা রসের সঞ্চার॥

১। তাদাত্মিক। ২। তবে। ৩। শান্তি: ৪। ক্ষণে ক্ষণে। ৫। সিদ্ধি। ৬। কথো কালে। ৭। নিগূঢ়। ৮। সব আসক্তির গুণে। ৯। ঘটে কি না ঘটে।

তাহার পশ্চাৎ হয় বিরহপ্রসঙ্গ।
সকল সন্তোষ জন্মে দুঃখের তরঙ্গ ॥৬১৮॥
তবে শান্ত রসে করে সর্ব্ব সমাধান[১]।
লভ্য অপচয় হেতু না করে সন্ধান ॥
যখন যে ঘটে তারা সুখী সেই রসে।
নিরমল চিত্ত[২] হঞা সকল[৩] বিলসে ॥ ৬১৯॥
সকলে আসক্তি ভোগে নবধা প্রসঙ্গে।
অষ্টরস পূর্ণ করে বিরহ তরঙ্গে ॥
যাবৎ বিৎসেদ নহে ত্যাগ নহে সঙ্গ।
তাবৎ না বুঝে কেহ আসক্তি[৪] প্রসঙ্গ ॥৬২০॥
বিরহে বিলজ্জ হঞা সর্ব্ব ধর্ম্ম ছাড়ে।
জীবন মরণ তারা মনে নাহি করে ॥
সর্ব্ব রস পুষ্টি হঞা[৫] বিরহ উদয়।
বিরহে সে জানে লোক আসক্তি নির্ণয় ॥৬২১॥
নায়ক নায়িকা দুহে বাঢ়ায় আসক্তি।
অতি সঙ্গোপনে করে নিবিড় পীরিতি ॥
প্রাণপোণে করে তারা সর্ব্বত্র গোপন।
কলঙ্ক মানিঞা করে চিন্তা অনুক্ষণ ॥৬২২॥
দৈবযোগে ঘটে যদি বিৎসেদ সঞ্চার।
আপনে কলঙ্ক তারা করে আপনার ॥
লাজ ভয় না মানে (উন্মত্ত)[৬] হঞা থাকে।
মরণ কলঙ্ক লজ্জা কিছু নাহি দেখে ॥৬২৩॥
কেবল বিকল হঞা সভাকে গোচরে।
আপনার প্রিয় তারা পায় যত দূরে ॥
এইরূপে কৃষ্ণের সন্ধান নব ভাগ।
তাহাতে প্রধান সেবা ভাব অনুরাগ ॥৬২৪॥
অনুরাগ বিরহ বিহীন নহে খেদ।
সে জন না বুঝে কৃষ্ণ আসক্তির ভেদ ॥

১। শান্তি বশে করে রসে সমাধান। ২। নির্ভয় চরিত্র। ৩। সর্ব্বত্র। ৪। বিরহ। ৫। পূর্ণহেতু। ৬। উত্তম। ১ম।

অনুরাগ প্রধান করিঞা সাধুগণ।
সর্ব্বরসে প্রবেশিতে পারে ধীরজন ॥৬২৫॥
অনুরাগযোগে হয় নয়ন চঞ্চল।
তবে স্থির দৃষ্টে দেখে কৃষ্ণকলেবর ॥
কায়মনবাক্যে যদি করে দৃষ্টিরস।
তবে সে হৈতে পারে কৃষ্ণরসে বশ[১] ॥৬২৬॥
সহজে (মানসদেহে স্থির দৃষ্টি ধরি)[২]।
অজ্ঞাতে নায়ক চাহে একদৃষ্ট করি[৩] ॥
সে সব নায়ক যদি ভাবদৃষ্টে দেখে।
এক দুই তিনবার চায় কোনো লক্ষে ॥৬২৭॥
নায়কচরিত্র দেখি নিবিড় সন্ধান।
তবে তারা আপনাকে করে ভিন্ন জ্ঞান ॥
অঙ্গ ভঙ্গী করে কারো সঙ্গে রস কহে।
যতদূর আসক্তি জনমে তার সহে ॥৬২৮॥
লোচন করিলে বশ সর্ব্ব অঙ্গ জিনে।
কোনো কর্ম্ম সাধিতে না পারে দৃষ্টি বিনে ॥
অতএব একান্ত দৃষ্টির মোক্ষভাব।
অবশ্য দেখিতে জন্মে কৃষ্ণ-প্রেম লোভ ॥৬২৯॥
প্রথমে হি কহিল দ্বিতীয় ভাব কথা।
তাহা হৈতে দুই মত জানিবে[৪] সর্ব্বথা ॥
রসিকা কামুকা দুই প্রকৃতি লক্ষণ।
কুলটা কুলজাভাব তাহাতে যোজন ॥৬৩০॥
সহজে কামুকাগণ কুলটা[৫] স্বভাব।
নিজ কার্য্যহেতু তারা করে নানাভাব ॥
নানাবেশ পহ্রে মাল্য গন্ধ অলঙ্কার।
(সঙ্কেতি)[৬] নায়কস্থানে করয়ে সঞ্চার ॥৬৩১॥

১। করিতে পারে কৃষ্ণপ্রেম বশ। ২। মানসী দৃষ্টি স্থির দেহে ধরি। ১ম। ৩। অজ্ঞাতে কাহাকো চাহে একচিত্ত করি। ৪। জনমে। ৫। কুলজা। ৬। সঙ্কতি। ১ম।

প্রথমেহি পতি দেখি নানা ভঙ্গী করে।
পুছিলে না বোলে কিছু না বসে শোঁসরে॥
গুরুভীতে গৃহকর্ম্ম কহে নানা রীতে।
সত্বরে চলিব হেন বুঝায় চরিতে॥ ৬৩২॥
এই রসে নানা কথা নিজ ভোগে কহে।
যাবৎ কামুকা[১]গণ রমে তার সহে॥
বিপ্রলম্ভ রস ছাড়ে কামানলে ভ্রমে।
উপরোধ জন্মাঞা কামুকাগণ রমে[২]॥৬৩৩॥
রমিলে সে নারী পুন প্রেমকথা কহে।
পুনরপি উপরোধ নানা ছলে রহে॥
শ্রীকৃষ্ণ ভজনে যার প্রকৃতির ভাব[৩]।
এমত ঘটিলে তবে কুলটা স্বভাব[৪]॥ ৬৩৪॥
কৃষ্ণের ভজন করে নিজ কার্য্য লাগি।
অমৃত পাইলে যেন বিষ উপভোগি॥
রমণী কুলজাগণ রসিক[৫] লক্ষণে।
অনুরাগ ভাব তারা চিন্তে অনুক্ষণে॥ ৬৩৫॥
ক্ষণে ক্ষণে মনে ধরে প্রেমের[৬] উল্লাস।
নায়কের ভাবে করে সরস প্রকাশ॥
যখনে রচয়ে বেশ পতিসেবা লাগি।
তখনে হি হয় তারা প্রেম উপভোগী॥৬৩৬॥
সিন্দুর কজ্জল পট্টে সুগন্ধি চন্দনে।
প্রতিবিম্ব দেখে তারা সলিল-দর্পণে॥
স্বরূপ হইলে মাত্র পতি করে মনে।
না দেখিঞা সর্ব্বরস ভোগে পতি সনে॥৬৩৭॥
পতিদেহে আত্মমন রাখে ভাব যোগে।
চলিতে কাহিতে[৭] তারা পতি[৮] রস ভোগে॥
পতি বিদ্যমানে যায় হঞা প্রেমচিত্ত।
প্রথমেহি বুঝে নিজ পতির চরিত্র॥ ৬৩৮॥
সলজ্জ করুণ মন[৯] অন্তরে আনন্দ।
এই চারি ভাব দেখি নায়কের অঙ্গ॥

১। কামুক। ২। কামুকগণ মরে। ৩। প্রকৃতি স্বভাব। ৪। কুলটার ভাব। ৫। রসিকা। ৬। ঈশ্বর। ৭। রহিতে। ৮। নানা। ৯ মান।

যে ভাব শরীরে দেখে সেই পথে চলে।
প্রাণপোণ করিঞা নায়ক শান্ত করে॥ ৬৩৯॥
লজ্জিত দেখিলে করে সেবানুবন্ধ।
তাম্বুল বাতাস দানে বাঢ়ায় আনন্দ॥
না হাসে চঞ্চল নহে ধৈর্য্য কর্ম্ম করে।
যাবত পর্য্যন্ত তার লজ্জারস ছাড়ে॥ ৬৪০॥
যদি বা বিরহরস দেখে পতির অঙ্গে।
তবে সে নায়িকা ধরে সরস প্রসঙ্গে[১]॥
না বোলিতে করে তারা নায়কসন্তোষ।
চুম্ব আলিঙ্গনে করে রসের প্রকাশ॥ ৬৪১॥
যদি[২] মান (রস) দেখে পতির শরীরে।
তবে সে বিনয়রস নিজ অঙ্গে ধরে॥
স্তবন করিঞা তার দূর করে ক্রোধ।
যত্ন করি করে তবে রসের উদ্যোগ॥ ৬৪২॥
যদ্যপি আনন্দ রস দেখে পতির অঙ্গে।
তবে অনুরাগরস করে তার সঙ্গে॥
ঢর ঢর অঙ্গ করে সজললোচন।
জড়বৎ হঞা শুনে নায়কবচন॥ ৬৪৩॥
পরশিতে হয় তার শিথিল শরীর।
চাতুরী চরিত্র তার কিছু নহে স্থির॥
কায়মনবাক্যে কার্য্য স্বতন্ত্রে[৩] না করে।
পতির মানস বুঝি চরিত্র আচরে॥ ৬৪৪॥
নিজ দেহে দুঃখ সুখ না গুন্মে তাহার।
নায়ক সন্তোষ মাত্র জন্মায় বেহার॥
হেতুশূন্য কার্য্য করে রসে নহে ভিন্ন।
এসব নির্ম্মল ভাব কুলজার চিহ্ন॥ ৬৪৫॥
এইরূপ কৃষ্ণসুখ কারণে বিহরে।
আপনার সুখ দুঃখ মনেত না করে॥
এসব জানিব শুদ্ধ কুলজার ভাব।
জন্মে জন্মে ভোগে তারা কৃষ্ণপ্রেম লাভ॥৬৪৬॥

১। বিলজ্জ প্রসঙ্গ। ২। মন। ১ম। ৩। স্বতন্ত্র।

পুরুষের এই মত বুঝিল[১] লক্ষণ।
চরিত্র (জানিব তার ভজন কারণ[২] ॥)
সহজে পুরুষগণ রময়ে রমণী।
পঞ্চম প্রকারে রস তাহার বাখানি ॥ ৬৪৭ ॥
রমণী পাইলে রমে অর্থ মন্ত্র বলে।
ভৃত্যবৎ হঞা কর্ম্ম করে নানা ছলে॥
কামানলে ছন্ন হঞা ভোগ করে সুখ।
সে সব নায়ক জানি কেবল[৩] কামুক ॥৬৪৮॥
রমণী না রমে যেই কায়মনবাক্যে।
নীরস জ্ঞানীর মত জানিব তাহাকে ॥
রমিঞা না রমে তাতে না জন্মায় প্রীত।
কেবল সাধক মত[৪] জানিব নিশ্চিত ॥ ৬৪৯ ॥
না রমিঞা রমণী রময়ে ভাবযোগে।
কেবল ভাবক সেই সর্ব্বরস ভোগে॥
রমিঞা রময়ে রামা সে হয় আনন্দী।
রতিসুখ না মানে রভসে অনুবন্দী ॥ ৬৫০ ॥
এই পঞ্চ প্রকারে রমণী রমে লোকে।
বিপ্রলম্ভ রসভোগে আনন্দী ভাবকে ॥
সংসারে থাকিঞা লোক যত সুখ ভুঞ্জে।
তাহাতে ঈশ্বরী লীলা মনেহো না বুঝে[৫] ॥৬৫১
সংসারচরিত্র মাঝে দেখে[৬] পরমার্থ।
তাহাকে সে জানিব কৃষ্ণের প্রিয়পাত্র ॥
ব্যবহার পরমার্থ এক আচরণ।
চিত্তের ভরমে[৭] মাত্র জানিব ভরম ॥ ৬৫২ ॥
কর্ত্তার অধীন হঞা যদি কর্ম্ম করে।
তবে অনায়াসে কৃষ্ণ ভজিবারে পারে ॥
অল্পে অল্পে কৃষ্ণরস ভজে সাধুগণ।
পদে পদে করি যেন সংসারভ্রমণ ॥ ৬৫৩ ॥

যোনি লিঙ্গে রক্ত বীর্য্যে করে সৃষ্টিভার।
আর যত সকল তাহার অলঙ্কার ॥
কর পদ নাসিকা শ্রবণহীন জন।
তার পুত্র হয় যেন অখণ্ড[১] গঠন ॥ ৬৫৪ ॥
দধিতে অভিন্ন হঞা ঘৃত যেন বসে[২]।
এইরূপ সংসারচরিত্র কৃষ্ণরসে ॥
শিবশক্তি শুদ্ধভাব এ সব চরিত্র।
কহে কবিবল্লভ নিযোজিঞা চিত্ত ॥ ৬৫৫ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

চতুর্দ্দশে ভজনরস

(বিনোয়া)

জয় জয় ধনি ভীষ্মকনন্দিনী
অদ্ভুত মানিঞা মনে।
চিত্তে ভক্তি ধরি করযোড় করি
জিজ্ঞাসিল পতিস্থানে ॥
শুন প্রাণধন মোর নিবেদন
সংশয় বাঢ়িল চিত্তে।
তোমার চরিত্র শুনিতে বিচিত্র
বুঝিঞা[৩] কহিবে রীতে ॥ ৬৫৬ ॥
অদ্বৈত অচ্যুত তেজ ধ্বনিযুত
ব্রহ্ম হেন তাকে জানি[৪]।
রূপ নৈরাকার কর্ম্ম নাহি তার
নির্গুণ হেন বাখানি ॥
সে কেনে আপনে বন্ধ(ক) হঞা গুণে
থাকে দুঃখ গর্ভবাসে।
মানুষশরীর সমান অস্থির
অশেষ ভোগ বিলসে ॥ ৬৫৭ ॥

১। জানিব। ২। লখিল তারা দেহের কারণ। ১ম পুথি। ৩। নির্ম্মল। ৪। সেহি। ২য়। কেবল সাধকে হেন। ৩য়। ৫। ঈশ্বরলীলা কেহ নাহি বুঝে। ৬। বুঝে। ৭। মনের বিকার।

১। অক্ষত। ২। এই পংক্তি ২য় পুথিতে নাই। ৩। বুঝাঞা। ৪। যাকে মানি। (ক)। বদ্ধ—২য় পুথি। ১ম পুথির পাঠ—বন্ধ।

কভু হয় মীন কভু কূর্ম্ম চিহ্ন
বরাহ কেশরী হঞা।
নানা কর্ম্মযোগে দুঃখ উপভোগে
অশেষ শরীর পাঞা ॥
পত্নী পুত্র ধরি রাজ্য ভোগ করি
নানা অবতার ছলে।
শত্রুমিত্র ভাব দুঃখ সুখ লাভ
জন্ম মৃত্যু হয় কালে ॥ ৬৫৮ ॥
এ মোর বিস্ময় ঈশ্বর যে হয়
সে কেনে এমত করে।
মানসে সকল জন্মে কর্ম্মফল
কি হেতু জন্মিঞা মরে ॥
ক্রোধ ভয় ভ্রম তার কেনে শ্রম
এ কথা বুঝিতে নারি।
আর এক চিত্তে সংশয় ভাবিতে[১]
সেহো কহ সত্য করি ॥ ৬৫৯ ॥
যত সাধুগণ বুঝিঞা কারণ
মৃত্তিকা পাষাণ কাষ্ঠে।
করি অস্ত্রঘাত মূর্ত্তি করি তাত
অশেষ সন্ধানে গঠে ॥
মূর্ত্তি প্রকাশিঞা যতনে পূজিঞা
জলে সমর্পণ করে।
তাতে কোন শক্তি কেনে করে ভক্তি
বুঝিঞা কহিবে মোরে ॥ ৬৬০ ॥
কোথা থাকে ব্রহ্ম নাহি জন্ম কর্ম্ম
তাতে[২] মূর্ত্তি করি পূজে।
না জানি নিশ্চয় ঘুচাহ সংশয়
মানসে কেনে না ভজে ॥
রুক্মিণী বচন তত্ত্ব আলাপন
শুনিঞা হাসিলা হরি।

১। বিস্ময় চিন্তিতে। ২। তাকে।

কৃষ্ণ বোলে প্রিয়া শুন মন দিঞা
কহিব বিস্তার করি ॥৬৬১॥
প্রথমে যখন ব্রহ্ম[১] নারায়ণ
সৃষ্টিহেতু ইৎসা কৈল।
ব্রহ্মা বিনে ভিন্ন নাহি দেহ চিহ্ন
জানিঞা বিস্ময় হৈল ॥
অন্তরে চিন্তিল নিশ্চয় জানিল
শূন্যে নহে সৃষ্টিরস ॥
অদ্বৈত নির্গুণ ইৎসা করি পুন
স্থূলে করি গুণ রস ॥৬৬২॥
সত্ত্ব রজ তম ত্রিগুন নিয়ম
পঞ্চভূতে করি ভাণ্ড।
ইৎসাময় সুখে সগুণ কৌতুকে
অনন্ত কৈল ব্রহ্মাণ্ড ॥
জল তেজ শূন্যে মৃত্তিকা পবনে
দেহের নির্ম্মাণ করি।
নিজ ব্রহ্মধামে পরমাত্মা নামে (ক)
পৃথক করিল হরি ॥ ৬৬৩ ॥
প্রভু বোলে শুন তেজ ব্রহ্মগণ
তোমরা আমার অংশ।
দেহে প্রবেশিয়া গুণ নিস্তারিঞা
সংসারে জন্মাহ[২] বংশ ॥
আমার বচন বেদ আরোপণ
এ পথে করিহ[৩] কর্ম্ম।
অদৃষ্ট মানিঞা সুদৃঢ় জানিঞা
করহ সংসার ধর্ম্ম ॥৬৬৪॥
ঈশ্বরবচনে তেজ ব্রহ্মগণে
দেহেত প্রবেশ নহে।
সঙ্কোচ পড়িঞা বিনয় করিঞা
স্তুতিকথা পুন কহে ॥

(ক) পরম আত্মারাম। ৩য়।

১। আদি। ২। বাঢাহ। ৩। করহ।

শুন প্রাণ[১]নাথ তোমার সাক্ষাৎ
কোন অপরাধ কৈল
নিগু‍র্ণ আকার[২] সদ্‌গুণ[৩] সঞ্চার
এ বড় প্রমাদ হৈল ॥৬৬৫।
তুমি সুখময় অচ্যুত অব্যয়
তোমাকে ছাড়িব কেনে।
জ্যোতি না দেখিব ধ্বনি না শুনিব
থাকিব[৪] কাহার গুণে
শূন্যরূপে তুমি স্থূল হৈব আমি
কেমতে চিহ্নিব তোমা
হেন বুঝি মনে নিজ স্থান হনে
উপেক্ষা করিলে আমা ॥৬৬৬॥
(আত্মার)[৫] বচন শুনি নারায়ণ
পুনরপি কহে সুখে
মোর বাক্য ধর বিলম্ব[৬] না কর
করহ সৃষ্টি কৌতুকে
যত জন্তুগণ জন্মিবে ভুবন
তাতে সাক্ষিরূপে থাক।
পাপ পুণ্য ধর্ম্ম যার যত কর্ম্ম
আলগ স্বভাবে দেখ ॥৬৬৭॥
জীব আত্মা নাম গুণে অনুপাম
থাকিব দেহের যোগে।
পাপ পুণ্য বলে যত ফল ধরে
সেই সে করিবা ভোগে।
দেব দৈত্যগণ হৈল দুই জন
বিবাদ নিত্য করিব
তোমার কারণে ভার নিবারণে
স্থূলরূপ আমি হৈব[৭] ॥৬৬৮॥

জন্ম মৃত্যু লাভ মানুষী স্বভাব
করিবে দেহের কর্ম্ম
দেখিঞা শুনিয়া আনন্দ মানিঞা
জানিবে আমার মর্ম্ম॥
যদি অবতার করিব সংহার[১]
জানিবে সকল লোকে
তবে মূর্ত্তি করি প্রতিবিম্ব ধরি
পূজিবে অশেষ সুখে ॥৬৬৯॥
নাম গুণ যশ যত যত রস
শুনিঞা পাইবে সুখ।
(আত্মা)[২]ময় কাজে সেই মূর্ত্তিমাঝে
জানিবে ব্রহ্ম কৌতুক
ভক্তিপথী যত তারা প্রেমে রত
স্থূলভাবে মূর্ত্তি যোগে।
মুক্তিপথী যেই শূন্য ভাবে সেই
নিরাকার ভাব যোগে ॥৬৭০
ভক্তি মুক্তিপথ এই দুই মত
স্থূল শূন্য[৩] শত্রু মিত্র
বিবাদ কারণ আমার ভাবন
জানিবে তত্ত্ব চরিত্র ॥
যখন প্রলয় হইবে নিশ্চয়
আব্রহ্ম কীট পর্য্যন্ত
সব নষ্ট হৈবে পঞ্চভূতে রবে
সেই কালে[৪] হৈব অন্ত ॥ ৬৭১
প্রবেশিবে জলে ধরণীমণ্ডলে
জল আনলের মাঝে
আনল বাতাসে বাতাস আকাশে
শূন্য থাকয়ে[৫] বিরাজে ॥

১। মহা। ২। আধার। ৩। সগুণ। ৪। কহিব। ৫। রুক্মিণী। ১ম ও ৩য় পুথি। ৬। বিষাদ। ৭। এই স্থান হইতে ৬৭০ শ্লোক পর্য্যন্ত ২য় পুথিতে নাই।

১। সংসার। ৩য়। এই পাঠই সুসঙ্গত। ২। আস্তা। ১ম। আস্থা। ৩য়। ৩। স্থূল সূক্ষ্ম। ৩য়। ৪। সেহ ক্রমে। ৫। শূন্যে মহাতত্ত্ব।

তত্ত্বের সঞ্চার প্রকৃতি মাঝার
প্রকৃতি তমের(ক) বসে।
তম যায় রজে রজ সত্ত্ব মাঝে
তত্ত্ব হর লীন পাশে[1] ॥৬৭২॥

হর ব্রহ্মে যায় ব্রহ্মে বিষ্ণু পায়
বিষ্ণু মহাবিষ্ণু মাঝে।
সেই সদাশিবে প্রবেশিঞা তবে
যোনি লিঙ্গাধিক[2] রাজে ॥

সেই ক্রমে স্থিতে মহা প্রকৃতিতে
প্রকৃতি ধ্বনিত(খ) নয়।
ধ্বনি ব্রহ্ম হবে[3] তেজে প্রবেশিবে
সেই সে আনন্দময় ॥৬৭৩॥

আমা অঙ্গ তেজে সূক্ষ্মরূপে বসে[4]
এ পথে সভার গতি।
যে পথে নিঃসরে সে পথে সঞ্চরে
আমাতে সভার স্থিতি ॥

আমি সৃষ্টি করি আপনে সংহারি
তেই সে আনন্দ পাই।
তুমি সভে চল বিলম্ব না কর
আমি আছি সব ঠাই ॥৬৭৪॥

এরূপে আদেশ জানিঞা বিশেষ
ব্রহ্মরূপে আত্মাগণ।
গুণে প্রবেশিঞা ব্রহ্মাণ্ড রচিঞা
করিল সৃষ্টি পত্তন ॥

সেই অংশে অংশে হৈল নানা বংশে
সর্ব্ব দেহে ব্রহ্ম বসে।
আপনে না ঠেকে সর্ব্ব কর্ম্ম দেখে
বিলসে আলগ বেশে ॥৬৭৫॥

অদৃষ্ট ভাবন না হয় স্থাপন
দৃষ্টের[1] বিলাস দেখি।
দুই মৃত মন নহে আরোপণ
ভাবিঞা নিশ্চয় লেখি ॥

মূর্ত্তি প্রতি যার দৃঢ় ব্যবহার
সেই অবতার মানে।
অবতারে মতি তার সেই ভক্তি
সেই তত্ত্ব-পথ জানে[2] ॥৬৭৬॥

শুন সুচরিতা এই তত্ত্ব-কথা
আস্বাদরূপী ভগবান।
যে পথে যেমন[3] ভাবে অনুক্ষণ
তাহার সেই প্রমাণ ॥

যে জন যাহার সে হয় তাহার
চিত্তেত ভাবিয়া দেখ[4]।
কায় মন বাক্যে আস্থা করি যাকে
অবশ্য পাই তাহাকে[5] ॥৬৭৭॥

বৈদ্য শাস্ত্র ধরি অর্থ ব্যয় করি
যে ব্যাধি করয়ে দূর।
(গ্রাম্য)[6]হীন জনে কোন তৃণ হনে[7]
সে ব্যাধি করয়ে চূর ॥

উত্তম মধ্যম কোন তরুগণ
দশজন যাকে মানে।
চিত্তের ইৎসায়ে[8] যে বর যে চাহে
কার্য্য সিদ্ধি তাহা হনে ॥৬৭৮॥

ব্রহ্মাণ্ড ভিতর সর্ব্ব চরাচর
তৎকালকে(ক) দেখে ব্রহ্ম।
একান্ত করিঞা মূর্ত্তি নিরোপিঞা[9]
করে অবতার ধর্ম্ম ॥

(ক) তমেতে।—৩য়। ১। সত্ত্ব লীন হয় পাশে। ২য়। সত্য নিল হৈব পাসে। ৩য়। ২। লিঙ্গাত্মিকে। ৩। হইব। ৪। ব্রহ্মরূপ ভজে। (খ) ধ্বনিতে। ৩য় পুথি।

১। সৃষ্টির। ২। অবতারে নিত্য যাহার নিশ্চিত সেই ভক্তিপথ জানে। ৩। যে জন। ৪। চাহি। ৫। তাহাকে পাই। ১ম পুথির পাঠ 'তাহাকে' স্থলে 'তাহাক' পড়িলে মিল হয়। ৬। গ্রাম। ১ম। ৭। গুণে। (ক)তৎকাল—৩য়পুথি। ৮। উৎসাহে। ৯। আরোপিঞা

ভক্ত জন ভাবে জন্মে জন্মে সেবে
মুক্তি-পথে মুক্ত ধায়।
যিনি অবশেষে ব্রহ্মাণ্ড বিলসে[১]
ব্রহ্মদেহে নাহি যায় ॥৬৭৯॥
এ সব সুগম স্থলের নিয়ম
না ছাড়ে সাধকগণে।
শ্রুতি দৃষ্টে যাতে জানিব সাক্ষাতে
শূন্য আরোপিব কেনে॥
শুনি কৃষ্ণ-বাণী হর্ষিতা রুক্মিণী
আনন্দ তরঙ্গ ভাসে।
সুরস পল্লব শ্রীকবিবল্লভ
রচিল সংক্ষেপ রসে ॥ ৬৮০ ॥

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

পঞ্চদশে বীভৎস রস।

জয় জয় রুক্মিণী সুন্দরী সুচরিতা।
পুনরপি কৃষ্ণ স্থানে জিজ্ঞাসিল কথা॥
শুন প্রাণনাথ মোর বাড়িল সংশয়।
চিত্ত প্রবোধিঞা মোকে কহিবে নিশ্চয় ॥৬৮১॥
যে সব চরিত্র ভাব কহিলে আপনে।
সংসারী সকলে তাহা না আচরে কেনে॥
পরম সুগম পথ জানিঞা স্বরূপ।
তবে কেনে সাধন না করে নিত্যরূপ ॥৬৮২॥
প্রিয়ার বচনে কৃষ্ণ হাসিলা মাধুরী।
পুনরপি সুন্দরীতে কহেন প্রেম করি॥
সংসার বিষয়ে যার নিত্য জ্ঞান থাকে।
সে জন সংসারে ভোগ করে নানা সুখে[২] ॥৬৮৩॥

জন্মে জন্মে তারা সব সংসারের বশ।
তে কারণে ছাড়িতে না পারে তার রস॥
পত্নী পুত্র দাস দাসী আশ্রিতের স্থানে।
বিধাতা বান্ধিয়া দেয় অশেষ সন্ধানে ॥ ৬৮৪ ॥
প্রাণপোণে একত্র করিয়া নিজগণে।
এ সব পালিতে চিন্তা করে অনুক্ষণে॥
আপন শরীর করে পরের অধীন।
নানা দুঃখ সুখ[১] ভোগ করে রাত্রি দিন ॥৬৮৫॥
বাণিজ্য মনুষ্য সেবা করে কৃষিকর্ম্ম।
শীত বাত রৌদ্র বৃষ্টি সহে নিজ[২] মর্ম্ম॥
ধ্যান যোগে অর্থ পাঞা বাঢ়ায় প্রবোধ।
আহার্য্য আসক্তি করে সহজ বিরোধ ॥ ৬৮৬ ॥
অন্যায় দস্যুতা(ক) করে নানা মিথ্যা কহে।
কার স্থানে বদ্ধ হঞা নানা দুঃখ সহে॥
এইরূপে যত দুঃখ সংসারেত দেখি।[৩]
সকল আচরে তারা ধন ভূমি লাগি ॥ ৬৮৭ ॥
অর্থ সঞ্চ করিঞা আপনে নাহি ভোগে।
পরিজন-মন শান্ত করে নানা যোগে॥
অন্ন বস্ত্র অলঙ্কারে পরিপূর্ণ[৪] করে।
নানা প্রীত বচনে তোষয়ে তা সভারে[৫] ॥৬৮৮॥
প্রাণপোণে করে মাত্র[৬] সভার তোষন।
তথাপি করয়ে তারা সতত তাড়ন॥
ইৎসায়ে না করে কর্ম্ম ন্যায় মাত্রে করে।
তথাচ ভক্ষণ হেতু নিত্য তিরস্করে ॥ ৬৮৯ ॥
পত্নীগণ বোলে পতি অতি অভাজন[৭]।
ইহার অদৃষ্টে কিছু না ঘটিল ধন॥
মরিব জানিঞা অর্থ না কৈল সঞ্চার।
এমত নির্গুণ[৮] পতি ঘটিল আমার ॥ ৬৯০ ॥

১। বিনাশে। ৩য় পুথিতে 'বিলসে'।
২। দুঃখে। ২য় ও ৩য়।

১। তাপ। ২। দুঃখ। (ক) দস্যুতা—১ম। দৈরত্ত—৩য়। ৩। সংসারের লেখি। ৪। ধন দিয়া চিত্তপূর্ণ। ৫। নানা চাটুবাণী বোলে তোষে তা সভারে। ৬। নিত্য। ৭। জীয়ে অকারণ। ৮। অকৃতী।

পুত্রগণ বোলে পিতা কেবল নির্দ্দয়।
ইহা হৈতে না ঘটিল সুখের সঞ্চয়॥
ভক্ষ পরিধান কিছু সুরীতে না কৈল।
ইহার তাড়ন হনে দুঃখে কাল গেল॥ ৬৯১॥
অসাক্ষাতে সাক্ষাতে কিঙ্করে মন্দ বোলে।
কলঙ্ক প্রচারে যত[১] কিঙ্করী সকলে॥
[২] অন্যত্র না জীয়ে কেহো না জানে উপায়।
নিত্যরূপে সেহো জন ছাড়িবারে চায়॥৬৯২॥
জ্ঞাতিগণ বাঞ্ছে নিত্য নানা অমঙ্গল।
বচনস্থ[৩] নহে কোন আশ্রিত সকল॥
ভৃত্যগণ[৪] অপরাধে দুঃখ উপভোগে।
তিরস্কার প্রহারে জর্জ্জর রাজরোগে[৫]॥৬৯৩॥
পলে পলে প্রাণ ছাড়ে গোষ্ঠির তাড়নে।
তথাপি ঈশ্বর হেন আপনাকে মানে[৬]॥
কিবা ছোট কিবা বড় করিতে বিচার।
যতেক ঐশ্বর্য্য তার তত দুঃখভার॥ ৬৯৪॥
কুসংসারে করে তার খণ্ড খণ্ড অঙ্গ।
তথাপি ছাড়িতে নারে সংসার তরঙ্গ॥
সকলের বিকর্ম্মে সে দুঃখ ভোগ করে।
তার অল্প ছিদ্রে সর্ব্বজন[৭] তিরস্করে॥৬৯৫॥
একেশ্বর দুঃখে করে অর্থ উপার্জ্জন।
ব্যয়কালে বটেক না দেয়[৮] নিজগণ॥
এইরূপে জীবন পর্য্যন্ত দুঃখ পায়।
মৃত্যুকালে ঘটে তারে অশেষ আপায়[৯]॥৬৯৬॥
তীর্থ লক্ষে[১০] না যায় গোষ্ঠিতে অনুরাগী।
ধনে ধর্ম্ম না সাধে স্বজন জীব লাগি॥

কফ বাত পিত্তযোগে ঈশ্বর না জপে।
সংসারে জড়িত চিত্ত নানা দুঃখ ভাবে॥৬৯৭॥
মনে বোলে শিশুগণ জীবে বা কেমতে[১]।
প্রাণসম ভার্য্যা মোর থাকিবে কেমতে[২]॥
পরিজনগণ মোর কোথাতে (ক) থাকিবে।
দাস দাসীগণ মোর কোনরূপে জীবে॥ ৬৯৮॥
এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে[৩] প্রাণ ছাড়ে।
সে মৈলে তাহার গণ আনন্দে বিহরে॥
দোষ বিনে গুণ তার কেহো নাহি জপে।
অকারণে মরে জীব বন্ধ[৪] মায়াকূপে॥ ৬৯৯॥
মর্কট সকল যেন জাল করে নিত্য।
মধ্যেত বসিঞা থাকে হঞা ভক্ষচিত্ত॥
অন্য কীট পড়ে যদি জালের উপরে।
আনন্দে মর্কট সেই কীট ভোগ করে॥ ৭০০॥
এইরূপে ভোগে সুখে জালমধ্যে বৈসে।
ভক্ষগত[৫] চিত্ত হঞা থাকে সেই রসে॥
দৈবযোগে অধিক বাতাস যদি হয়।
সেই জালে মর্কটকে আৎসাদিঞা লয়॥ ৭০১॥
নড়িতে না পারে কিছু[৬] না ঘটে সন্ধান।
আপনার জালে বন্ধ[৭] হঞা ছাড়ে প্রাণ॥
সেই জাল করি যদি দূরে যাঞা[৮] থাকে।
তবে জালে বন্ধ নহে সুখে ভোগ ভোগে[৯]॥৭০২
প্রচণ্ড বাতাসে মাত্র জাল নষ্ট হয়।
পুনরপি গড়িবারে পারে সুনিশ্চয়[১০]॥
কুসংসারে রত যেই[১১] যুক্তি নাহি বুঝে।
তেকারণে তারা পরিণামে দুঃখ ভুঞ্জে॥৭০৩॥

১। নিত্য। ২। এই দুই পংক্তি ২য় পুথিতে পরের দুই পংক্তির পরে আছে। ৩। বচনস্ত। ১ম। ২য় পুথিতে দুষ্পাঠ্য। বচন না শুনে কেহ। ৩য়। ৪। নিজগণ। ৫। যোগে। ৬। জানে। ৭। লোকে। ৮। ছাড়ে। ২য় ও ৩য়। ৯। উপায়। ২য়। অপায়—৩য়। ১০। কর্ম্মে—৩য়।

১। জীব কোন মতে। ২। প্রাণতুল্য প্রিয়া মোর রহিব কোথাতে। (ক) ৩য় পুথির পাঠ। কথাতে—১ম। ৩। জপিতে জপিতে। ৪। অন্ধ। ৫। গতি। ৬। কীট। ৭। বন্দী। ৮। গিঞা। ৯। না বাঝে স্বচ্ছন্দ ভক্ষ্য ভোগে। ১০। পুন করিবারে পারে জালের সঞ্চয়। ১১। মগ্ন হঞা।

জন্মিলে ছি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে যায় ক্ষণ।
ক্ষণে ক্ষণে সঞ্চ হঞা দণ্ডের গমন ॥
দণ্ডে দণ্ডে প্রহর প্রহরে দিবা লেখি।
দিবসে দিবসে মাস কালক্রমে দেখি ॥ ১০৪ ॥
মাসে মাসে বৎসর বৎসরে যায় কাল।
সপ্ত[১] কালে পরমায়ু হরে তা সভার ॥
অজ্ঞান বালক[২] তবে পৌগণ্ড কৈশোর।
যৌবন ধৈরজ বৃদ্ধকালে দেহ ভোর ॥ ১০৫ ॥
সাতকালে পরমায়ু নিত্য করে ক্ষয়।
সংসারী সকলে কিছু না বুঝে নির্ণয় ॥
প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত রজনী যত জাগে।
সংসারী বিকর্ম্ম[৩] ভোগে নানা অনুরাগে ॥১০৬॥
এক কর্ম্ম করিতে অন্যের আগমন।
তাহা নেবারিতে নহে স্বকর্ম্ম সাধন॥
শ্রান্তবন্ত[৪] জন আগে বাঞ্ছা করে স্নান।
স্নান করিলে করে[৫] ভোজন সন্ধান ॥ ১০৭ ॥
ভোজন করিলে করে[৬] শয়নের মতি।
শয়ন করিলে পুন বাঞ্ছা করে রতি ॥
এইরূপে করে সদা[৭] কর্ম্মের সঞ্চয়।
বাঢ়ে বিনে কোনো অংশে কর্ম্ম নহে ক্ষয় ॥১০৮
ইহাতে উত্তম জন কার্য্য উপরোধে।
কর্ম্মমধ্যে থাকিঞা আপন কর্ম্ম সাধে ॥
সংসারে থাকিঞা (করে) আলগ বেভার[৮]।
অথচ না হয় বন্ধ[৯] করয়ে সংসার ॥১০৯॥
সংসারী সকলে[১০] যদি ভোগ হয় ভঙ্গ।
প্রথমে ঘটয়ে তারে উত্তম[১১]সৎসঙ্গ ॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ হিংসারস।
ছয় মূর্ত্তি জ্ঞাত হৈলে অঙ্গ হয় বশ ॥ ১১০ ॥

উত্তম মধ্যম আর প্রাকৃতি[১] প্রকার।
ত্রিবিধ প্রকারে হয় ইন্দ্রিয় বিকার[২] ॥
মনে মনে জন্মে নানা স্বাদু উপহার।
ভক্ষ পরিধান আদি অশেষ বিহার ॥ ১১১ ॥
মনেত জন্মাঞা ভোগ[৩] আপনে বিলসে।
এ সব উত্তম লোভ জীবদেহে বসে ॥
শ্রবণ নয়ন যোগে ভোগে যেই জন।
সে সব মধ্যম লোভ জানিব কারণ ॥ ১১২ ॥
আপনেহিঁ সর্ব্বরস ভোগে জিহ্বাযোগে।
এসব প্রাকৃত লোভ লোভিগণে ভোগে ॥
ত্রিবিধ প্রকারে হয় লোভ অধিকার।
এইরূপে ক্রমে হয় মোহের বিকার ॥ ১১৩ ॥
পত্নীপুত্র ধনভূমি সংহারে অন্তরে।
কেবল বিকল হঞা জীবকে আবরে॥
না পাইব নিশ্চয় জীবেহো ইহা জানে।
তথাপি উত্তম মোহ চিন্তে ক্ষণে ক্ষণে ॥ ১১৪ ॥
ধনজন বিগুমানে বিকল যে জন।
এসব জানিব মধ্য মোহের কারণ[৪] ॥
দেখিলেহি জন্মে মোহ না দেখিলে নহে।
এ সব প্রাকৃত মোহ থাকে[৫] জীবদেহে ॥১১৫॥
মোহের লক্ষণ এহি ত্রিবিধ প্রকার।
তবে আর কহিব কামের অধিকার॥
শ্রবণ নয়ন বাক্য আদি যত অঙ্গ।
কোনো স্থানে নহে[৬] ভয় লজ্জার প্রসঙ্গ ॥১১৬॥
কাল দেশ যোগ ভাব পাত্র না বিচারে।
এ সব উত্তম কাম জীবের শরীরে[৭] ॥
যত্নযোগে রমে রামা অধৈর্য্য না হয়।
মধ্যম কামের শক্তি জানিব নিশ্চয় ॥ ১১৭ ॥

১। কালে। ২। শৈশব। ৩। সংসার বিষয়। ৪। শ্রান্তিবন্ত। ৫। নির্ভা হৈলে। ৬। পাছে। ৭। কর্ম্ম পাছে। ৮। ব্যবহার। ৯। বন্ধ। ১০। জনের। ১১। প্রথমেহি ঘটে তার সুহৃৎ।

১। প্রাকৃত। ২। নিবার। ৩। মানসে কাহাকো না দে। ৪। লক্ষণ। ৫। বসে। ৬। থানে নাহি। ৭। জীবেক আবরে।

অযত্নে রমণী রমে চলে রস[১] পথে।
প্রাকৃত কামের ভোগ জানিব তাহাতে॥
ইন্দ্রিয় প্রধান ক্রোধ[২] সর্ব্বত্র সঞ্চরে।
মনকে বান্ধিঞা ক্রোধ থাকে অধিকারে॥১১৮॥
মনে গোপ্ত হঞা থাকে বাক্য নাহি কহে।
পরিহাস আসক্তি বাঢ়ায় শত্রুগৃহে[৩]॥
সময় পাইলে করে অবশ্য বিনাশ।
এসব উত্তম ক্রোধ রসের বিলাস॥ ১১৯॥
চিরংকাল করে অতি বাক্যের প্রহার।
এসব জানিব মধ্য ক্রোধের বেহার॥
জন্মিলেহি কায় যোগে যোগ্য শাস্তি করে।
এসকল প্রাকৃত ক্রোধের চিহ্ন ধরে॥ ১২০॥
শোঁসরে না দেখে করে কপট সম্ভাষ।
যতেক বিনয় করে সব পরিহাস॥
সভাকে জিনিব হেন নিত্য করে মন।
এসব উত্তম দম্ভ জানিব কারণ॥ ১২১॥
সর্ব্বজন কর্ম্ম দোষে কহে ধর্ম্মনীত[৪]।
কথায়ে প্রকাশে নিজ মহিমা চরিত্র॥
মনে মনে আপনাকে কহে[৫] বুদ্ধিমান।
এসব মধ্যম দম্ভ জানিব সন্ধান॥ ১২২॥
নিরবধি দর্পকথা কহে আপনার।
প্রাকৃত দম্ভের এহি জানিব বেহার॥
এইরূপে ত্রিবিধ প্রকারে দম্ভ জানি।
এই অনুরূপ[৬] করি মাৎসর্য্য বাখানি॥ ১২৩॥
মনে মনে জীবসুখ দেখি দুঃখ পায়।
উত্তম মাৎসর্য্য এই জীবে অনুভায়॥
মন্ত্রোপায় কেহো কোনো[৭] যোগে হিংসা করে
এ সব মধ্যম হিংসা জীবকে আবরে॥ ১২৪॥

১। বেদ। ২য় ও ৩য়। ২। কাম। ৩। সহে। ৪। নিজ রীত। ৫। জানে। ৬। সেহি অনুসার। ৭। মন্ত্রণায়ে কোনো জন।

সাক্ষাতেহি অন্যের উন্নতি নিত্য হিংসে।
এসব প্রাকৃত হিংসা জীবদেহে বসে॥
এইরূপে যদি ছয় তরঙ্গকে[১] চিহ্নে।
তবে তাহা ছাড়িবারে পারে দিনে দিনে॥১২৫॥
এসব তরঙ্গ যদি ছাড়ে সুসাধনে।
তবে অনায়াসে জীব সংসারকে জিনে॥
এসকল না বুঝে সংসারী যত[২] জাতি।
আলস্যে অনাস্থা করে অহঙ্কারে মতি॥১২৬॥
প্রথমে গুরুতে তার না জন্মে বিশ্বাস।
মন্ত্রশিক্ষা দীক্ষা করে না করে অভ্যাস[৩]॥
দরিদ্র কৃপণ[৪] গুরু মূর্খ অকুলীন।
কোনো যোগে মন্ত্র তাতে শিখে কোনোদিন॥১২৭॥
অধিকারী[৫] হৈলে গুরু অল্প হেন দেখে।
নিজ বুদ্ধি প্রকটিঞা দুঃখী করে তাকে॥
দরিদ্র কারণে ধন দিতে লাগে[৬] ভার।
কনিষ্ঠ কারণে নিত্য নহে নমস্কার॥ ১২৮॥
কুরূপ কারণে গুরুর নিকটে না বসে।
মূর্খ দেখি নানা বিদ্যা সঘন প্রকাশে॥
অভব্য দেখিয়া করে[৭] বিচারে প্রবেশ।
অল্প বংশ[৮]হেতু ভক্তি না করে বিশেষ॥১২৯॥
এইরূপে গুরু প্রতি অল্প জ্ঞান[৯] করে।
তার শত্রু হঞা মন্ত্র হিংসে তা সভারে॥
তবে সে দেবতা তার হয় বামগতি।
তবে দিনে দিনে তার হয় মন্দ[১০]মতি॥ ১৩০॥
লোক বেদ নিষেধ সেই সে তার বিধি।
শুদ্ধ কর্ম্ম দেখিলেহি করে মন্দ বুদ্ধি॥
মিত্র বন্ধু সাধু গুরু[১১] বচন না ধরে।
ইন্দ্রিয় অধীন হঞা সর্ব্ব ধর্ম্ম ছাড়ে॥ ১৩১॥

১। ষট্ তরঙ্গেক। ২। জড়। ৩। লোকের প্রকাশ। ৩য়। ৪। কুরূপ। ৩য় পুথিতে এই পংক্তির পাঠ - দরিদ্র কুরূপ মূর্খ অন্ধ অকুলীন। ৫। অধিকার। ৬। মানে। ৭। সদা। ৮। রস। ৯। বুদ্ধি। ১০। অল্প। ১১। হিত।

জিহ্বাতে সতত চায় স্বাদু উপহার।
প্রলাপ আলাপ চাহে শ্রবণ তাহার॥
নাসিকা সুগন্ধি তার[১] চাহে অনুক্ষণ।
(সুরূপ)[২] দেখিতে চাহে চঞ্চল লোচন ॥১৩২॥
ভক্ষ হেতু নিরবধি উদর বিকলস[৩]।
অধৈর্য্য ইন্দ্রিয়গণ[৪] চাহে রতিরস॥
সভার অধীন হঞা মজে অন্তকালে।
অনেক সতিনী যেন গৃহপতি (মারে)[৫] ॥১৩৩॥
ইহ লোকে দুঃখ ভোগে সংসার কারণে।
পরলোকে প্রমাদ কৃষ্ণের নাম[৬] বিনে॥
কৃষ্ণকথা বিনে যার যায় দিবা রাতি।
ব্যর্থ জন্ম যায় তার নহে ভাল গতি[৭] ॥১৩৪॥
কৃষ্ণ উদাসীন হয় অনাস্তিক জনে।
শ্রীকৃষ্ণ যে ভজে তাকে ভজে ত্রিভুবনে॥
যাহার শরীরে থাকে এমত[৮] প্রসঙ্গ।
কালক্রমে দেখে তার বাহিরে তরঙ্গ॥ ১৩৫ ॥
তৈল[৯] ঘৃত লবণ যে দ্রব্য যাতে রাখি।
অবশ্য তাহার চিহ্ন বাহ্য দেহে দেখি॥
নানামত দ্রব্য রাখে কলস ভিতরে।
ক্রমে ক্রমে সেই দ্রব্যে ভাণ্ড জীর্ণ করে ॥১৩৬॥
যে দেব সন্ধানে থাকে যাহার অন্তরে।
আসক্তি জন্মিলে তাহা ঢাকিতে না পারে॥
কর্পূরাদি যে ভুঞ্জে যেমত উপহারে।
অবশ্য তাহার ঘ্রাণ বাহিরে নিঃসরে[১০]॥১৩৭॥
নানামত ঈশ্বর ভজন অধিকার।
অলৌকিক লৌকিক অশেষ ব্যবহার॥

১। রস। ২। কুরূপ ১ম। ৩। বিরস ২য় ও ৩য়। ৪। মন। ৫। মরে ১ম মারে ৩য়। ৬। শ্রীহরি ভক্তি। ৭। ব্যর্থ আয়ু হয়ে তার অহনিশিপতি। ৮। তাঁহার অন্তরে থাকে যেমত। ৯। এই দুই পংক্তি ২য় পুথিতে পরের দুই পংক্তির পরে আছে। ১০। নিঃসরে উদ্গারে।

এক শাস্ত্রে যত ধর্ম্ম করয়ে স্থাপন[১]।
সেই ধর্ম্ম অন্য শাস্ত্রে করয়ে খণ্ডন ॥ ১৩৮ ॥
যে মত যে ভেদে স্থাপি খণ্ডাইতে পারি[২]।
অতএব সর্ব্ব শাস্ত্র ধর্ম্ম নাহি করি॥
[৩]যেরূপ ভজনে চিত্ত প্রবেশে প্রথমে।
সেই ধর্ম্ম আচরণ করিব যতনে ॥ ১৩৯ ॥
লৌকিক বৈদিক মত ভক্তিতে সুগম।
অথচ বৈষ্ণব মত[৪] না হয় দুর্গম॥
যত্ন করি সেই ধর্ম্ম করিব অভ্যাস।
সুজাতি ভজনে মাত্র করিব প্রকাশ॥ ১৪০ ॥
আর যত দেখি শুনি তাহা না আচরি।
নিন্দার প্রকাশ[৫] তার কভু নাহি করি[৬] ॥
অল্পে অল্পে বৈষ্ণবেত কৃষ্ণ কথা জানি।
যতদূর মিষ্ট লাগে[৭] সেই মাত্রে শুনি॥ ১৪১ ॥
কষায় জন্মিলে ভিন্ন প্রসঙ্গেহি থাকি।
যে প্রেম জন্মিঞা থাকে তাহা যত্নে রাখি॥
মিষ্ট ভোগ ভোগিঞা কষায় না দি মন।
রসিকে করয়ে যেন মিষ্টান্ন[৮] ভক্ষণ॥ ১৪২ ॥
বৈষ্ণবের উপদ্রব বৈষ্ণবে না দেখে।
বৈষ্ণবের উপদ্রবে[৯] বৈষ্ণবে সে ঠেকে॥
অসাধু সহিতে সঙ্গ সুজনে না করে।
পূর্ব্ব পরে যত দ্রব্য[১০] সঙ্গ দোষে হরে ॥১৪৩॥
অশেষ ব্যঞ্জনে কেহো[১১] করয়ে ভোজন।
শেষে কোনো যোগে করে মক্ষিকা ভক্ষণ[১২] ॥

১। করে নিযোজন। ২। মত ভেদে খণ্ডাইতে স্থাপিতেহ পারি। ৩। দ্বিতীয় পুথিতে এই দুই পংক্তি নাই। ৪। বিধি। ৫। নিন্দা বা প্রকাশ। ৬। ইহার পর ২য় পুথিতে দুই পংক্তি বেশী আছে।

দেখে শুনে বুঝায় আপনে নাহি বুঝে।
যত্ন করি সাধুগণ তার সঙ্গ তেজে॥

৭। বাসি। ৮। পক্বান্ন। ৯। অপরাধে। ১০। সর্ব্ব-ধর্ম্ম। ১১। লোক। ১। গ্রহণ।

পূর্ব্বপর যত থাকে উদর[১] ভিতরে।
মক্ষিকা ভক্ষণ দোষে সকল নিঃসরে॥ ১৪৪ ॥
অনাস্তিক জনের সুদৃঢ় নহে ভাব।
একান্তিক জনে সত্য জন্মে প্রেম লাভ[২] ॥
কৃষ্ণের বচনে সুখী রুক্মিণী সুন্দরী।
শ্রীকবিবল্লভে কহে চরিত্রমাধুরী॥ ১৪৫ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায়।

ষোড়শে আস্থারস।

(নটরাগ)

জয় জয় ভীষ্মকদুহিতা সুচরিতা।
পুনরপি কৃষ্ণ স্থানে জিজ্ঞাসিল কথা॥
শুন শুন প্রাণনাথ কহিবে আমারে।
চিত্তের সন্দেহ দূর কর একবারে॥ ১৪৬ ॥
বেদ হৈতে সর্ব্ব ধর্ম্ম সভাতে গোচর।
তবে কেনে কহ কৃষ্ণ বেদে অগোচর॥
নিত্য স্থানে মহাপ্রভু কোন বর্ণ ধরে।
কোন ভাবে ভাব করে প্রকৃতি সকলে॥১৪৭॥
রুক্মিণী-বচন শুনি হাসিলা শ্রীপতি।
কহিব চরিত্র শুন পতিব্রতা সতী[৩] ॥
সাম যজু ঋক্ বেদ অথর্ব্ব কনিষ্ঠ।
আদিনারায়ণ হৈতে তা সভার সৃষ্ট॥ ১৪৮ ॥
পুরুষ শরীরে করে[৪] নানাবিধি কর্ম্ম।
সৃজিল নিষেধ বিধি নানামত[৫] ধর্ম্ম॥
নিত্য লীলা জানিতে বেদেত কৈল[৬] মতি।
পুরুষ বেভারে[৭] তথা কারো নাহি গতি॥১৪৯॥

১। খায় শরীর। ২। কেবল একান্ত চিত্তে জন্মে কৃষ্ণলাভ। ৩। কহিল চরিত্র অতি হরষিত মতি। ৪। কৈল ৫। রূপ। ৬। বেদের হৈল। ২য় ও ৩য়। ৭। শরীরে।

শক্তি হঞা তথা যদি জানিবারে চাহে[১]।
তবে বেদ বিনে কোনো[২] সৃষ্টি কর্ম্ম নহে॥
অতএব শ্রুতিগণে জন্মাঞা কুমারী।
তত্ত্ব জানিবারে কৈল কৃষ্ণ অনুচরী॥ ১৫০ ॥
তাহা দেখি শ্রুতিগণে মুনিবেশ ধরি।
জন্মাইল অনেক[৩] সুন্দরী কুমারী॥
কিশোরী[৪] বয়েস ধরি গেলা শক্তিস্থানে।
দেখিল বিলাস তারা অনেক সাধনে[৫] ॥১৫১॥
বিলাসাঙ্গে থাকিয়া সিদ্ধাঙ্গলীলা দেখি।
মোহিঞা রহিল তথা সকল সুমুখী॥
কৃষ্ণভাব ভাবিঞা বিহ্বল[৬] বরাঙ্গনা।
সঙ্গীত তরঙ্গ রঙ্গে অঙ্গ অচেতনা॥ ১৫২ ॥
শৃঙ্গারবিগ্রহ প্রভু রসিকশেখর।
রসাবেশে অলস সরস[৭] কলেবর॥
শ্রুতিমুনিকন্যা ধন্যা ভাব অনুমানে।
লভিল সকল সুখ বিনে পরশনে॥ ১৫৩ ॥
কত কাল রহি তবে শ্রুতি মুনিগণ।
দূরে রহি কৈল তারা প্রকৃতি সাধন॥
শক্তিকে সাধিঞা তবে[৮] কন্যাগণ আনি।
যতনে পুছিল তারা কৃষ্ণ রস[৯] বাণী॥১৫৪॥
তবে সেই কন্যাগণ পিতার গোচর।
লজ্জায়ে না দিল কিছু রসের[১০] উত্তর॥
ভোগাঙ্গ (লীলাঙ্গ)[১১] স্থানে যতেক দেখিল।
সে সব বিস্তার করি পিতাকে কহিল॥১৫৫॥
যোগ তপ জ্ঞান আদি যত যত দেখি[১২]।
সেই তত্ত্ব কহিল সকল সুধামুখী॥

১। রহে। ২। কভু। ৩। অনেক তবে। ৪। কিশোর। ৫। যতনে। ৬। বিকুল (?)। ২য়। বিভোল—৩য়। বিভ্‌োল ১ম। ৭। রতিরসে বিলসে সকল। ৮। তারা। ৯। গুণ। ১০। সরস। ১১। লিঙ্গাঙ্গ। ১ম ও ৩য়। ১২। মত লেখি।

রতি রস বিবরণ প্রেমের তরঙ্গ।
না কহিলে[১] কেলি কলা আসক্তি প্রসঙ্গ ॥১৫৬॥
বেদগণে যে শুনিল তাহা বিস্তারিল।
তাহা হনে কত শত মত প্রকাশিল ॥
দেখিল শুনিল বিনে কে জানে সকল।
তে কারণে বোলি কৃষ্ণ বেদে অগোচর ॥১৫
তবে নারদাদি ভক্ত শক্তিবেশ ধরি।
চিরংকাল দেখিল ভাবিঞা ভক্তি করি ॥
সে সব বৈষ্ণব[২]গণ পরম সরল।
রস সম্বরিতে নারে পরম নির্ম্মল ॥ ১৫৮ ॥
পুরুষ শরীর পুন[৩] ধরিল যখনে।
সে সব ছাড়িতে[৪] তারা নারিল তথনে ॥
প্রেমযোগে কাকো কাকো কহিল প্রসঙ্গ।
তাহাতে জন্মিল কত সংহিতা তরঙ্গ ॥ ১৫৯
রাম ব্রহ্ম বরাহ নারদ রাত্রি কথা।
তাহা হৈতে ব্যক্ত হৈল অনেক সংহিতা ॥
তবে আর মুনি শ্রুতি[৫] দেখিঞা বৈষ্ণবে।
আবান্তর বুঝিঞা লেখিল অনুভবে ॥ ১৬০ ॥
ভাব বিচারিঞা তারা দঢ়াঞা যতনে।
সংগ্রহ প্রমাণ রস যোজন কারণে[৬] ॥
সংগ্রহ সংহিতা যোগে ভাবকে জানিবে[৭]।
খলগণ তাহাতে প্রমাণ না করিবে[৮] ॥ ১৬১
অবিদ্যা প্রবল তারা ভাব না বিচারে।
সুরস পীযূষ প্রেম রস নাহি[৯] ছাড়ে ॥
ক্ষণে সত্য ক্ষণে মিথ্যা করিবে প্রমাণ।
অল্প ভাগ্যে নাহি ঘটে রসের সন্ধান ॥ ১৬২ ॥
কহিল সকল প্রিয়া বিবরণ বেদ।
সম্প্রতি শুনহ নিত্যলীলা বর্ণ ভেদ ॥

১। কহিল। ২। সাধক। ৩। তারা। ৪। সরস ঢাকিতে। ৫। শ্রুতিস্মৃতি। ৬। হৈব ভজন কারণে। ৭। জানিব। ৮। করিব। ৯। পান।

নিত্য বৃন্দাবনে কৃষ্ণ গোপীর সঙ্গতি[১] ॥
প্রকৃতিতে গোপ[২]হঞা ভোগ করে রতি ॥১৬৩
গোপকন্যা নহে তারা প্রকৃতি প্রধান।
কৃষ্ণকে গোপিঞা ধরে গোপী হেন নাম ॥
তথাতে কৃষ্ণের রূপ কহন না যায়।
ঝলমল অমল শরীর রূপ তায় ॥ ১৬৪ ॥
ফটিক অঙ্কুর যেন ধরে নানা ছটা।
ময়ুরের কণ্ঠ[৩] যেন ধরে বর্ণ[৪] ঘটা ॥
রত্নমণি[৫] তেজ যেন নানা মত লেখি।
সূর্য্যতেজে অভ্র যেন কতমত[৬] দেখি ॥
ইৎসাময় তেজ[৭] তথা সর্ব্ব বর্ণ[৮] পতি।
নিজ নিজ ভাব যোগে দেখি নানা গতি ॥
ক্রীড়িতা মানিনী আর বিরহিণী যত।
প্রেম অনুরাগিণী রমণী রস মত[৯] ॥ ১৬৬ ॥
এই চারি জাতি রামা সাধে প্রেমলাভ।
তার অনুযায়ী কত অগণিত(ক) ভাব ॥
চারি জাতি প্রকৃতি বিহরে রসধর্ম্ম[১০]।
শ্বেত রক্ত নীল পীত দেখি চারিবর্ণ ॥ ১৬৭ ॥
সহজে ক্রীড়িতাগণ অখণ্ড সুরতি।
আনন্দ বিৎসেদ[১১]নহে ভঙ্গ নহে রতি ॥
আর্ত্তিরস না বাঢ়ে বিৎসেদ নাহি জানে।
সুখের সঞ্চার[১২]নাহি দুঃখ নাহি মানে ॥১৬৮॥
নির্ম্মল শরীরে তারা নিত্যভাব করে।
অহনিশি রাখে শুক্ল হৃদয়কমলে ॥
কায়মনবাক্যে তারা ক্রীড়ারস ভোগে।
তেকারণে কৃষ্ণ তারা শুক্লবর্ণ দেখে ॥ ১৬৯ ॥
(দ্বন্দ্বযোগে)[১৩] ভোগ করে নির্ম্মল সন্ধান।
ক্রীড়িতা ভজন ভাব যোগের[১৪] প্রধান ॥

১। সংহতি। ২। বশ। ৩। বর্ণ। ৪। রূপ। ৫। গণ। ৬। নানা বর্ণ। ৭। রূপ। ৮। গতি। ৯। কত কত। (ক) ৩য় পুথির পাঠ। ১ম পুথি—(আগলিত) আগণিত। ১০। মর্ম্ম। ১১। প্রবেশ নির্গম। ১২। সঞ্চয়। ১৩। সুচ্ছ উপ। ১৪। ভোগের।

তবে আর মাননী রমণী যত হয়।
অভিমানে করে তারা মানের সঞ্চয় ॥ ১৭০ ॥
না কহিলে না বোলে সে উপরোধী নহে।
আপন মানস মুক্তকণ্ঠে নাহি কহে ॥
ভাবসেবা না টুটে[1] বাড়ায় ক্ষণে ক্ষণে।
অথচ না ছাড়ে মান[2] চিত্ত অভিমানে ॥১৭১॥
রক্তবর্ণ অন্তরে না ছাড়ে ক্রোধ আর্ত্তি।
তে কারণে কৃষ্ণ তারা দেখে রক্তমূর্ত্তি ॥
হৃদয় কমল তার রাতুল সমান।
তেকারণে রক্তবর্ণ তাহাতে প্রমাণ ॥ ১৭২ ॥
তবে বিরহিণীগণ বিরহ প্রসঙ্গে।
কৃষ্ণের বিৎসেদ রস ধরে নিজ অঙ্গে ॥
রভস অন্তরে যেন হইল বিৎসেদ।
এইরূপে কৃষ্ণের সহিতে তার ভেদ ॥ ১৭৩ ॥
পূর্ব্ব প্রেম আর্ত্তি তারা ভাবিঞা ব্যাকুলি।
অন্তরে কালিমা রসে ভোগে দুঃখ কেলি ॥
হৃদয় কমলে তার[3] কৃষ্ণবর্ণ ধরে।
ভাব যোগে রাখে কৃষ্ণ আপন অন্তরে ॥১৭৪॥
তে কারণে কৃষ্ণ তারা কৃষ্ণবর্ণ দেখে।
বিরহিণী ভাব এই কহিল তোমাকে ॥
প্রেম অনুরাগিণী সঘন অনুরাগ[4]।
কৃষ্ণরস ভাব ধরে অন্তরে সোয়াগ[5] ॥ ১৭৫ ॥
রসিক নায়ক যেন সম্ভাষা কারণে।
অহনিশি আর্ত্তি করে সুনাগরীগণে ॥
পতিরূপ গুণ বেশ রাখে চিত্ত মাঝে।
আনন্দলহরী তার অন্তরে বিরাজে ॥ ১৭৬ ॥
হৃদয় কমলে তার কনকের জ্যোতি।
তে কারণে দেখে তারা পীতবর্ণ পতি ॥

১। টুটায়। ২। ক্রোধ। ৩। তারা। ৪। অনু-রাগী। ৫। সোভাগী।

এই চারি বর্ণ[1] ভাব রসের মহিমা।
দঢ়াঞা কে বোলে তাঁর রূপ গুণ সীমা ॥১৭৭॥
ঈশ্বরের বর্ণ ভেদ করে কার প্রাণে।
বর্ণ ভেদ জানি যত[2] ভজন সন্ধানে ॥
সেখানে জানিব এই বর্ণের নির্ণয়।
স্থানান্তরে কহি নানা রূপের উদয় ॥ ১৭৮ ॥
ভাবকের ভাব আর কার্য্য উপরোধে।
অংশে অংশে প্রভু বিলসেন[3] বর্ণ ভেদে ॥
এক বিষ্ণু হৈতে হয় নানা অবতার।
কার্য্য ভেদে ধরে[4] নানা রূপের সঞ্চার ॥১৭৯॥
শুক্ল বেদোদ্ধারে মৎস্য শুক্ল অবতার।
শ্যাম পৃথ্বী ধরি শ্যাম কূর্ম্মের বেহার[5] ॥
পৃথিবী (তুলিতে যশ)[6] বরাহ ধবল।
শ্বেত নরসিংহ তোষে নির্ম্মল কিঙ্কর ॥১৮০॥
বলি হেতু আনন্দে বামন পীত গতি।
আনন্দে ক্ষেত্রিয় জিনি পীত[7] ভৃগুপতি ॥
বিরহ বিস্তার রাম দূর্ব্বাদল শ্যাম।
ভূভার হরণ যশে শ্বেত বলরাম ॥ ১৮১ ॥
বেদনিন্দা হেতু বুদ্ধ[8] কপিল আকার।
ব্যভিচার কর্ম্মে কল্কিরূপ কৃষ্ণাকার ॥
এইরূপে বিষ্ণুলীলা সর্ব্ব শাস্ত্রে কহে।
চারি যুগপতি পুন চারিবর্ণে রহে ॥ ১৮২ ॥
সত্যযুগে সত্য ভাবে শ্বেত বিষ্ণু নাম।
বীররসে ত্রেতাযুগে রক্ত ভগবান[9] ॥
দ্বাপরে বিরহ রসে[10] নীল চতুর্ভুজে।
কলিকালে আনন্দে স্বরূপ পীত রাজে ॥ ১৮৩
নানারূপ ভাব যোগে ঈশ্বর প্রকাশ।
সেবকবৎসল হঞা শাস্ত্র করে দাস ॥

১। জাতি। ২। নিজ। ৩। সেহি সে বিলসে। ৪। করে। ৫। অবতার। ৬। ধরিতে রস। ১ম। ৭। হস্ত। ৮। বোদ্ধ। ২য়। বৌদ্ধ—১ম ও ৩য়। ৯। বর্ণভাব। ১০। ভাবে।

যে জন যেমত তারা করে সেই ভাব।
ভাব অনুরূপ ঘটে ভজন প্রস্তাব ॥৭৮৪॥
ভজন সুসিদ্ধ হৈলে রূপে হয় বশ।
তবে বর্ণভেদে ভোগ করে নানা রস ॥
নাম রূপ গুণ ভাব যদি দঢ় করে।
তবে তার শুদ্ধ কর্ম্ম বাঢ়ে প্রেমভরে ॥৭৮৫॥
সুসাধকে প্রথমে সঞ্চয় করে ধন।
ধন হৈতে ধর্ম্ম সাধে এই প্রয়োজন ॥
ধর্ম্ম হৈতে জ্ঞান জন্মে জ্ঞানে জন্মে ভক্তি।
ভক্তি হৈতে প্রেম জন্মে প্রেমেত আসক্তি ॥৭৮৬
কৃষ্ণের আসক্তি রস পরম বিরল[১]।
লইতে না পারে (মন)[২] পরম[৩] চঞ্চল॥
শুনিলে না শুনে খলে বুঝিলে না বুঝে।
দেখিতে না দেখে কেহো ভজিতে না ভজে॥৭৮৭॥
রতি নাম শুনি তারা উপহাসে দহে।
পুরুষে প্রকৃতি ভাব ইহ সত্য নহে ॥
বৈকুণ্ঠ অধিক পুরী মনেহো না জানে।
এইরূপে পূর্ব্বপক্ষ করিঞা না মানে॥ ৭৮৮ ॥
কিবা সত্য কিবা মিথ্যা দঢ়াইতে নারে[৪]।
এক স্থানে মগ্ন নহে আলস বেভারে[৫] ॥
কহো কেহো বৈষ্ণবের চিহ্ন অঙ্গে ধরে।
বৈষ্ণবে প্রবিষ্ট হঞা সেই কর্ম্ম করে॥ ৭৮৯ ॥
ভৃত্যবৎ কার্য্য করে অতি প্রিয় বোলে।
দাঁড়াইতে নাহি জানে না বসে শোঁসরে ॥
না বোলিতে কার্য্য করে লয় পদধূলি।
নাম গ্রাম[৬] জিজ্ঞাসিতে করে পুটাঞ্জলি ॥৭৯০॥
অতিশয় সুধীর[৭] মধুর কথা কহে।
উদাসীন মত হঞা গিঞা পাছে রহে ॥

১। নির্ম্মল। ২। জল। ১ম। মন—৩য় পুথি। ৩। কেবল। ৪। নারে দঢ়াইতে। ৫। সভাতে। ৬। গাম। ৭ সুরীত।

অনিমিষে চাহে করে শিথিল শরীর।
মগ্ন হঞা থাকে[১] কহে চরিত্র সুস্থির ॥ ৭৯১ ॥
বিচারে প্রবেশ করে জিজ্ঞাসার ছলে।
বৈষ্ণবের অন্তর পরীক্ষে (হিংসা)[২] বলে ॥
ঈশ্বরের দাস হেন বাঢ়ায় সম্বন্ধ।
ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বপক্ষ করে অনুবন্ধ[৩] ॥৭৯২॥
সিদ্ধান্ত না মানে দ্বন্দ্ব বাঢ়ায় নিজ চিত্তে[৪]।
যত ভক্তি করে তার সহস্র আঘাতে ॥
কোনো স্থানে যাঞা[৫] তবে কহে নিন্দা কথা।
শুদ্ধকর্ম্ম দেখি বোলে সকল অন্যথা ॥ ৭৯৩ ॥
ছিদ্রহেতু যতনে প্রচারে নানা[৬] স্থানে।
দিব্য করি বোলে যদি কেহো নাহি মানে ॥
কৃষ্ণকথা শুনিতে আলস্য (তন্দ্রা)[৭] বাঢ়ে।
সাধুনিন্দা শুনি সিংহ সম দর্প ছাড়ে ॥ ৭৯৪ ॥
সে সব লোকের সুখ[৮] নহে কোনো যোগে।
জন্ম কোটি পর্য্যন্ত[৯] সঙ্কট উপভোগে ॥
এ সকল লোক হৈতে (অসুর)[১০] উত্তম।
অকপটে হিংসা নিন্দা[১১] না শুনে নিয়ম ॥৭৯৫
দিনে দিনে কৃষ্ণভক্তি বাঢ়ে তা সভার।
অসুরেতে (ক) অধিক পাষণ্ড দুরাচার ॥
শত্রুমিত্র দুই ভাব ঈশ্বর ভজন।
আসুরী আমরী[১২] ভক্তি মুক্তির লক্ষণ ॥ ৭৯৬ ॥

১। কথা। ২। সিংহ ১ম। ৩। ইহার পর ২য় পুথিতে বেশী এক শ্লোক আছে—

সিদ্ধান্ত না মানে পূর্ব্বপক্ষের তরঙ্গে।
মৈলেহো বিষ যেন না ছাড়ে ভুজঙ্গে ॥
জিজ্ঞাসিতে হাসিঞা বাঢ়ায় উপহাস।
দর্প করি করে নিত্য মহিমা প্রকাশ ॥

৪। পরিণামে কন্দল বাঢ়ায় ক্রোধ চিত্তে। ৫। স্থানে স্থানে গিঞা। ৬। সর্ব্বস্থানে। ৭। তন্ত্র। ১ম। ৮। শুভ। ৯। গেলেহো। ১০। শূকর ১ম। অসুর—৩য়। ১১। জ্ঞানে। (ক) অসুরের—৩য়। ১২। অসুরী অমরী। ২য় ও ৩য়।

কপট পরীক্ষা নিন্দা পাষণ্ডীর[১] চিহ্ন।
নপুংসকে রতি যেন কারণ বিহীন ॥
মহিমা পরীক্ষা নিন্দা ছাড়ে সাধুগণ।
নিষ্কপটে[২] শান্তভাবে ভজে ক্ষণে ক্ষণ ॥৭৯৭ ॥
কুলমদে ধনমদে[৩] কৃষ্ণ নাহি পাই।
বিদ্যার বিকারে কৃষ্ণ দেখিতে হারাই ॥
কায়মনবাক্যে সব প্রলাপ নিবারি।
আত্মারূপ কৃষ্ণপ্রেম জানিহ সুন্দরি ॥ ৭৯৮ ॥
শ্রীকৃষ্ণ ভজন বিনে যত দেখি শুনি।
সকল অনিত্য হেন বুদ্ধি অনুমানি[৪] ॥
সংসারজনিত যত মনে দুঃখ ঘটে।
তাহা সম দুঃখ নহে প্রহার সঙ্কটে ॥ ৭৯৯ ॥
সদালাপ প্রেম যত রসের[৫] উৎপত্তি।
তাহা সম নহে ভক্ষদ্রব্যে সুখ মতি ॥
সর্প ব্যাঘ্র আদি ভীত[৬] না মানে সুজনে।
সংসার বিষম[৭] ভয় মানে ক্ষণে ক্ষণে ॥ ৮০০ ॥
রাজদস্যু অভয়ে অভয় নাহি মানি। (ক)
বিকর্ম্মে আলগ হৈলে অভয় বাখানি ॥
ধনজন সম্পদে সম্পদ নাহি মানি।
সাধুগণ সঙ্গতি সম্পদ মাত্র গণি ॥ ৮০১ ॥
অর্থ ভূমি সঞ্চে কভু না কহি সঞ্চয়।
ধর্ম্ম[৮] কর্ম্মে জানি মাত্র সঞ্চয়[৯] উদয় ॥
জীবনবিহীন জন মৃত অঙ্গ নহে।
কৃষ্ণেত বিমুখ জন থাকে মৃত দেহে ॥ ৮০২ ॥
এইরূপে সংসারেত যত দেখি শুনি।
সকল অনিত্য করি চিত্তেত বাখানি ॥

১। পাষণ্ডের। ২। নিষ্কপটে। ১ম ও ২য়। ৩। কুলবলধনরূপে। ৪। বুদ্ধিযোগে জানি। ৫। সুখ। ৬। সর্প ব্যাঘ্র ভীতে ভয়। ৭। বিষয়। (ক) রাজভয় দস্যুভয় কিছো নাহি মানে। ৩য়। ৮। পুণ্য। ৯। সঞ্চিত।

কৃষ্ণমুখবচনে রুক্মিণী হরষিতা।
কহিল মধুর বাণী হঞা পুলকিতা ॥ ৮০৩ ॥
অকপট হঞা নাথ কৃপা কৈলে মোরে।
খণ্ডিল সকল দুঃখ যে ছিল অন্তরে ॥
কহে কবিবল্লভে শ্রীকৃষ্ণ গুণরীত[১]।
জন্মে জন্মে এই রসে রহে যেন চিত ॥৮০৪॥

যোড়শ অধ্যায়।

সপ্তদশে ভক্তিরস।

—০—

দীর্ঘছন্দ।

(গান্ধার রস)

জয় জয় কৃপাময় অমল কমলাশয়
রুক্মিণী বুঝাঞা অতি সুখে।
চুম্ব আলিঙ্গন দানে অধর পীযুষ পানে
বাড়াইলা প্রিয়ার কৌতুকে ॥
দারুক সুমতি তবে চলি গেলা অতি বেগে
উত্তরিলা রয়বত গিরি।
কৃষ্ণ আগমন শুনি পুরের যতেক[২] ধনি
চলিলা সখিকে সঙ্গে করি ॥ ৮০৫ ॥
সগণে আসিঞা তবে ভূমিতে পড়িলা ভাবে
পুন পুন প্রণাম করিল।
কর যুগ শিরে ধরি স্তবিল মানস পুরি[৩]
রত্ন সিংহাসনে বসাইল ॥
সুগন্ধি কারণ[৪] জলে ঢালিঞা চরণ তলে
পদ পাখালিল মহা[৫] সুখে।
সে জল পরশ করি নিজ নিজ শিরে ধরি
চিত্ত পূর্ণ করিল কৌতুকে ॥ ৮০৬ ॥

১। শ্রীকৃষ্ণচরিত। ২। সকল। ৩। করি ৪। কারণ্য। ১ম। ৫। মন।

মিষ্টান্ন পীযূষ মধু আনি দিল কুল[১] বধু
সভে মেলি যত্নে ভুঞ্জাইল।
রমণী চকোর প্রেম[২] কৃষ্ণচন্দ্র-মুখ হেম[৩]
[illegible] পরিতোষ ভোগ কৈল ॥

অন্তরে অন্তরপদ পেলিতে পুলক মদ(ক)
গগন ধরণী পুন[১] চাহে।
ক্ষণে জড় ক্ষণে মৌনী চপল অধিক ধ্বনি
ক্ষণে নৃত্য করে উভ বাহে ॥ ৮১০ ॥

কাষ্ঠের পোতলী যেন কুহকে নাচায় হেন
মূঢ় জন[১] কি করিতে পারে।
এ সব জানিব সাক্ষী যত যত যন্ত্র দেখি
যন্ত্রী বিনে কিছু নাহি বোলে ॥
তোমার কিঙ্করগণ তুমি তার জীবন[২]
তোমা বিনে অন্য নাহি ভাব।
যে জান সে কর তুমি তাতে কি বোলিব আমি
নিদানে যোজিহ প্রেমলাভ ॥ ৮১৪ ॥
হাসিঞা নারদ বোলে আনন্দ কদম্ব দোলে
ঊর্দ্ধ লোম হইল শরীর।
অন্তরেত অনুভব কণ্ঠেত বিহরে[৩] সব
রসাবেশে না হয় বাহির ॥
শুনিঞা নারদ-বাণী হর্ষিত[৪] পুরুষ-মণি
সিংহাসনে বসিলা[৫] কৌতুকে।
নারদ মস্তকে হাত ধরিঞা অখিলনাথ
কৃপা করি কহে নিজ সুখে ॥ ৮১৫॥
শুন শুন সাধুপতি তুমি ধন্য ধীরমতি
ভক্তিরসে জিনিলে আমারে।
প্রেমের অধীন আমি হেন প্রেমে পূর্ণ তুমি
আর কিবা কহিব তোমারে ॥
লক্ষ্মী বলভদ্র আদি গরুড় কৌস্তুভ নিধি
সাধুসম কেহো প্রিয় নহে।
বৈষ্ণব আলাপ মতি[৬] দরশ পরশ আতি[৭]
অনুক্ষণ চাহে মোর দেহে ॥ ৮১৬ ॥
তীর্থ মূর্ত্তি আদি যত ব্রত হোম নানা মত
তারা ত্রাণ করে চিরংকালে।
তুমি সব সাধু যথা অমঙ্গল নহে তথা
দেখিলে পবিত্র কর ভালে ॥

জগতের যত লোক সংসার কারণে শোক
অনুক্ষণ থাকে মায়াকূপে।
বৈষ্ণব দরশ বিনে তা সভার নহে ত্রাণে
তেকারণে ভ্রময়ে[১] স্বরূপে ॥ ৮১৭ ॥
শত্রু মিত্র নাহি যার সর্ব্ব দেহে উপকার
[২]অঙ্গে ধরে ঈশ্বর উল্লাস।
চিত্তেত ভাবিহ আর যত যত অবতার
সাধু বিনে কে করে প্রকাশ ॥
ঈশ্বর-কিঙ্কর চিহ্ন সেহ[৩] রসে নহে ভিন্ন
ভাবে মাত্র[৪] ভিন্ন ভিন্ন দেখি।
যে করে যাহার ভাব সে চিন্তে তাহার লাভ
অতএব পৃথক না লেখি ॥ ৮১৮ ॥
বৈষ্ণবে সে কৃষ্ণ মানে কৃষ্ণ সে বৈষ্ণব জানে
আর যত কুহক সমান।
দেখিঞা না দেখে কর্ম্ম বুঝিঞা না বুঝে মর্ম্ম
তে কারণে না ঘটে সন্ধান ॥
শুনিঞা কৃষ্ণের বাণী বাহু পাসরিলা মুনি
ক্ষণে কান্দে ক্ষণে কহে হাসে।
শ্রীকবিবল্লভে কয় অখণ্ড আনন্দচয়
সুখে দুহে প্রেমরসে ভাসে ॥ ৮১৯ ॥
সপ্তদশ অধ্যায়।

অষ্টাদশে ভীতরস।

—১—

(ভাটিয়াল রাগ)

জয় জয় ভক্তনাথ ভক্তিরসদাতা।
নারদের কর ধরি কহে প্রেমকথা ॥

১। মৃত জীব। ২। প্রাণধন। ২য় ও ৩য়। ৩। বিরাজে। ৪। হসিত। ৫। বৈসায়। ৬। রতি। ৭। মতি।

১। ভ্রমহ। ২। ২য় পুথিতে এই পংক্তি ও পরের পংক্তি নাই। ৩। স্নেহ। ৪। দেহ যোগ।

কি কারণে মুনিরাজ এথা আগমনে।
আজ্ঞা কর সেই কার্য্য করিব এখনে ॥৮২০॥
মুনি বোলে শুন প্রভু কি কহ আমারে।
অধিক কি কাজ যাতে দেখিল তোমারে॥
সহজে সংসারিগণ করে নানা কর্ম্ম।
পলে পলে করে কেহো নানাবিধ ধর্ম্ম[১] ॥ ৮২১॥
পাপ হেতু লোকের সতত যায় মন।
কুপথ্যে রোগীর যেন আর্ত্তি অনুক্ষণ॥
মক্ষিকা মূষক[২] মৎস্য কৃমি বধ করে।
পরিহাসে মিথ্যা ভাষে প্রলাপ বিস্তরে ॥৮২২॥
দিবারাত্রি নিশা ভক্ষ অশুচি পরশে।
অজ্ঞানে অবিধি করি কার্য্যেতে প্রবেশে॥
ইত্যাদি অনেক উপপাতক লক্ষণ।
অল্প পরিশ্রমে হয় এ পাপ মোচন॥ ৮২৩॥
সূর্য্য প্রতি নমস্কারে তুলসী পরশে।
নির্ম্মাল্য মস্তকে ধরে ব্রাহ্মণ সন্তোষে॥
গোসেবা অতিথ সেবা মার্জ্জন ভজন[৩]।
এই অল্প শ্রমে উপপাতক মোচন॥ ৮২৪॥
অন্যায় বিক্রিয়া চৌর্য্য অশিষ্টতা কর্ম্ম।
মিত্র বন্ধু জ্ঞাতি হিংসে না করে স্বধর্ম্ম॥
পরবিত্ত দার ভূমি উপায় হরণ।
মিথ্যা সাক্ষী পরনিন্দা মর্য্যাদা লঙ্ঘন ॥৮২৫॥
আশ্রয় আশ্রিত লঙ্ঘে বেদ নাহি মানে।
ব্রাহ্মণ না সেবে নিজ গুরুকে না জানে॥
অতিথ না সেবে প্রিয়বাক্য নাহি কহে।
হোমব্রত তপ নিন্দে শান্তি চিত্ত[৪] নহে ॥৮২৬॥
গোবধ স্ত্রীবধ তীর্থ মূর্ত্তি নিন্দা করে।
এ সকল কেবল পাতক নাম ধরে॥

১। সঞ্চয় করয়ে ধর্ম্মাধর্ম্ম। ২। মশক। ২য় ও ৩য়। ৩। মজ্জন মার্জ্জন। ৪। শান্ত চিত্ত।

তীর্থ যোগে ধন যোগে দেহের সাধনে।
অনেক প্রকারে হয় এ পাপ মোচনে॥ ৮২৭॥
ব্রহ্মহত্যা সুরাপান স্বর্ণ চুরি করে।
কামানলে[১] ছন্ন হঞা গুরুপত্নী[২] হরে॥
এ চারি সংহতি যেবা থাকে অনুক্ষণ।
তাহা দিয়া পঞ্চ মহাপাতক[৩] গণন ॥ ৮২৮॥
ব্রাহ্মণের জাতি ধ্বংস কিবা প্রাণ হরে (ক)।
ব্রাহ্মণের বধ এই দ্বিতীয় প্রকারে॥
সুরাপান স্বর্ণ চৌর্য্য স্বতন্ত্র পাতক।
দশমেত গুর্ব্বঙ্গনা হরণ নরক॥ ৮২৯॥
গুরুপত্নী অবধি[৪] জননী পিতৃব্যানী।
মাতৃষসা পিতৃষসা (অগ্রজ)[৫] ঘরণী॥
শাশুড়ী ব্রাহ্মণী জ্যেষ্ঠ ভগিনী মাতুলী।
এই দশজনকে গুরুজন বোলি[৬] ॥ ৮৩০॥
বিশেষেত[৭] গুরুপত্নী ব্রাহ্মণী[৮] হরণে।
ব্রহ্মার বয়েসে থাকে নরক সদনে॥
তীর্থযোগে ধনযোগে[৯] নহে প্রতীকার।
প্রাণান্তরে প্রায়শ্চিত্ত[১০] জানিব তাহার ॥৮৩১॥
ব্রাহ্মণে করিলে পূর্ণ পাপ ভোগ করে।
ত্রিপাদ নরক ভোগে ক্ষত্রিয় সকলে॥
বৈশ্যগণ অর্দ্ধ পাপ ভোগে নিরবধি।
চতুর্থক পাপ ভোগ করে শূদ্রজাতি ॥৮৩২॥
পুরুষের অর্দ্ধ পাপ ভোগে নারী লোকে।
জ্ঞানে পূর্ণ অজ্ঞানে চতুর্থ অংশ ভোগে॥
ইহা বহি যত[১১] পাপ তাহা কত লেখি।
অবশ্য পাতক ভোগে যে হয় পাতকী॥ ৮৩৩॥

১। কোন যোগে। ২। গুর্ব্বাঙ্গনা। ৩। পাতকী। ৪। সপত্নী। ৫। অনুজ। ১ম। (ক) ব্রাহ্মণের জাতি ধ্বংস আর হাপ্য হরে। ৩য়।
৬। গুর্ব্বাঙ্গনা হেন এহি দশজনা বুলি। ৭। হি। ৮। জননী। ৯। তীর্থ ধন ক্লেশ যোগে। ১০। প্রাণান্ত প্রায়শ্চিত্ত মাত্র। ১১। কত।

প্রথমে করিঞা পাপ পরে[১] জন্মে জ্ঞান।
তবে নিত্য নিত্য[২] করে ধর্ম্মের সন্ধান ॥
পুণ্য করিঞা পরে[৩] পাপের করে ক্ষয়।
অবশেষ পাপ ভোগ করে সুনিশ্চয় ॥ ৮৩৪ ॥
যদ্যপি করিঞা পুণ্য পাছে করে[৪] পাপ।
তবে মৃত্যুকালে তার বাঢ়য়ে সন্তাপ[৫] ॥
যত দুঃখ আসিঞা সঞ্চরে তার অঙ্গে।
নানা মতে জীব আত্মা বান্ধে বুদ্ধি সঙ্গে ॥৮৩৫॥
উঠিতে বসিতে কিবা গমনের কালে।
কণ্টক গরল হিম তুল্য (চেষ্টা)[৬] করে ॥
অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ দেহ আছয়ে সভার।
তাহাতে করয়ে জীব আত্মার সঞ্চার ॥ ৮৩৬ ॥
আর্ত্তনাদ করে প্রাণী চলিতে না পারে।
তথাপি দুর্গম পথে লয়[৭] তা সভারে ॥
কণ্টক কর্দ্দম ঘোর পথে লঞা যায়।
বৈতরণী নামে নদী তাতে সান্তরায়[৮] ॥ ৮৩৭ ॥
রক্ত পূঁজে জল তথা তপ্ত বালি লেখি।
নদীর তরঙ্গ যেন অগ্নিশিখা দেখি ॥
নরমুণ্ডে কূর্ম্ম যাতে অস্থিগণ শিলা।
লোম কেশ ভাসে যেন নদীর সিয়লা[৯] ॥ ৮৩৮॥
কল্লোল তরঙ্গে দহে শ্রবণ নয়ান।
অশেষ দুর্গন্ধে করে নাসিকা দলন ॥
জোঁক পোক ভাসে যেন কুম্ভীর আকৃতে।
জলেত পড়িলে মাত্র ধরে শতে শতে ॥ ৮৩৯ ॥
কর পদ শরীর মস্তক ধরি টানে।
কখন ডুবায় ক্ষণে ভাসায় যতনে ॥

১। পাছে। ২। ভয়ে। ৩। পুণ্যকর্ম্ম করিঞা। ৪। জন্মে। ৫। বাঢ়ে দুঃখ তাপ। ৬। ২য় পুথির পাঠ। ১ম পুথিতে জ্যেষ্ঠা। ৭। লেয়। ১ম। নের। ২য়। ৮। সন্তরায়। ৯। সিঞলা।

উপরে গৃধ্রক[১] কাক উড়ে নানা পক্ষী।
অগ্নিসম নখ মুখ বজ্র সম দেখি ॥ ৮৪০ ॥
বিপরীত শব্দ করি শূন্য পথে ধায়।
ভাঙ্গিলেহিঁ মস্তকে পড়িঞা মাংস খায় ॥
পাষাণ ভেদিতে পারে ইঙ্গিত আঘাতে।
মণ প্রাণ শরীর ইন্দ্রিয় পোড়ে তাতে ॥ ৮৪১॥
দুই কূলে শৃগাল কুক্কুর ক্ষোভে ধায়।
উপরে[২] উঠিতে তারা দশে বিশে খায় ॥
বিকট দশন যেন ত্রিশূল আকার।
কর পদ নখ যেন চক্র সম ধার ॥ ৮৪২ ॥
সর্প হেন লোমাবলী তাম্রবর্ণ আখি।
মাংস খণ্ড খণ্ড করে হাড় মাত্রে[৩] রাখি ॥
পরাণে না মরে লোক[৪] দুঃখ ভোগ করে।
বিপরীত শব্দ করি পলে পলে মরে ॥৮৪৩॥
নদী সান্তারাঞা[৫] যদি চলে পুরমাঝে।
দেখিলেহি মহা ক্রোধ করে ধর্ম্মরাজে ॥
পুণ্যবান্ জন দেখি বড় শান্ত হয়।
পাপীকে দেখিলে মাত্র জন্মে ক্রোধচয়[৬] ॥৮৪৪॥
চিত্রগোপ্ত করে পাপ পুণ্যের[৭] বিচার।
বামগতি হইঞা ধরয়ে ক্রোধভার ॥
দিবস রজনী সূর্য্য চন্দ্র রীত[৮] কালে।
সভে মেলি সাক্ষী দিঞা নরকেতে পেলে॥৮৪৫॥
পশ্চিম উত্তর পূর্ব্ব এ তিন দুয়ারে।
পুণ্যবান্ জন যত সুখ ভোগ করে ॥
কেবল দক্ষিণ দ্বারে পাপীর বসতি।
পাপ ভোগ করে তারা যায় অধোগতি[৯] ॥৮৪৬॥

১। গৃধিনী ২য়। গৃধক। ১ম। ২। তীরেত। ৩। অস্থিগণ। ৪। জীবনে না মরে জীব। ৫। সন্তারায়। ৬। হয় ক্রোধময়। ৭। সব পাপীর। ৮। বিতু ২য়। রিতু। ৩য়। ৯। নানা পাপ ভোগ করে যে হয় পাতকী।

যে পাপী যেমত তাহা জানিঞা নিদান[১]।
তার অনুরূপ করে ভোগের সন্ধান[২] ॥
তাম্রবর্ণে তৈলদ্রোণি অঙ্গারক ছত্র।
ধূম্রকুণ্ড কৃমিকুণ্ড বীচি[৩] অসিপত্র ॥৮৪৭॥
রেত রক্ত কণ্টক অমেধ্য কুণ্ড (ক) আদি।
চৌরাশি (সহস্র)[৪] কুণ্ড ভোগে নিরবধি ॥
তার মধ্যে চৌরাশি নরক মুখ্য[৫] লেখি।
চিরংকাল দুঃখ ভোগে যে হয়[৬] পাতকী ॥৮৪৮॥
অদানে শরীর পোড়ে অন্ন নাহি পায়। (খ)
তাহার সাক্ষাতে লোক নানা ভোগ[৭] খায় ॥
যত[৮] জল কুম্ভ থাকে পাপীর নিকটে।
জল দান না দিলে বিন্দেক[৯] নাহি ঘটে ॥৮৪৯॥
ছত্র দান না করিলে রৌদ্র উপভোগে।
বসন না দিলে নিত্য থাকে শীত যোগে ॥
ভূমি দান না দিলে থাকে শূন্যের উপরে।
আসন বিহনে জন বসিতে না পারে ॥ ৮৫০॥
(শক্তিমানে)[১০] না দিলে এমত ভোগ করে।
ইহাতে অধিক যদি পরদ্রব্য হরে ॥
মিথ্যা সাক্ষী দিলে মরে অশেষ প্রবন্ধে।
নাকে মুখে ভস্ম দিঞা চর্ম্মপাশে বান্ধে ॥৮৫১॥
পরনিন্দা করে যেই পরমার্থ ঠেলে[১১]।
জিহ্বাতে বড়শী দিয়া টাঙ্গে বৃক্ষডালে ॥
পরবিত্ত দার ভূমি হিংসিতে কৌতুক।
তাহার চরণ বৃক্ষে ধূমকুণ্ডে মুখ ॥ ৮৫২ ॥

১। ময়ম। ২। নিয়ম। ৩। বিচি। ১ম ও ২য়। ৪। নরক ১ম। ৫। মহা। ৬। পরম। ৭। ভক্ষ্য। ৮। কত। ৯। বিন্দু। ১০। শক্তি দান। ১ম। শক্তিবানে। ২য়। ৩য় পুথির পাঠ গৃহীত হইয়াছে। ১১। কালে। (ক) রেতকুণ্ড রক্তকুণ্ড মল্লকুণ্ড আদি। ৩য়। -(খ) অন্নদান না করিলে খাইতে না পায়। ৩য়।

কামিনী রমণ করে শ্রাদ্ধব্রত দিনে।
বীর্য্যকুণ্ডে বীর্য্য ভোগ করে অনুক্ষণে ॥
গুরু বিপ্র সুজনকে দংশে অস্ত্র বাক্যে।
শরীর জর্জ্জর তার কণ্টক নরকে ॥ ৮৫৩ ॥
তাম্বার রমণী গঠে[১] যেন হুতাশন।
পরদারীগণ তাকে[২] দেয় আলিঙ্গন ॥
গোবধ স্ত্রীবধ কিবা পতিবধ করে।
কৃমিকুণ্ডে পেলাইঞা দংশায় কলেবরে ॥৮৫৪॥
অসিপত্র (কুম্ভীপাক)[৩] দুর্গন্ধ দুস্তর।
মহাঘোর মহাবীচি হিমতাপ[৪] ধর ॥
যে সকল দুঃখ তাপ লেখিতে না পারি[৫]।
পঞ্চ মহাপাতকীর ভোগ অধিকারী[৬] ॥৮৫৫॥
এ সব ভোগের পাপ[৭] ভোগে পাপিগণে।
সেই পাপ ক্ষয় হয় তোমাকে স্মরণে ॥
তোমাকে স্মরণে মাত্র যত পাপ হরে।
তত পাপ পাপিগণে করিতে না পারে ॥৮৫৬॥
করিঞা অশেষ পাপ মনে ভয় করি।
তোমার চরণ সেবি সব পাপ তরি[৮] ॥
সেবন বন্দন আর অর্চ্চন শ্রবণ[৯]।
কোন কর্ম্মে করে নিজ পাপ বিমোচন ॥৮৫৭ ॥
প্রায়শ্চিত্ত বলে পাপ করে যত জনে।
তার প্রতিকার মাত্র না কর আপনে ॥
হেন মহা প্রভু আজি দেখিলু সাক্ষাতে।
ইহাধিক কার্য্য কিবা আছে ত্রিজগতে ॥৮৫৮॥
তোমার চরণ পদ্ম দেখিলু[১০] নয়নে।
জন্ম কোটি সফল হৈল তে কারণে ॥

১। তাম্বার পুত্তলীগণ। ২। তাথে। ৩। কুম্ভ-পাক। ৪। মহী। ৫। এ সকল দুঃখ ভোগ লেখিতে আপার। ৬। অধিকার। ৭। পাপের ভোগ। ৮। ভজে সব পরিহরি। ৯। শ্রবণ কীর্ত্তন (আর) অর্চ্চন বন্দন। ১০। দেখিল।

সম্যক্ প্রকারে অঙ্গ তোমা সমর্পণ[১] ।
কোন বাঞ্ছা নাহি যে করিমু[২] নিবেদন ॥ ৮৫৯ ।
সংসার ছাড়িলে যদি জন্মে শান্তি জ্ঞান ।
তবে সে জানিব তাকে ত্যাগী হেন নাম ॥
নিজ ভৃত্য করি তুমি যাকে কর দয়া ।
সে কেনে বাঞ্ছিবে ফল শুদ্ধ প্রেম পাঞা ॥৮৬০॥
স্বতন্ত্র নহিয়ে[৩] কেহো সকলি তোমার ।
অবিচারে করি[৪] মাত্র ভিন্ন ব্যবহার ॥
সংপ্রতি অমরাবতী গিঞাছিল[৫] আমি ।
পুরন্দর তুষিল আমার হেন জানি ॥ ৮৬১ ॥
পারিজাত নামে পুষ্প স্বর্গের ভূষণ ।
রূপ তেজ গন্ধ মধু সুন্দর[৬] গঠন ॥
তার সম পুষ্প নাই ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে ।
সেই পুষ্প দিঞা ইন্দ্র তুষিল আমারে ॥ ৮৬২॥
এমত আশ্চর্য্য পুষ্প অন্যেক না দিমু[৭] ।
তোমার চরণ-পদ্ম পূজিতে আনিমু ॥
ইহা বলি পুষ্প দিলা গোবিন্দের হাতে ।
সে পুষ্প দিলেন কৃষ্ণ রুক্মিণীর মাথে ॥ ৮৬৩॥
সাক্ষাতে[৮] রুক্মিণী প্রেমা কৃষ্ণের রমণী ।
রূপে গুণে অনুপামা অতি সৌভাগিনী ॥
নারদ রুক্মিণী কৃষ্ণ পুরিল আনন্দে ।
শ্রীকবিবল্লভে কহে সরস প্রবন্ধে ॥ ৮৬৪ ॥

অষ্টাদশ অধ্যায় ।

—০—

ঊনবিংশে বিস্ময়রস ।

ক্ষুদ্রছন্দ । (তুড়ি রাগ)

জয় জয় জয় ব্রহ্মার তনয়
কৃষ্ণ অনুমতি লঞা ।
নিজ প্রাণনাথ দেখিঞা সাক্ষাৎ
চলে আনন্দিত হঞা ॥
না কৈল প্রণতি নাহি কৈল স্তুতি
না করিলে আলিঙ্গন ।
সন্তোষ তরঙ্গ পূরে নিজ অঙ্গ
কৌতুকে কৈল গমন ॥ ৮৬৫ ॥
হাসিতে নাচিতে কহিতে রঙ্গিতে
ঢর ঢর করে দেহা ।
গোবিন্দ কীর্ত্তন[১] গায় অনুক্ষণ[২]
বাঢ়িল নবীন লেহা ॥
পুলকে বৈবর্ণ গদ গদ স্বনঃ[৩]
শ্বেত শ্মশ্রু[৪] শোভা করে ।
কৃষ্ণ-প্রেমলাভে পূরে নানা ভাবে
বাহ্যে মতি নহে তার ॥ ৮৬৬ ॥
ক্ষণে ক্ষণে ধায় ক্ষণে মোহ পায়
ক্ষণে শীঘ্র ধৈর্য্য[৫] চলে ।
ক্ষণে কথা কহে ক্ষণে ক্ষণে রহে
ক্ষণে বসে কুতূহলে ॥
কোনো দিগে যায় কিছুই না ভায়
না বুঝে কার্য্যের যোগ ।
যখন যে হয় সেই সুনিশ্চয়
সর্ব্বরস করে ভোগ ॥ ৮৬৭ ॥
দৈব নিবন্ধনে চলিলা দক্ষিণে
গতিপথ নাহি মানে ।
কণ্ঠ বীণারবে শিলা তরু দ্রবে
সঞ্চরে আকাশ পানে[৬] ॥
অকস্মাৎ পথে দেখিল সাক্ষাতে
দ্বারাবতী নামে পুরী ।

১ । চিত্ত তোমাতে অর্পণ । ২ । করিব । ৩ । না হয় । ৪ । কহি । ৫ । গিয়াছিলাঙ । ৬ । অনন্ত । ৭ । আমার ভূষণ যোগ্য তাথে না দেখিল । ৮ । সহজে। ৯ । অলঙ্কারে।

১ । আনন্দ তরঙ্গ । ২ । পুরি নিজ অঙ্গ । ৩ । গদগদ উদ্যম । ৪ । শ্রুত । ২য় । অশ্রু । ১ম । ৫। গতি । ৬ । যানে ।

বিধি অগোচর নির্ম্মাণ সুন্দর
বৈকুণ্ঠ তুল্য নগরী ॥ ৮৬৮ ॥
কাঞ্চনে নির্ম্মিত পুরী সুচরিত
শোভে নানা ধাতু মণি।
সমুখে দেখিঞা চিত্ত নিয়োজিঞা
মনে মনে চিন্তে মুনি ॥
ষোলয় হাজার পুরীর মাঝার
ষোলয় সহস্র রামা।
সমান সোয়াগ সম অনুরাগ
সম ভাবে সম প্রেমা[১] ॥ ৮৬৯ ॥
কায় মন বাক্যে সেবা করে সুখে
বিৎসেদ[২] ছাড়িতে নারে।
তিলেক না দেখি সব শশিমুখী
বিরহে (জীবন)[৩] ছাড়ে ॥
হেন কৃষ্ণ বিনে আছয়ে কেমনে
এ বড় বিস্ময় দেখি।
জল বিনে যেন জীয়ে মীনগণ
পাখা বিনে যেন পাখী ॥৮৭০॥
স্তম্ভ বিনে যেন ঘর[৪] আরোপণ
মধু বিনে মধুহারী।
কাষ্ঠ বিনে যেন জলে হুতাশন
এ রীত বুঝিতে নারি ॥
এ সব সুন্দরী রাজার কুমারী
রূপে গুণে পূর্ণদেহা।
পাঞা কৃষ্ণ পতি বাঢ়াঞা আরতি
নিত্য ভোগে নব[৫] লেহা ॥৮৭১॥
সে সব আনন্দ সঙ্গে সুখানন্দ
রয়বতে গেলা স্বামী।

১। ভাবে সভে হও প্রেমা। ২। নিমেষ। ৩। যৌবন। ১ম। ৪। গৃহ। ৫। নিত্য জন্মাইল।

এখন[১] কি রসে পুর মধ্যে বসে
অবশ্য দেখিব আমি ॥
এই করি মনে ব্রহ্মার নন্দনে
উঠিলা দ্বারকা পুরে।
কৃষ্ণের প্রসাদে গায় উচ্চনাদে
রসাবেশে তনু ঝুরে[২] ॥ ৮৭২ ॥
দ্বারে উত্তরিল পুরে প্রবেশিল
রাজপথে পথে চলে।
চৌদিগে মঙ্গল গীত কোলাহল
পূরিল আনন্দ রোলে ॥
নৃত্যগীত সুখ অধিক[৩] কৌতুক
সভার পীরিতি অঙ্গ।
রোগ শোক ভয় কারে নাহি হয়
সভাতে প্রেম তরঙ্গ ॥ ৮৭৩ ॥
পীরিতি আরতি সভাতে উৎপতি
অঙ্গ নহে[৪] অৎসাদ।
গোবিন্দ কীর্ত্তন গায় অনুক্ষণ
মানিঞা কৃষ্ণ প্রসাদ ॥
দেখি মহাশয় মানিল বিস্ময়
না বুঝে রসের ভেদ।
শ্রীকবিবল্লভ রচিল দুর্ল্লভ[৫]
কে জানে কৃষ্ণ বিৎসেদ ॥ ৮৭৪ ॥
ঊনবিংশ অধ্যায়।

বিংশতিতে করুণরস।

(কানাড়া রাগ)

জয় জয় ব্রহ্মার তনয় মহামতি।
বুঝিতে চলিলা প্রেম আসক্তির গতি ॥

১। অথন। ২। ঝরে। ৩। অশেষ। ৪। অঙ্গে নাহি। ৫। পল্লব।

কৃষ্ণগুণ বর্ণিতে বর্ণিতে উচ্চস্বরে।
আনন্দে চলিলা[১] মুনি সত্যভামার পুরে ॥ ৮৭৫॥
মুনি আগমন শুনি সত্যভামা সতী।
অনুব্রজি মুনিকে আনিল শীঘ্রগতি ॥
প্রণাম করিঞা সিংহাসনে বসাইলা।
পদ পাখালিঞা নানা স্তুতি ভক্তি কৈলা ॥৮৭৬॥
মিষ্টান্ন ভুঞ্জাঞা তবে আসিঞা সমুখে।
করযোড়ে দাড়াইল পরম কৌতুকে ॥
আজি মোর ভাগ্যে মুনি[২] এথা আগমন।
আজি সে সফল মোর হৈল জীবন ॥ ৮৭৭ ॥
সংপ্রতি নিশ্চয়রূপে বাস কর কোথা[৩]।
কোথা হৈতে কোথা যাবে কি কারণে হেথা[৪] ॥
কৃপাপূর্ব্বে[৫] কোন্ আজ্ঞা কর তপোধন।
সে কার্য্য করিঞা[৬] করি সফল[৭] জীবন॥ ৮৭৮॥
এইরূপে সুন্দরীর শুনিঞা বিনয়।
মনে মনে চিন্তিল নারদ মহাশয়॥
মুনি বোলে[৮] কিছু আমি বোলিতে[৯] না পারি।
সত্যভামা রুক্মিণী প্রধান দুই নারী ॥ ৮৭৯॥
দুহাতে সমান প্রেম সম অনুরাগ।
সমান দুহার ভক্তি সমান সোয়াগ[১০] ॥
কৃষ্ণ গেলা রয়বতে[১১] সত্যভামা এথা।
অন্তরে না দেখি কিছু বিরহেব ব্যথা ॥৮৮০॥
অখণ্ড আনন্দরসে[১২] সুখী অনুক্ষণ।
অবশ্য জানিব আজি ইহার কারণ ॥
সহজে কন্দলপ্রিয় নারদ সুমতি।
কন্দলের ছলে বুঝে আসক্তির[১৩] গতি ॥৮৮১॥

১। উঠিলা। ২। সতী বোলে মোর ভাগ্যে। ৩। কথা। ১ম ও ২য়। ৪। কতি হনে কতি যাহ কি কারণে এথা। ৫। করি। ৬। সাধিঞা। ৭। সাফল। ৮। চিন্তে। ৯। বুঝিতে। ১০। সোহাগ। ১১। রইবতে। ১২। অখণ্ড অঙ্গের বেশ। ১৩। প্রেমরস।

[১]এইরূপে চিন্তিঞা কহিলা তপোধন।
শুন সুচরিতা কিছু কহিব কারণ॥
গৃহ পুর নাই মোর ধন পুত্র দার।
অথচ সংসার ভরি মোর পরিবার॥ ৮৮২ ॥
আমার বেভার[২] সুখ দুঃখ নাহি মানি।
কিবা করি না করি কিছুই নাই জানি॥
পথক্রমে যথা উঠি তথা গৃহ ধন।
সমুখে যাহাকে দেখি সেই পরিজন ॥ ৮৮৩ ॥
ভক্ষদ্রব্য যেই দেয় সেই পিতামাতা।
যে মোর পৌরষ[৩] করে সেই মোর ভ্রাতা ॥
অদৃষ্টে যেমত ঘটে সেই উপার্জ্জন।
যখন যে ঘটে কার্য্য সেই সে কারণ ॥৮৮৪॥
যে যত বচন বোলে সেই মোর হিত।
যে মোকে যেমত করে সেই মোর প্রীত ॥
সংপ্রতি আছিল আমি পুরন্দরপুরে।
অনেক সন্তোষ ইন্দ্র করিলা আমারে ॥৮৮৫॥
পারিজাত নামে এক পুষ্পের প্রধান।
ব্রহ্মার[৪] সৃষ্টেত নাহি তাহার সমান ॥
রূপ গন্ধ মকরন্দ কি বর্ণিতে পারি।
সে পুষ্প আমাকে দিলা সুর[৫]অধিকারী ॥৮৮৬॥
শুক্ল কলেবর ধরি জটাভার শিরে।
সে পুষ্প পহ্নিলে লোকে হাসিবে আমারে ॥
পুষ্প লঞা গেল আমি গিরি রয়বতে।
আনন্দে দিলাঙ পুষ্প গোবিন্দের হাতে ॥৮৮৭॥
যোগী ভোগী ত্রিজগতে আছে যতজন[৬]।
তার লোভ ছাড়ে হেন নাহি কোনো জন॥
হেন পুষ্প লঞা কৃষ্ণ রুক্মিণীকে দিলা।
আপনে যতনে তার কবরী বান্ধিলা ॥ ৮৮৮ ॥

১। ২য় পুঁথিতে এই শ্লোক নাই। ২। আচার ব্যবহার। ৩। গৌরব। ৪। অনেক। ৫। স্বর্গ। ৬। গণ।

জগতে প্রধান একে রয়বত গিরি।
শ্রীকৃষ্ণ নাগর তথি রুক্মিণী নাগরী[১] ॥
দুহে দুহার নয়ন নয়নে ঘন চাহে।
ক্ষণার্দ্ধেক কেহ কারো বিৎসেদ না সহে ॥৮৮৯॥
রাত্রি দিবা না জানে আনন্দরসে ভাসে।
সে সব কৌতুক আজি দেখিলু সন্তোষে ॥
ধন্য ধন্য ধরণী বিদর্ভ রাজ্য যাতে।
ধন্য ধন্য বিদর্ভ ভীষ্মক রাজা তাতে[২] ॥৮৯০॥
ধন্য ভীষ্মক যাতে রুক্মিণী উৎপতি।
ধন্য[৩] সে রুক্মিণী যার কৃষ্ণ হেন পতি ॥
ধন্য সেই পতি যার নিত্য নব[৪] ভাব।
ধন্য সেই ভাব যাতে জন্মে প্রেমলাভ ॥ ৮৯১ ॥
[৫]ধন্য সেই কৃষ্ণ যার রুক্মিণী সুন্দরী।
ধন্য ধন্য প্রেম যার বচনমাধুরী ॥
ধন্য সেই প্রেম যাতে না হয় বিৎসেদ।
ধন্য বিৎসেদ[৬] রস যাতে নহে ভেদ ॥ ৮৯২ ॥
নারদে কহিলা যদি প্রেমরসকথা।
শুনিতে শুনিতে দেবীর জনমিল ব্যথা ॥
সতিনীতে পতিপ্রেম শুনিঞা বিশেষে।
অন্তরে জন্মিল কম্প ক্রোধ ভীতরসে ॥৮৯৩॥
হাসিতে হাসিতে গণ্ডে কাঁপিল প্রথমে।
অধরে শুষিয়া নীর সঞ্চরে লোচনে ॥
নম্রমুখী হঞা ভুজ তাহার শিথিল[৭]।
প্রত্যাঙ্গে[৮] বসন বন্ধ চরকি পড়িল ॥ ৮৯৪ ॥
পদনখে ক্ষিতি লেখে ছাড়ে দীর্ঘ[৯] শ্বাস।
পাসরিল সর্ব্ব কর্ম্ম মনের বিলাস ॥
সর্ব্বাঙ্গে অবশ হৈল[১০] পয়োধর দোলে।
ক্ষীণ কটি ভাঙ্গে যেন শরীরের ভরে ॥ ৮৯৫ ॥

১। সুন্দরী। ২। যাতে। ৩। ধন্যা। ৪। জন্মে।
৫। এই দুই পঙ্‌ক্তি ২য় পুথিতে নাই। ৬। অবিৎসেদ।
৭। শিথিল করিল। ৮। প্রত্যঙ্গ। ৯। ঘন।
১০। উর্দ্ধ অঙ্গ অধঃ হৈল।

অলসে[১] পূরিল তনু রহিতে না পারে।
রহিতে রহিতে পুন ক্ষিতিতলে পড়ে ॥
ভূমিতে পড়িঞা দেবী হরিল চেতন।
শুষিল অধর দন্ত না চলে লোচন ॥ ৮৯৬ ॥
কর পদ আছাড়িঞা নিশবদে রহে।
কি হৈল কি হৈল দেবী[২] দাসীগণে কহে ॥
বিরহে দংশিল তনু জানি অনুচরী।
চৌদিগে চঞ্চলরূপে কাদিঞা ব্যাকুলি ॥৮৯৭॥
কেহো কর পদ কেহো জলে[৩]পাখালিল।
শীতল চন্দন কেহো শরীরে ঢালিল ॥
জলযুত বসনে সঘনে অঙ্গ ঢাকে।
চামরে ব্যজন[৪] কেহো করে অনুরাগে ॥৮৯৮।
কোমল কুসুম কেহো করে বরিষণ।
পদ্মপত্রে শয্যা করি করায় শয়ন ॥
অঞ্চলে বাতাস করে সঘনে হুতাশ[৫]।
সুগন্ধি পরাগ করে শরীরে[৬]প্রকাশ ॥৮৯৯॥
এই মত করে তারা নানা পরকার[৭]।
কোনো মতে নহে স্থির শরীর তাহার[৮] ॥
দ্বিগুণ দ্বিগুণ অগ্নি উঠে অতিশয়।
তা দেখি সভার চিত্তে জন্মে বড় ভয় ॥৯০০॥
হেনকালে সুচেতনী নামে এক সখী।
কহেন সকল হিত বিপরীত দেখি ॥
না কর না কর সখি হেন বিপরীত।
এ সব শীতল নহে পরম কুৎসিৎ ॥ ৯০১ ॥
যত দুঃখ অগ্নি এবে[৯] সৃজিল বিধাতা।
ত্রিজগতে বিরহ অধিক নাহি ব্যথা ॥

১। আলস্যে। ২। করি। ৩। কেহ জল আনি করপদ।
৪। বাতাস। ৫। চঞ্চলে ব্যজন করে সঘন বাতাস।
৬। অঙ্গের। ৭। এইরূপে করে ভাব অশেষ প্রকার।
৮। কোন যোগে নহে তার অঙ্গ প্রতীকার। ৯। যত
যত দুঃখ অগ্নি।

পতির বিচ্ছেদ দুঃখ মহা অগ্নি মানি।
ততোধিক আনল সতিনী সৌভাগিনী ॥৯০২॥
ততোধিক অগ্নি স্বামী ভিন্ন ঘরে[১] বসে।
ততোধিক অগ্নি[২] লোকে কহে নানা রসে॥
জগতের আনল বিরহ সম নহে।
আনলে পুড়িতে পারে দারুণ বিরহে॥ ৯০৩॥
বিরহে বাতাস যেন বিষময় বাণ।
চন্দন গরল পুষ্প কণ্টক সমান॥
শীতল সলিল যেন জ্বলন্ত হুতাশ।
পদ্মপত্র-শয্যা যেন রবির প্রকাশ॥ ৯০৪॥
বিষ[৩]সম হার ফণি তুল্য অলঙ্কার।
অশেষ শীতল দ্রব্য হয়[৪] অগ্নিভার॥
যতেক শীতল জ্ঞানে কর স্নিগ্ধ কর্ম্ম॥
এ সব জানিহ অগ্নি গরলের (কর্ম্ম)[৫] ॥৯০৫॥
এমত না কর সভে[৬] বৈস চারি পাশে।
সভে মেলি কৃষ্ণনিন্দা করহ বিশেষে॥
ক্রোধ হিংসা দম্ভকথা শুনিঞা[৭] বৈরাগ।
ছাড়িঞা বিরহ ব্যথা হৈবে[৮] অনুরাগ॥ ৯০৬॥
যাহা প্রতি ক্রোধ হিংসা জনমে অন্তরে।
তার নিন্দা শুনিলেহি আনন্দ আবরে॥
এ সব চরিত্র আমি জানি ভালে ভালে।
কৃষ্ণ-দোষ বর্ণনা করহ সখি মেলে॥ ৯০৭॥
সুচেতনীর বাক্যে সভে চারিদিগে বসি।
কৃষ্ণের বিরূপ বোলে সকল রূপসী॥
কেহো বোলে বনে কৃষ্ণ ছিলা সর্ব্বকাল।
কেহো বলে গোপশিশু তাহাতে রাখাল॥৯০৮॥
কেহো বোলে প্রাণিবধ করে ঐ অনুক্ষণ।
কেহো বোলে অঙ্গে নাহি[১০] উত্তম লক্ষণ॥

১। পুরে। ২। দুঃখ। ৩। বজ্র। ৪। স্নিগ্ধ বুদ্ধি করিঞা চালিল ৫। ধর্ম্ম। ৬। সখি। ৭। ছাড়িঞা। ৮। অংশ ছাড়ি। ৯। নারী গোরু বধে। ১০। ও সকল।

সর্ব্বকাল সম্ভাষিলে বন অনুচরী।
তার ভাগ্যে ঘটে হেন[১] রাজার কুমারী ॥৯০৯॥
সাধারণ জন যদি মহানিধি পায়।
তবে তার মনে আর কিছুই না ভায়॥
কৃষ্ণবর্ণ অল্পমতি সহজে চঞ্চল।
তাহাতে আসক্তিরস কি হৈবে গোচর ॥৯১০॥
এইরূপ কৃষ্ণনিন্দা শুনিঞা সুমুখী।
প্রসারিঞা নয়ন চাহিল সব সখী[২] ॥
নিরখিঞা নয়ান ঢাকিল পুনর্ব্বার।
সন্তোষে সকলে করে কৃষ্ণ-নিন্দাভার ॥৯১১॥
শুনিতে শুনিতে পুনঃ করিল[৩] চেতন।
সম্বরিতে নারে কিছু কহেন বচন॥
কেনে হে প্রাণের সখি মনে দুঃখ লাগে।
কি কারণে তার কথা কহ মোর আগে॥ ৯১২॥
যাহার কারণে হৈল এতেক সঙ্কট।
তাহার প্রসঙ্গ কেনে আমার নিকট॥
কহিতে না পারি কিছু বাক্য নহে স্থির।
বন্ধে বন্ধে খসে মোর[৪] সকল শরীর[৫] ॥ ৯১৩॥
উন্মত্ত হইঞা কথা ক্ষণে ক্ষণে কহে।
মৃতবৎ হঞা ক্ষণে নিশব্দে রহে॥
কখন চঞ্চল হঞা চারিদিগে চাহে।
ক্ষণে ক্ষণে চমকিঞা রহে উর্দ্ধ বাহে[৬] ॥ ৯১৪॥
পুন উঠে পুন পড়ে থাকে শোক মনে।
বদনে নীরস হাস সলিল লোচনে॥
সুচেতনী আদি যত সখিগণ সঙ্গ।
কৃষ্ণ নিন্দা প্রসঙ্গে[৭] রাখিল তার অঙ্গ॥ ৯১৫॥

১। সম্প্রতি তাহার ঘরে। ২। ঝাঁপিল শশিমুখী। ৩। হইল।
৪। যেন। ৫। ২য় পুথিতে এই স্থানে চার পঙ্‌ক্তি আছে,—শ্রবণ নয়ন সখী হৈল স্তব্ধগতি।
না বুঝি কেমন করে শরীরের রীতি।
মন মোর স্থির নহে না কহিবে আর।
এ বলিঞা নয়ান ঝাপিল আরবার॥
৬। চাহে অনুরাগে। ৭। কৃষ্ণ দোষ বর্ণনে।

সত্যভামার হেন[১] দেখি নারদ সুমতি।
প্রমাদ মানিলা মনে দেখিঞা সে গতি॥
মনে চিন্তে মুনিবর এ বড় প্রমাদ।
কেন হেন জন্মাইল আসক্তির বাদ॥ ৯১৬॥
যেমত বিরহ দেখি কৃষ্ণপ্রিয়া-দেহে।
ইহাধিক মরণ অধিক[২] কিছু নহে॥
প্রাকৃত চরিত্র ভাবে না বুঝিল মর্ম্ম।
তেকারণে অবিচারে করিল কুকর্ম্ম॥ ৯১৭॥
কৃষ্ণ স্থানে আমি যদি গোচর না করি।
তবে শীঘ্রগতি এথা না আসিবে হরি॥
কৃষ্ণের বিলম্ব দেখি[৩] ছাড়িবে জীবন।
বিরহে দহিবে কৃষ্ণ দেবীর কারণ॥ ৯১৮॥
কৃষ্ণের বিরহে হৈবে সংসারে[৪] সংশয়।
আমা হৈতে হৈবে তবে সৃষ্টির প্রলয়॥
অপরাধ মানিঞা নারদ মুনিবর।
অন্তরীক্ষপথে গেলা কৃষ্ণের গোচর॥৯১৯॥
সত্যভামার চরিত্র আপন অপরাধ।
কহিল সকল মুনি[৫] কৃষ্ণের সাক্ষাৎ॥
নারদের স্থানে কৃষ্ণ চরিত্র শুনিঞা।
সত্বরে চলিলা আতি প্রমাদ মানিঞা॥৯২০॥
রথেত চড়িঞা কৈলা অন্তরীক্ষে গতি।
নারদ রুক্মিণী সঙ্গে গেলা দ্বারাবতী॥
নিজপুরে রুক্মিণী রাখিঞা দামোদর।
সত্যভামা-গৃহে গেলা মনে পাঞা ডর॥ ৯২১॥
সখীবেশে চামর ধরিঞা নিজ করে।
প্রাণপ্রিয়া সেবা করে অশেষ প্রকারে॥
কৃষ্ণঅঙ্গ-ঘ্রাণ পাঞা দেবী সুচরিতা।
চঞ্চল হইল চিত্ত নেবারিল বেথা॥ ৯২২॥

চমকি চমকি দেবী চায় চারিদিগে।
নয়ান মেলিতে নারে কৃষ্ণ অনুরাগে॥
সত্যভামা বোলে সখি কহ সত্যকথা।
রুক্মিণীর পতি কিবা প্রবেশিল এথা॥ ৯২৩॥
এইরূপ কহে দেবী চৌদিগে নেহালে।
শয্যা ছাড়ি ক্ষণে ক্ষণে পড়ে ভূমিতলে॥
সে সব ভাবের সীমা[১] লেখিতে অপার।
অধিক জানিব তাতে বিরহ বিস্তার॥ ৯২৪॥
প্রিয়ার নিদান ভাব জানিঞা শ্রীহরি।
কোলে করি নিল প্রিয়া লজ্জা পরিহরি[২]॥
সত্যবৎ হঞা তবে আতি ভক্তি কৈল[৩]।
যেমত অঙ্গের ভাব তেমতি শান্তিল[৪]॥ ৯২৫॥
আলিঙ্গন[৫] চুম্বনে রচিল কামকেলি।
অঙ্গতাপ নেবারিল আতি মিষ্ট বোলি॥
অপরাধ ক্ষেমাইল অনেক যতনে।
প্রেম জন্মাইল আতি[৬] ভাব আচরণে॥ ৯২৬॥
কৃষ্ণ বোলে শুন প্রিয়া এ বড় প্রমাদ।
অকারণে জন্মাইলা এতেক বিষাদ॥
সর্ব্বলোকে জানে[৭] আমি অধীন তোমার।
তবে কেনে করিলে এমত ব্যবহার॥ ৯২৭॥
এক পুষ্প দিল আমি রুক্মিণীর তরে।
শত পুষ্প দিব আমি তোমার গোচরে॥
কৃষ্ণমুখ[৮] বচনে সুস্থির হৈল রামা।
সর্ব্বদুঃখ নেবারিল[৯] দেবী সত্যভামা॥
আনন্দিত দুই জন জনমিল প্রীত।
কহে কবিবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ গুণ রীত॥ ৯২৮॥

বিংশতি অধ্যায়।

১। ভাব। ২। বিষম। ৩। বিলম্বে দেবী। ৪। জগৎ। ৫। তত্ত্ব।

১। কথা। ২। দেবী মনে ভয় করি। ৩। ভৃত্যবৎ হঞা অতি স্তুতি ভক্তি কৈল। ৪। তাপ তেমতি হরল। ৫। পরিরম্ভ। ৬। নানা। ৭। বোলে। ৮। প্রিয়। ৯। পাশরিল।

একবিংশে বীররস।

(গৌরী রাগ)

জয় জয় কৃষ্ণচন্দ্র দ্বারকার পতি।
সত্যভামা শান্ত করি গেলা শীঘ্রগতি॥
সত্যভামা সঙ্গে করি গরুড়ে চঢ়িলা।
নারদ সঙ্গতি করি গগনে উঠিলা॥ ৯২৯॥
অমর নগরে গিঞা রহিলা বাহিরে।
নারদ পাঠাঞা দিল ইন্দ্রের গোচরে॥
কৃষ্ণ আজ্ঞা লঞা তবে নারদ সুমতি।
পুরন্দরস্থানে মুনি গেলা শীঘ্রগতি॥ ৯৩০॥
নারদ দেখিঞা ইন্দ্র সংভ্রমে উঠিলা।
স্তুতি ভক্তি (করি)[1] সিংহাসনে বসাইলা॥
পদ পাখালিঞা মিষ্ট ভুঞ্জাইলা সুখে।
গণ সহে চারি পাশে বসিলা[2] কৌতুকে॥ ৯৩১॥
শিরে কর ধরিঞা পুছিলা পুরন্দর।
আগমন কারণ কহিবে মুনিবর॥
মনে ভাবে মুনিবর, ইন্দ্র সুরপতি।
কৃষ্ণ প্রতি ইহার কেমত আছে মতি॥ ৯৩২॥
বিষয়ে জড়িত চিত্ত কেমত ইহার।
অবশ্য জানিব বীর[3]রসের বিচার॥
মুনি বোলে তোমাকে কহিব সুররাজ।
কোন কর্ম্ম নাহি আমার জগতের মাঝ॥ ৯৩৩॥
তুমি নিত্য কর সর্ব্ব দেবের[4] পালন।
তোমা হৈতে হয় সর্ব্ব ধর্ম্মের স্থাপন॥
সেই ধর্ম্মে ত্রিভুবন থাকে মহাসুখে।
আমি[5] সব দেখি শুনি পরম কৌতুকে॥ ৯৩৪॥
সতত তোমার আমি চিন্তি উপকার[6]।
তেকারণে আইলাঙ তোমা দেখিবার॥

সংপ্রতি আইল আমি যাহার কারণ।
মন দিঞা শুন তুমি তার বিবরণ॥ ৯৩৫॥
দ্বারকাতে বসে বসুদেবের কুমার।
তোমাতে গোচর তার জন্ম কর্ম্মভার॥
সত্রাজিৎকন্যা হয় তাহার বনিতা।
তার পুরে আছে নানা তরুপুষ্পলতা॥ ৯৩৬॥
পারিজাত পুষ্প কথা শুনি অকস্মাৎ।
ইৎসা হৈল পুরীতে রুপিতে পারিজাত॥
পত্নীবশ হঞা[1] কৃষ্ণ আমা পাঠাইল।
পারিজাত পুষ্পতরু তোমাতে চাহিল॥ ৯৩৭॥
তুমি যে না দিবে তরু ইহা সভে জানে[2]।
তথাপি আইল উপরোধের কারণে॥
বাহিরে উদ্যানে আছে সেই যদুবর[3]।
কি কহিব কৃষ্ণেকে[4] বোলহ পুরন্দর॥ ৯৩৮॥
শুনিঞা ইন্দ্রের বীররস উপজিল।
একবারে সহস্র লোচন রাঙ্গা হইল[5]॥
ইন্দ্র বোলে দেখ দেখ মনুষ্যের রীত।
কভু কি এমত হয় বোলিতে উচিত॥ ৯৩৯॥
স্বর্গের ভূষণ পুষ্প নিতে সাধ করে।
হেন অহঙ্কার করে মনুষ্য শরীরে॥
নিজবল তুল্য সব মনুষ্য জানিঞা।
এথাতে আইলা সেই চরিত্র মানিঞা॥ ৯৪০॥
আজি সেই যদুগণ করিব সংহার।
আর কারো নহে যেন হেন অহঙ্কার॥
এত বলি শচী সঙ্গে চঢ়ি ঐরাবতে।
সর্ব্বদেব সঙ্গে চলে অস্ত্র[6] লঞা হাতে॥ ৯৪১॥
যুদ্ধের প্রসঙ্গ মুনি দেখিঞা সাক্ষাতে।
সত্বরে চলিঞা গেলা যথা জগন্নাথে॥

১। ২য় পুঁথি। ২। রহিল। ৩। আজি। ৪। প্রজার। ৫। আক্ষি। ৬। উপগার। ১ম ও ২য়।

১। পত্নীর সহিতে। ২। জানি মনে। ৩। তরুবর। ১ম। ৪। তাকে। ৫। রক্তকি হৈল। ৬। বজ্র।

মনে চিন্তে মুনিবর বিষয়ের রস[১]।
ইন্দ্র যেন জন হৈলা বিষয়ের বশ ॥ ৯৪২ ॥
বিষ্ণু অবতার কৃষ্ণ সত্ত্বগুণ ধরে।
জানিব কেমন রস ইহার অন্তরে[২] ॥
এইরূপ চিন্তিঞা নারদ মুনিবর।
কারণ কহিল কিছু কৃষ্ণের গোচর ॥ ৯৪৩ ॥
ইন্দ্রেক কহিল গিঞা[৩] তোমার আদেশ।
নানা রসে বুঝাইল চরিত্র বিশেষ ॥
শুনিঞা কোপিল ইন্দ্র অরুণ লোচনে।
অনেক বোলিল মন্দ[৪] যত ছিল মনে ॥ ৯৪৪ ॥
করিঞা মনুষ্যজ্ঞান বাক্য না রাখিল[৫]।
পুষ্প নাহি দিব হেন মনে দঢ়াইল[৬] ॥
স্বর্গের ভূষণ পুষ্প সেই পারিজাত।
পুষ্প কাজ আছুক না দিব শুষ্ক পাত ॥ ৯৪৫ ॥
যদি ভঙ্গ দিঞা তুমি না যাবে সত্বর।
তবে মহাযুদ্ধ সে করিবে পুরন্দর ॥
আজি[৭] যত রীত আমি[৮] দেখিল তাহার।
সে সব বোলিতে নহে উচিত আমার ॥ ৯৪৬ ॥
নারদের কথা শুনি গোবিন্দ কোপিল।
লোচন অধর গণ্ড সকল কাঁপিল ॥
কৃষ্ণ বোলে দেখ দেখ ইন্দ্রের চরিত্র।
অল্প অধিকারে হয়[৯] হেন বিপরীত ॥ ৯৪৭ ॥
জিনিঞা অমরাবতী তোমার[১০] সাক্ষাৎ।
পুষ্প সহে তুলিঞা আনিব[১১] পারিজাত ॥
এত বলি গরুড়েক প্রভু হাঁকারিলা[১২]।
পুরী প্রবেশিতে তবে গরুড় চলিলা ॥ ৯৪৮ ॥

বার্ত্তা পাঞা পুরন্দর চঢ়ি ঐরাবতে।
শচী সঙ্গে রণস্থলে চলিলা তুরিতে ॥
অপ্সর চারণ যক্ষ গুহ্যক খেচর।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর দেব সিদ্ধ বিদ্যাধর ॥ ৯৪৯ ॥
গো মহিষ খর পক্ষিপৃষ্ঠে কেহো চঢ়ে।
হয় গজ হংসরথ লক্ষে লক্ষে উড়ে ॥
পদব্রজে ধায় কেহো আপন বিক্রমে।
সিংহনাদ করিঞা চলিলা জনে জনে ॥ ৯৫০ ॥
নিজ অস্ত্রে সাজিঞা সভার আগমন।
দুন্দুভি মৃদঙ্গ আদি বাজয় বাজন ॥
সংগ্রাম আরম্ভ দেখি নারদ সুমতি।
অন্তর্দ্ধান করিঞা চলিলা শীঘ্রগতি ॥ ৯৫১ ॥
মনে চিন্তে নারদ দেহের ভাবরস।
ঈশ্বরের[১] দেহ যোগে হয় কর্ম্মবশ ॥
সাক্ষাতে হি ভগবান্ পূর্ণ অবতার।
তথাপি হেঁা দেহ যোগে ক্রোধের[২] সঞ্চার ॥৯৫২
অতএব এ সকল ঈশ্বর বিলাস।
গুণে বদ্ধ হঞা করে গুণের প্রকাশ ॥
এইরূপ ভাবিঞা নারদ চলি গেল।
এথাতে অমরাপতি যুদ্ধে প্রবেশিল ॥৯৫৩॥
কৃষ্ণের সমুখে আসি সর্ব্ব দেবগণ।
একবারে কৈল তারা বাণ বরিষণ ॥
মুদ্গার মুশল খড়্গ ত্রিশূলাদি করি[৩]।
জাঠি শেল চক্র গদা লেখিতে না পারি ॥৯৫৪॥
বৃষ্টি সম অস্ত্র করে[৪] সর্ব্ব দেবগণ।
গরুড়ে সকল অস্ত্র করিল ভক্ষণ ॥
পাখশাট বাতাস করিল মহাবীর।
অস্ত্রের কি কাজ কোনো দেব নহে স্থির ॥৯৫৫

১। সব ইন্দ্রের বিরস। ২। শরীরে। ৩। আমি। ৪। কহিল কটু। ৫। মনে দঢ়াইল। ৬। দিল মোর বাক্য না রাখিল। ৭। আর। ৮। আজি। ৯। করে। ১০। জগৎ। ১১। আজি নিব। ১২। আদেশিল।

১ ঈশ্বরেহো। ২। কর্ম্মের। ৩। ত্রিশূল কুটারী। ৪। অতিশয় অস্ত্র ছাড়ে।

তুণ্ডঘাতে[১] নখঘাতে নাসিকা নিশ্বাসে।
অশ্ব গজ রথগণ করিল[২] বিনাশে ॥
গরুড় গর্জ্জন শুনি যত দেবগণ।
ভঙ্গ দিঞা চতুর্দ্দিগে করিলা গমন[৩] ॥ ৯৫৬ ॥
সুরভঙ্গ দেখিঞা কোপিলা[৪] পুরন্দর।
কুঞ্জর চালাঞা দিল গরুড় উপর ॥
গরুড় মারিতে[৫] গজ ধায় শীঘ্রগতি।
পাখশাটে ঐরাবত পেলে খগপতি ॥ ৯৫৭ ॥
শতেক যোজন দূর ঐরাবত গেল।
পুনরপি শীঘ্রগতি উঠিঞা ধাইল ॥
তবে ইন্দ্র ক্রোধ করি বজ্র নিল হাতে।
গরুড়ের মুণ্ডে বজ্র মারিল[৬] তুরিতে ॥৯৫৮॥
বজ্র ব্যর্থ নহে হেন দৈববাণী আছে।
ক্ষুদ্র এক পাখা উপড়িল[৭] বজ্রতেজে ॥
তবে খগপতি নখ মুখ প্রসারিল।
তাহা হৈতে তেজোময় আনল উঠিল ॥৯৫৯॥
কৃষ্ণহস্তে চক্র যেন কোটি দিবাকর।
সহিতে না পারে তেজ পলায় কুঞ্জর ॥
সহস্র লোচন ঢাকি ইন্দ্র পড়ে[৮] গজে।
প্রমাদ[৯] মানিলা শচী ঈশ্বরের তেজে ॥৯৬০॥
পলাইল পুরন্দর অমরমণ্ডলে।
মুক্তকেশে মুক্তবেশে গেলা নিজ স্থলে ॥
শচী সঙ্গে পলাইলা দেব শচীপতি।
দেখিঞা কৌতুকে হাসে সত্যভামা সতী ॥৯৬১॥
তবে কৃষ্ণ অমরনগরে প্রবেশিলা।
পারিজাত পুষ্পতরু সমূলে তুলিলা ॥
গরুড় উপরে তরু করিঞা স্থাপন।
হরিষে দ্বারকাপুরে করিল গমন ॥৯৬২॥

১। চঞ্চুঘাত। ২। সকল। ৩। চতুর্দ্দিকে ভঙ্গ দিল ধরিঞা শ্রবণ। ৪। কাপিল। ৫। বিন্ধিতে। ৬। এড়িল। ৭। উপাড়িল। ৮ পৈল। ৯। শঙ্কট।

স্বর্গের সম্পত্তি আনি দ্বারকা নগরে।
আনন্দে রুপিলা সত্যভামার দুয়ারে ॥
রভসে করিলা কৃষ্ণ নিজ পত্নী প্রেমা।
কহে কবিবল্লভ হরিষ[১] সত্যভামা ॥ ৯৬৩ ॥

একবিংশতি অধ্যায়।

দ্বাবিংশে দীক্ষারস।

(কেদার রাগ)

জয় জয় কৃষ্ণপ্রেমা সত্যবতী[২] সতী।
বুঝিঞা কৃষ্ণের প্রেম[৩] স্থির কৈল মতি ॥
কৃষ্ণ স্নেহ লাজ কৃপা বিৎসেদের ভয়।
জানিল মানিল সতী সৌভাগ্য নিশ্চয় ॥৯৬৪॥
সত্যভামা বোলে প্রভু কহিবে স্বরূপে।
রুক্মিণীর সঙ্গে ছিলা কেমন আলাপে ॥
তাহাকে বিরলে যত কহিলা প্রসঙ্গ।
সে সব কহিঞা স্থির কর মোর অঙ্গ ॥৯৬৫॥
তবে কৃষ্ণ সতী প্রতি সদয় হইলা।
আদি হইতে বিবরণ সকল কহিলা ॥
সত্যভামা রুক্মিণীর বুঝি সমচিত্ত।
দুহাকে একত্র করি করিলা পীরিত[৪] ॥৯৬৬॥
বাম উরে রুক্মিণী দক্ষিণে সত্যভামা।
বৃন্দাবন কথায়ে তুষিল দুই রামা ॥
নিত্যস্থল কথা সত্যভামাকে কহিলা।
দুহাকে কিশোর রসে[৫] মন্ত্র শিখাইলা ॥৯৬৭॥
আপনে হইলা গুরু শিষ্য দুই নারী।
দীক্ষা করাইলা মহা[৬]মন্ত্র অধিকারী ॥
নমো নমো ঔষধি[৭] পালক জগৎপতি।
নমো নমো ক্রীড়[৮](?) নাথ মহা কৃপামতি ॥৯৬৮॥

১। হর্ষিত। ২। সত্যভামা। ৩। কৃপা। ৪। করাইলা প্রীত। ৫। দুহাকে একত্র করি। ৬। দুই। ৭। ওষধি। ৮। কল্পিত।

নমো নমো হৃষীকেশ অখিল ঈশ্বর।
নমো নমো শ্রীনিবাস চরিত্র নির্ম্মল ॥
নমো নমো গোপীনাথ রমণী[১]জীবন।
নমো নমো পীতাম্বর ভুবনমোহন ॥৯৬৯॥
নমো নমো জনার্দ্দন হৃদয় বেহারী।
নমো নমো নন্দপ্রিয় শুদ্ধ সুখকারী[২] ॥
নমো নমো বনমালী রসিকশেখর।
নমো হে বল্লভপতি দয়ার[৩] সাগর ॥৯৭০॥
নমো নমো ভকতবৎসল মহাশয়।
নমো নারায়ণ প্রভু সর্ব্ব দয়াময় ॥
নমো নমো স্বাধীন রমণী প্রীতচারী।
নমো হে মহান্তপ্রিয় প্রেম অধিকারী ॥৯৭১॥
এই চতুর্দ্দশাক্ষর মন্ত্রচূড়ামণি।
পঞ্চমেত চারি বীজে কলা বিন্দু জানি ॥
কৃষ্ণস্থানে জানিলা রুক্মিণী সত্যভামা।
কিশোরের ভাবে তারা হৈলা কৃষ্ণ[৪]প্রেমা ॥৯৭২॥
কৃষ্ণ অঙ্গে করে[৫] তারা কিশোরের ভাব।
প্রতিদিন নবীন বাড়িল প্রেম লাভ ॥
হেন সুখে করে কৃষ্ণ দ্বারকা বসতি।
বৈকুণ্ঠ-সম্পদ রস বিলসে শ্রীপতি ॥ ৯৭৩ ॥
ভাবক সাধক সব প্রেম অনুরোধে[৬]।
মন্ত্র উদ্ধারিবে এই চতুর্দ্দশ পদে ॥
নমো আদি প্রতিপদে এক জীব[৭] বসে।
বৈষ্ণবে করিবে ব্যক্ত কৃষ্ণপ্রেমরসে ॥ ৯৭৪ ॥
জপ তপ দান ধর্ম্ম ব্রত উপবাস।
তীর্থ মূর্ত্তি সেবা কিবা ভ্রমণ বিলাস ॥
জীবে দয়া কৃষ্ণে ভাব বৈষ্ণব সেবন।
ইহাধিক নাহি আর নিদান ভজন ॥ ৯৭৫ ॥

১। জগৎ। ২। শুদ্ধ অধিকারী। ৩। বল্লভ প্রীত স্নেহের। ৪। অতি। ৫। পুরে। ৬। কার্য্য উপরোধে। ৭। বীজ।

পত্নী প্রতি যত প্রেম করে কামিগণ।
সেই প্রেম করিলে সে লভে প্রেম[১]ধন ॥
পুত্র প্রতি যত স্নেহ করয়ে জননী।
সেই স্নেহ কৃষ্ণে হৈলে ভজন বাখানি ॥৯৭৬॥
পিতৃতুল্য জানিঞা সতত আজ্ঞা বহে।
মাতৃজ্ঞান করিঞা সে ভক্তিরসে বহে ॥
রাজতুল্য করিঞা[২] সতত বাসে ভীত।
কৃপণের ধন তুল্য যত্ন করে নিত্য ॥ ৯৭৭ ॥
চোর তুল্য হঞা করে প্রবেশ সন্ধান।
ধনী তুল্য হঞা করে প্রেম উপাদান ॥
এই মত নানা যত্ন ভাব দঢ় করে।
ষাটি দণ্ড নিষ্ঠাভাবে তবে সে আবরে ॥৯৭৮॥
এসব প্রসঙ্গ পূর্ব্ব দারুকে শুনিল।
পরিণাম কালে গর্গ মুনিকে কহিল ॥
গর্গ স্থানে শুনি সূত আদি মুনিগণে।
লেখিল প্রবন্ধ করি ভজন কারণে ॥ ৯৭৯ ॥
ক্রমে ক্রমে প্রচারিল বিদর্ভ নগরে।
শ্রীকৃষ্ণসংহিতা হেন জানিল সকলে ॥
অচিহ্ন ভাবকগণ ধরি নানা বেশ।
অলক্ষিতে কৃষ্ণপ্রেমে করিলা প্রবেশ ॥৯৮০॥
মাতৃজার তুল্য তারা করিল গোপন।
ভাবযোগে কৈল তারা স্বভাব লংঘন ॥
কলিযুগে[৩] চৈতন্য রস অবতার।
নিজগুণ[৪] সঙ্গে কৈল প্রেমের বিস্তার ॥৯৮১॥
আনন্দে পূরিয়া প্রেম বিচার না কৈল[৫]।
গোপ্ত রস চরিত্র সভাকে জানাইল ॥
তবে সে মহান্তগণ প্রেমে চিত্ত দিঞা।
ঘরে ঘরে বিভজিল যতন করিঞা ॥৯৮২॥

১। কৃষ্ণ। ২। বাসিঞা। ৩। কলিকালে। ৪। নিজগণ। ৫। কাখো বিচার না কৈল।

বৃন্দাবনে রূপ সনাতন মহাশয়।
বনমালিদাস স্থানে কহিল নিশ্চয়[১] ॥
তাহাতে শুনিল নিত্যলীলার আরম্ভ।
পয়ারে লিখিল তত্ত্ব সরসকদম্ব ॥ ৯৮৩ ॥
জয় জয় ধ্বনি আছে সূত্রের সন্ধান[২]।
দ্বারকা বর্ণন যার বৈভব নিদান[৩] ॥
হাস্য রস মোক্ষ জানি রুক্মিণী রভসে।
রয়বত চরিত্র জানিব প্রেম[৪]রসে ॥৯৮৪॥
বুঝিব অদ্ভুত রস ব্রহ্মাণ্ড চরিত্রে।
শিক্ষা রস জানি তিন গুণ বিস্তারিতে ॥
স্তুতিরস জানিব[৫] রুক্মিণী মিষ্টবাণী।
জীবজন্ম বিচারে[৬] ইন্দ্রিয় ভেদ জানি ॥৯৮৫॥
বুঝিব শৃঙ্গার[৭] রস নিত্যলীলা হনে।
প্রেমরস জানি পুন গোপ্ত প্রেমগুণে ॥
শান্তিরস অনুরাগ বৈরাগ্য লক্ষণ।
দ্বিতীয় তৃতীয় ভাবে জানিব ভজন ॥ ৯৮৬ ॥
সংসারী বন্ধতাভাবে[৮] বীভৎস নিদান।
বর্ণভেদে জানি আস্থা রসের সন্ধান ॥
ভক্তিরস জানিব নারদ দরশনে।
ভীতরস জানিব সে নারদ কথনে ॥ ৯৮৭ ॥
মুনি মন কথায়ে বিস্ময় রস জানি।
সত্যভামা বিরহে করুণ রস মানি ॥
বীররসে জানিব ইন্দ্রের অহঙ্কারে।
ক্রোধ রস জানি পুন ঈশ্বর শরীরে ॥৯৮৮॥
শৃঙ্গারবিগ্রহ[৯] সর্ব্ব রস বিস্তারিল।
তে কারণে নাম রসকদম্ব রাখিল[১০] ॥
ঈশ্বর চৈতন্য প্রেমভক্তিরসধাম।
ভব দুঃখ বিমোচনে নিত্যানন্দ নাম ॥৯৮৯॥

১। করিল নির্ণয়। ২। ধ্বনি পাছে সৃষ্টির সন্ধান। ৩। জানি বিভব নিদান। ৪। প্রীত। ৫। জানি। ৬। প্রসঙ্গে। ৭। অদ্ভুত। ৮। রসে। ৯। বিরহে। ১০। লেখিল।

অদ্বৈত ঠাকুর গদাধর মহাশয়।
জগতে ভাসাঞা দিল প্রেমের নির্ণয় ॥
নিজ গুরু ঠাকুর উদ্ধবদাস নাম।
তাহার প্রসাদে হৈল সংসার সুভান[১] ।৯৯০॥
শ্রীকৃষ্ণসংহিতা তত্ত্ব করিঞা প্রধান।
পুরাণ সংগ্রহ[২] আর করিঞা প্রমাণ ॥
সঙ্গোপন[৩] রস কেহো কেহো উপভোগী।
প্রাকৃতে লেখিল রস[৪] সর্ব্ব জীব[৫] লাগি ॥৯৯১॥
[৬]রুক্মিণীতে কৃষ্ণে কথা বহুত বিস্তার।
সমুদ্রপ্রমাণ তাহা জানি রস তার ॥
মুই মূর্খ হীন তাতে বুদ্ধি নাহি ঘটে।
দ্বাবিংশতি রস কহি অনেক সঙ্কটে ॥ ৯৯২॥
শুনিলেহি সাধুগণ প্রবেশিবে ভাগ্যে।
পাষণ্ড প্রবেশ হইবে পরিহাস যোগে ॥
প্রাকৃত কারণে লোক অনুভব কহে।
বিচারিলে মহাতত্ত্ব গ্রাম্য কথা নহে ॥৯৯৩॥
শাক্ত শৈব সৌর আর বৈষ্ণব জানিবে।
যার যেই মত সেই বিচারে পাইবে ॥
কবিদোষ ছাড়িঞা তত্ত্বেত দেহ মতি।
ভজিঞা সংসারবন্ধ ছিড় শীঘ্রগতি ॥৯৯৪॥
কৃপার ঠাকুর নরহরিদাস নামে।
সে পদ[৭] মকুট রায় ভজিল যতনে[৮] ॥
দ্বিজকুলে জন্ম সেই বন্ধু মহাশয়।
অনুরোধে জানাইল প্রবন্ধাতিশয়[৯] ॥৯৯৫॥
তাহার উদ্যোগে কিছু লেখিল কারণ।
যন্ত্রযোগে শব্দ যেন বোলে যন্ত্রি[১০]গণ ॥
পিতা রাজবল্লভ বৈষ্ণবী মোর[১১] মাতা।
জন্মাঞা গোচর কৈল সংসারের ব্যথা[১২] ॥৯৯৬॥

১। স্বভাব। ২। প্রধান সংহিতা। ৩। সঙ্গোপনে। ৪। তত্ত্ব। ৫। জন। ৬। এই শ্লোক ২য় পুথিতে নাই। ৭। তাহাতে। ৮। সন্ধানে। ৯। করাইল প্রবন্ধ নির্ণয়। ১০। যন্ত্র। ১১। হেন। ১২। ১ম পুথি অস্পষ্ট।

(আর যত বন্ধুগণে দিল[১]) উপদেশ।
তা সভাকে কৃষ্ণপ্রেম লভুক বিশেষ॥
করতোয়াতীর[২] মহাস্থানের সমীপে।
আরোড়া (গ্রামেতে জন্ম বসতিস্বরূপে)[৩]॥৯৭॥
ফাল্গুনী ফাল্গুন ফাগু পৌর্ণমাসী দিনে।
বিংশতি অংশক শুক্রবার শুভক্ষণে॥
বিংশতি অধিক (পঞ্চ দশশত শক।
তখনে রচিল)[৪] রসকদম্ব পুস্তক॥ ৯৮॥
রচিল সহস্রপদী পুস্তক সুন্দর।
দুই শতাধিক ছয় অযুত অক্ষর॥
(কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ শুন হঞা একমতি)[৫]।
শ্রীকবিবল্লভে পুন বোলে এই স্তুতি[৬] ॥৯৯॥

দ্বাবিংশতি অধ্যায়।

১। ১ম পুথি অস্পষ্ট। ২। করোতজাতির। ১ম পুথি। ৩। ১ম পুথি অস্পষ্ট। ৪। ১ম পুথি অস্পষ্ট। ৫। ১ম পুথিতে অস্পষ্ট। ৬। বোলে এই করি স্তুতি।

প্রথম পুথি :—

ইতি শ্রীকবিবল্লভবিরচিত রস * * সম্পূর্ণ। যথা—দৃষ্টৈত্যাদি।

শশী রস বাণ শূন্য যুক্ত শাকে তদাব্দে প্রতিপদ সিতি পক্ষে * * আত্মারাম দেবশর্ম্মণস্য লিখিত। পার্শ্বে লিখিত--শকাব্দা ১৬৫০।

দ্বিতীয় পুথি :—

শ্রীহরয়ে নমঃ। শ্রীগুরুবে নমঃ। ইতি রসকদম্ব পুস্তক সমাপ্ত। সাখিন ব্রাহ্মণগ্রামনিবাসী—শ্রীপালাহুদাস মালাকার তস্য পুত্র শ্রীঅর্জ্জুনদাস মালাকার লিখিতং। সন ১১৬৪ চৌষট্টি সাল। তারিখ। ৯ ফাল্গুণ। ওহি রোজ। শনিবার। গ্রন্থ সমাপ্তঃ।

রসকদম্বের ভাষার টীকা

দ্রষ্টব্য—অঙ্কগুলি শ্লোকসংখ্যা নির্দ্দেশ করিতেছে। পাঠভেদ ১ম পুথি হইতে গৃহীত।

সাঙ্কেতিক চিহ্ন।

জ্ঞা—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসকৃত বাঙ্গালা ভাষার অভিধান।

কো—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়কৃত বাঙ্গালা ভাষার শব্দকোষ।

চৈ ভা—চৈতন্যভাগবত।

ভা—শ্রীমদ্ভাগবত।

বি—বিষ্ণুপুরাণ।

কৃ কী—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

সা প প—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।

হি—হিন্দী।

সং—সংস্কৃত।

১। মহাশয়—মহাত্মা। মহান্ আশয় অভিপ্রায় যাঁহার। জ্ঞা।

দিঞা—এই গ্রন্থে অসমাপিকা ক্রিয়ার বানান সর্ব্বত্র আধুনিক "য়া" স্থানে "ঞা"। অনবধানতাবশতঃ কয়েক স্থানে "য়া" ছাপা হইয়া গিয়াছে। যথা—৯৭ ও ৯৮ শ্লোকে।

২। পোতলি—এই গ্রন্থে অনেক স্থানে আধুনিক 'উ'কার স্থানে 'ও'কার ব্যবহৃত হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গীয় কথ্য ভাষায় উ এবং ওকারের বিপর্য্যয় তুলনীয়। গোপ্ত দেখ ৪২। প্রাকৃতেও এই পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। সূত্র যথা—উত ওৎতুণ্ডরূপেষু। শুতলি—পুথির বানান=সুতলি, সং সূত্রালি, হি সুৎলি। শণের সরু দড়ি। জ্ঞা। সেই—২য় পুথিতে সর্ব্বত্র সেহি।

৪। নিয়োজিব—পুথিতে সর্ব্বত্র বানান নিজোজিব। পুথিতে য বা য় অক্ষরের ব্যবহার বিরল। গ্রন্থশেষে কবির পরিচয়ে করোতজা তির=করতোয়া তীর। প্রাকৃতেও য=জ, যথা সূত্র, আদের্যো জঃ।

৫। তার লোক—ভক্তগণকে। এই গ্রন্থে কর্ত্তৃ ও কর্ম্মকারকে 'এ'কার বিভক্তি বহুবার ব্যবহৃত হইয়াছে।

৬। মোননে=মননে। প্রায় সর্ব্বত্র এই বানান। বোলিতে—প্রাচীন বাঙ্গালায় এই বানানই প্রচলিত। ২য় পুথিতে সর্ব্বত্র বুলিতে। হি বোল্না।

৭। করিব=করিবে। অসমীয়াতেও এই প্রয়োগ আছে। যথা, তেঁও করিব=তিনি করিবেন। যেন—পুথিতে 'জেন'। উপরে টীকা দ্রষ্টব্য।

৮। সঙ্গতি=সহিত। তুলনা কর—রজকী সঙ্গতি, চণ্ডীদাস গতি, রচিল আনন্দবাট। চণ্ডীদাস। জ্ঞা। 'সংহতি' শব্দও এই অর্থে অনেক স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে। আনল=অনল। সর্ব্বত্র এই রূপ। শব্দের প্রথমে অ থাকিলে তাহা দীর্ঘ হয়; যথা, অতি=আতি। পালিতে ও প্রাকৃতে এই ধারা দেখা যায়। প্রাকৃতে "আসমৃদ্ধ্যাদিষু বা" এই সূত্রানুসারে অভিজাতিঃ=আহিজাঈ, অশ্ব=আসো। পালিতে, অলকা=আলকা, অলিন্দ =আলিন্দ। এই

গ্রন্থে এইরূপ দীর্ঘীকরণের বহু উদাহরণ আছে। কৃষ্ণকীর্ত্তনে মাত্র একবার অনল আছে ও ১৪ বার 'আনল' আছে। চণ্ডীদাসের বিখ্যাত পদ—সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু আনলে পুড়িয়া গেল। কর্ম্মেত=কর্ম্মে। ত সপ্তমী বিভক্তির চিহ্ন। আধুনিক অসমীয়া ভাষায় ও প্রাদেশিক বাঙ্গালায় এই প্রাচীন বিভক্তি রক্ষিত হইয়াছে। অসমীয়ার উদাহরণ যথা, ঘরত যাম=ঘরে যাইব। বানরে—'এ'কার কর্ত্তৃকারকের চিহ্ন।

৯। অসাহসে=সাহসে। গ্রন্থে এইরূপ আরও প্রয়োগ আছে। যথা, অকুমারী=কুমারী ১৫২। প্রাদেশিক কথ্য ভাষায়, শব্দের আদিতে অর্থহীন 'অ'কারের প্রয়োগ এখনও দৃষ্ট হয়। টীকাকারের পিতামহী 'অলক্ষ্মীছাড়া' বলিয়া গালি দিতেন। ১৫২ অকুমারী, ৭৩৫ অনাস্তিক।

১০। ভরোসা—পুথির অনুলিপি। হি ভরোসা।

১১। আসক্তি—১ম পুথিতে এই শব্দ সর্ব্বত্র 'আসত্তি'। ২য় পুথিতে 'আসক্তি'। অর্থ উভয় ক্ষেত্রে সমান। প্রাকৃতি=প্রাকৃত। ৭১১ দেখ। ৯১৮ শ্লোকে 'প্রাকৃত' শব্দও ব্যবহৃত হইয়াছে। হরে—হরণ করে।

১৩। বিলসে=বিলাস করে, পছন্দ করে। এই ধাতুটী কবির অতিশয় প্রিয়, বহুবার ব্যবহৃত হইয়াছে। সং লষ কান্তৌ। কান্তি=ইচ্ছা। জানিব, সাধিব=জানিবে, সাধিবে।

১৪। অন্যন্য—এই অ-সংস্কৃত প্রয়োগ পুথির অনুলিপি।

১৫। পসার=দোকান। সং পণ্যশালা, হি পনসারী। কো। লেয়=লয়। নী ধাতুর এই প্রাদেশিক রূপ আরও কয়েকবার ব্যবহৃত হইয়াছে। স্থাপিব—প্রমাণ করিব। যতনে—পুথিতে জতনে। সর্ব্বত্র।

১৬। দুষী=দোষী।

১৭। দুয়ারে—পুথিতে 'দুআরে'। আর্ত্তি—ব্যাকুলতা, কাতরতা, ক্লেশ। যথা, দেখিয়া বিপ্রের আর্ত্তি শ্রীগৌরসুন্দর। হাসিয়া বিপ্রেরে কিছু করিল উত্তর। জ্ঞা। স্নান করে পান করে আর্ত্তি নাহি যায়। চৈ ভা। কবি বহুবার এই শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। কৃষ্ণকীর্ত্তনে সর্ব্বত্র এই শব্দের রূপ 'আরতি'। যথা, আরতি না কর দুঃখে বেধিল অন্তর। ৮৭১ আরতি আছে।

বিনি=বিনা। কৃষ্ণকীর্ত্তনে সর্ব্বত্র 'বিনি'।

পণে=বিনিময়ে। সং পণ্ ধাতু ব্যবহারে স্তুতৌ চ।

১৮। আম্ল=অম্ল। উপরের টীকা দেখ ৮।

জন্মে—পুথিতে জর্ম্মে। অন্যত্রও তাই।

রাজায়ে—কর্ত্তৃকারকের 'এ'কার। নিবারে =নিবারিতে।

বিহলাইতে=বিলাইতে। ২য় পুথিতে বিলাইতে আছে।

ভোগিতে—ভোগ করিতে। সং ভুজ ধাতু হইতে ভোগ। ভোগ হইতে বাঙ্গালা ধাতু উৎপন্ন।

অনুপাম=অনুপম, যাহার উপমা নাই। প্রাচীন বাঙ্গালাসাহিত্যে সর্ব্বত্র এইরূপ।

এই ১৮ সংখ্যক শ্লোকে ৬ পংক্তি আছে।

১৯। পাঞা=পাইয়া।

অচৈতন্য—ক্রিয়াবিশেষণ। ২য় পুথিতে ক্রিয়াবিশেষণ বিভক্তিযুক্ত রূপই আছে—অচৈতন্যে। আলিস্ত—পুথির অনুলিপি।

২০। সভাতে = সবাতে। প্রাচীন বাঙ্গালায় সর্ব্ব শব্দের আকৃতি প্রায়শঃ ভ-কারান্ত। চৈ চ ও চৈ ভা যথা তথা দেখ। কিন্তু কৃ কী 'সব' রূপই পাওয়া যায়—ভকারান্ত নাই। যথা,
তবে সিঁ কহিহ সব কথা আদিমুল।

২১। যাহা হৈতে—২য় পুথিতে 'হৈতে' স্থানে সর্ব্বত্র 'হনে' আছে। মালদহ ও মৈমনসিংহ প্রদেশে কথ্যভাষায় 'হনে' ব্যবহৃত হয়। বংশীদাসের মনসামঙ্গলে 'হনে' সর্ব্বত্র। বংশীদাস মৈমনসিংহের অধিবাসী ছিলেন। কৃষ্ণকীর্ত্তনে হৈতেঁ সর্ব্বত্র। এক স্থানে মাত্র হতেঁ।

২২। ক্ষুদ্রছন্দ—কবিবল্লভ ত্রিপদীছন্দকে ক্ষুদ্রছন্দ বলিয়াছেন; কিন্তু এ স্থলে পয়ারের কথা বলিতেছেন। দীর্ঘত্রিপদী ২৬ অক্ষরে ও লঘুত্রিপদী ২০ অক্ষরে লিখিত।

২৩। গাহক = গায়ক। সং গৈ ধাতু হইতে বাঙ্গালা গাওয়া। তাহা হইতে প্রাদেশিক ধাতু গাহা।

হয়ে = হয়। অন্যত্র প্রাচীন বাঙ্গালায় 'হএ'। যথা কৃষ্ণকীর্ত্তনে।

পূর্ব্বপক্ষ ইত্যাদি—পূর্ব্বপক্ষ বিচার না করিলে সমাধান হইবে না।

দঢ়াঞা = দৃঢ় করিয়া। সং নামধাতু দ্রঢ়।

গ্রাম্য কথা ইত্যাদি—আমি যাহা বলিব, তাহা গ্রাম্য কথা ভাবিও না। গ্রন্থশেষে পুনরায় কবি বলিতেছেন—
বিচারিলে মহাতত্ত্ব গ্রাম্য কথা নহে। ৯৯৪।

ভোজনে—কর্ম্মকারকে 'এ'কার।

২৬। বাঢ়াইলা - প্রাচীন বাঙ্গালায় সর্ব্বত্র ঢ়। আধুনিক বাঙ্গালায় 'বাড়াইলা'। সং বৃধ ধাতু + ণিচ। হি বঢ়ানা।

২৭। পূতনা—ভা ১০।৬।৭—১৮, বি ৫।৫।

শকটভঞ্জন—ভা ১০।৭।৭, বি ৫।৬।

তৃণাবর্ত্ত—ঘূর্ণিত বায়ুরূপে বালশ্রীকৃষ্ণকে হরণ করিয়াছিল। ভা ১০।৭।১৯—২৪।

যমল অর্জ্জুন—অভিশপ্ত নলকূবর উদ্ধার—ভা ১০।১০, বি ৫।৬।১১—২১।

জননী বিস্মিত কৈল—মৃত্তিকা ভক্ষণান্তর স্বীয় মুখাভ্যন্তরে যশোদাকে বিশ্বরূপ প্রদর্শন। ভা ১০।৮।২৩-৩০।

ধেনুবৎসা—আধুনিক 'বাছা', 'বাচ্ছা' শব্দদ্বয় 'বৎসা' হইতে উদ্ভূত।

২৮। বক—বকাসুর বধ। ভা১০।১১।২৬-২৮।

অঘ—সর্পাকৃতি অঘাসুর বধ। ভা ১০।১২ সর্প ১২—৩০।

ব্রহ্মার মোহন—ব্রহ্মা কর্ত্তৃক রাখাল বালক ও গোবৎস হরণ করার পর শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক বৎস ও গোপালকগণের রূপ ধারণ ইত্যাদি। ভা ১০।১৩ ও ১০।১৪।

বৎস—অসুরের নাম, বৎসরূপধারী। ভা ১০।১১।২২-২৪।

ধেনুক—গর্দ্দভাকৃতি দৈত্য, বলরাম কর্ত্তৃক নিহত। বি ৫।৮, ভা ১০।১৫

প্রলম্ব—বলরাম কর্ত্তৃক নিহত। ভা ১০।১৮, বি ৫।৯।

কালিনাগ—কালিয় দমন। ভা ১০।১৬, বি ৫।৭।

বরুণ আলয়ে ইত্যাদি—উপবাসের পর যমুনাতে স্নানকালীন নন্দকে বরুণের অনুচর কর্তৃক হরণ। ভা ১০।২৮।১—৭।

২৯। বসন হরণ—ভা ১০।২২

যজ্ঞপত্নীগণ তোষি—কৃষ্ণবাক্যে যজ্ঞনিরত ব্রাহ্মণগণ অন্নদানে পরাঙ্মুখ হইলে তাঁহাদের পত্নীগণ কৃষ্ণদর্শনে লালায়িত হইয়া অন্নদান করেন। ভা ১০।২৩।১—২৭।

গোবর্দ্ধন ধারণ—ভা ১০।২৫ বি ৫।১১

৩০। নিগূঢ় পরম প্রেম ইত্যাদি—রাস-বিহার। ভা ১০।২৯—৩৩।

সুদর্শন—নন্দ সর্প কর্তৃক আক্রান্ত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ সেই সর্পকে পাদস্পর্শ করিলে সর্পের পাপমুক্তি ও সুদর্শন নামে বিদ্যাধররূপে পরিচয় প্রদান। ভা ১০।৩৪।৯—১২।

শঙ্খচূড়——কুবেরভৃত্য। বিহারাসক্তা প্রমদাগণকে হরণ করে। ভা ১০।৩৪।১৮—২১।

বৃষাসুর—অপর নাম অরিষ্ট। ভা ১০।৩৬, বি ৫।১৪।

কেশি—অশ্বরূপধারী দৈত্য। ভা ১০।৩৭, বি ৫।১৬।

ব্যোম—ময়পুত্র। মহামায়াবী অসুর। গোবালকরূপে কৃষ্ণের অনুচরমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। ভা ১০।৩৭

৩১। মথুরা প্রবেশ—ভা ১০।৪১।

কুবজী—অষ্টবক্রানামে কুব্জীর ঋজুকরণ। ভা ১০।৪২, বি ৫।২০।

রজক—চপেটাঘাতে বসন দানে অসম্মত রজকবিনাশ। ভা ১০।৪১, বি ৫।১৯।

যজ্ঞনাশ ও ধনুক ভঙ্গ—ভা ১০।৪২।১২-১৪, বি ৫।২০। কুবলয়—হস্তিবধ। ভা ১০।৪৩, বি ৫।২০।

৩২। চাণুর ও মুষ্টিক—পুথিতে মুষ্তিক। কংসের মল্লদ্বয়। যথাক্রমে কৃষ্ণ ও বলভদ্র কর্তৃক নিহত। ভা ১০।৪৪, বি ৫।২০।

মঞ্চেত—'ত' সপ্তমী বিভক্তির চিহ্ন। শ্রীকৃষ্ণ মঞ্চের উপর লম্ফ দিয়া উঠিয়া কংসকে অক্রমণ করেন, পরে ভূমিতে ফেলিয়া নিধন করেন। ভা ১০।৪৪।২৫, বি ৫।২০।

বন্ধ বিমোচন—পিতামাতার বন্ধন মোচন। ভা ১০।৪৪।৩৪। কিন্তু বি ৫।২১ মাত্র উগ্রসেনের বন্ধন বিমোচনের কথা আছে, বসুদেব দেবকীর স্বাধীন অবস্থাই বর্ণিত হইয়াছে।

উগ্রসেন রাজা করি—ভা ১০।৪৫।১০, বি ৫।২১।৩৩। নন্দ পাঠাইলা ঘরে—ভা ১০।৪৫।১৮।

যজ্ঞসূত্র ইত্যাদি—অবন্তীপুরনিবাসী সান্দীপণি মুনির নিকট শাস্ত্রশিক্ষা। ভা ১০।৪৫।২৬ বি ৫।২১।

গুরুপুত্র—যমালয় হইতে গুরুপুত্রকে আনিয়া দক্ষিণাস্বরূপ গুরুকে দান করেন। ভা ৪৫।৩৪। এই সূত্রেই বরুণালয়ে শঙ্খরূপী পঞ্চজন দৈত্যকে বধ করিয়া পাঞ্চজন্য শঙ্খ লাভ করেন। হনে=হৈতে=হইতে। পৃষ্ঠের টীকা দেখ ২১। প্রাকৃত বিভক্তি হিন্তো বা হিংতো (সং ভূধাতুজ ভবতঃ শব্দের উচ্চারণ-বিকার=হিন্তো), অসমীয়া হন্তে, ক্রমশঃ হনে ও 'হইতে'। দ্রা। প্রাচীন অসমীয়া প্রয়োগ যথা শঙ্কর—ভীষ্মকত হন্তে পাঞ্চ পুত্র ভৈল জাত। বর্ত্তমান অসমীয়াতে হন্তের স্থানে 'পরা' ব্যবহৃত হয়। যথা, সরুরে পরা ধর্ম্মত প্রগাঢ় মতি আছিল।=ছোটবেলা হইতে।

৩৪। অস্তি প্রাপ্তি—জরাসন্ধ-তনয়াদ্বয়। ভা ১০।৫০।১।

৩৫। জরাসিন্ধু—মহাভারতে ও ভাগবতে জরাসন্ধ। তৎসহ শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ। ভা ১০।৫০, বি ৫।২২। বিষ্ণুপুরাণে ১৩ অক্ষৌহিণী সেনার কথা আছে, ভাগবতে ২৩ অক্ষৌহিণী।

৩৬। কালযবন—কালযবন নিদ্রোত্থিত মুচুকুন্দের দৃষ্টিতে ভস্মীভূত। ভা ১০।৫১, বি ৫।২৩ ১৩—২০। পশ্চিমে—পুথিতে পশ্ছিমে। উত্তরবঙ্গে এই উচ্চারণ প্রচলিত।

৩৭। দ্বারাবতী—দ্বারকায় দুর্গ নির্ম্মাণ ও যাদবগণকে তথায় প্রেরণ। ভা ১০।৫০, বি ৫।২৩।

৩৮। অষ্ট বরাঙ্গনা—(১) ভীষ্মককন্যা রুক্মিণী, ভা ১০।৫২-৫৪, বি ৫।২৬। (২) সত্রাজিৎ-কন্যা সত্যভামা, ভা ১০।৫৬।৩২। (৩) ঋক্ষ জাম্ববানকন্যা জাম্ববতী (জাম্ববতী নহে) ভা ১০।৫৬।৩২। (৪) দিবাকরদুহিতা কালিন্দী ভা ১০। ৫৮।১৩—২০।

(৫) অবন্তীরাজনন্দিনী মিত্রবৃন্দা (মিত্র-বৃন্দা)—কৃষ্ণের পিতৃস্বসা রাজাধিদেবীর কন্যা ভা ১০।৫৮।২১

(৬) নাগ্নজিতী (নগ্নজিতি নহে) অপর নাম সত্যা। কোশলাধিপতি নগ্নজিৎকন্যা। ভা ১০।৫৮।২২।

(৭) ভদ্রা—পিতৃস্বসা শ্রুতকীর্ত্তির কন্যা। অপর নাম কেকয়ী। ভা ১০।৫৮।৩৫।

(৮) লক্ষণা—মদ্রাধিপতি বৃহৎসেনের কন্যা। ভা ১০।৫৮।৩৬।

ভাগবতের লিখিত ক্রম উপরে দেওয়া হইল। আমাদের কবি এই ক্রম রক্ষা করেন নাই, পাঠক লক্ষ্য করিবেন।

আতি=অতি। পূর্ব্বটীকা দেখ ৮। কৃষ্ণকীর্ত্তনে সর্ব্বত্র 'আতি' ও 'আতিশয়'। একবার মাত্র 'অতি'। প্রাচীন অসমীয়াতেও 'আতি'। যথা শঙ্কর - কুণ্ডিনত ভৈল আতি আনন্দ উৎসব।

৩৯। ষোলয়—সং ষোড়শ, হি ষোলহ। এই গ্রন্থে সর্ব্বত্র 'ষোলয়'—'ষোল' নাই। কৃষ্ণকীর্ত্তনে 'ষোল' ও 'ষোলহ' দুইই আছে। ষোলয় সহস্র কন্যা—বি ৫।২৯।

গদ—শ্রীকৃষ্ণের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, বলরামের সহোদর। ভা ৯।২৪।

শাম্বু—ভা ১০।৬১।৬—১৩ শ্রীকৃষ্ণের ঔরস-জাত অষ্ট বরাঙ্গনার পুত্রদিগের নাম আছে। শাম্ব (বা সাম্ব—শাম্বু নহে) জাম্ববতীর গর্ভজাত। ইঁহারই ভার্য্যা দুর্য্যোধনপুত্রী লক্ষণা। ভা ১০।৬৮।

পাট—সিংহাসন। সং পট্ট।

সরণ—পুথির অনুলিপি।=শরণ?

৪১। কৃতবর্ম্মা—পুথিতে কৃতব্রহ্মা।

৪২। গোপ্ত—২য় পুথিতে গুপ্ত। প্রাচীন বাঙ্গালায় উকার স্থানে ওকারের বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। যথা, বেদগোপ্য ভক্তিযোগ তোরে আমি দিল। চৈ ভা। গোপত কাজত কাহ্নাঞিঁ ছয় আখি বারি। কৃ কী। কিন্তু শূন্য-পুরাণে আছে,—গুপত বেদ করিলেন্ত পরভু করতার। শূ। ৮৪৫ চিত্রগুপ্ত, পুথিতে চিত্রগোপ্ত।

আমাত্য=অমাত্য। আনল টীকা দেখ ৮।

৪৩। অহনিশিপতি—সূর্য্য।

বসতি—বাস করেন। সংস্কৃত রূপ। আরও কয়েকবার ব্যবহৃত হইয়াছে।

সরস্বতী—পুথিতে স্বরেস্বতী।

৪৫। বেহার=বিহার। পুথিতে প্রায় সর্ব্বত্রই এই রূপ।

৪৬। বিচারণা—গমনাগমন। অথবা পাঠ কি এইরূপ—বিচার না করে?

৪৮। অপনাহীন=আপনাহীন। হি অপনা।

৫০। কেহ্—পুথিতে কোথায়ও 'কেহ্', কোথায়ও 'কেহো' আছে। তাহা অবিকল রাখা হইয়াছে। 'কোন', 'কোনো' সম্বন্ধেও ইহাই করা হইয়াছে।

৫১। কন্দল—সং কন্দল। আধুনিক বাঙ্গালায় প্রচলিত রূপ কোন্দল, কোঁদল।

লখিতে—লক্ষিতে, দেখিতে।

৫৩। রীত—সং রীতি, হি রীত,—স্বভাব, আচরণ, লক্ষণ। স্ত্রী।

হি—আধুনিক বাঙ্গালায় ই।

৫৫। শুনিলাঙ—প্রাচীন বাঙ্গালায় উত্তম পুরুষে আঙ্ প্রত্যয় বহু প্রচলিত। আধুনিক আম্ প্রত্যয় ইহা হইতেই উৎপন্ন। রঙ্গপুর অঞ্চলে খাইলাঙ্ ইত্যাদি প্রয়োগ কথ্যভাষায় এখনও প্রচলিত।

করিল=করিলাম। অনেক স্থলে এই প্রকার।

ভাবক—ভূ ণিচ্+কর্ত্তরি অক্। আধুনিক বাঙ্গালায় ভাবুক (ভূ+কর্ত্তরি উক) শব্দের এই অর্থে অধিক প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

৫৬। দ্বারাবতী—দ্বারবতী,দ্বারকা,দ্বারিকা ইতি নামভেদ। শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক সমুদ্র মধ্যে নির্ম্মিত দুর্গ।

কুশস্থলী—দ্বারকার প্রাচীন নাম।

তহি—তহিঁ—তঁহি=তথায়। ব্রজবুলি।

চরিত্র—কার্য্য।

৫৭। বরশিরে—(পুরীর) সুন্দর চূড়াতে।

র—১ম পুথি, আগর ২য় পুথি=অগুরু।

৫৮। ফটিক—স্ফটিক শব্দের অপভ্রংশ। ২য় পুথিতে স্ফটিক আছে।

প্রতিবিম্ব=প্রতিবিম্ব। ম্ব যুক্তবর্ণে অযথা উকার প্রয়োগ। জাম্বুবতী দেখ ৩৮। বিম্বু=বিম্ব ৮৪।

৫৯। ছাওনি—ছাউনী—সং ছাদনী। হিন্দীতে শিবির বা সেনানিবাস অর্থে প্রযুক্ত।

৬১। সুরীত—পুথিতে শুরিত।=সুন্দর।

নেহালে—নেহারে=দেখে। হের্ ধাতু হিন্দী হইতে আগত। ৯২৫ দেখ।

পেলিতে=ফেলিতে। সং পেল ধাতুর অর্থ গতি, চালন। বর্ত্তমান অসমীয়াতে এই পুরাতন ধাতুর প্রয়োগ আছে। যথা, মই কিতাপখন পেলাই দিলো—আমি পুস্তকখানি ফেলিয়া দিলাম। কৃষ্ণকীর্ত্তনে সর্ব্বত্র এই রূপ।

অঙ্কুশের—পুথিতে আছে অঙ্কুরের।

৬১। সুরঙ্গ=সুন্দর রংযুক্ত।

ধব—স্বামী, প্রভু।

ছুই—চন্দ্রবিন্দু নাই। কৃষ্ণকীর্ত্তনেও চন্দ্রবিন্দু নাই, যথা, রাধার ছুইল জঘনে। সং ছুপ্ ধাতু।

আখি—চন্দ্রবিন্দু নাই। সং অক্ষি।

মনোরথ পুরি=মনোরথ পুরিয়া।

উন্নত—পুথিতে অন্নত।

৬২। চারি দিগে—পুথিতে সর্ব্বত্র 'দিগ',—'দিক' নাই।

ধনি—?

পতাকা—পুথিতে পতকা।

৬৩। দিপ্ত—পুথির অনুলিপি।=দৃপ্ত অথবা দীপ্ত?

বীরভাগ—বীরসকল। বহুবচনার্থে 'ভাগ' প্রয়োগ। যথা কাশীরাম,—শুনহ পাঞ্চাল আর যত বীরভাগ। জ্ঞা।

সাজনি—সজ্জা, সাজ্জা।

কাচনি—বন্ধন।

অস্ত্রসার—পুথিতে অস্ত্রশার।

ডম্ফ—খঞ্জনীবিশেষ। জ্ঞা।

রবাব—মুসলমানী নাম। ইংরাজী rebeck। সেতারাদি বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। পূর্ব্বে নাম ছিল রুদ্রবীণা। মাইকেল যথা,—নীরব রবাব বীণা মুরজ মন্দিরা। জ্ঞা। ভ্রমক্রমে ররাব মুদ্রিত হইয়াছে—পুথিতে ঠিক আছে।

উপাঙ্গ—?

মুহরি—মুহরী—বাদ্যবিশেষ। যথা চৈ ভা,—

মৃদঙ্গ মুহরী শঙ্খ দুন্দুভি কাহাল। জ্ঞা।

৬৪। মণ্ডল=গোলাকার।

কবিলাস—কবিলাসিকা—বীণাযন্ত্রবিশেষ।

কিন্নর—পুথিতে কিন্নার।

ঠান—ঠাম=ভঙ্গী। ১৯০ দেখ।

৬৫। পসারিঞা—সং প্রসার্ ধাতুর অপভ্রংশ।

মেলি=মিলন।

পত্নীঅঙ্গে ইত্যাদি—যথা কালিদাস—

দদৌ রসাৎ পঙ্কজরেণুগন্ধি
গজায় গণ্ডূষজলং করেণুঃ।
অর্দ্ধোপভুক্তেন বিসেন জায়াং
সম্ভাবয়ামাস রথাঙ্গনামা।
কুমার ২।১৭

কবিবল্লভ সুপণ্ডিত ছিলেন—কাব্যাদি শাস্ত্রেও অধিকার ছিল। তাঁহার দ্বারকাবর্ণনায় ভট্টিকাব্যে প্রথম সর্গে অযোধ্যাবর্ণনের ছাপ লক্ষিত হয়।

৬৬। সন্তান—স্বর্গবৃক্ষ।

তিত=ভিত। মুদ্রাকর-প্রমাদ। সংভিত্তি হইতে=দিক্।

যুতি—পুথির অনুলিপি। আধুনিক বানান —যূঁথি, যূথী। কৃষ্ণকীর্ত্তনে পরিষ্কার সং যূথিকা আছে।

মাতল—বিশেষণ। মত্ত। মাতল ও মাতাল—দুই শব্দই সং মত্ত হইতে।

ঝঙ্কারে—ঝঙ্কার করে।

৬৭। নিশিদিশি—সং নিশা হইতে নিশি। দিবস হইতে দিসি—দিশি। দিবারাত্র। প্রয়োগ যথা জ্ঞানদাস—নিশিদিশি অবিরত জাগিতে। জ্ঞা।

বেশী—বেশধারী (ধারিণী)।

৬৮। জাবক—আল্‌তা।

নটনক্ষীণ—নৃত্য হেতু ক্ষীণ।

ত্রিবলীবলিত—ত্রিবলীদ্বারা বলিযুক্ত।

কটোর—হি কটোরা, খুর-দেওয়া কাঁসার বাটিবিশেষ। কুচবর্ণনায় কটোর শব্দের বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। যথা—বিদ্যাপতি, কুচজোরা পালটি বৈঠায়ল কনক কটোরা। চণ্ডীদাস—সোণার কটোরি কুচযুগগিরি কনক মন্দির লাগে। কৃষ্ণকীর্ত্তন—বাহুযুগ তোর কনক মৃণাল কুচ উলট কটোর।

মানযোগে—১ম পুথিতে মনযোগে। যখন মান হইলে মুখ নীচু করে।

৬৯। অঙ্গুলি দাম—দাম=গুচ্ছ।

বর্ণধাম—ধাম=রশ্মি।

চিহ্নে=চিনে। আধুনিক 'চিনা', 'চেনা' ধাতু সং চিহ্ন শব্দের অপভ্রংশ।

৭০। সদন—গৃহ।

চান্দ ইত্যাদি—চাঁদ, কি পদ্ম, তাহা বলা যায় না।

কঞ্জ—পদ্ম।

শোঁসরে—এই বানান সর্ব্বত্র = সোসর সং সদৃশ। তুল্য, সমান। যথা চৈ ভা—'সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তার নাহিক সোসর।' এই শব্দ কবির প্রিয়—বহুবার ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু এই স্থলে ইহার অর্থ 'নিকটে'। পুনরায় তথা ৬৩২। অন্যত্র সদৃশার্থে যথা শোঁসর গঠন ২০০। কোন কোন স্থানে পুঁথিতে চন্দ্রবিন্দু নাই, সে সকল স্থল অবিকল রাখা হইয়াছে।

৭১। পুত্তলি—অন্যত্র পোত্তলি।

৭২। বুমুকী—পট্টবস্ত্রের 'বুট'।

৭৩। শোহে = শোভে। ব্রজবুলি।

৭৭। অষ্ট—পুঁথিতে অষ্‌ত।

৮১। আৎসাদিত = আচ্ছাদিত। সং ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে এই সন্ধি বিচ্ছেদ ভুল। বস্তুতঃ আ + ছাদিত = আচ্ছাদিত। তথা ইৎসা = ইচ্ছা ১২৫। বিৎসেদ = বিচ্ছেদ ১০৪। কিন্তু পালি ও প্রাকৃতে ৎস = চ্ছ। প্রাকৃত-প্রকাশের সূত্র যথা—শ্চ-ৎস-প্সাং ছঃ। উদাহরণ—বৎসঃ = বচ্ছো। মৎসঃ = মচ্ছো। বৎসরঃ = বচ্ছরো। কুৎসা = কুচ্ছা। চিকিৎসা = চিকিচ্ছা।

৮৩। সুদীর্ঘ—পুঁথিতে সু নাই।

৮৫। পাতি—চন্দ্রবিন্দু নাই। ২৭৩ চন্দ্রবিন্দু আছে। সং পঙ্‌ক্তি, আধুনিক পাঁতি। ৯৩ দেখ।

৮৬। ঝারা—সং ধারা।

৮৭। সিন্দুর—পুঁথিতে সেন্দুর। কথ্য ভাষায় মিঠাই = মেঠাই। কৃষ্ণ = কিষ্ণ = কেষ্ট। তিপান্ন = তেপান্ন ইত্যাদি।

বান্ধুলি—"দুপহরিয়া চণ্ডী," ফুলবিশেষ, লাল রং। স্ত্রীঅধরের তুলনা, যথা ভারতচন্দ্র—পরিধান পীতাম্বর, অধর বান্ধুলীবর, মুখ-সুধাকরে সুধাহাস। দ্রঃ।

৮৯। ঝুরি—বিশেষ্য। যাহা ঝুরে বা ঝুলে। যথা, বটবৃক্ষের ঝুরি। অলঙ্কারার্থে পুনশ্চ ১৮৮। ঝুর্, ঝুল্ ক্রিয়ার আদিতে একই অর্থ। ব্রজবুলিতে ঝুর্ ধাতু ক্রন্দন অর্থে, যথা, ঝুরত তুয়া বিনু রাই। গোবিন্দদাস। দ্রঃ।

শিঞ্জিত—পুঁথিতে সিঞ্চিত। ধ্বনিঃ।

৯১। লিল—সম্ভবতঃ এখানকার পাঠ হইবে—নীলপদ্ম মুখ।

৯৪। নপুর—পুঁথির বানান।

হৃদয় = হৃদয়ে।

৯৬। মকুট—পুঁথির পাঠ।

১০। বাঞ্ছিলে = বাঞ্ছিল। কথ্যভাষায় প্রথম পুরুষে 'এ'কার।

১০৪। নহিয়ে = নহি। বুঝায়ে ১১৭।

ধনীকে—সং ধনিক শব্দ = ধনী। তাহার প্রথমার একবচনে—ধনিকে।

১০৫। চরিত—আচরণ।

১০৬। পরিচর্য্য—পুঁথিতে পরিশ্চর্য্যা।

১০৮। রভস—রহস্য, রসিকতা। রভসো বেগহর্ষয়োঃ।

১০৯। দে = দেয়।

১১০। ধৈর্য্য—বিশেষণরূপে ব্যবহৃত। তথা অন্যত্র ১২৭।

১১১। সেহো = সেও।

১১৪। ধনী নে—পুঁথিতে ধনিনে। নে—

হিন্দী কর্তৃকারকের চিহ্ন প্রযুক্ত হইয়াছে? ১০৪ শ্লোকে মুদ্রিত ধনীকে পাঠের পরিবর্তে ১ম পুঁথিতে ধনিনে আছে।

১১৫। ত্যজে—পুথিতে তেজে।

১২০। হাসিলা মাধুরী—মধুর ভাবে হাসিলেন। মাধুরী ক্রিয়াবিশেষণরূপে ব্যবহৃত।

১২৪। সঞ্চয়—অন্যত্র পুথিতে সঞ্চ।

১২৬। বাঙ্গা—পুথিতে বাঙ্গা। তথা ১৩১।

১২৮। তভু—পুথির অনুলিপি, চন্দ্রবিন্দুহীন। ৩৪৬ দেখ। হি তবহুঁ, আধুনিক তবু।

ব্যাজ—ছল।

১২৯। ভোগে=ভোগ করে, খায়।

হস্তেহোঁ—চন্দ্রবিন্দু পুথির অনুলিপি। চন্দ্রবিন্দু সম্বন্ধে এই প্রকার সর্ব্বস্থানে পুথির অনুসরণ করা হইয়াছে।

১৩৪। পহ্রে=পরে অন্যত্রও এই বানান। কৃষ্ণকীর্ত্তনে সর্ব্বত্র তাই। সং পরিধান—পরিহান—পহিরান—পহিরণ—পরণ। হি পহিরনা। জ্ঞা।

১৩৫। অজল্প জল্পায়——জল্প্ ধাতু কথনে। যাহা তাহা বলে।

১৩৯। রসে—পুথিতে বসে।

১৪০। আপ্তগণ—আত্ম=আপ্ত। প্রাকৃতের সূত্র—আত্মনোঽপ্পাণো বা। স্বজনগণ।

১৪১। নিরসে—নির্+অস্ ধাতু ক্ষেপণে।

১৪৪। না মরে কারণ—না মরিবার জন্য।

সুরীতে=সুন্দররূপে।

দুঃখ—পুথিতে দুষ্খ। অন্যত্র দুঃখও আছে।

১৫২। অকুমারী=কুমারী। ৯ দেখ।

১৫৫। ইৎসায়ে=ইচ্ছায়। পুথিতে সর্ব্বত্র এই রূপ। অনেকবার ব্যবহৃত।

১৫৬। নিরীক্ষণ——পুথিতে নিরক্ষণ। পুনশ্চ তথা ১৮৩। আধুনিক পদ্যে নিরখি, নিরখিয়া প্রয়োগ তুলনা কর।

১৫৮। নাগরেক=নাগরকে। ক দ্বিতীয়া বিভক্তির চিহ্ন। এই প্রাচীন বিভক্তি বর্ত্তমান অসমীয়াতে আছে, যথা, মাধবক কওঁ—মাধবকে কহি।

১৬৪। যুক্তিকালে ইত্যাদি—যথা কালিদাসে,—গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ। রঘু ৮।৬৭।

১৬৫। ব্যক্ত—পুথিতে ব্যেক্ত।

১৬৯। শিথলিল—পুথির অনুলিপি=শিথিলিল—শিথিল হইল।

১৭৩। ই=ইহা, হি ইহ্।

১৭৪। আসত্তি বিৎসেদ জন—পাঠ কি 'জন্য' হইবে?

১৭৭। রয়বত=রৈবত, রৈবতক। সর্ব্বত্র এই বানান।

১৮২। গরুড়াঙ্কন—গরুড়লাঞ্ছন হইবে?

১৮৩। চঢ়িলা—ঢ় দ্রষ্টব্য। হি চঢ়না। সঘন—কবির প্রিয় ক্রিয়াবিশেষণ। ১৮৬, ১৯৩ দেখ। ঘন ঘন। অন্যত্র উচ্চ রবে।

১৮৭। অপ্সর—পুথিতে অপ্ছর। গুহ্যক—কুবেরের অনুচর। রমণগতি—রমণীগতি হইবে? অথবা রমণ=কন্দর্প।

১৮৮। বিভজে—ভাগ করিয়া দেয়। বি+ভজ্ ভাগে।

১৮৯। বলয়া=বলয়। সর্ব্বত্র আকারান্ত। মুখর—পুথিতে মকুর। শুবক্ষণি—বোধ হয় সুবঙ্কনী হইবে। ৩য় পুথিতে সুবঙ্কন আছে।

১৯০। বিম্বু = বিম্ব, সং বিম্ব। তেলাকুচা ফল। বিম্বা, বিম্বী, বিম্বিকা ইতি নাম।

১৯১। সচকিঞা—সং চক্ ধাতু, ভীত হওয়া, অসমাপিকা ক্রিয়ায় রূপ। আধুনিক বাঙ্গালায় চকিত ও সচকিত প্রয়োগ আছে, কিন্তু চকিয়া দুর্ল্লভ। কটোর—পুথিতে কঠোর।

১৯২। গেণ্ডুয়া——গেড়ুয়া—গোড়ে = স্তবক, গুচ্ছ। যথা চণ্ডীদাসে, "ফুলের গেড়ুয়া, লুফিয়া ধরয়ে, সঘনে দেখায়ে পাশ।" জ্ঞা।

১৯৩। লতায়ে = লতাতে।

১৯৪। দ্রব্য = যোগ্য। অন্য পুথিতেও দ্রব্য। "দ্রব্যং ভব্যে গুণাশ্রয়ে" ইত্যমরঃ। "ভব্যং শুভে চ সত্যে চ যোগ্যে ভাবিনি চ ত্রিষু" ইতি মেদিনী। দারুকে—কর্ত্তৃকারকে এ।

১৯৯। শুনিল = শুনিলাম। তাতে = তাহা হইতে। তে—পঞ্চমী বিভক্তির চিহ্ন। ৭৯৬ দেখ।

২০১। কঠা = কটাহ ?

মুরুতি—পুথির অনুলিপি।

২০৩। বসতি—সং = বাস করে। আরও কয়েকবার এই প্রয়োগ আছে।

২০৫। প্রহর—এই অধ্যায়ে প্রহর শব্দ ভূমির দৈর্ঘ্য পরিমাণ বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং প্রহর = যোজন। প্রহর শব্দের এইরূপ ব্যবহার অন্যত্র পাই নাই। একখানা প্রাচীন অসমীয়া ভাষা পাটীগণিতের পুথিতে দণ্ড শব্দও এইরূপ ভূমির দৈর্ঘ্য পরিমাণ বুঝাইতে ব্যবহৃত হইয়াছে। সা প ২৮।৯০ পৃঃ এই পাটীগণিতের বিবরণ শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় দিয়াছেন। তিনি বলেন, "এক দণ্ডকালে অর্থাৎ ২৪ মিনিটে সাধারণতঃ লোকে যে পরিমাণ পথ চলিতে পারে, সেই পরিমাণ পথের দৈর্ঘ্য বুঝাইতে কি এই 'দণ্ড' সংজ্ঞা ব্যবহৃত হইয়াছে ?" প্রহর শব্দও এইরূপ দৈর্ঘ্যজ্ঞাপক সংজ্ঞা হইতে পারে।

২০৬। বত্রিশ—পুথিতে বত্তিস। প্রাকৃতেও বত্তিস।

২০৭। কুমুদ—পুথিতে কুমদ। পশ্চিমে—পুথিতে পশ্ছিমে।

২০৮। কাঁকালি—কাঁকাল—সং কঙ্কাল। কোমর, মধ্যদেশ।

ঠেক্না হইয়া—ঠেস্ দিয়া, স্পর্শ করিয়া সং টিক্ ধাতু গতি অর্থে। জ্ঞা। অথবা সং স্থগ ধাতু সংবরণ অর্থে। কো।

২১৩। নিসদসঙ্খগিরি—পাঠ কি—নিসদসংজ্ঞ গিরি ? বা নিসদ সংখ্যগিরি ?

২১৯। প্রকৃতি—স্ত্রী। সহে = সঙ্গে।

২২৩। কেনে—লক্ষিত হইবে যে, পুথিতে প্রায়শঃ 'কেন' ব্যবহৃত হইতেছে না। কৃষ্ণকীর্ত্তনে সর্ব্বত্র কেন্থে। যথা, একলী বুলসি কেন্থে। কথ্যভাষায় শ্রীহট্ট প্রভৃতি প্রদেশে বহুল প্রয়োগ।

২২৪। তে কারণে—সেই কারণে। তে = সং তদ্।

২২৬। দ্বিতীয়—পুথিতে দুতিয়।

২৩০। সৃষ্ট = সৃষ্টি। সৃষ্ট জীব বা বস্তু।

২৩৩। স্তবিঞা—স্তব করিয়া। নাম-ধাতু প্রয়োগ। ১৬৯ দেখ।

২৩৪। আম্ন—৮ দেখ।

খন্দক—খানা, গর্ত্ত।

২৩৬। নেবারিঞা—নিবারিয়া। তথা বেহার = বিহার ১৫৯। উপসর্গের ই = এ ব্যাকরণ-সম্মত নহে।

২৪৬। তেহো—তেও=সে। আধুনিক অসমিয়াতে এই প্রাচীন রূপ চলিতেছে। তেঁও=তিনি। যথা, তেঁও ঘরত গৈছে—তিনি ঘরে গিয়াছেন।

২৪৯। চিরংকাল—আধুনিক ব্যবহার চিরকাল। সং চিরম্ ও চির দুইই আছে। পুনশ্চ ৫৬৫ ও অন্যত্র।

বিবর্ত্তিঞা—ভাগ করিয়া। মায়ে বলে বিবর্ত্তিয়া খাও পঞ্চ জনে—সঞ্জয় মহা। জ্ঞা।

২৫৮। পরীক্ষা—পুথির বানান=পরিখা।

২৫৯। বাটি দিল—চন্দ্রবিন্দু নাই। সং বণ্ট ধাতু।

২৭৩। সুভাঁতি——দেখিতে সুন্দর। সং ভাতি=দীপ্তি। চন্দ্রবিন্দু হিন্দীর অনুকরণে। ভলি ভাঁতি=ভাল রকম। জ্ঞা।

২৭৫। দীর্ঘগ্রীবে—সং গ্রীবা শব্দ ভাষায় গ্রীবরূপে ব্যবহৃত। ৪২২ দেখ।

২৭৬। অজানুলম্বিত—পুথির পাঠ। সংস্কৃত প্রয়োগ আজানুলম্বিত। পুনশ্চ ভুল ব্যবহার ৪২৪। ৮০৮।

২৮১। আরাধনে—'এ' দ্বিতীয়া বিভক্তি।

২৮৪। ঐশান্য—ঐশানী শব্দের কথ্য-ভাষায় বিপর্য্যয়। ৩২০ দেখ।

২৮৫। বুলে—গমন বা ভ্রমণ করে। প্রাদেশিক বাঙ্গালায় ব্যবহৃত। কৃষ্ণকীর্ত্তনে এই ধাতুর বহুল প্রয়োগ। অসমীয়াতে এই ধাতুর প্রয়োগ আছে। সংস্কৃতে বল্ ধাতু=প্রাণনে।

২৮৬। সুমেরুর শৃঙ্গ মাঝে—পুথিতে পাঠ—শুমেরু ত্রিশৃঙ্গ মাঝে।

২৮৯। প্রথম যৌবনী—বিচিত্র ভূষণী—এই দুই সমাসান্ত পদ ব্যাকরণ হিসাবে আকারান্ত হওয়া উচিত।

২৯১। পক্ষ=পক্ষী ইতি শব্দরত্নাবলী। সং এই প্রয়োগ বিরল। ভাষায় প্রয়োগ আছে, যথা ছড়া—'রাজার বেটা পক্ষ মারে।' পুনশ্চ 'নানাজাতি পক্ষ গাছে করে কোলাহল।' জ্ঞা।

২৯৩। অচিহ্ন=অভেদ।

২৯৪। গায়ন=গান। পরন্তু গায়ন সাধারণতঃ গায়ক অর্থেই ব্যবহৃত হয়। যথা শিবায়নে—'গায়নে বায়নে মা মাগি এই বর। অন্নে পূর্ণ কর ঘর গলে দেহ স্বর।' জ্ঞা।

তাল সঞ্চরিতি—পুথির অনুলিপি। সঞ্চরতি বা সঞ্চারিত? পড়ে—হি পড়না।

২৯৬। প্রতীত=প্রতীতি।

২৯৯। কিরীট—পুথিতে কিরিটি। একো হি না জানে—কিছুই জানে না। এই প্রয়োগ বর্ত্তমান অসমীয়াতে আছে, যথা মই একো নে জানোঁ—আমি কিছুই জানি না।

৩০৬। কাহাক=কাহাকে। ১৫৮ দেখ।

৩১৯। আনন্দ প্যাঞা মতি—মতি=মনেতে।

৩২০। নৈরাকার=নিরাকার শব্দের কথ্যভাষায় বিপর্য্যয়। ২৮৪ দেখ। ৬৭০ নিরাকার আছে।

৩২৬। বসে—বসাতে, চর্ব্বিতে। ২৭৫ দেখ।

৩৩১। জন্মমাত্রে—কর্ম্মকারকে 'এ'কার।

৩৩৪। সিদ্ধা—'যোগী' অর্থে 'সিদ্ধ'। আকারান্ত প্রয়োগ লৌকিক। যথা ময়নামতীর গানে—হাড়িপা সিদ্ধা।

৩৪১। নয়—পুথিতে আছে 'লয়'—প্রাদে-

শিক উচ্চারণ বিপর্য্যয়ে ন = ল বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

৩৪৪। যাতে = যাহা হইতে। ১৯৯ ও ৭৯৬ দেখ।

৩৪৬। ভরম—ভ্রম। তথা ৬৫২।

৩৫১। ইহ = ইহা। হি ইহ।

৩৫২। নিরস—পুথির বানান = নীরস।

৩৫৬। প্রাণপোণে—পুথির বানান। অন্যত্রও তাই।

৩৫৭। আহার্য্য—কৃত্রিম। ৫৭৭ অনাহার্য্য।

৩৫৮। অখেয়াতি——পুথিতে অক্ষে-আতি।

৩৬১। কহিল = কহিলাম।

৩৬৫। অন্যোন্যে—৩৮৫ দেখ। অন্যত্র অন্যন্যও আছে।

৩৬৯। বহি = বহিয়া। পঞ্চরাত্রি পরে। বৃদ্ধ—বৃদ্ধি।

উর্দ্মের—পুথির অনুলিপি। শব্দটি বোধ হয়—উল্ব = গর্ভবেষ্টন-চর্ম্ম।

৩৭৭। বিবর্জ্জিয়া—ভাগ করিয়া।

৩৮০। পাশে—জালে।

৩৮১। বসতি—সং বাস করে।

তরঙ্গে—'এ'কার দ্বিতীয়া বিভক্তি।

৩৮৫। কাকো = কাহাকেও। কৃষ্ণকীর্ত্তনে কাথো। গণে—অনুচরেরা।

৩৮৯। আপু = আ । অতিরেক—আধিক্য। যথা কাশীদাস—আজিকার ভিক্ষা মাত্র অতিরেক নহে। জ্ঞা।

৩৯৪। সঙ্ক—পুথির পাঠ। তথা ৩৯৭ ইত্যাদি।

৩৯৬। অজল্প—অবক্তব্য বৃথা বাক্য। নির্ব্বদ্ধের কাম—নির্ব্বদ্ধির কাজ।

৩৯৮। ইছায়ে—কৃ কী ইছাএ আছে। পৌরষ—পৌরুষ। কথ্যভাষার উচ্চারণ।

৪০৪। আলগ—হি অলগ, সং অলগ্ন। পৃথক্। লীলায়ে = লীলায়, সহজে।

৪০৮। নিঃসার—নির্গমন।

৪০৯। বুদ্ধিমন্ত = বুদ্ধিমান্। পালিতে, প্রাকৃতে ও প্রাচীন বাঙ্গালায় এই প্রকার মতুপ প্রত্যয়ের প্রয়োগ প্রচলিত। অসমীয়াতেও যথা, কথাভাগবতে—দোভাগ রাতি অন্ধকার সময়ত ভগবন্ত আবির্ভাব হৈলা। ভাগ্যমন্ত ২৮৬। মূর্ত্তিমন্ত ৮০৯ দেখ।

৪১৪। চাহো = চাহি। উত্তমপুরুষে 'ও' বিভক্তি কৃ কীর্ত্তনে বহুল ব্যবহার। অসমীয়াতে এই বিভক্তি বিকল্পে চন্দ্রবিন্দুযুক্ত হইয়া প্রচলিত, যথা শঙ্কর—নিশ্চয় কহিলো অঙ্গীকার করি আমি। আধুনিক অসমীয়া যথা—তুটাক ধরাশায়ী করিলোঁ। ছিড়—চন্দ্রবিন্দুহীন। অবশ—পুথিতে অবেশ।

৪১৫। সোঁরণ = স্মরণ। স্মরণ ৬০৪ ও ৬০৫।

৪১৭। আগম্য = অগম্য। ৮ দেখ।

৪১৯। ক্ষেণার্দ্ধ = ক্ষণার্দ্ধ। পুথির পাঠ। ৭৮০ ক্ষেত্রিয়, ৯২৭ ক্ষেমাইল। বাঙ্গালায় ক্ষ উচ্চারণে = খ্য (খিয়)। যফলান্ত বর্ণের এ-কারত্ব প্রাপ্তির উদাহরণ যথেষ্ট আছে, যথা—ব্যথা = বেথা ৯২৩।

৪২২। মালে——মালা = মাল ৪৩০। প্রথমা বিভক্তি 'এ'। ২৭৫ দেখ। থোপা—পুচ্ছের অনুকরণে সূত্রগুচ্ছ। সং স্তূপ বা স্তবক। কো।

৪২৪। রশনা—চন্দ্রহার। ধটি—সং ধটী। ধড়া, কটিবসন, কৌপীন।

৪২৫। রাতুল—সং রক্তালু, তাহা হইতে রাতালু—রাতুল। লাল। জ্ঞা।

৪২৮। টালনি—হেলিয়া পড়া। "চূড়ার টালনি বামে"। জ্ঞানদাস। শিখণ্ডসাজনি—ময়ূরপুচ্ছের সাজন। গুলাল—হিন্দী শব্দ। ১। বাবুই তুলসী। ২। আবীর বা ফাগ। লালতী—মুদ্রাকরপ্রমাদ = মালতী।

৪২৯। বলিত—বলিযুক্ত।

৪৩০। লবাঙ্কুর—লব = ১। কণা, ২। পুষ্পরেণু। জ্ঞা। অথবা লিপিকার-উচ্চারণ-বিপর্য্যয়ে ন = ল। ৩৪১ দেখ।

৪৩১। জাদ—ফিতা। সুরঙ্গ পাটের জাদে বিচিত্র কবরী বান্ধে। কবিকঙ্কণ। কো। মুখর —পুথিতে মকুর।

৪৩৩। ঝুরে—অশ্রুবর্ষণ করে। এই বাঙ্গালা ধাতু কি সং ক্ষর ধাতু হইতে নিষ্পন্ন?

৪৩৪। কিঞ্জল্ক—পুষ্পরেণু।

৪৩৯। আর্পিতা = অর্পিতা। ৯ দেখ।

৪৪০। নৌতুন = নূতন। পুথির অনুলিপি

৪৪৫। বয়েসী—পুথির অনুলিপি।

৪৫১। সঞ্চার—সঞ্চরণ, প্রবেশ।

৪৫৭। চর্ম্মজ—চর্ম্মনির্ম্মিত বাদ্য।

৪৫৮। কৃষ্ণের বিলসে অঙ্গ = কৃষ্ণের অঙ্গ বিলসে। বিলসে = বিলাস করে। ১৩ দেখ।

৪৬১। বৃদ্ধত্ব = বার্দ্ধক্য।

৪৬৬। সোপানে—প্রথমা বিভক্তির 'এ'।

৪৬৭। কৈরব—কুমুদ। ইন্দীবর—ইন্দিবর—নীলপদ্ম।

৪৭২। অষ্টদশ—পুথিতে আ নাই। তথা ৪৮৩।

৪৭৩। সেবায়ে = সেবয়ে। মুদ্রাকর-প্রমাদ।

৪৭৭। বৎসক সুরভি—বাছুর ও সুরভি ধেনু। যুতে যুতে—জোড়ায় জোড়ায়।

৪৮৫। তবে = তারপর।

৪৮৭। পরিজাত—পারিজাত। মুদ্রাকর-প্রমাদ। পণপতি—গণপতি। মুদ্রাকরপ্রমাদ।

৪৯৫। ঈষত = ঈশিত্ব? অষ্টসিদ্ধির নাম যথা. অণিমা লঘিমা ব্যাপ্তিঃ প্রাকাম্যং মহিমা তথা। ঈশিত্বঞ্চ বশিত্বঞ্চ তথা কামাবসায়িতা॥

লঘিমা—পুথিতে লংঘিমা।

৪৯৯। নীত শে—বোধ হয় পাঠ এইরূপ —নিত্য সে।

৫০৩। সদ্‌গুণ = সগুণ। লৌকিক প্রয়োগ। পুন ৬৬৫। ব্যাকরণ হিসাবে সদ্‌গুণ ও সগুণ একার্থবাচক।

৫১১। কথো = কত। পুনশ্চ ৬১৬। কৃ কী সর্ব্বত্র। প্রাচীন বাঙ্গালায় সর্ব্বত্র।

৫১৭। কাতো—কাহাতেও।

৫২৮। প্রতীত—প্রতীতি।

৫২৯। পাষণ্ড—অবৈষ্ণব। এই অর্থে বৈষ্ণব সাহিত্যে বহুল প্রয়োগ আছে।

৫৩১। প্রেমা——সং প্রেমন্ শব্দের প্রথমা। ৫৯১ প্রেমাসখী। পূরল = পূরিল। ব্রজবুলি। লেহা—প্রেম। সং স্নেহ—সিনেহ —নেহ—লেহ—লেহা।

৫৩৬। সছজে = সহজে। মুদ্রাকর-প্রমাদ।

৫৩৮। প্রীত—বিশেষ্য। পুনঃ ৬১২। বুলে—ভ্রমণ করে। সং বুল ধাতু সঞ্চরণে। জ্ঞা।

৫৪০। নরিল—পুথির পাঠ = নারিল।

'না পারা'—সংক্ষেপে 'নারা' ধাতুতে পরিণত। অসমীয়াতে 'নোরারা' ধাতু। কথ্য অসমীয়াতে 'নরিল' প্রয়োগ হয়। ভোলে—ভুলে, মোহে।

৫৫০। অস্থি—পুথিতে অস্তি।

৫৫৩। অনুভায়—অনুভব করে।

৫৫৪। নিবৃত্ত—৫৪৩ নিবর্ত্ত।

৫৫৬। সম্মত—পুথিতে সম্মত।

৫৭৯। বৃদ্ধ করে=বৃদ্ধি করে।

৫৯০। হইলে—অন্যত্র 'হৈলে'।

৫৯১। প্রেমাসখী—ব্যাকরণ হিসাবে প্রেমসখী হওয়া উচিত।

৫৯৩। নিরীক্ষণ—পুথিতে নিরক্ষণ।

৫৯৫। সুবিলাস=সুখদায়ক বস্তু।

৬১০। রসায়ন=রস সকল।

৬১৪। দৃষ্টি—পুথিতে দৃষ্তি।

৬৪৮। ছন্ন=আচ্ছন্ন।

৬৫৬। নন্দিনী—পুথিতে নন্দনি। করজোড়—পুথিতে যোড়।

৬৬০। তাত—২য় পুথি তাতে=তাহাতে, ৮ দেখ।

৬৬৮। করিব=করিবে।

৬৭৪। তেই—পুথিতে চন্দ্রবিন্দু নাই। চৈ চ, বিদ্যাপতি প্রভৃতি প্রাচীন বাঙ্গালার সর্ব্বদা চন্দ্রবিন্দুযুক্ত। আধুনিক বাঙ্গালায়=তাই।

৬৭৫। হৈল নানা বংশে—কর্ত্তৃকারকে 'এ'কার।

৬৮৬। দস্তাতা—পুথিতে দস্তা। বন্ধ=বদ্ধ।

৬৯৩। বচনস্থ—পুথিতে বচনস্ত মুখস্থ, কণ্ঠস্থ তুলনীয়।

৬৯৫। তিরস্করে=তিরস্কার করে। তিরস্ক ধাতু সমাপিকা ক্রিয়ারূপে দুর্ল্লভ।

৬৯৬। একেশ্বর—একাকী। কথ্য ভাষায় এই প্রয়োগ আছে। আপায়=অপায়—অনিষ্ট। ৮ দেখ। বটেক=এক বট, এক কড়ি, অল্পমাত্র।

৬৯৮। কোথাতে—পুথিতে কথাতে।

৭০০। ভক্তচিত্ত—ভক্ত্যের প্রতি চিত্ত দিয়া।

৭০৩। গঢ়িবারে—সং গঠন, হি গঢ়না।

৭০৭। নেবারিতে=নিবারিতে। ২৩৬ দেখ। শ্রান্তবন্ত—শুদ্ধ রূপ=শ্রমবন্ত। ৪০৯ দেখ। বাঞ্ছা—পুথিতে বাঞ্চা।

৭০৯। বেভার—ব্যবহার শব্দের অপ-ভ্রংশ।

৭১২। বিলসে—ভোগ করে। জানিব=জানিবে। তথা অন্যত্র কয়েকবার।

৭২১। শোঁসরে—নিকটে।

৭২২। কথায়ে=কথাতে।

৭২৩। মাৎসর্য্য=পুথিতে মাশ্চর্য্য।

৭২৪। অনুভায়—অনুভব করে।

৭২৬। অনাস্থা—পুথিতে অনাস্তা।

৭২৮। কনিষ্ঠ—পুথিতে কনেষ্ট। তথা ৭৪৮।

৭২৯। অভবা—অভদ্র।

৭৩৩। বিকলস—বিকল। অন্যত্র এই রূপ দেখি নাই।

৭৩৫। অনাস্তিক=নাস্তিক। ৯ দেখ। পুনশ্চ ৭৪৫।

৭৪৪। নিঃসরে—পুথিতে নিশ্বরে।

৭৪৫। একান্তিক=ঐকান্তিক। একান্ত+ইক।

৭৪৮। সৃষ্ট=সৃষ্টি।

৭৪৯। বেদেত কৈল মত্তি--বেদে ত= কর্তৃকারক।

৭৫০। সৃষ্টি—পুথিতে সৃষ্‌তি। তথা অন্যত্র ষ্ট=ষ্‌ত।

৭৫৭। দেখিল শুনিল বিনে কে জানে সকল—এই পদ-রচনা-পদ্ধতি প্রণিধানযোগ্য।

৭৬০। সংহিতা—পুথিতে সঙ্গিতা। তথা অন্যত্র। আবান্তর=অবান্তর।

৭৭১। টুটে--সং ত্রুট্ ধাতু। হি তোড়না।

৭৭৫। সোয়াগ—পুথিতে শোআগ। সং সৌভাগ্য—সোহাগ—খ ঘ থ ধ ভাং হঃ। প্রাকৃতপ্রকাশ। গ্রাম্য উচ্চারণে হকারের মৃদুত্বে সোয়াগ। অসমীয়াতে সোয়াগই ব্যবহৃত।

৭৭৬। পতিরূপ গুণবেশ রাখে চিত্ত-মাঝে। পুথির পাঠ যথা—পতিরূপ গুণ রাখে বেস চিত্তমাঝে।

৭৭৯। বিলসেন—সম্ভ্রমার্থক ক্রিয়ার এই রূপ এই গ্রন্থে দুর্লভ। ৯১২ কহেন।

৭৮০। ক্ষত্রিয়—পুথিতে ক্ষেত্রিয়। তথা ৮৩২।

৭৮২। বৌদ্ধ=বুদ্ধ।

৭৮৮। ইহ=ইহা।

৭৮৯। শোঁসরে—নিকটে।

৭৯১। অতিশয়——আতি নহে. ইহা দ্রষ্টব্য।

৭৯৬। অসুরতে অধিক পাষণ্ড—অসুরতে=অসুর হইতে। সুতরাং পাঠ কি হইবে ?—অসুরেত বা অসুরত। এই ত পঞ্চমী বিভক্তি=হইতে। অসমীয়াতে ত সপ্তমী ছাড়া অন্য বিভক্তিরূপেও প্রযুক্ত হয়--৫মী যথা (১) মাধবত পরে রাজা নিচিন্তয় আন। শঙ্কর (২) পিতৃত মাতৃত করি তোমাতে সে লুলি। ঐ। ২য়া যথা—লাজে পিতৃ মাতৃত নো বোলে মুখ ফুরি। শঙ্কর। কিন্তু এই গ্রন্থেই আছে—পারিজাত পুষ্পতরু তোমাতে চাহিল ৯৩৮। এখানে 'তে' পঞ্চমী বিভক্তির চিহ্ন। কথ্য ভাষায় পূর্ব্ববঙ্গে এখনও তে বা থে পঞ্চম্যর্থে ব্যবহৃত হয়—যথা, ঘরতে (বা ঘরথে) চাউল দে। পশ্চিমবঙ্গের থেকে=থে=তে এইরূপ কি ? আসুরী আমরী—২য় পুথিতে অসুরী অমরী।

৭৯৭। নিকপটে—পুথিতে নিস্কপটে।

৮০০। ভীত=ভীতি।

৮০১। দস্যু—পুথিতে দস্ত। বিকর্ম্মে—অসৎ কর্ম্মে।

৮০৬। স্তবিল—স্তব করিল। স্তবিঞা ২৩৩ দেখ। কারণ্য জল—কারণবারি, সৃষ্টির হেতুভূত বারি। পাখালিল--সং প্রক্ষাল ধাতু। মেলি—সং মিল্ ধাতু।

৮০৯। কচ্ছপী—পুথিতে কচ্ছবি।

তালসঞ্চ রাগ যত—সঞ্চ ?

৮১১। মিষ্টান্ন—পুথিতে এই বানানটা ঠিক আছে। অন্যত্র প্রায়ই পুথিতে ষ্ট স্থানে ষ্‌ত আছে। যোড়—পুথির বানান।

৮১৩। আন—সং অন্য।

৮১৪। নিদানে—শেষে। যোজিহ—পুথিতে জোজিহ।

৮১৮। উপকার—পুথিতে উপগার।

৮২২। বিস্তরে—বিস্তার করে।

বিস্থ ধাতু। বাঙ্গালায় সমাপিকা ক্রিয়ারূপে ব্যবহার দুর্লভ।

৮২৩। নিশাভঙ্ক—মাদক দ্রব্য ভক্ষণ। আরবী—নশা। পূর্ব্ববঙ্গে—নিশা। সাধারণতঃ—নেশা।

৮২৫। উপায়—রোজগার।

৮২৬। শান্তি চিত্ত—শান্তচিত্ত।

৮২৮। ছন্ন—আচ্ছন্ন, অভিভূত।

৮২৯। গুর্ব্বঙ্গনা— পুথিতে আছে গুর্ব্বাঙ্গনা।

৮৩৩। বহি=বই। ভিন্ন। ভিণ কি দিবোঁর এ বাট বহী। কৃ কী।

৮৩৬। চেষ্টা করে—পুথিতে জেষ্ঠা। 'চেষ্টা' অর্থ ছট্‌ফট্‌ করা, যথা রামায়ণে—"সর্পবৎ চেষ্টতে বীরো মম শোকমুদীরয়ন্"। লঙ্কা। ১০২।৩।

৮৩৭। সান্তরায়—সাঁতার দেওয়ায়।

৮৩৯। পোক—পোকা। সং পুত্রিকা—পুত্তিকা—পুইকা—পোকা। কো। পোক প্রাদেশিক উচ্চারণ, যথা পূর্ব্ববঙ্গে। আকৃতে =আকৃতিতে।

৮৪০। গৃধ্রক—পুথিতে গৃধক।

৮৪৩। আখি—চন্দ্রবিন্দু নাই। সং—অক্ষি। কৃ কীর্ত্তনেও তাই। হি আঁখ।

৮৪৪। ক্রোধচয়—ক্রোধসমূহ।

৮৪৫। হইঞা—অন্যত্র হঞা।

৮৪৭। দ্রোণি—কলস। ডোঙ্গা। ধূমকুণ্ড—পুথিতে ধুর্ম্মকুণ্ড। তথা ৮৫২।

৮৪৭। নিদান—ক্রিয়া বিং। সমূলে। অমেধ্য—পুথিতে অমেধ।

৮৪৯। বিন্দেক—বিন্দ (=বিন্দু)+এক।

৮৫২। টাঙ্গে—সং তুঙ্গ হইতে টাঙ্গ ধাতু। কো।

৮৫৩। অস্ত্রবাক্যে—পুথিতে অশ্রবাক্যে।

৮৫৪। তামার—পুথিতে তাম্বার।

৮৫৬। স্মরণে—পুথিতে স্মোরণে।

৮৬১। গিঞাছিল=গিয়াছিলাম।

৮৬৪। রুক্মিণী প্রেমা—প্রেমা এখানে বিশেষণ=প্রেমিকা, প্রেমময়ী। তথা ৯৬৫। সৌভাগিনী—ব্যাকরণ হিসাবে সুভাগিনী ও সৌভাগিনী দুই পদই শুদ্ধ। পুনশ্চ ৯০২। ২৯৯ সুভাগিনী প্রয়োগ আছে।

৮৬৬। বৈবর্ণ=বিবর্ণ। নৈরাকার তুলনীয়।

৮৬৯। যোলয়—পুথিতে এই স্থলে বানান—শোলয়। অন্যত্র প্রায়ই য।

৮৭১। মধুহারী—মৌমাছি। রীত—আচরণ। আরতি—আসক্তি। অন্য রূপ—আর্ত্তি। কপট পীরিতি আরতি বাঢ়ায়া—চণ্ডীদাস।

৮৭২। ঝুরে—কাঁদে। ৮৯ দেখ।

৮৮০। ব্যথা—পুথিতে ব্যেথা। অন্যত্র বেথা।

৮০৪। পৌরষ—পুথির বানান। গৌরবার্থে। আপনা নিন্দিয়া তার বাড়াল পৌরুষ...ঘনরাম। জ্ঞা।

৮৮৬। স্রষ্টেত=সৃষ্টিতে।

৮৮৭। পহিলে—সর্ব্বত্র এই বানান। ১৩৪ দেখ।

৮৮৭। দিলাঙ্—এই গ্রন্থে আধুনিক আম্ ব্যবহার নাই। উত্তমপুরুষে দিলাঙ্ অথবা দিল—এই দুই রূপ ব্যবহৃত হইয়াছে।

৮৯৪। প্রত্যাঙ্গে=প্রত্যঙ্গে। চরকি॥

ঢলকি—ঢর্ বা ঢল্ ধাতু—হি ঢল্না। শিথিল হওয়া।

৮৯৫। পাসরিল—ভুলিল। সং অপস্মৃ ধাতুর অপভ্রংশ। অবশ—পুথিতে অবেস।

৮৯৯। হুতাশ—সং হুতাশ বা হতোঽস্মি হইতে।

৯০০। পরকার=প্রকার। অতিশয়—পুথিতে তাই। আতি নহে।

৯০১। কুৎসিৎ—পুথিতে কুশ্ছিত।

৯০৪। হুতাশ=হুতাশন।

৯০৫। স্নিগ্ধ—পুথিতে স্বগ্ধ।

৯০৭। সখিমেলে—সখীগণমধ্যে। মেল বা মেলা সং মিল্ ধাতু, হি মিলনা, একত্র হওয়া, যুক্ত হওয়া।

৯১০। কিছুই না ভায়—কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। সং ভাধাতু দীপ্ত্যর্থে।

৯১১। সব সখী—কর্ম্মকারক।

৯১৪। হইঞা—অন্যত্র হঞা।

৯১৮। প্রাকৃত চরিত্র—সামান্য লোকের চরিত্র।

৯২১। চরিত্র—বৃত্তান্ত।

৯২৩। নেবারিল—নি+বারি ধাতু। সুতরাং নে ভুল। পুনশ্চ ৯২৯। কিন্তু লেখিল ৯৮০ শুদ্ধ। সং লিখ্ ধাতুর রূপ লিখতি ও লেখতি উভয়ই হয়। তথা মেলিতে ৯২৪ সং মিল্ ধাতু। বেথা=বাথা। পুথির অনুলিপি। য-ফলা=এ। ৪১৯ দেখ। উদাহরণ যথা—ত্যাগ=তেয়াগ। ত্যজিল=তেজিল। ব্যাপারী=বেপারী। হি খ্যাল=খেয়াল। হি প্যার=পেয়ার।

৯২৫। নেহালে—নেহারে—সং নিভল্ ধাতু। সং নিভালন (দর্শন)—নিহালন—নিহালা—নেহালা—নেহারা। হি নেহারনা, নেহালনা, তথা হের্ ধাতুনিষ্পন্ন। কিন্তু হেল্ ধাতুর প্রয়োগ নাই। জ্ঞা। গুজরাতিতে নেহাল ব্যবহৃত হয়।

৯২৬। নিদান ভাব—আসন্ন মৃত্যু। যথা চণ্ডীদাসে—বিরহ-কাতরা বিনোদিনী রাই পরাণে বাঁচে না বাঁচে। নিদান দেখিয়া আসিনু হেথায় কহিনু তোহারি কাছে। জ্ঞা। শাস্তিল—শান্ত করিল। নামধাতু প্রয়োগ।

৯২৭। ক্ষেমাইল—পুথির পাঠ। ক্ষমা করাইল।

৯২৯। এই শ্লোক ৬ পঙ্‌ক্তিতে।

৯৩২। গণনহে—অনুচর সঙ্গে।

৯৩৭। রূপিতে—পুথির বানান। সং রুহ ধাতু ণিজন্ত করিলে রোপি ধাতু নিষ্পন্ন হয়। সুতরাং রোপিতে শুদ্ধ রূপ।

৯৪৩। প্রসঙ্গ—প্র+সন্‌জ+ভাবে অল্। আরম্ভ। জন—সাধারণ ব্যক্তি।

৯৪৬। আছুক—সং অস্তু, প্রা আছুৎ। জ্ঞা। দঢ়াইল—দৃঢ় করিল। সং দৃঢ় হইতে বাঙ্গালায় দঢ়।

৯৪৭। কোপিল—সং কুপ্ ধাতু। সুতরাং শুদ্ধ রূপ—কুপিল। কুপ্+ঘঞ্=কোপ। ১৮ ভোগিতে দেখ।

৯৪৯। হাকারিলা—সং হুঙ্কার হইতে হাঁকার ধাতু। যথা কবিকঙ্কণে—"দানা হাঁকারিয়া যত আনিল ছাগল"। জ্ঞা।

৯৫০। তুরিতে—সং ত্বরিতের উচ্চারণ-ভেদ।

৯৫৯। হাতে—অন্যত্র পুথিতে হাথে। সং হস্ত—প্রাকৃতে হথ, সুতরাং 'হাথে' সমীচীন

৯৬৯। ক্রীড় —পুথিতে ক্রীতও পড়া যায় পাঠ কি, ক্রীড়নাথ হইবে? সং ক্রীড়=ক্রীড়া

৯৭২। মহান্ত—মহন্ত—মোহন্ত=কৃষ্ণভক্ত।

৯৮০। পরিণাম কালে—মৃত্যুকালে।

৯৮১। অচিহ্ন—যাহাকে চেনা যায় না।

৯৮২। মাতৃজার—মাতার উপপতি।

৯৮৩। বিচারণা=বিচার। বিভজিল—ভাগ করিয়া দিল।

৯৮৮। বন্ধতা=বদ্ধতা।

৯৯১। সুভান—সু উত্তম ভান ভাতি যার অর্থাৎ সুন্দর। ভান=সং ভাধাতু দীপ্ত্যর্থ।

রসকদম্বের শব্দসূচী

দ্রঃ—অঙ্কগুলি শ্লোকসংখ্যা নির্দেশ করিতেছে